শ্রীশ্রীহরি।

স্মরণং।

হাতেমতাই।

গণেশবন্দনা।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

প্রণমামি তব পায়, বন্দ্য দেব গণরায়, একদন্ত কুঞ্জর বদন। খর্ব্ব স্থূল কলেবর, চতুষ্কর লম্বোদর, বিঘ্নহর হরের নন্দন॥ তুমি অখিলের ধাতা, অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা, তব নাম করে সিদ্ধ হয়। তুমি দেব নিরঞ্জন, ব্রহ্মময়ীর নন্দন, সর্ব্ব অগ্রে তোমারে পূজয়॥ আকাশ পাতাল ভূমি, তুমি ত্রিলোকের স্বামী, ত্রিগুণ তোমাতে নিরূপণ। তুমি হরি তুমি হর, তুমি প্রভু সৃষ্টিকর, মূলাধার তুমি গজানন॥ তুমি জল তুমি স্থল, তুমি জ্বলন্ত অনল, পর্ব্বত কানন রত্নাকর। প্রকৃতি পুরুষ তুমি, অনাদি অন্তরযামী, আদ্য অন্ত কে জানে তোমার॥ তুমি যারে কর দয়া, ঘুচে তার জীবের মায়া, সেই জীব মোক্ষপদ পায়। শমনে না করে ভয়, চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত হয়, পুরাণেতে প্রমাণ আছয়॥ আমি অতি অভাজন, না জানি তব সাধন, যথাশক্তি করিনু বর্ণন। করেছি যে মনোরথ, হয় যেন মনোমত, দাসে করে এই নিবেদন॥

অথ সৃষ্টিপ্রকরণ।

পয়ার। এক ব্রহ্ম নিরঞ্জন জগতের সার। চতুর্দ্দশ ভুবনেতে রচনা যাঁহার ॥ জলধি উপরিভাগে হয়ে উপবেশন। বটপত্রে দয়াময় করিয়া শয়ন ॥ সেই নিরাকার ব্রহ্ম নীরোপরিভাগে। সৃষ্টি স্থিতি করিবেন শক্তি অনুযোগে ॥ সংসার রচিতে তবে করেন মনন। ইচ্ছায় তাঁর শক্তি হৈতে কন্যার সৃজন ॥ অপরূপ সেই কন্যা দেখিলেন শ্যাম। আদ্যাশক্তি বলি তবে রাখিলেন নাম ॥ জগদীশ বলে কন্যা মম বাক্য লও। রচিতে সংসার তুমি গর্ভবতী হও ॥ প্রভুর আদেশে সতী প্রসূতী হইল। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এ তিন জন্মিল ॥ ভূমিষ্ঠ হইল যবে এই তিন জন। ক্ষীরোদের তীরে কৈল যোগ আরাধন ॥ তবে শক্তি নিরঞ্জনে কহেন তখন। আজ্ঞা কর কোন কার্য্য করিব সাধন ॥ জগদীশ আদেশিল তব ইচ্ছা হয়। পতিভাবে সেই জনে বরহ তাহায় ॥ পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা করেন গমন। ক্ষীরোদের-তীরে আসি উপবিষ্ট হন ॥ প্রথমেতে গেলেন শক্তি ব্রহ্মা যথায়। পতিত্বে বরিব আমি প্রভুর আজ্ঞায় ॥ কর্ণ রোধ করি তবে কহে পদ্মযোনি। এ বড় কঠিন কথা কহিলে জননি ॥ তব জঠরেতে জন্ম প্রভুর আজ্ঞায়। এমন কঠিন কথা না কহ আমায় ॥ ইহা বলি ব্রহ্মা তবে স্থানান্তরে গেল। বিষ্ণুর সমক্ষে আসি উপনীত হৈল ॥ শক্তি কহেন প্রভুর আজ্ঞায় ভজহ আমায়। শুনি বিষ্ণু কর্ণে হস্ত পলাইয়া যায় ॥ মনে মনে মহামায়া ভাবেন তখন। কি প্রকারে মহেশেরে দিব দরশন ॥ এই রূপে গেলে আজ্ঞা করিবে লঙ্ঘন। এত ভাবি মহামায়া শবরূপা হন ॥ শব রূপা হয়ে জলে ভাসেন জননি। যথায় মহেশ ধ্যানে গেলেন তখনি ॥ পাইয়া শবের ঘ্রাণ দেব ত্রিলোচন। চক্ষু মেলি করিলেন শব নিরীক্ষণ ॥ অভিমুখে শবদেহ ক্ষীরোদে ভাসয়। মনে মনে ত্রিলোচন নিশ্চয় করয় ॥ সবে মাত্র সংসারেতে জন্মি তিন জন। কার দেহ শব হৈল না জানি কারণ ॥ ইহা ভাবি শূলপাণি ত্রিশূলের হূলে। তুলিলেন শবদেহ ক্ষীরোদের-কূলে ॥ কে বুঝে মায়ার মায়া জীব অপবর্ণা। শবদেহ হৈতে সতী হৈল এক কন্যা ॥ ভুবনমোহিনী কন্যা ভুবন প্রস-

বিনী। তেঁই বলে জননী রমণী রমণী জননী ॥ অপরূপা কন্যা হেরে কহে শূলপাণি। কে আপনি শবরূপা ক্ষীরোদ ভাসিনী ॥ শব হৈতে কন্যারূপ করিয়া ধারণ। ক্ষীরোদের তীরে আসি দিলে দরশন ॥ কন্যা কহেআমি সতী প্রসূতী তোমার। প্রভুর আজ্ঞায় পতি তুমি যে আমার ॥ শবরূপা হই আমি তোমার কারণ। পতি হয়ে কর মম অভীষ্ট পূরণ ॥ প্রভুর আজ্ঞা কভু না কর হেলন। এসো দীগাম্বর করি পতিত্বে বরণ ॥ অসন্তোষ আশুতোষ শুনে এই বাণী। কর্ণপথে হস্তে দিয়া কহে শূলপাণি ॥ পুত্রকে করিতে পতি জননী ইচ্ছায়। এমত অন্যায় বাক্য কেমনে কহয় ॥ অসম্ভব কথা এই শুনিলে পাতক। শ্রবণে শুনিলে যাহা ঘটয় নরক ॥ উপদেব আদি করি যে আছে যথায়। শুনিলে এমন কথা স্থানান্তরে যায় ॥ হেন অযোগ্য বিধি কে দিল তোমায়। শক্তি কহে আইলাম প্রভুর আজ্ঞায় ॥ ভগবানের আজ্ঞা কভু না কর লঙ্ঘন। এ সবার মান্য হবে দেব ত্রিলোচন ॥ প্রসূতী বলেন ত্যজ না পতি অধিকার। প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘে বল সাধ্য আছে কার ॥ জগতের গুরু সেই তেজ ব্রহ্মরায়। ত্যজিলে তাঁহার আজ্ঞা অপরাধ তায় ॥ তুমিত অভেদ জ্ঞানি দেব ত্রিলোচন। এক ব্রহ্ম বিনা ভাব আছে কোন জন ॥ প্রকৃতি পুরুষ এক জান ত্রিলোচন। তবে তুমি ভিন্নভাব ভাব কি কারণ ॥ শিব বলে ব্রহ্মজ্ঞানে সব ব্রহ্মময়। এ বড় কঠিন কথা কভু ভিন্ন নয় ॥ লোকাচার বেদাচার করিবার কারণ। জলনিধি-উপরে ধরা করেন স্বজন ॥ এ কেমন লোকাচার হরিলেন তিনি। পুত্রেরে বিধি দিলেন বরিতে জননী ॥ নিরাকার ছিল যখন এই জলাশয়। সাকারা না ছিল কিছু সব ব্রহ্মময় ॥ না ছিল জীবের স্থিতি যোনি অধিকার। মাতা পিতা দারা সুত নাহি ছিল কার ॥ প্রাণ দেহ পতন হয় যখন যার। পতি পুত্রে অধিকার নাহি থাকে তার ॥ সেই বিধি তুমি যদি করহ পালন। একশত বার দেহ করিতে পতন ॥ এই বাক্য রক্ষা যদি কর শক্তিবলে। তবে পারি বরমালা দিতে তব গলে। হর বাক্য হরপ্রিয়া করিয়ে গ্রহণ। শতবার দেহ সতী করিল পতন ॥ বর্ণিতে পুস্তক বাড়ে পুরাণ প্রমাণ। হরে কৈল হৈমবতী বরমাল্য দান ॥ কে বুঝে দেবের

লীলা সাধ্য আছে কার। কথায়২ দেহ ত্যজে শতবার।। কার শক্তি শক্তিগুণ করিতে বর্ণন। কভু নারী কভু নর কখন কি হন।। অতএব কৃষ্ণ ভজ দীন গেল বোয়ে। নাজান শমন আছে শিয়রে বসিমে।। কতদিন রবে ভবে ভেবে দেখ মনে। স্বকার্য্য সাধন কর জিনিবে শমনে।। পরহিংসা পর স্ত্রী হরিতে কর মন। কুসঙ্গে মজিয়ে কর কুপথে গমন। ইহকালে কুকার্য্য হে করিলে সাধন।। পরলোকে ভোগাভোগ নাহয় খণ্ডন।। ধন ধেনু গজ বাজি অমূল্য রতন। সঙ্গে নাহি যাবে কারো ত্যজিলে জীবন।। পরে যাতে ভাল হবে সেই কার্য্য কর। কৃষ্ণ না ভজিয়ে কেন নরকেতে মর।। করনা করনা কভু কুকার্য্য সাধন। এ ভব যন্ত্রণা এড়াতে যদি থাকে মন।।

অথ হাতেমের জন্ম বিবরণ।

পয়ার।

সংসার প্রণীত করি দেব নারায়ণ। নরনারী আদি কৈল জীবের স্বজন।। ক্রমে ক্রমে হৈল কত সাধু মহাজন। গ্রাম ধাম হৈল কত না যায় বর্ণন।। নানাজাতি মনুষ্য হইল যে প্রণীত। কত সাধু পাযণ্ড না যায় বর্ণিত।। স্বষ্টি রক্ষাকর্ত্তা হইল হংসাসন। প্রভুর আদেশে করে জীবের পালন।। সংহার কর্ত্তা মহেশ বিষ্ণুতে অবস্থিতি। এই তিনে ত্রিগুণে পালন করে ক্ষিতি। অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। পরে শুন হাতেমের জন্ম বিবরণ।। তাই নামে গ্রাম ধাম নগর ইমন। তাই নামে তথায় বাদসা একজন।। নিষ্কণ্টকে বাদসাই করে চিরকাল। সৈন্য সামন্ত কত দ্বারে দ্বারপাল।। ধন ধেনু গজ বাজি অমূল্য রতন। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কত কত না জায় বর্ণন।। নিজ খুল্লতাত-কন্যা বিবাহ করিল। পরম রূপসী কন্যা রূপেতে শোভিল।। সময় প্রবর্ত্ত কালে গর্ভবতী হৈল। হাতেম নামেতে পুত্র তাহে জনমিল।। অতি সুকুমার পুত্র জন্মিল যখন। আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হৈল দুইজন।। যথা কালে প্রসব হইল

সেই রাণী। ভূমিষ্ঠ হয়ে হাতেম নিরখে ধরণী॥ অপরূপ তার রূপ এ মহি মণ্ডলে। পূর্ণশশী খসি যেন পতিত ভূতলে॥ তনয়ের মুখ-চন্দ্র করি দরশন। আনন্দে নিমগ্ন হয়ে প্রফুল্ল জীবন॥ দাসে আদেশে বাদসা গণকে আনিতে। আজ্ঞামাত্র চলে দূত গণক ধামেতে॥ আইল গ্রহ বিপ্র বাদসা অভিমুখে। বসিতে আসন দিয়া কহেন কৌতুকে॥ অদ্য নিশাযোগে মম হইল নন্দন। দেখহ গণনা করি পুত্র সুলক্ষণ॥ নাম-করণাদি কার্য্য কর বিচক্ষণ। আয়ুর্ব্বেদ মতে কর আয়ুর গণন॥ আজ্ঞা মতে গণনার অঙ্ক যে পাতিল। সুলক্ষণ দেখি নাম হাতেম রাখিল॥ দীর্ঘ আয়ু হাতেমের যশেতে পুর্ণিত। 'পর উপ-কারি হবে পরম পণ্ডিত॥ ভগবানের গুণানুবাদ সদাই করিবে। পর উপকারার্থে নিজ প্রাণ দিবে॥ ভ্রমণ করিবে হয়ে সাধু সদাচার। প্রাণীর হিতার্থে হৈল জনম ইহার॥ সসাগর পৃথিবী এজন শাসিবে। এক ছত্রে আধিপত্য অবশ্য করিবে॥ শুনে পুত্রের লক্ষণ আনন্দ বাদশার। আচার্য্যে দিলেন ধন ইচ্ছামত তার॥ পাত্র মিত্র সভাসদ যতেক আছিল। ইচ্ছামতে সকলেরে পুরস্কার দিল॥ তবে গণক স্বস্থানেতে করিল গমন। অন্ধ খঞ্জনেরে রাজা দান করে ধন॥ দরিদ্র কাঙ্গাল অতিথি অভ্যাগত। ধন ধেনু অর্থ বিতরণ কৈল কত॥ রাজ-পুরী রজতে শোভিত করিল। স্থানে স্থানে কতমত নহবত বাজিল॥ তুরী ভেরী আদি করি বাদ্য নানাজাতি। নর্ত্তকে করয়ে নৃত্য সুশোভিত অতি॥ স্থানে স্থানে দেবালয় করিল নির্ম্মাণ। ধ্বজ পতাকাতে কত শোভিছে নিশান॥ রাজপুরী হেরিলে মোহিত হয় মন। পুত্র উৎসবে কভু না দেখি এমন॥ মহানন্দ উৎসব হইল সমাপন। আর অস-ম্ভব কথা কর অবধান॥ ছয় হাজার প্রজা রমণীর গর্ভ ছিল। হাতেমের জন্ম দিনে সকলে জন্মিল॥ পাইয়া সম্বাদ তবে বাদশা রাজন। সক-লের বাসে করে দূতেরে প্রেরণ॥ হাতেমের সুলগ্নে হৈল প্রজার নন্দন। আন সকলের পুত্র দেখিব কেমন। প্রতি ঘরে ঘরে দূত প্রেরণ করিল। যথা যত প্রজার নারী প্রসব হইল॥ প্রতি ঘরে ঘরে দূত জানায় তখন। রাজধামে লয়ে চল সবার নন্দন॥ ছয় হাজার প্রসূতী হইল প্রসব। মম অভিমুখে পুত্র লয়ে এসো সব॥ যে জন বাদসাকে

পুত্র নাহি দেখাইবে। নিরবধি সেই নারী কারারুদ্ধ হবে।। এতেক শুনিয়া যতেক প্রজাদিগণ। ভয়ে সশঙ্কিত সবে ত্রাসিত জীবন। দূতের নিকটে আনে পুত্র ছয় হাজার। নগরে বসিল যেন পুত্রের বাজার।। সবে বলে পুত্র লয়ে বাদসা কি করিবে। হাতেমের কাছে বুঝি নরবলি দিবে।। দূত বলে নাহি জানি ইহার কারণ। কি করিবেন বাদশা লইয়া নন্দন।। ইহা শুনি কান্দে সবে পুত্র করি কোলে। হায় বিধি পুত্রনিধি কেন দিয়াছিলে।। কত কষ্ট পেলাম পুত্র ধরিয়া জঠরে। বিনা দোষে বাদশা হেন পুত্র নাশ করে।। কোথায় রহিলে বিপদে শ্রীমধুসূদন। দয়া করি রক্ষা কর পুত্রের জীবন।। এক দিবসের পুত্র কোমল জীবন। কেমনে বাদশার হস্তে করিব অর্পণ।। দয়াকরি রক্ষা কর প্রভু ভগবান। পুত্র পরিবর্ত্তে বধ আমাদের প্রাণ।। রাজা বাদশার কঠিন প্রাণ নহে যে সরল। হিরণ্য-কশিপু পুত্রে খাওয়ায় গরল।। দাতাকর্ণ নিজ পুত্রে করিল ছেদন। পুত্র মাংসে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন।। দশরথের কঠিন প্রাণ শুনেছি শ্রবণে। পুত্রবধূ সহ পুত্র দিয়েছিল বনে।। কত কঠিন প্রাণ হরিশ্চন্দ্র রাজার। পর গৃহে বন্ধক রাখে পুত্র পরিবার।। সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে আছয়ে প্রমাণ। অপত্যের প্রতি স্নেহ না কর রাজগণ।। ইহা বলি পুত্র লয়ে যায় মনোদুঃখে। উপবিষ্ট হৈল বাদশার অভিমুখে।। নিজ পুত্র হাতেমেরে করিতে পালন। চতুর্থ দাসী হস্তে করেন অর্পণ।। আর এক অপূর্ব্ব কথা কর প্রণিধান। হাতেম না করেন দাসীর স্তন পান।। ত্রাসিত প্রযুক্ত দাসী বাদশাকে জানায়। তব হাতেম কি হেতু দুগ্ধ নাহি খায়।। ইহা শুনিয়া বাদশা সশঙ্কিত কায়। আনিতে গণকগণে কিঙ্কর পাঠায়।। আইল গণক বিপ্র করিতে গণন। বাদশা জানাইল সমস্ত বিবরণ। দুগ্ধ নাহি খায় পুত্র কিসের কারণ। ভূতলে পাতিয়ে অঙ্ক করহ গণন।। এত শুনি গ্রহবিপ্র অঙ্ক পাতিল। হাতেমের মনের কথা সমস্ত জানিল।। বুঝিল গণক দ্বিজ সব অনুক্রম। যে কারণ দুগ্ধ পান না করে হাতেম।। গণক বলেন শুন বাদশা মতিমান। যে হেতু হাতেম না করে স্তন পান।। তোমার হাতেম সাধু ধর্ম্ম পরায়ণ। পর প্রসূতীর দুগ্ধ না করে গ্রহণ।। জননী জঠরে যেই দুগ্ধের সঞ্চার। ভগবান দত্ত মম যথার্থ আহার।। সঞ্চিত

আহারে বঞ্চিত করিল জনমী। দাসী দুগ্ধপান হেতু নিয়োজিল তিনি।। পর প্রসূতীর দুগ্ধ পর অধিকার। পর দুগ্ধ গ্রাস করি এ কোন বিচার।। এ হেতু হাতেম তাই দুগ্ধ নাহি খায়। হাতেমের মনের কথা কহিনু তোমায়।। ইহা শুনি বাদশা দুঃখিত হয়ে অতি। গাভি দুগ্ধ সেবনেতে কৈল্ল অনুমতি।। বাদসা আদেশ পায়ে সেবিকে তখন। গাভিদুগ্ধ হাতেমেরে করায় সেবন।। গাভি দুগ্ধ না করিল হাতেম গ্রহণ। পুনশ্চ সেবিকে আসি জানায় তখন।। বাদশাভিমুখে আসি জানায় পুনর্ব্বার। গাভিদুগ্ধ না খাইল হাতেম তোমার।। পুনশ্চ গণকে আনি করায় গণন। গাভিদুগ্ধ হাতেম না খায় কি কারণ।। পুনশ্চ গণক অঙ্ক পাতি-লেন তথা। জানিলেন হাতেমের মনোগত কথা।। দ্বিজ বলে মহাশয় করহ শ্রবণ। অঙ্কপাতি দেখিলাম করিয়ে গণন। মনেং হাতেম যে এই কথা কয়। গাভিদুগ্ধ মম যথার্থ আহার নয়।। পর প্রসূতি গাভি বৎস আছে তার। পর দুগ্ধ খাব আমি এ কোন বিচার।। নিশিযোগে তার বৎস করিয়া গোপন। প্রভাতে করিলে তার আহার হরণ।। অনাহারের আহার হরিলে আপনি। এ কোন ধর্ম্ম বাদশা কহ দেখি শুনি।। মনেং হাতেম তব এই কথা কয়। ইহার উচিত কার্য্য কর মহাশয়।। ইহা বলি গ্রহ বিপ্র করিল গমন। তদন্তরে যাহা হইল করহ শ্রবণ।। হাতেমে কোলে লয়ে বাদশা যে আপনি। অন্তঃপুরে চলিলেন যথা মহারাণী।। হাতেমের মনের কথা সব কহিল। স্তন পান হেতু যে রাণীকে আদেশিল।। বাদসা আজ্ঞা শিরোভাগে করিয়া গ্রহণ। হাতেমের করিল দুটি হস্ত বন্ধন।। হস্ত বন্ধন করিয়া স্তন দিল মুখে। হাতেম স্তনপান করে পরম সুখে।। বাদশা বলে কহ শুনি ইহার কারণ। কি হেতু কৈলে হাতেমের হস্ত বন্ধন।। ইহার তদন্ত শুনি করহ প্রকাশ। প্রসূতি হয়ে সন্তানে এত অবিশ্বাস।। জঠরে ধরেছ যারে পুত্র আপনার। তারে অবিশ্বাস কর এ কোন বিচার।। এক দিবসের পুত্র কিছুই না জানে। মাতা হয়ে হেন পুত্রে বান্ধ কি কারণে।। হেন ব্যবহার কভু দেখি নাহি শুনি। পুত্রের হস্ত বাঁধে দুগ্ধ দেয় জননী।। কহং মহারাণী শুনি তার মর্ম্ম। হস্তে বেঁধে দুগ্ধ দাও এই কোন ধর্ম্ম।।

বাদসার সহ রাণীর কথোপকথন।

পয়ার।

মহারাণী বলে বাদশা করহ শ্রবণ। যে হেতু হাতেমের কৈনু হস্তে বন্ধন॥ হাতেম বালক নহে জানিনু কারণ। যে হেতু পর দুগ্ধ না কৈল গ্রহণ॥ ত্রিভুবনের প্রসূতি প্রসবে সন্তান। কার এক দিবসের পুত্রে এত জ্ঞান॥ তাহার প্রমাণ এক শুনেছি শ্রবণে। বয়সেতে বিজ্ঞ নয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে॥ অতএব বুঝিনু বিশেষ বিবরণ। হাতেমতাই নহে বালক সাধারণ॥ সহজে বালক জাতি যে অজ্ঞান। হর্ষ হয়ে প্রসূতী করান স্তনপান॥ সে বালক হাতেম নহে জ্ঞানেতে বিজ্ঞ। এই হেতু স্তনার্পণে হাতেম অযোগ্য॥ মহাবিজ্ঞ হাতেম শুনহ মহাশয়। হাতেমের হস্তে স্তনার্পণ করা যোগ্য নয়॥ এত শুনি হাতেম অন্তরে হর্ষ হৈল। উপযুক্ত প্রসূর্তী মম মনেতে জানিল॥ মনে২ বাদশা করেন অনুমান। যেমন তেমন পুত্র দিল ভগবান॥ এইরূপে বর্ণনা যে করিয়ে তখন। অন্তঃপুর হৈতে বাদশা উপবিষ্ট হন॥ এইমতে কিছু দিন হইল পতন। হাতে-মের বাল্যক্রীড়া করহ শ্রবণ॥

হাতেমের বাল্যক্রীড়া।

পয়ার।

ছয় হাজার প্রজার পুত্র গৃহে ছিল। হাতেমের সহ তারা খেলিতে লাগিল। প্রত্যহ প্রত্যুষে লয়ে সেই শিশুগণ। নগরে খেলেন সবে আনন্দিত মনে॥ বাল্যক্রীড়া ত্যাগ করে গৃহেতে গমন। শিশু সহ একত্র করয়ে ভোজন॥ অতিথি অভ্যাগতে কত করে দান। শিশুকালে একত্রে হাতেম যে অতি মতিমান॥ সর্ব্বজীবে ভক্তি সদা করেন হাতেম। কোন জীবহিংসা না করেকোনক্রমে॥ শিশুকালে হৈল হাতেম সাধু সদাচার। নিজ প্রাণপণে করে পরউপকার॥ শিশু অতিরিক্ত বয়স হইল যখন। মৃগয়া করিতে ভ্রমেগহন কানন॥ সেই বনে আসি এক ব্যাধের নন্দন।

মৃগ উপরে করে শর আকর্ষণ।। দ্রুত আসি নিষেধ তাঁরে করেন তখন। ভগবানের জীব তুমি বধ কি কারণ।। আক্ষী বলে কে তুমি সহজে অজ্ঞান। মম জীবিকা সৃজন কৈল ভগবান।। ব্যাধ কুলে জন্ম মম শুন স্পষ্ট কই। বিহঙ্গ কুরঙ্গ বধি মম ব্যবসা এই।। উপজীবিকা মম সৃজিল বিধাতা। তাহারে বধিতে পাপ শুনি নাই কোথা।। পরবিত্ত ছেদ কর তুমি কি কারণ। ইহাতে আছয়ে বহু অধর্ম্মাচরণ।। ব্যাধ বাক্য হাতেম বুঝিয়া অন্তরে। ব্যাধ বিত্ত ছেদ হয় বাঁচালে পক্ষীরে।। উত্তম বিচার কৈল ব্যাধের নন্দন। পক্ষী রক্ষিলে হয় ব্যাধের হিংসন।। বিত্ত ছেদ মহাপাপ না হবে খণ্ডন। কি বিপদ গ্রস্ত হৈনু ভ্রমিতে কানন।। এখন উপায় চেষ্টা করি কার কাছে। ব্যাধ বিত্ত রক্ষা পায় পক্ষী প্রাণে বাঁচে।। এতেক ভাবিয়া হাতেম মনেং কয়। ব্যাধ বিত্ত রক্ষা পায় পক্ষী কৈলে ক্রয়।। মূল্য দিয়ে রক্ষা করি পক্ষীর জীবন। দুই দিক্ রক্ষা পায় এই সে কারণ। ইহা ভাবি হাতেম ব্যাধের প্রতি কয়। কি মূল্য হবে পক্ষী করিব আমি ক্রয়।। ব্যাধ বলে পঞ্চ তঙ্কা মূল্য আমি চাই। তবে আমি পক্ষী দিব শুন হাতেমতাই।। ইহা শুনি ব্যাধেরে পঞ্চ তঙ্কা দিল। পক্ষী ছেড়ে দিয়ে ব্যাধ স্বস্থানে চলিল।। এইরূপে হাতেম থাকেন ভক্তিপথে। ধন দিয়ে পূজা দানে সন্তোষে অতিথে।। ধর্ম্মপথ অবলম্বন করে নিরন্তর। স্বকার্য্য সাধনে মন ধর্ম্মেতে তৎপর।। শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ জনে ইষ্ট তুল্য ভাবে। অনিষ্ট না রাখে কার আপন প্রভাবে। যদি কেহ হাতেমে অনিষ্ট কথা কয়। ইষ্ট জ্ঞান করি তারে বলে মহাশয়।। শূদ্র ক্ষুদ্র সম ভাব নীচ নাহি জানে। তুচ্ছ উচ্চ সম ভাব ভাবে সর্ব্বজনে।। যদি কভু বিপদে পড়ে কোনজন। নিজ প্রাণ দিয়ে করে বিপদ ভঞ্জন। এইরূপে হাতেম হৈল সাধু সদাচার। দেশেং ভ্রমে করে পর উপকার। পথস্থ পথিক জন বিপদে পড়িলে। বিপদ উদ্ধার তার করে অবহেলে।। ধর্ম্মপথ অবলম্বন ধর্ম্মে মতি তার। ইষ্টলাভ করায় অনিষ্ঠ দেখে যার।। হাতেমের রূপ গুণ কি বর্ণিব তার। রূপেতে ভুবন ভুলে রূপ চমৎকার।। পথস্থ হৈয়ে হাতেম যখন যায়। রূপ দেখিতে তার কত লোক ধায়।। রূপেতে উজ্জ্বল ধরা অতি মনোহর। রূপে লজ্জা পায় হেরে পূর্ণ শশধর।। এই রূপেতে হাতেম মৃগয়া

কারণ ।। ভ্রমণ করেন সদা বন উপবন ।। একদিন দৈবযোগে ব্যাঘ্র যে কুঞ্জর। হাতেমের অভিমুখে হইল একত্তর ।। হাতেমে দেখিয়ে ব্যাঘ্র হরিষ অন্তরে। দ্রুত আইসে ব্যাঘ্র হাতেমে গ্রাসিবারে ।। ঘোটকারোহণে হাতেম ভাবয়ে তখন। ব্যাঘ্রেরে হানিল শর হারায় জীবন ।। কুকার্য্য সাধন হয় জীবের হিংসনে। প্রাণ হারাইবে ব্যাঘ্র দেখিব কেমনে ।। এসেছিল ব্যাঘ্র যে আমায় গ্রাসিবারে। ঘোটক দেখিয়া ব্যাঘ্র পলাইল দূরে ।। কি হবে ব্যাঘ্রের আহার অদ্য না পাইলে। কত কষ্ট পাবে ব্যাঘ্র জঠর অনলে। কৃষ্ণের জীব কষ্ট পাবে কি করি উপায়। জীব উপকার বিনা এ দেহ বৃথায় ।। অনিত্য মানব দেহ নহে উপকার। আমি হৈব অদ্য এই ব্যাঘ্রের আহার ।। ইহা ভাবি হাতেম অশ্ব হইতে নামিল। ব্যাঘ্রের মুখে আসি দণ্ডায়মান হইল ।। হাতেম কহেন ব্যাঘ্র গ্রাসহ আমারে। ক্ষুধানলে দগ্ধ কেন হও অনাহারে ।। কাননেতে না মিলিল ভক্ষণ তোমার। ধর্ম্মার্থে হইনু আমি তোমার আহার ।। ভগবানের জীব থাকিবে উপবাস। উপবাস রক্ষা হেতু কর আমায় গ্রাস ।। পর উপকার অর্থে জনম আমার। এই হেতু হই আমি তোমার আহার ।। স্বগত হইয়া ব্যাঘ্র ভাবে মনেং। আপনার প্রাণ দেয় পরের রক্ষণে ।। মনুষ্য ব্যাঘ্র ভক্ষ ব্যক্ত চরাচরে। ব্যাঘ্র দেখিলে মনুষ্য পলায়ন করে ।। এ কোন মনুষ্য ইহা না জানি কারণ অশ্ব হৈতে আইল হাতেম ব্যাঘ্রের ভক্ষণ ।। আপনার প্রাণ দিতে দিতে আপনি আইল। এর দয়া দেখি মম ক্ষুধা দূরে গেল ।। না জানি হবেন ইনি কোন মহাজন। এতেক ভাবিয়া ব্যাঘ্র করে পলায়ন ।। ব্যাঘ্রের বিমুখ হেরি হাতেম চলিল। নিজ বিশ্রাম কুঞ্জে উপবিষ্ট হইল ।। প্রভাতেতে হাতেম গাত্রোত্থান করিয়ে। বাল্যক্রীড়া হেতু চলে শিশু সঙ্গে লয়ে ।। অঘোর উদ্যান মাঝে খেলা আরম্ভিল। কোথা হৈতে এক ব্যাঘ্র আসিয়া মিলিল ।। সামান্য বালক যত ক্রীড়া মধ্যে ছিল। ব্যাঘ্রকে দেখিয়া সকলে পলাইল ।। ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে হাতেম করি আরোহণ। সেই কানন মধ্যে করিয়ে ভ্রমণ। সেই শিশুগণ তার জনকে কহিল। তোমার হাতেমে আজি ব্যাঘ্রে খাওয়াইল ।। এতেক শুনিয়া বাদশা দ্রুতগতি যায়। ব্যাঘ্রে আরোহণ হাতেম দেখিবারে পায়।

পিতাকে হেরি হাতেম ভুতলে নাম্বিল। লজ্জিত হইয়া ব্যাঘ্র বনে প্রবেশিল।। বাদশা হইল তুষ্ট হাতেম বিক্রমে। নিজ গৃহে চলিল কোলে লয়ে হাতেমে।। এইরূপে হাতেম করেন কালযাপন। পরে শুন হোসেনবানুর বিবরণ।।

অথ হোসেনবানুর বিবরণ।

পয়ার।

খোরসান প্রদেশেতে বাদশা এক থাকে। বাদশাই তক্ত হরি দিয়াছেন তাঁকে।। তুরঙ্গ মাতঙ্গ আদি অশেষ প্রভব। ধন ধেনু গজ বাজি অতুল বৈভব।। সৈন্য সামন্ত কত না যায় বর্ণন। রথ রথি সারথি যে বহু যোদ্ধাগণ।। মহা ধনবান বাদশা অতি সুভাজন। তার অধিকারে সওদাগর একজন।। বরজক নামে সেই সাধু সওদাগর। সওদাগরি কার্য্যেতে প্রবর্ত্ত নিরন্তর।। কিঙ্কর দ্বারায় হয় বানিজ্য ব্যাপার। সওদাগর থাকে বিশ্রাম কুঞ্জে আপনার।। কখন২ যায় বাদশা বরাবর। বাদশা পাইলে তারে করে সমাদর।। বহু মান্য করেন বাদশা দেখিলে তাহাকে। এইরূপে কিছু দিন তথাকারে থাকে।। না ছিল সন্তান তার সন্ততি একজন। হোসেনবানু নাম তার শুন বিবরণ।। অবিবাহিত এক কন্যা পরম রূপসী। শ্রীমুখ অধরে শোভে যেন পূর্ণশশী।। বাদশা সন্নিধানে এক দিবস আসি। সমস্ত দুঃখের কথা কহে তথা বসি।। শুন বাদশা মহাশয় মম বিবরণ। দ্বিতীয় সংসারে মম নাহি কোনজন।। সবে মাত্র কন্যা এক আছয়ে আমার। নববালিকা হোসেনবানু নাম তার।। আপনি বাদশা প্রজা অধিপতি। তব অধিকারে রহিল আমার সন্ততি।। নিজ কন্যা ব্রত পালন করিবে তাকে। অদ্য হৈতে মম কন্যা সপিনু তোমাকে।। ধনার্থ আপনাকে করিনু সমর্পণ।। মম পরিবর্ত্তে কর্ত্তা হইলে আপনি। অদ্য হইতে মম কন্যা তোমার অধিনী।। বিবাহ করিতে যদি হয় তার মন। সুপাত্র দেখি কন্যা করিবে সমার্পন।। ইহা বলি সদাগর বিদায় হইল। কিছু

দিন পরে সে সদাগর মরিল ।। দ্বাদশ বৎসর যবে কন্যার বয়ঃক্রম। রূপে গুণে মহী ধন্যা কন্যা যে উত্তম ।। পিতৃদত্ত্বা ধনে সে কন্যার অধিকার। দাসে আদেশি করে বাণিজ্য ব্যাপার ।। ধর্ম্মপথে মন সদা অধর্ম্ম না জানে। সর্ব্বদা সেবন করে অভ্যাগত জনে ।। বিবাহ করিতে তার নাহিক বাসনা। সদত করেন কন্যা ধর্ম্ম আলোচনা ।। করিতে বিবাহ তার মন কভু নয়। সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে মনেরে মনে রে যোজয় ।। দরিদ্রে করয়ে দান যার যত আশ। এই রূপে কাটে কাল মনেতে সন্তোষ দৈবযোগে এক দিন সে নব বালিকা। দাসী সহ বিরাজিত বসি অট্টালিকা ।। দৈবযোগে রাজপথে করে নিরক্ষণ। দেখে পথে চলি যায় ফকির একজন ।। কপট ফকীর সেই তস্কর শিরোমণি। হরণ করয় অর্থ আইলে যামিনী ।। দ্বাবিংশতি চেলা সঙ্গে রঙ্গে চলি যায়। মায়া করি স্বর্ণ রৌপ্য পথেতে বিছায় ।। পথোপরে রজতের আসন বিছায়ে। তদুপরে যায় চলি কন্যারে দেখায়ে ।। কন্যা বলে কহ দাসী এই কোন জন। পথমাঝে পাতিয়াছে রজত আসন ।। দেখ দেখ তদুপরে কেন চলি যায়। অঙ্গুলি হেলায়ে কন্যা দাসীরে দেখায় ।। কন্যা বলে কহ শুনি ইহার কারণ। রজত আসনে চলে এ আর কেমন ।। পরম ধার্ম্মিক শুনি ফকির লক্ষণ। রজত আসনে চলে এ ধর্ম্ম কেমন ।। কেমন ফকির এই কোথা নিকেতন। কহ শুনি দাসী যদি জান বিবরণ ।। সেবিকে বলেন কন্যা ইহাকে আমি জানি। বাদশার দেবালয়ে বাস করে শুনি ।। দ্বাবিংশতি শিষ্য সঙ্গে সদত যে থাকে। অতি যতনে বাদশা দেবালয়ে রাখে। পরম ধার্ম্মিক শুনি অতি সুভাজন। ভগবান ফকিরে দিয়াছে বহু ধন ।। এই ফকির আসিয়া সপ্ত দিনান্তরে। বাদশার সম্মুখে আসি সাক্ষাৎ লাভ করে ।। ফকিরে দরশন করে বাদশা যখন। অতি সমাদরে দেন বসিতে আসন ।। সমাদর করে বাদশা ফকির সাক্ষাতে। গলে বাস কৃতাঞ্জলি হয় অবনতে ।। কন্যা বলে সাধু যদি ফকির সুভাজন। ইচ্ছা মনে এক দিন করিতে সেবন ।। মহাফল হয় নাকি অতিথি সেবনে। নিমন্ত্রণ করে এসো ফকীর সদনে ।। দাসী বলে যেই জন অতিথি ভুঞ্জায়। ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ সেই অনায়াসে পায় ।। অন্তকালে হয় তার বৈকুণ্ঠেতে বাস। অতিত সেবনের ফল পুরাণে প্রকাশ ।।

ইহা শুনি দাসী দুতী পাঠাইল। ফকীরঅভিমুখে গিয়ে উপবিষ্ট হৈল ॥ দণ্ডবৎ করি দুতী কহেন তখন। ধর ধর গোসাঁই জী ধর নিমন্ত্রণ ॥ হোসেনবানু কন্যা সেবিবে তোমায়। ঐ তার বিশ্রাম কুঞ্জ বাটী দেখা যায় ॥ কল্য প্রাতে আসিবে লইয়া শিষ্যগণ। অন্যথা না করিবে কন্যার নিমন্ত্রণ ॥ নিমন্ত্রণ পাইয়া ফকীর হর্ষ হইল। কল্য প্রাতে যাব বলি স্বীকার করিল ॥ মম আশীর্ব্বাদ কন্যাকে জানাইবে। কল্য প্রভাতে সেই ফকীর আসিবে ॥ এতেক শুনিয়া দূতী করিল গমন। কন্যার নিকটে আসি কহে বিবরণ ॥ কল্য প্রাতে আসিবে ফকীর মহাজন। করহ তাঁহার সেবার আয়োজন ॥ এতেক শুনিয়া কন্যা দাসে আদেশিল। ফকীর সেবার উদ্যোগ করিতে লাগিল ॥ যতেক আশবাব ছিল কন্যার ভাণ্ডারে। সভাশোভা হেতু আনিলেন বাহিরে ॥ উত্তম করিল সভা লোক মনোহর। পথেতে পাতিল কত পরশ পাথর ॥ তাহার উপরে ফকীর আসিবে চলিয়া। পাতিল রজতাসন সভাতে আনিয়া ॥ স্বর্ণ ভৃঙ্গারে আনি সরসির বারি। পদ প্রক্ষালন জন্য রাখে সারি২ ॥ খাদ্য দ্রব্য কৈল কত না যায় বর্ণন। অমৃত সুধা একত্রে করিয়ে মিলন ॥ ক্ষীর সর নবনী কত দেবের দুর্লভ। ভারে২ আনিয়া প্রস্তুত কৈল সব ॥ দেখিল ফকীর আসি পথের উপর। সারি২ পাতিয়াছে পরেশ পাথর ॥ হীরা হার মণি চুনি নানাজাতি ধন। সভা পরিভাগে করেছে উপবেশন ॥ স্থানে২ রজত আসন পড়ে কত। অর্থ দেখি অতিথের মন আনন্দিত ॥ মনে ভাবে ফকীর নিশি হইবে কখন। যামিনীতে কামিনীর হরিব এ ধন ॥ আইল ফকীর সঙ্গে লয়ে চেলাগণ। ভৃঙ্গারের বারিতে করে পদ প্রক্ষালন। পদ প্রক্ষালন করি রজত আসনে। বসিলেন ফকীর লইয়ে চেলাগণে। গো ব্যাঘ্রের দ্বার কন্যা নিরক্ষীণ কৈল। কনকাসনে ফকীর দেখিতে পাইল ॥ স্বর্ণ-থালে লয়ে মাণিক্য রতন। কন্যা আইল করিতে ফকীরে দরশন ॥ মাণিক্য রত্ন রাখি ফকীর অভিমুখে। প্রণাম করিল কন্যা পরম কৌতুকে ॥ অঞ্চল গলেতে কন্যা করে নিবেদন। কিঞ্চিৎ প্রণামি মম করুন গ্রহণ ॥ অধীনী কামিনী আমি অবিবাহিতা। একাকিনী থাকি মম নাহি মাতা পিতা ॥ সওদাগরের দুহিতা কহিতে লজ্জা হয়। করেছি

কিঞ্চিৎ উদ্যোগ তব যোগ্য নয় ।। পরম সাধু ফকীর তুমি অতি মতিমান। কত ধন অর্থ তোমায় দেছে ভগবান।। আমি অধীনী কিঞ্চিৎ করেছি আয়োজন। কর প্রভু এ অধীনীর পুর্ণ আকিঞ্চন।। ইহা শুনিয়া ফকীর আনন্দ অন্তরে। অধোশিরে কন্যার পানে ঈষৎ দৃষ্টিকরে।। স্বগত হইয়ে ফকীর মনে মনে কয়। কতক্ষণে আসিবে ঘোর নিশাময় ।। তোমার এই ধনার্থে কতক্ষণে হরি। তাহা হৈলে সফল হয় আমার ফকীরি।। ধনের লাগিয়ে মম ফকীরি ভূষণ। ফকীর বেশে আইনু হরিতে পর ধন।। কপটে প্রকাশ্য ফকীর কহে তখন। রতনে যতন মম নাহি কদাচন।। ধনজন পরিবার সংসারে অলিক। কি করিব লয়ে তব প্রণামি মাণিক।। সপ্ত রাজার ধন মাণিক রতন। ফকীর আমি নাহি করি রতন যতন।। নাহি মম দাস দাসী নাহি পরিবার। কি করিব বল মাণিক লইয়া তোমার।। ফকীর নিমন্ত্রিয়ে আনি মান্য রাখিলে। মাণিক প্রণামি দিয়া প্রণাম করিলে।। সামান্য রত্নে যতনে কোন কার্য্যে লাগে। কত ধন আছে মম পাদুকা পরিভাগে।। কপটে ফকীর কন্যারে অসত্য কয়। ভুলিল কন্যার মন হইল প্রত্যয়। সহজে সে বামাজাতি সাধু ভাবি তায়। ভুলে গেল কন্যা সে ফকীরের কথায়।। স্বর্ণথালে অন্ন সবে করিয়ে সেবন। আচমন করি করেন তাম্বুল ভক্ষণ।। বিশ্রাম করেন ফকীর রজত আসনে। ক্ষণে ক্ষণে নিরীক্ষণ করেন গগণে।। কতক্ষণে হইবে যামিনীর অধিকার। কতক্ষণে হরিব এ ধন কন্যার। ইহা ভাবিয়া ফকীর বিদায় হইল। চেলা সহ পথ মধ্যে পরামর্শ কৈল।। এই যে কন্যার ধন আছে নানাজাতি। হরিব রাত্রেতে আসি করিব ডাকাতি।। সঙ্গে আছ তোমরা চেলা চল্লিশ জন। মুহুর্ত্তেকে হরে লব কন্যার সর্ব্ব ধন।। এতেক বলিয়া ফকীর বাসায় চলিল। তদন্তরে শুনহ পরেতে যা হৈল।। দিবা অবসানে যামিনীর আগম। কন্যার দাস দাসী সব করিল শয়ন ।। সমস্ত আশবাব তার পড়িয়া রহিল। নিজ গৃহে সেই কন্যা শয়ন করিল।। সভামধ্যে পতিত রহিল থরেথর। মণি চুনি হীরা হার পরেশ পাথর।। যথায় তথায় সব পড়িয়ে রহিল। দ্বারীগণ অচেতন নিদ্রিত হইল।। দিব সে পরিশ্রম করিয়ে দাসগণ। বিহ্বলে নিদ্রা যায়

হয়ে অচেতন ।। এমত সময়ে ফকীর পাইয়ে সময়। চল্লিশ চেলা সঙ্গে লয়ে পুরে প্রবেশয় ।। চেলাগণ প্রতি সে ফকীর আদেশিল। হোসেনবানুর ধন হরিতে লাগিল ।। মণি চুনি হিরা হার ধন নানাজাতি। সাধু ফকীর রাত্রি আসি করেন ডাকাতি ।। দিনে হন পরম সাধু রাত্রে হয় চোর। হায়রে কলির ফকীর একি ধর্ম্ম তোর ।। সাধু বলে কন্যা তোরে করিল বিশ্বাস। রাত্রে এসে করিলি তাহার সর্ব্বনাশ। সর্ব্বনেশে ফকীর তুই কর্ম্মে গেল জানা। রাত্রে ডাকাতি কর দিবসে সাধুপনা ।। চল্লিশ জন চোর তোর চেলা বল যারে। ফকীরি লয় ফিরি তোর সঙ্গে চুরি করে ।। ফকীরের বেশে বেটা বাড়ীং যান। রাত্রিতে ডাকাতি কর দিবসে সন্ধান ।। ইহা বলি দুতগণ ফকীরে ঘেরিল ।। বাদশার দোহাই দিয়ে কহিতে লাগিল ।। না মানেন দোহাই ফকীর লোটে ধন। ফকীর সহ অসক্ত হৈল দুতগণ ।। ডাকাতি স্বধর্ম্ম ফকীর প্রকাশ করিয়ে। অস্ত্রাঘাত করে দূতে নিদারুণ হয়ে ।। কারো পদ কাটা গেল পড়িল ভুতলে। কারো মুণ্ড চ্ছেদ কৈল অস্ত্র অস্ত্র বলে ।। লুটিয়া অন্যার ধন ফকীর পলাইল। জাগ্রত হইয়া তখন সে কন্যা উঠিল ।। দেখিল ফকীর পলায় করিয়া ডাকাতি। রজত কাঞ্চন লয়ে ধন নানাজাতি ।। চেলাগণ লয়ে পলায় ধন বহুতর। প্রধান ফকীরের শিরে পরেশ পাথর ।। নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে কন্যা দাসী সঙ্গে লয়ে। দেখে ফকীরের রঙ্গ ছাতে দাণ্ডাইয়ে ।। কন্যাকে হেরে ফকীর ঈষৎ হাসিল। পরেশ পাথর লয়ে ফকীর পলাইল ।। কন্যা বলে সাধু ফকীরের রঙ্গ দেখ। ডাকাতি কোরে পলায় ফকীর সাক্ষ্য থাক ।। বাদশার ফকীর এই দেখিলে চক্ষেতে। সাক্ষী তুমি দিও কালি বাদশার সাক্ষাতে ।। পরম সাধু ফকীর দেখিলে নয়নে। রাত্রে ডাকাতি কৈল লয়ে চেলাগণে ।। এমত সময় নিশি প্রভাত হইল। লুটিয়া কন্যার ধন ফকীর পলাইল ।। কন্যা বলে সাজং যত দূতগণ। বাদশার নিকটে যাব জানাতে কারণ ।। হস্ত পদ ছেদ জন রহিল পড়িয়ে। বাদশার নিকটে কন্যা চলে দুত লয়ে ।। শিবিকা আরোহণ করি কন্যা সে চলিল। বাদশার সিংহদ্বারে

উপবিষ্ট হৈল ।। বাদশাকে দ্বারী আসি সম্বাদ কহিল । শিবিকা আরোহণে এক কন্যা আইল ।। ইচ্ছাধিনী হৈল কন্যা তব দরশনে। আজ্ঞা হয় আনি তারে নিজ সন্নিধানে ।। দ্বারীর মুখেতে সম্বাদ সমস্ত শুনিল। আনিতে সে কন্যাকে বাদশা আদেশিল ।। পাইয়া বাদশার আজ্ঞা হোসেনবানু যায়। বাদশার অভিমুখে যোড় করে দাণ্ডায় ।। প্রণাম করিয়া কন্যা বলে বিবরণ । মনোযোগে শুন বাদশা মম নিবেদন ।। আরজক নামে যে ফকীর আপনার। অতি প্রিয় করেন চল্লিশ চেলা যার ।। পরম সাধু জ্ঞানে তারে নিমন্ত্রণ করি । সেবা হেতু আনি লয়ে নিজ কুঞ্জোপরি ।। সেবায় তুষ্ট করিয়ে করিনু বিদায়। আইল বিদায় হয়ে আপন আলয় ।। পরম পাষণ্ড ভণ্ড ফকীরের জাতি। রাত্রে মমালয়ে গিয়ে করিল ডাকাতি ।। ফকীরের ফিকির যদি পূর্ব্বেতে জানিব। তবে কেন ভণ্ডপাপে সেবায় আনিব ।। লুটিল সর্ব্বস্ব মম করিয়া ডাকাতি। না জানি এমন দুষ্ট ফকীরের জাতি ।। ফকীরের বদনাম শুনিয়া বাদশা। ক্রোধে হুতাশন হৈল শুনি দুষ্ট ভাষা ।। পরম দরবেশ ফকীর ঈশ্বর বরাবর। যাঁর দরশনে নিষ্পাপ হয় নর ।। এমন ধার্ম্মিক জনে বল তুমি চোর। দ্বিচারিণী তুই ভাবে গেল জানা তোর ।। বরিতে ফকীরে বুঝি লয়ে তারে ছলে। বরমাল্য দিতে গেলে ফকীরের গলে ।। পরম সাধু ফকীর ধর্ম্ম পরায়ণ। সে কেন করিবে পর কন্যাকে গ্রহণ ।। রাজি সে হলনা বলে শুনি যে প্রমাদ। মিছে মিছে দেও তারে চোর পরিবাদ ।। মিথ্যা-বাদি কন্যা তুই জানা গেল। পরম সাধু ফকীরকে চোর তুমি বল ।। বালিকা কালে এত মিথ্যাবাদি তোর। এ বয়সে হইলে ফকীরের ভাবে ভোর ।। বালিকাতে এত রস বশ নাহি হয়। কত পতি করিবে তুমি যৌবন সময় ।। কন্যা বলে মহাশয় নিবেদি চরণে। ফকীরের ফিকির যত দেখহ নয়নে ।। হরিল আমার ধন আছে তার প্রমাণ। অস্ত্রাঘাতে কত লোকের বধিয়াছে প্রাণ ।। আজ্ঞা হয় আপনার অভিমুখে আনি। দেখাই ফকীরে যত করিয়াছে হানি ।। যতেক বলিল বাদশা কিছু না শুনিল । কন্যাকে তাড়ায়ে দিতে দাসে আদেশিল ।। মম অধিকার হৈতে দাও দেশান্তরে। এব

ধনঅর্থ আন সব আমার ভাণ্ডারে ।। হরহো যতেক ধন আছয়ে ইহার। দুঃশীলাকে দেশে রাখ অযোগ্য বিচার ।। বাদশার আজ্ঞা যত দূতগণ। কন্যাকে স্থানান্তর করিল ততক্ষণ ।। হরিল সর্ব্বস্ব তার করি অবিচার। ধর্ম্মপথ রোধ যে হইল বাদসার ।। কান্দিতে২ কন্যা বাহির হইল। দয়া করি দাসী তার সঙ্গেতে চলিল ।। ভগবানে জানায় কন্যা হইয়ে কাতর। অন্তর্যামী তুমি সব জান জগদীশ্বর ।। ত্রিজগতের কর্ত্তা তুমি সংসারের সার। সর্ব্বস্ব হরিল বাদশা করি অবিচার ।। কি করি উপায় আমি সহজে দুর্ব্বল। সাক্ষ্য থাক কৃষ্ণ তুমি দুর্ব্বলের বল ।। রাত্রিতে লইল ফকীর ধন নানাজাতি। বাদশা করিল মম দিবসে ডাকাতি ।। হরিল সর্ব্বস্ব ধন যা ছিল আমার। দেশান্তরে করিলেন করি অবিচার ।। ইহা বলি দাসী সঙ্গে কান্দিতে২। উপনীত কন্যা হইলেন রাজপথে ।। দাসী বলে কেন্দনা২ কন্যা আর। রাজার অবিচারে কষ্ট হয় প্রজার। দুর্ব্বলের বল হরি আছয়ে তোমার ।। অবশ্য করিবে তিনি ইহার বিচার ।। শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ্বর জগতের সার। একান্ত মনেতে স্মরণ করহ তাহার। এইরূপে দুইজনে কত দূরে যায়। অপূর্ব্ব বৃক্ষ এক দেখিবারে পায় ।। তরুমূলে উপবিষ্ট হৈল দুইজন। পথশ্রান্ত হয়ে কন্যা করিল গমন ।। কন্যার রক্ষার্থে দাসী বসিয়া রহিল। পথ পরিশ্রমে কন্যা নিদ্রিত হইল ।। নিদ্রা আকর্ষণে কন্যা হইল আবেশ। ভগবানের কৃপাতে হৈল প্রত্যাদেশ ।। ফকীরের বেশে যেন পুরুষ একজন। প্রত্যাদেশে কন্যারে সে কহেন তখন ।। গাত্রোত্থান কর কন্যা নিদ্রাভঙ্গ করি। ভয় নাই কৃপা তোমায় করেছেন হরি ।। যেইখানে কন্যা তুমি করেছ শয়ন। শয়নাধঃভাগে আছে সাত জালা ধন ।। জগদীশ্বর হরি তোমার কারণ। রাখিয়া কূপের মধ্যে সাত রাজার ধন ।। কূপ হৈতে উদ্ধার করিয়া লহ ধন। প্রত্যাদেশে ধন তোমায় কৈল অর্পণ ।। নিদ্রাভঙ্গ হয়ে কন্যা চারিদিকে চায়। শিয়রে বসিয়া দাসী দেখিবারে পায় ।। গাত্রোত্থান করি কন্যা দাসীকে জানান। প্রসন্ন হইলেন বুঝি দেব ভগবান ।। স্বপনের কথা সব দাসীকে কহিল। বিপদে শ্রীপদে বুঝি শ্রীকৃষ্ণ রাখিল ।। দাসী বলে সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট তোমার। তব প্রতি সদয় হয়ে করিল বিচার। কূপ হৈতে উপবিষ্ট

করি সর্ব্বধন। হারাধন পাইল সব দেখিয়ে স্বপন॥ কন্যা বলে ক্ষুধানলে আকুল জীবন। খাদ্য দ্রব্য আন কিছু করিব সেবন॥ দাসী বলে একাকিনী থাকিবে কেমনে। পাছে কোন বিপদ ঘটে এই স্থানে॥ এই কথা কন্যা আগে দাসী যে কহিল। একজন ফকীর আসি তথায় মিলিল॥ দাসী বলে এস ফকীর বৈস এইখানে। কন্যাকে রাখিয়া যাই তব বিদ্যমানে। খাদ্য দ্রব্য অন্বেষণে যাইব বাজারে। অগ্রেতে তোমর সেবা করিব সত্তরে॥ এতেক শুনিয়া কন্যা ঈষৎ হাসিল। এই ফকীর সেবা করি সর্ব্বনাশ হৈল॥ ফকীরকে বিশ্বাস নাই শুনহ সেবিকে। মনাগুণ দ্বিগুণ জ্বলে ফকীরকে দেখে॥ ফিকির করে বেড়ায় সব ফকীরের জাতি। দিনে ফকীর হয় করে রাত্রিতে ডাকাতি॥ পুনঃ ফকীর আইল কেন তরুমূলে। কে জানে মনের কথা এসেছে কোন ছলে॥ ফকীরে বিশ্বাস নাহি করেছি শ্রবণে। ফকীর বেশে সীতা চুরি করিল রাবণ॥ কত মায়া জানে সব ফকীরের জাতি। পঞ্চবটীর বনে কৈল দিবসে ডাকাতি॥ অতএব ফকীরে বিশ্বাস করা নয়। আর কভু ফকীরকে না করিব প্রত্যয়। দাসী বলে এ ফকীরের কিবা দোষ আছে। প্রাচীন হয়েছে ফকীর দাড়ি পেকে গেছে॥ যুবাকালে রস যত ঘটে নানামতে। সকল রস শুষ্ক হয় প্রাচীন কালেতে॥ প্রাচীনে ভক্তিরস যত রসের সার। কৃষ্ণরসে রতি মতি প্রবর্ত্ত তাহার॥ দাসী বাক্য তথা কন্যা করিয়ে গ্রহণ। ফকীরে বিশ্বাস করি কহেন তখন॥ দাসী সঙ্গে যাহ তুমি করিতে বাজার। বিপদে শ্রীপদ দিয়া কর উপকার॥ বিতরণ কারণ কিছু অর্থ দিল তারে। অতিথ কাঙ্গালে দান করিল বাজারে। খাদ্য দ্রব্য আনি তথা করিল সেবন। দাসে আদেশিল তথা করিতে নিকেতন॥ ইমারত প্রণীত করিল ময়দানে। নানাজাতি কত দ্রব্য মূল্য করি আনে॥ রজত প্রস্তর কত দেখিতে সুন্দর। ইন্দ্র তুল্য পৈঠা করিল মনোহর॥ সরসী প্রণীত কত কৈল সারি২। জগদ্বল জগদী কত বসায় পসারী॥ দেবালয় শিবালয় প্রণীত করিল। কি কব পুরীর শোভা দেবতা মোহিল॥ সরকার বলে কন্যা ধন্য পুণ্যবতী। হারাধন প্রাপ্ত হৈলে তুমি মহাসতী॥

ত্রিপদী।

পাইয়া বহুত ধন, কন্যার আনন্দিত মন, রহে তথা দাস দাসী লয়ে। কন্যা ভাবেন তখন, ধন দিল নারায়ণ, অধীনীরে সদয় হইয়ে॥ বাদশা হরিল ধন, পুনঃ দিল নারায়ণ, হইলাম ধনে ধনবতী। আর না যাইব দেশে, ভগবানের আদেশে, এই দেশে করিব বসতি॥ কন্যা যত আদেশিল, মনোহর বাটী কৈল, কি বর্ণিব্ সে সব শোভন। স্বজিল উদ্যান কত, ফলে ফুলে বিকশিত, সৌরভে মোহিল ত্রিভুবন॥ পুষ্করিণী হ্রদ কত, স্থানে স্থানেতে প্রণীত, তাহে পদ্ম রোপণ করিল। বাটী হৈল মনোহর, হেরিয়া হর্ষ অন্তর, দাস দাসী লইয়া চলিল॥ পুরী হেরি দেবালয়, আনন্দে সে কন্যা কয়, সৌন্দর্য্য কি আশ্চর্য্য শোভিল॥ সে কন্যা আনন্দ মনে, পুরস্কারে কত জনে, দিল অর্থ নানাজাতি সব। এইরূপে পুণ্যবতী, করিল তথা বসতি, পায়ে পূর্ণ অতুল বৈভব॥ নিজ পাত্র মিত্রগণে, কহে সব জনেং, পরামর্শ সদৃশ্য কারণ। আর এক কথা কহি, সহর করিতে চাহি, কি বলহ পাত্র মিত্র-গণ॥ শুনিয়া কন্যার কথা, পাত্র মিত্রগণ তথা, কহে মনস্কাম বরাবর। শুনগো বাদশাজাদী, সহর বসাইবে যদি, বাদশাকে জানাও সত্বর॥ বাদশা যদি আজ্ঞা দেন, সর্ব্বত্রে হবে কল্যাণ, অগ্রে আন বাদশা অনুমতি। বাদশাকে যে না কহিবে, কার্য্য কালে দুঃখ পাবে, পরেতে শুনিলে নরপতি॥ কহে সরকার কবি, শ্রীগুরুর পদ সেবি, কালি তারাপদে দিয়া মন। ত্যজিয়া সামান্য বিদ্যা, ভাব কালি মহাবিদ্যা, অনাদ্যার পূজ শ্রীচরণ॥ শুন কালি ব্রহ্মময়ী, এ দাসেরে কর জয়ী, প্রতারণা আমার করোনা। নিষ্কলঙ্ক নামে কালি, দিওনা মা মুখে কালি, এ দাসের পুরাও বাসনা॥

পয়ার।

পাত্র কহিল যদি এতেক বিবরণ। স্বীকার করিল কন্যা বুঝিয়া কারণ॥ এইক্ষণে যাব আমি বাদশা বরাবর। বাদশার আজ্ঞায় প্রণীত করিব সহর॥ ইহা বলি চলে কন্যা হয়ে শীঘ্রগামি। সতি মুক্ত নিল কত বাদশার প্রণামি॥ কিছু লোক জন নিল সঙ্গেতে করিয়া। সিংহদ্বারে উপবিষ্ট হইল আসিয়া॥ শিবিকোপরে আরোহণ কন্যারে

দেখিয়া। বাদশাভিমুখে দ্বারী কহে আসিয়ে॥ সওদাগরের কন্যা এক দাণ্ডাইয়া দ্বারে। আজ্ঞা হয় আনি তারে তব বরাবরে॥ আনিতে সে কন্যাকে বাদশা আজ্ঞা দিল। বাদশা নিকটে কন্যা উপবিষ্ট হৈল। শিবিকা হইতে নাম্বিয়ে শীঘ্রগামী। বাদশাকে প্রণামি দিয়ে কন্যা যে প্রণামি॥ বাদশা বলে কে তুমি কহ বিবরণ। কোথা হৈতে আইলে কোথায় নিকেতন॥ কন্যা বলে পিতা মম ছিল সওদাগর। মহাধন পতি ছিল ইমনেতে ঘর॥ তরি ডুবি হয়ে মম পিতার নিধন। আসি উপবিষ্ট হৈনু তব সদন॥ তোমার গুণের কথা করিয়া শ্রবণ। আইনু তব সহর করিতে ভ্রমণ॥ বাদশা বলে কহ কন্যা মনের বাসনা। কি হেতু আইলে কোন কার্য্যের কামনা॥ কোন কার্য্য সাধনে আইসে মম কাছে। সত্য সত্য কহ তব মনে যেই আছে। কন্যা বলে আপনার আদেশ লইতে। এসেছি বাদশা আপন সাক্ষাতে॥ কিঞ্চিৎ ভূমি যদি ভূমি দাও দয়া করি। তব অধিকারেতে বাদশা মহাশয়। ইচ্ছাধিনী হইলাম করিতে আলয়॥ সহর প্রণীত করি বসাব বাজার। লইতে আইলাম আদেশ আপনার॥ বাদশা বলে যথা ইচ্ছা হয় তোমার। যথা ইচ্ছা তব বসাও বাজার॥ নিজ সন্ততি হইলে যে আপনি। বসাও সহর যথা ইচ্ছা ইচ্ছাধিনী॥ পুনশ্চ কন্যা কহে করি নিবেদন। নিধন হইল আরজক সওদাগর। কেহ নাহিক তার পতিত আছে ঘর॥ আজ্ঞা যদি দেন বাসা করি সেই গৃহে। অতিথ সেবন করি নিজ অনু-গ্রহে॥ আদেশিল বাদশা যথায় তব মন। তথা গিয়ে কর তুমি অতিথ সেবন। এতেক শুনিয়া কন্যা বিদায় হইল। নিজ তাত গৃহে আসি আয়োজন কৈল॥ খাদ্য দ্রব্য নানাজাতি না যায় বর্ণন। দাসেরে আদেশি কন্যা আনে ততক্ষণ॥ সেই ফকীরের ফিকিরি করিতে ভঞ্জন। দেখিব ফকীর কেমন সাধু মহাজন॥ একবার হরিল ধন ফিকির করি। দেখিব এবার তার কেমন ফিকিরি॥ মায় বামালে তারে করিয়া গেরেপ্তার। সওদাগর নিকটে ফিকির দেখাব তার॥ বিনা দোষে আমায় করিল দেশান্তরী। দেখাব বাদশাকে তার কেমন ফকীরি॥ ইহা ভাবি মনেং করিয়া মন্ত্রণা। আরজক সহরে আসি দিল সে ঘোষণা॥ সহরে এসেছে সওদাগর একজন। কল্য প্রাতে করিবেন

অতিথ সেবন ।। দাসেরে আদেশি কন্যা সমস্ত বিবরণ। পাঠাইল ফকীরে করিতে নিমন্ত্রণ ।। নিমন্ত্রণ পায়ে ফকীর আনন্দ অন্তর। চল্লিশ চেলাগণেরে সব জানায় খবর ।। আর এক নিমন্ত্রণ আনিলেন কিঙ্কর। কল্য প্রাতে যাইতে হইবে শুনহ সত্বর ।। নিমন্ত্রণ করি দাস আসিয়া কহিল। খাদ্য দ্রব্য আয়োজন সকল করিল ।। কন্যা কহেন শুনহ যতেক দাসগণ। ভাণ্ডার হইতে তবে আন সব ধন ।। পূর্ব্ব যত হীরা হার পরেশ পাথর। থরেং সাজাও সব সভার ভিতর ।। আজ্ঞামাত্র ভাণ্ডার হইতে যত ধন। সভা মধ্যে আনি কৈল অতি সুশোভন ।। মণি চুনি হীরা হার পরেশ পাথর। নানাজাতি অর্থ আনে সভার ভিতর ।। কন্যা আদেশিল যতেক দাসগণে। এবার সতর্ক সবে রবে সাবধানে ।। প্রভাতে দুষ্ট ফকীর সেই মত হৈয়া। রজত আসন সব পথে বিছাইয়া ।। চল্লিশ চেলা সঙ্গে লয়ে সে ফকীর। কন্যাআলয়ে আইল পুলক শরীর ।। ফকীর হেরিয়া কন্যার জলে মনাগুণ। প্রবল হইয়ে আর উঠিল দ্বিগুণ ।। মনেং বলে কন্যা শুনহে ফকীর। উত্তমরূপে অদ্য তব ঘুচাব ফিকির ।। জানা যাবে কেমন তুমি নিষ্কলঙ্ক চাঁদ। তোমাকে ধরিতে আজি পাতিয়াছি ফাঁদ ।। জারিজুরি ভারিভুরি রবেনা তোমার। পরম ফকীরি তুমি হস্তে আসাবাড়ি। উত্তোলন করি আজি পাকা গোঁপ দাড়ী। পর ধন হরণে উদর কৈলে মোটা। পরম সাধু হইয়ে শিরে ধরে জটা ।। কপট ভক্তি করি কন্যা ফকীরে বসায়। রজত কাঞ্চন আনি প্রণামি দিল তায় ।। ফকীর বলেন কন্যা পাই বড় লাজ। ফকীর হইয়ে আমাধনে কিবা কাজ ।। দয়া করি কর যেই ভক্তির সেবন। আমি পরম ফকীর ধনে কিবা প্রয়োজন ।। দূরে পরিহর কন্যা রজত কাঞ্চন। আমার চক্ষের শূল সামান্য এ ধন ।। সামান্যার্থে নাহি করি হস্ত ক্ষেপণ। ফকীর আমি ধনে আমার নাহি প্রয়োজন ।। মনেং হাসে কন্যা শুনে এই কথা। জানা যাবে কেমন তুমি সতী পতিব্রতা ।। দিবসে এসেছ তুমি মহাছল করি। রজনী আইলে তব রবেনা ফকীরি ।। এতেক বলিয়া ফকীরে প্রণামি দিল। অন্তরে হাসিয়া কন্যা তুলিয়া রাখিল ।। দাসেরে আদেশে কন্যা অতিথি সেবনে। খাদ্য দ্রব্য আনিয়ে যোগায় দূতগণে ।। ভোজনে বেসে ফকীর লয়ে চেলাগণে। ক্ষণেং ঈষৎ দৃষ্টি করে সব ধনে ।। মনেং

ভাবে কখন হইবে রজনী। পূর্ণ হবে বাসনা হরিব মণি চুনি ।। এতেক ভাবিয়া ফকীর সেবন কৈল। দাস দাসী আসিয়া তাম্বূল যোগাইল ।। কপট ভক্তি করি কন্যা কহেন তখন। তব যোগ্য নহে প্রভু এ খাদ্য সেবন ।। অতি অধীনী আমি যে কি কব তোমায়। শ্রীচরণে দয়া করি রাখিবে আমায় ।। পরম ফকীর তুমি সাধু মহাজন। পর দ্রব্য কভু প্রভু না কর গ্রহণ ।। ইহা বলি কন্যা তবে অন্তরে হাসিল। কপট ছলে ফকীর কহিতে লাগিল। কভু কার ধামে আমি না করি সেবন। আইনু তোমার দেখে অতি আকিঞ্চন ।। কন্যা বলে, আপনি পরম সাধু হন। পর দ্রব্য কেন প্রভু করিবে গ্রহণ ।। মম সৌভাগ্য কত না যায় বর্ণন। বহুভাগ্যে পাইলাম তব দরশন ।। এতেক বলি কন্যা ফকীরে প্রণমিল। সন্তোষ হইয়ে ফকীর বিদায় হইল ।। আপন কিঙ্করে কন্যা করে অনুমতি। রাত্রে আসিবে ফকীর করিতে ডাকাতী ।। সাবধানে রহ সবে করি জাগরণ। ভাণ্ডারের ধনঅর্থ আনয়ে বাহিরে। অপরসনে থাক সব অস্তরে২ ।। বাদশার দূতগণে সমস্ত কহিল। এইরূপে সকলে সতর্ক রহিল ।। সিংহদ্বারে দ্বারীগণ রোধ না করিল। ফকীরের আশাপথ সবে নিরীক্ষিল ।। এখানে চোর ফকীর ভাবে মনে২। কন্যার যতেক ধন আনিব কতক্ষণে ।। ক্ষণে২ দিবাকর করে নিরীক্ষণ। কখন হইবে যামিনীর আগমন ।। বলিতে২ হৈল দিবা অবসান। যামিনী আগত কাল হইল তখন ।। চল্লিশ চেলা সঙ্গেতে ফকীর লইল। নিশিযোগে কন্যা গৃহে উপবিষ্ট হৈল ।। ফকীর ত্যজে ফকীরি ফিকির ধরিল। কন্যার ধনার্থ সব লুটিতে লাগিল ।। মণি হীরা হার ধন নানাজাতি। লুটিল ফকীর সব করিয়া ডাকাতি ।। কন্যার কিঙ্কর সব লুকাইয়া ছিল। ফাঁকেতে আনিতে সবে ফকীরে ধরিল ।। দূতগণ বলে বেটা একি ধর্ম্ম তোর। দিবসে পরম সাধু রাত্রে হও চোর ।। গুরু জ্ঞানে কন্যা তোরে সেবিল দিবসে। করিলি ডাকাতি তার নিশিযোগে এসে ।। কোথায় পলাবে বেটা ভণ্ড দুরাচার। মায় বামালে আজি হইলি গ্রেপ্তার ।। ইহা বলি দূতগণ গালি দেয় তারে। চাঁপদাড়ি ধরে তার ঘাড়ে কিল মারে ।। ফকীর গিরি ভণ্ড বেটা মিছে তোর দাড়ি। ফকীরের বেশে এসে ভ্রম বাড়ী২ ।। কাণ্ডজ্ঞান নাই তোর ভণ্ড উদগেঁড়ে। কোন লাজে

নামাজ কর চাঁপদাড়ি নেড়ে ।। এতবলি মারে টান চাঁপদাড়ি ধরে। চড়২ ছিঁড়ে দাড়ি যতেক কিঙ্করে ।। হাতে রজ্জু দিয়ে সবে ফকীরে বান্ধিল। ফাঁদে পড়ে কাঁদে ফকীর খোদা কি করিল ।। দুতগণ বলে বেটা ফকীরের জাতি। খোদা কি বলেছে তোরে করিতে ডাকাতি ।। কথার ফকীর তুই ভণ্ড দুরাচার। পর ধনে এতেক লোভ কেন তোমার ।। পরধনের লোভ যদি ত্যজিতে না পার। কোন গুণে ফকীর হয়ে চাঁপ দাড়ি ধর ।। উচ্চনাদ শুনিয়া বাদশার দুতগণ। ধায়ে আইল কন্যার যথা নিকেতন ।। দাসী সঙ্গে লয়ে কন্যা আইল বাহিরে। বিধিমতে ভৎসনা ফকীরেরে করে ।। একবার মম ধন লুটেছ মনোসাধে। এবার এসে কেমন পড়িয়াছ ফাঁদে ।। তোরে ধরিবারে বেটা এত কষ্ট করি। ঘুচাইব ভণ্ড বেটা তোমার ফকীরি ।। ইহা বলি দিল কন্যা দুতেরে সঁপিয়া। বাদশার দুত গেল ফকীরে লইয়া। কারাধৃত কৈল রাত্রে ফকীরের চেলাগণে। প্রভাতে উঠিল কন্যা আনন্দিত মনে ।। এখানে বাদশা যে জিজ্ঞাসেন তখন। এত উচ্চনাদ রাত্রে হৈল কি কারণ ।। অভিপ্রায় বুঝি কার হইল ডাকাতী। নগরেতে তত্ত্ব জান প্রজাগণ প্রতি ।। এই কথা বাদশা যখন কহিল। রাজদুত আসি তথা উপবিষ্ট হৈল ।। রাজ ব্যবহারে দুত লোটাইয়া শির। গদ২ ভাষে কহে পুলক শরীর ।। ডাকাতী হইল আজি শুন সমাচার। মায় বামালে চোর হইল গেরেপ্তার ।। আরজক ফকীর আজি পড়িয়াছে ধরা। চল্লিশ খাদেম সহ আছে সব তারা ।। হেনকালে হোসেনবানু উপবিষ্ট হৈল। কন্যাকে হেরিয়া বাদশা জিজ্ঞাসিল ।। ডাকাতী হইল তব শুনিনু শ্রবণে। ফকীরের হস্ত বন্ধন দেখিল নয়নে ।। মায় বামালে গ্রেপ্তার বাদশা দেখিল। ফকীরের ফিকির দেখি হাঁসিতে লাগিল ।। আরজকের মাথায় হীরা হার মণি। স্বনয়নে বাদশা দেখিল আপনি ।। বাদশা বলেন একি ফকীরের রীতি। পরম সাধু হয়ে রাত্রে কৈল ডাকাতী ।। ফকীরের ধর্ম্ম যত জানিনু এখন। আজ্ঞা দিল ফকীরের বধহ জীবন। ইহা শুনি দুতগণ দ্রুতগতি লৈয়া। বিনাশে ফকীরে সব শূলে চড়াইয়া ।।

ত্রিপদী।

বাদশার আজ্ঞা পেয়ে, ফকীরেরে শূলে দিয়ে, আইল যতেক

দূতগণ। মরিল ফকীর আর, চল্লিশ খাদেম তার, সকলের হরিলেন জীবন ॥ বাদশাভিমুখে রয়, যোড়করে কন্যা কয়, শুনহ বাদশা মহাশয়। আমি মিথ্যাবাদী নই, শুন বাদশা স্পষ্ট কই, স্বচক্ষেতে হইলে প্রত্যয় ॥ যথা ফকীর নিকেতন, পোতা আছে সর্ব্বধন, আমারে আনিয়ে সব দেহ। জানিবে আমার সত্য, পূর্ব্বে বলি না অসত্য, সত্য প্রমাণ আমার লহ ॥ শুনিয়া বাদশা তখন, দূতে করেন প্রেরণ, কন্যার রে অর্থ অন্বেষণে। আনিয়া কন্যার ধন, দেহ সব দূতগণ, যাহ শীঘ্র ফকীর ভবনে ॥ ইহা শুনি দূতগণ, কন্যাকে দিলেন ধন, বাদশা দেখিল নয়নে ॥ বাদশা বলেন সত্য, পূর্ব্বেতে নহে অসত্য, তব ধন লয়ে যাও গৃহে। কন্যা কহেন তখন, মম এক নিবেদন, শ্রবণ করহ অনুগ্রহে ॥ নিমন্ত্রণ আপনার, কল্য প্রাতে অত্রসার, হইবে নিজ দলবলে। বাদশা বলে যাহ তুমি, অবশ্য যাইব আমি, কল্য নিশি প্রভাত হইলে ॥ কন্যা যত ধন লয়ে, আইলেন নিজালয়ে, প্রাতে কৈল খাদ্যের আয়োজন। এখানে বাদশা চলে, নিজ সহ দলবলে, যতেক আছিল দূতগণ ॥ বাদশাকে করি গণ্য, অগ্রসরি আনে কন্যা, বসায় রজত আসনে। আর যত দূতগণে, বৈসে যথাযোগ্য স্থানে, করে সব খাদ্য আহরণে ॥ বাদশাকে প্রণামি দিল, হীরে হার শোভিল, বাদশার রাখিল সম্মান। পরে করে আয়োজন, দ্রব্য আদি সুশোভন, নানাদ্রব্য আনে বিদ্যমান ॥ সুখাদ্য আনিয়া কত, ভুঞ্জাইল অভিমত, সেবায় তুষ্ট বাদশা হইল। রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, কহেন ঈশ্বরচন্দ্র, তদন্তরে শুন যা হইল ॥

পয়ার।

বাদশা কহেন কন্যা জিজ্ঞাসি তোমায়। সত্য তত্ত্ব যথার্থ কহিবে আমায় ॥ প্রথমে তোমায় অসত্য প্রমাণ করি। ধন লুটে তোমায় কৈনু দেশান্তরি ॥ কোথায় পাইলে পুনঃ এত অর্থ ধন। সত্য কহ শুনিব তাহার বিবরণ ॥ হোসেনবানু বলে ভেবে দেখ স্থূল। যত কিছু সকলি সে অদৃষ্টের মূল ॥ কাতরে দয়া করিয়া দেব নারায়ণ। প্রত্যাদেশে আমায় দিলেন সব ধন ॥ সেই অর্থ আছে ময়দান ভরে। দূত প্রেরণ করি আন নিজের ভাণ্ডারে ॥ হোসেনবানুর বাক্য করিয়া গ্রহণ।

বাদশা উজিরে আজ্ঞা করিল তখন॥ দূতগণ সহ যাও ময়দান গহ্বরে। ধন তুলে আন সব আমার ভাণ্ডারে॥ বাদশার আদেশ পাইতে উজির বলিল। দূত সহ ময়দানেতে উপবিষ্ট হৈল॥ ময়দানের চতুঃপার্শ্বে দেখে দূতগণ। কুপেতে পতিত আছে নানা-জাতি ধন॥ হীরা হার পরেশ পাথর চুনি মণি। হর্ষ হয়ে চলে দূত তুলিতে অমনি॥ ঈশ্বরের মায়া কিছু না যায় বর্ণন। কুপেতে পতিত আছে যত ফণিগণ॥ হোসেনবানুর ধন কে পারে লইতে। অর্থ মধ্যে সর্প সব পাইল দেখিতে॥ ফণি হেরি দূতগণ ভয়ে পলাইল। বাদশার নিকটে আসি সমস্ত কহিল॥ দূত মুখে বাদশা শুনিলেন সমস্ত। জানিল ঈশ্বর কর্ত্তৃক এই সব অর্থ॥ হোসেনবানুকে অর্থ ভগবান দিল। ফণিরূপ হয়ে সব অর্থ আচ্ছাদিল॥ হোসেনবানুর অর্থ অন্যকে না দিবে। হোসেনবানু পুণ্যবতী জানিলাম হবে॥ সপ্তম দিবস বাদশা তথায় আছিল। হোসেনবানুর স্থানে বিদায় হইল॥ হোসেনবানু রহিল একা নিজালয়। বাটীর বাহিরেতে কোথাও নাহি যায়॥ ফকীর কাঙ্গালের কত করে উপকার। গরিব দুঃখিরে কত দেয় পুরস্কার॥ খঞ্জনাঙ্গ অনাথা দেখিলে সবাদরে। অকাতরে ধন কত বিতরণ করে॥ হোসেনবানুর কাণ্ড প্রকাশ হইল। বিচিত্র যে রূপ তার জানিতে পারিল॥ অতি সুরূপিণী কন্যা রূপে চমৎকার॥ দেশে দেশে রূপ গুণ হইল প্রচার॥ অতি দয়াবতী কন্যা রূপের সাগর। দেশে২ শুনিল যতেক সওদাগর॥ দেশে২ মান তার হইল প্রকাশ। কত শত বাদশা জানিলেন আভাষ॥ সওদাগর নন্দিনী বড় জ্ঞানবতী। আপন মনে করে সংসারের অবস্থিতি॥ সংসারে যতেক দেখ ভগবানের লিলে। নরনারী বিরাজে সব ভবন মণ্ডলে॥ নরনারী হেতু হৈল সংসার সৃজন। পুরুষ প্রকৃতি লয়ে সংসার গণন॥ একাকি রমণী যদি থাকে শুদ্ধমতে। তথাপি অগণ্য তারে করে ত্রিলোকেতে॥ সাধ্বী সতী পতিব্রতা ব্যক্ত ত্রিসংসারে। পতি না থাকিলে কি পতিব্রতা বলে তারে॥ পতি বিনা পতি-ব্রতা হইবে কেমনে। পতি না থাকিলে দোষ নারীর জীবনে॥ নারী হয়ে নর সঙ্গ যদি নাহি করে। জীবন যৌবন তার বিফল

সংসারে।। এ নরনারী বিবাহ যদি না করিল। এ ভব সংসারে সে কি জন্মে জন্মিল।। কেন ধরা মধ্যে দেহ ধরা তার। গর্ব্ভে বাস করা মাত্র পরিশ্রম সার।। মাতৃ গর্ব্ভে এসে যদি গর্ব্ভ না ধরিল। তবে সে সংসারে এসে কি কার্য্য করিল।। ধন ধরা গজ বাজী অমূল্য রতন। পতি বিনা সতীর সকল অকারণ।। নারী দেহ ধরিয়া যে একা থাকা নয়। কি হবে কার সহ করিব পরিণয়।। পিতা মাতা নাই মম কি হবে উপায়। বর পাত্র তত্ত্ব করে কে দিবে আমায়।। ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রম হইল আমার। সময় বহিয়ে গেল হৈল অনধিকার।। বিবাহের সময় নষ্ট হইল এখন। কেবা আছে কার কাছে কব বিবরণ।। দাসী মাত্র আছে মম ভরসা সকল। কি বলে বলিব তারে লজ্জাই কেবল।। একদিন নির্জ্জনে বসিয়া হর্ম্ম গনে। দাসী প্রতি হাসি হাসি কহেন নির্জ্জনে।। হোসেনবানু বলে দাসী শুন বিবরণ। তব হস্তে করি মম দেহ সমর্পণ। তোমা বিনা ত্রিভুবনে কেহ নাহি আর। কর্ত্তা হয়ে তুমি বিবাহ দাও আমার।। অবিবাহিতা যৌবন থাকা উচিত নয়। শুদ্ধাচারে থাকিলেও দোষী হতে হয়।। পতি না রহিলে সতীত্ব নাহি থাকে। বিবাহের উদ্যোগ কর কহিনু তোমাকে।। অবিবাহিতা থাকিব কেমনে সংসারে। কি জানি কি দোষী যদি কেহ করে মোরে।। দাসী বলে কন্যা তুমি শুন বিবরণ। তোমার বিবহে কৈনু প্রেহিল্লিকা পণ।। সপ্তম প্রেহিল্লিকা যেই জবাব করিবে। অবশ্য সেই তোমায় বিবাহ করিবে।। প্রেহিল্লিকা শিখায় দাসী হোসেনবানুকে। এই কথা প্রচার হইল সব মুল্লুকে।। রূপ গুণ প্রেহিল্লিকা প্রকাশ হইল। প্রেহিল্লিকা প্রত্যুত্তর কেহ করিতে নারিল।। কত শত বাদশা যে পরাভব মেনে। পলায়ন করে সবে প্রেহিল্লিকা শুনে।। সৌন্দর্য্য গুণ আর মর্ম্ম প্রেহিল্লিকার। শুনিল মণিরস্বামি সব সমাচার।। মানস হইল তাহার সৌন্দর্য্য দেখিতে। পাঠাইল চিত্রকরে চিত্র করিতে। খরজামের বাদশাজাদা নামেতে মণির। দেখিতে চাহিল সে বিবীর তসবির।। তবে খবর পাইল সেই চিত্রকর। সাহাজাদী উপবিষ্ট হোসেনবানুর ঘর।। চিত্রকর

উপবিষ্ট দ্বারেতে যখন। হোসেনবানুকে জানাইল দ্বারীগণ॥ হোসেনবানু বলেন বাসা দিবে তারে। যত্নে রাখিবে তারে সন্তুষ্ট অন্তরে॥ খাদ্য দ্রব্য আয়োজন করে দাও তায়। যখন যাইবে সেই হইয়া বিদায়॥ পথের খরচ কিছু দিবেক তাহায়। যেমত করিল আজ্ঞা বাদশার তনয়॥ সেইমতে রাখিল উত্তম স্থান দিয়া। সঙ্গেতে উত্তম দাস দিল নিয়োজিয়া॥ খাদ্য দ্রব্য আয়োজন কৈল বহুতর। সুখে কালযাপন করহ চিত্রকর॥ এইরূপে দুই তিন দিবস হইল। দ্বারীগণের প্রতি চিত্রকর কহিল॥ হোসেনবানুকে খবর জানাও একবার। তাহারে কহিব কিছু কথা আছে মোর॥ চিত্রকার্য্য জানি আমি নাম চিত্রকর। গুপ্তকথা আছে কিছু তাহার গোচর॥ ইহা শুনি দ্বারী চিত্রকরেরে ছাড়িল। হোসেনবানুকে আসি সেলাম করিল॥ হোসেনবানু বলে বাছা কিবা ধর নাম। কোথা হৈতে আইলে কোথায় তব ধাম॥ কি কার্য্য সাধনে আইলে সদনে আমার। মনের কথা বল বাপু শুনিব তোমার। চিত্রকর বলেন সুচিত্র মম নাম। খরজামের মধ্যে আমার গ্রাম ধাম। বানু বলে তব কথা কহত তৎপর। কি কার্য্যেতে জীবিকা যে শুনিব তোমার॥ চিত্রকর বলে আমি চিত্রকার্য্য জানি। যেমন দেখিব রূপ লিখিব তেমনি॥ বাদশার তনয়া বলে কহত আমায়। কিরূপে আমার রূপ দেখাব তোমায়॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা না পায় উপায়। কোন চিত্রে করিবে চিত্র কহত আমায়॥ মম চিত্র সুচিত্রে হেরিলে চিত্রকর। অধৈর্য্যে পতিত হবে ধরণী উপর। চিত্রকর বলে থাক পরদার ভিতরে। থালে করে জল রাখ পরদার বাহিরে॥ সেই জলে তব ছায়া পতিত হইলে। লিখিব তোমার রূপ দৃষ্টি করি জলে। ইহা শুনি তখন সওদাগরের তনয়া। করিল সেই রূপ কার্য্য সলিল আনিয়া॥ হোসেনবানু রহিল সেই পরদার ভিতরে। চিত্র লেখে চিত্রকর জলে দৃষ্টি করে॥ কন্যার সমস্ত রূপ সুচিত্র করিল। সুচিত্র চেহারা লয়ে বাসায় চলিল॥ আসল নকলে ৮২ প্রস্তুত করিল। সুচিত্র করি চিত্র কন্যার হস্তে দিল॥ নিজ চিত্র দেখি কন্যা আনন্দ অপার। আপনার রূপ দেখে চক্ষে

আপনার। এইরূপে কত দিন গত হয়ে যায়। চিত্রকর বিবীর স্থানে চাহিল বিদায়॥ আমাকে বিদায় কর আনন্দিত মনে। আজ্ঞা পাইলে যাই আমি নিজ নিকেতনে॥ হোসেনবানু মনোহর পুরস্কার দিয়া। হরষিতে দিল তারে বিদায় করিয়া॥ চিত্রকর কন্যার চিত্র হস্তেতে লইয়া। মণিরস্বামির আগে পৌছিল আসিয়া॥ হোসেনবানুর সুচিত্র করি দরশন। উন্মাদ অভিপ্রায় হইলেন তখন। অন্ন জল পরিহরি ধরণী লোটায়। কন্যার জন্যেতে সদা করে হায় হায়॥ মণির বলেন কি হেরিনু রত্ন নিধি। কিবা রূপ অপরূপ প্রণীত কৈল বিধি॥ না রহিব গৃহে আর কন্যার কারণ। বিবাগী হইয়া দেশ করিব ভ্রমণ॥ কতদিনে পাব হোসেনবানুর দর্শন। সে কন্যার অন্বেষণে করিব ভ্রমণ॥ পথের সম্বল নিল পরেশ পাথর। বহনেতে স্বল্প হয় অল্পেতে বিস্তর॥ মতি মুক্তা হীরা জিনি স্বল্পেতে বিস্তর। পথের সম্বল কিছু লইল তৎপর না কহিল পিতা মাতায় অতি প্রত্যুষেতে॥ চলিল মণিরস্বামি কন্যার উদ্দেশেতে॥ অতি শীঘ্র ঘোটকেতে করি আরোহণ। একাকি চলিল সঙ্গে নাহি সৈন্যগণ। নিজ দেশ পরিহরি দ্রুতবেগে ধায়। কতদিনে সাহাবাদে উপবিষ্ট হয়॥

ত্রিপদী।

হোসেনবানুর নগরে, মণিরস্বামি তৎপরে, প্রবেশ করিলেন সিংহদ্বারে। দ্বারে ছিল দ্বারীগণ, করে সবে জিজ্ঞাসন, কোথা হৈতে আইলে সত্বরে॥ মণিরস্বামি যে কয়, এই কি বানুর আলয়, কহ কহ শুনি দ্বারীগণ। বিশেষ প্রয়োজন আছে, যাব আমি তার কাছে, সমস্ত জানাব বিবরণ॥ ফকীরের বেশ দেখি, দ্বারীগণ হয়ে সুখী, বহুতর কৈল সমাদর। বসায়ে আসন পরে, দ্বারীগণ যত্ন করে, সেবা করে হইয়ে তৎপর॥ পদ প্রক্ষালনের বারি, আনিল ভৃঙ্গারে করি, শুদ্ধ হেতু যবন আচার। খাদ্য দ্রব্য আনি দিল, কিছুই তাহা না খাইল, না বসিল আসন উপর॥ তৎপরে দ্বারীগণ, আসিয়ে যে ততক্ষণ, হোসেনবানুকে জানাইল॥ এক জন ফকীর বেশে, উপবিষ্ট দ্বারদেশে, আসন দিলাম না বসিল॥

আজ্ঞা কর আনিবারে, তব অগ্রে তৎপরে, সেইজনে আনয়ন করি। বান্নু কহে দ্বারীগণে, আন তাহারে এইক্ষণে, বিনয় পূর্ব্বকে যত্ন করি॥ আজ্ঞামাত্রে দ্বারীগণ, আনে তাহারে তৎক্ষণ, হোসেনবান্নুর সন্নিধানে। কহে কবি সরকার, শুন সবে তত্ত্ব তার, পরিচয় হয় দুইজনে॥

পয়ার।

হোসেনবান্নুর সহিত মণিরস্বামির পরিচয়।

হোসেনবান্নু বলে কহ শুনি তত্ত্ব তার। কিবা নাম ধর কোথা বসতি তোমার॥ বহু যত্ন করিল আমার দ্বারীগণ। আসনে না বসিলে না করিলে ভোজন॥ মণিরস্বামি বলেন শুন স্পষ্ট কহি। খরজামের বাদশা ফকীর আমি নহি॥ ধন ধেনু গজবাজি অমূল্য রতন। বহুবিধ ধন আমায় করিল অর্পণ॥ ধনের অধিপতি আমি বাদশাজাদা হই। স্ত্রীরত্নে যত্ন করি ধনের কাঙ্গাল নই॥ হোসেনবান্নু বলে যদি বাদশা তুমি হও। ফকীরের বেশে কেন সত্য করি কও॥ সাহাজাদা বলে শুন বিশেষ বিবরণ। তোমার লাবণ্য রূপ করিয়া শ্রবণ॥ চিত্রকর একজন আনি সুচিত্রেতে। পাঠাইয়া ছিলাম তব চিত্র রচিতে॥ চিত্রকর তব চিত্র করিয়া লিখন। মম হস্তে তব চিত্র করিল অর্পণ মনোহরা চিত্র তব করি দরশন। তব মিলন আকাঙ্ক্ষাতে উচাটন মন॥ তব লাগি অনুরাগী নহে স্থির মন। ফকীরি লয়েছি ধনী তোমার কারণ॥ বাদশাই পরিহরি তব অভিলাষে। এসেছি ফকীর বেশে তব নিজ বাসে॥ দয়া করি সুবদনী কর মোরে দান। তব আশা প্রত্যাশায় আছে মম প্রাণ॥ ধর্ম্মপথে দৃষ্টি করি ধর্ম্ম রক্ষা কর। তবাশয়ে নাশক হই মম বাক্য ধর॥ তব আশয়ে করে আশা আসি তব স্থানে। আশা পূর্ণ কর এই আশ্বাসিত জনে। তবাশয়ে করে আশা আসা যে আমার। দয়া করি আশার্ণবে কর পারাপার॥ আশায় আশ্বাসিত হয়ে ত্রাসিত এ প্রাণ। আশা তরঙ্গের নদী বহিছে উজান॥ আশাপথ নিরীক্ষণে এসেছি অনুক্ষণ। আশা পিপাসাকে তুমি কর নিবারণ॥ শুনিয়া সে বিবরণ সমস্ত কারণ। হোসেনবান্নু করিলেন অধোবদন॥ মণিরস্বামি

বলে কেন হৈলে অভিমানী। কি কারণ অধোবদন হৈলে কহ শুনি।। বানু বলে বাদশা শুনহ মতিমান। যে আশয়ে আশা করি এলে মম স্থান।। আমাকে বিবাহ করা নহে সাধারণ। স্বয়ম্বরে কৈনু এক নিদারুণ পণ। সপ্তম প্রেহিল্লিকা সিদ্ধ করিবেক যেই। পণ কৈনু মম পতি হইবেক সেই।। সপ্তম সওালে মুদ্রিত প্রেহিল্লিকায়। সিদ্ধান্ত করিবে যেই বরিব তাহায়।। মম প্রেহিল্লিকা পুরণ করিবেক যেই। অঙ্গিকার করেছি মম পতি হবে সেই।। মণিরস্বামি বলেন শুন বিনোদিনী। কিবা তব প্রেহিল্লিকা কহ দেখি শুনি।। সাধ্য হইলে জবাব অবশ্য করিব। কহ মধুর ভাষে প্রেহিল্লিকা শুনিব।। বানু বলে প্রথম প্রেহিল্লিকা এই তার। এক-জন আসিয়া যে বলে বারম্বার।। একবার নয়নেতে হেরেছি যাহারে। পুনর্ব্বার মানস করি দেখিতে তাহারে।। কোথা সেজন মনোরঞ্জন থাকেন কোথায়। আনিয়া তাহার তত্ত্ব শুনাও আমায়।। সেইজন কোন জন জানিয়া বলিবে। বরিব তাহাকে সেই আমাকে পাইবে।। মণিরস্বামি বলে সেই থাকে কোন দেশে। জানিলে যাইতেপারি তাহার উদ্দেশে।। বানু বলে জানিতাম যদি সেই সমাচার। তবে কেন করিব প্রেহিল্লিকা তার।। কিঙ্কর প্রেরণ করি তাহার উদ্দেশ। আনিতাম তাহার তত্ত্ব আপনার দেশে। সেইজন কোন জন দেখিতাম নয়নে। কেন এত প্রেহিল্লিকা তাহার কারণে।। এত শুনি মণিরস্বামি লজ্জিত হইল। হেট মুণ্ড করি তথা বসিয়া রহিল।। হোসেনবানু বলেন শুন মণিরস্বামি। তবে আর আমার আশা কেন কর তুমি।। স্বামি বলে দৈববাণী কোথায় পাইব। তোমার নিকটে আমি জীবন ত্যজিব।। হোসেনবানু বলে দূত মম বাক্য ধর। মণিরস্বামিকে বাটীর বাহির কর।। প্রেহিল্লিকা পরাভব হইল এখন। বুদ্ধি সূক্ষ্ম মূর্খ নহে অধম দুর্জ্জন।। অন্তঃ-পুর হৈতে এরে দাও তাড়াইয়া। পুনঃ যেনহেন বাক্য না কয় আসিয়া।। ইহা শুনি দূতগণ মণিরস্বামিরে। করেতে ধরিয়া তাঁরে বাটীর বাহির করে।। অপমান প্রযুক্ত হয়ে মণিরস্বামি। বক্সার অভি-মানে হইল বনগামী।। প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ কোথায় করিব। কে করে

ইহার অর্থ কার কাছে যাব।। বড় বড় রাজাগণ বিপদে পড়িয়া। পণরূপি কার্য্য সাধে মন্ত্রণা করিয়া।। জঙ্গলে মঙ্গল হয় শুনেছি শ্রবণে। বনগামী হব আমি বান্নুর কারণে।। যত দিন প্রেহিল্লিকা করিলেন পণ। তত দিন বনে রব যা করে ভগবান।। বান্নুকে না পাইলে আমি না যাব নগরে।। জীবন ত্যজিব আমি বনের ভিতরে।। নির্লজ্জ জীবনে বাঁচনে কি ফল আছে। পুরুষ হয়ে পরাভব রমণীর কাছে।। কোন লাজে নিজ মুখ দেখাইব আর। দেশে দেশে এ কলঙ্ক রটীবে আমার।। হোসেনবান্নুর শোকে করে হায় হায়। মণিরস্বামি কাননেতে কান্দিয়া বেড়ায়।। আহার নিদ্রা পরিহরি কাননেতে থাকে। অস্থি চর্ম্ম সার হৈল হোসেনবান্নু শোকে।। একদিন মনিরস্বামি বসি বৃক্ষতলে। হোছেনবান্নুর শোকে ভাসে অশ্রুজলে।। হাতেম গিয়াছিলেন মৃগয়া করিতে। মণিরস্বামিকে হাতেম পাইল দেখিতে।। মণিরস্বামি বসিয়াছে বৃক্ষের তলায়। হোসেনবান্নুর শোকে করে হায় হায়।। বান্নুর শোকে মণিরস্বামি পতিত কাননে। হাতেম আইল তথা অশ্ব আরোহণে।। দেখিল হাতেমতাই নর একজন। কামের আশায় অতি মলিন বদন।। সঘনে বদনে নয়নে অশ্রুপাত। ক্ষণেং নিজ বক্ষে করে করাঘাত।। সুস্থির অশ্ব গমনে আসি পদক্রম। মণিরস্বামির প্রতি জিজ্ঞাসে হাতেম।। কে তুমি একাকি বসিয়া এ কাননে। কার শোকে কান্দ তুমি কিসের কারণে।। লাবণ্য হেরিয়া তব হেন বোধ হয়। ফকীর না হবে কোন বাদশার তনয়।। কোন অনুপাম হয়ে থাক সংঘটন। কহিলে যে সদুপায় করিব সাধন।। মণিরস্বামি বলে কব বিশেষ বিবরণ। তোমা হতে হয় যদি দুঃখ নিবারণ।। কে তুমি একাকি সত্য কহ এ কাননে। আমার নিকটে এলে অশ্ব আরোহণে।। তোমা হৈতে দর্শে যদি মম কোন গুণ। নহে কেন জ্বালিব সে নির্ব্বাণ আগুণ।। মনের আগুণ মম মন মধ্যে আছে। বলে প্রজ্বলিত করা বৃথা তব কাছে। আভাসেতে হাতেম বুঝিল আপনাতে। নর হয়ে কান্দে কেন নারীর আশাতে।। হাতেম বলে করিনু সত্য অঙ্গীকার। প্রাণ-পণে করিব তোমার উপকার।। আমারে চিননা তুমি শুন গুণধাম।

ইমনেতে বাস হাতেমতাই মম নাম।। তোমার নিকটে করিলাম অঙ্গীকার। মস্তক দিয়া তব করিব উপকার।। অনিত্য এ নর দেহ করেছি ধারণ। মরিলে এ দেহ হবে মাটিতে পতন।। করিতে পারি যদি জীবের উপকার। তার পর দেহেতে কি কার্য্য আছে আর মম মস্তক দিলে যদি হয় উপকার। নিজ শির দিয়া কার্য্য সাধিব তোমার।। তোমার মনের কথা কহ দেখি শুনি। কি জন্যে অরণ্যে তুমি হৈলে অভিমানি।। বাদশা বলে তুমি যদি এত দয়াবান। দয়া করি রাখ মোরে দাও প্রাণ দান।। হোসেনবানুর চিত্র ছিল তার কক্ষেতে। বাহির করিয়া দিল হাতেমের হাতে।। দেখিয়া বানুর চিত্র হাতেম তখন। অবশ্য তোমার কার্য্য করিব সাধন।। কহ সেই কোন দেশে বসতি তাহার। মিলন করাব চল সঙ্গেতে আমার। ঈশ্বরের কৃপা যদি থাকে মম পর। অবশ্য করিব আমি তব উপকার।। বাদশা মণিরস্বামি কহিছে তখন। হোসেনবানুর শুন প্রেহিল্লিকা পণ।। সপ্তম সওাল তার করহ শ্রবণ। তদুপরে প্রেহিল্লিকা করিছে সৃজন।। প্রথম প্রেহিল্লিকা করিল জিজ্ঞাসন। সে প্রেহিল্লিকার অর্থে হৈনু অভাজন।। এই কারণে বিচ্ছেদ তাহার সহিত। প্রেহিল্লিকা বুঝে কর তাহার বিহিত।। হাতেম বলে আমি বুঝিব মর্ম্ম তার। অবলম্বন মাত্র সঙ্গে চলহ আমার। হোসেনবানু প্রেহিল্লিকা যে কিছু কহিবে। অর্থ করিব আমি তুমি বসিয়া শুনিবে।। ইহাবলি লয়ে গেল মণিরস্বামিরে। নিজ বাসে উপবিষ্ট ইমন-নগরে।। বাদশাই ভূষণ তার অঙ্গে পরাইল। আপন বাসেতে হাতেম তাহারে রাখিল।। তদন্তরে দূতগণে হাতেম কহিল। এক নিবেদন মম শুনহ সকল।। যত দিন নাহি আসি নিজ নিকেতন। অতিথ ফকীর আইলে করিবে সেবন।। পথের সম্বল দিয়া বিদায় করিবে। সাবধানে সর্ব্ব কার্য্য সাধন করিবে।। ইহা বলি অশ্বোপরে করি আরোহণ। মণিরস্বামিকে লয়ে করিল গমন।। ইমন-নগর হৈতে চলে দুইজন। বানুর দ্বারেতে আসি উপবিষ্ট হন।। দ্রুতগতি দ্বারীগণ আসন যোগাইল। সোণা রূপা টাকা কিছু নজরে ধরিল।। সমাদরে খাদ্য দ্রব্য করে আয়োজন। হাতেম মণিরস্বামি না করে গ্রহণ।। দ্বারীগণ আসিয়া যে বানুর নিকটে। সমস্ত বিবরণ জানাইল

করপুটে ।। হোসেনবানু বলেন দ্বারীকে তখন। আগার নিকটে দোঁহে করাহ প্রেরণ ।। দ্বারীগণ আনি দোঁহে উপবিষ্ট কৈল। হাতেম মন্দিরে দোঁহে কহিতে লাগিল ।। হাতেম বলেন পথি নহি দুইজন। তব রূপ গুণ শুনে এসেছি এখন ।। তোমার রূপের চিত্র হেরিয়ে নয়নে। পুরুষ পাগল হৈল তোমার কারণে ।। বানু বলেন হাতেম শুন বিবরণ। স্বয়ম্বরে কৈনু এক নিদারুণ পণ। সপ্তম প্রেহিল্লিকা সিদ্ধ করিবেক যেই। পণ করেছি মম পতি হবে সেই ।। হাতেম বলে প্রকাশ কর সুবদনী। কি তোমার প্রেহিল্লিকা কহ দেখি শুনি ।। হোসেনবানু বলে হাতেম করহ শ্রবণ। প্রথম প্রেহিল্লিকা আমি করিব বর্ণন ।। প্রথম প্রেহিল্লিকা শুন এই তার। একজন এসে এই কহে বারম্বার ।। একবার দেখেছি যারে দেখতে চাই আর। কে কহে এমন কথা কোন দেশে ঘর ।। জানিয়া আমার আগে কহত উত্তর। কহিলে বরিব আমি তোমাকে সত্বর ।। সেই জন কোন জন প্রয়োজন তাকে। কোথায় বসতি তার কহিবে আমাকে ।। সপ্তম প্রেহিল্লিকা সিদ্ধ করিবে যে জন। তার সহ বিবাহ করিব সেই ক্ষণ ।। হাতেম কহেন শুন সওদাগর জাদী। তব প্রেহিল্লিকা অর্থ করিতে পারি যদি ।। মম সহ কর তুমি এই অঙ্গীকার। যাহাকে সপিব আমি তুমি হবে তার ।। ইহাতে অন্য মন তুমি না করিবে। যাকে পাত্র দিব আমি তাহাকে বরিবে। এই অঙ্গীকার তুমি কর মম ঠাঁই ।। তবে প্রেহিল্লিকার জবাব আন্তে যাই ।। বানু বলে এই কথা করিনু অঙ্গীকার। তুমি যারে সপিবে আমি হব তার ।। ইহাতে কিছু আমি না করিব অন্যথা। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষ্য থাক যতেক দেবতা ।। এই অঙ্গীকার আমি ভঙ্গ না করিব। যাঁহাকে সপিবে তুমি তাহাকে বরিব ।। এইরূপে দুইজনে কৈল অঙ্গীকার। হাতেম বলে মম বাক্য শুন পুনর্ব্বার ।। যাই তব প্রেহিল্লিকা অর্থ আনিতে। সহোদর রহিল মম তোমার কাছেতে ।। যত দিন আমি নাহি করি আগমন ।। ইহাকে রাখিবা তুমি করিয়া যতন ।। মনিরস্বামি রহিল তোমার সহরে। রাখিবে ইহারে তুমি অতি সমাদরে ।। বানু বলে থাকুক তোমার সহোদর। চিরকাল হয়ে থাক হরিষ অন্তর ।। খাদ্য দ্রব্য

যোগাইব যথা সমুচিত। মনিরস্বামির হেতু ভেবনা কিঞ্চিত।। আমার অতিথ-শালা আছে দরওাজাতে। সেবন জীবিকা এর অতিথ-শালাতে।। অতিথ-শালায় বাসা দিলাম ইহার। যত দিন তুমি না ফিরিবে পুনর্ব্বার।। তত দিন বাটীর বাহিরে থাকিবে। মম আজ্ঞা বিনা সেই আসিতে নারিবে।। এতেক শুনিয়া হাতেম হইল বিদায়। অতিথ-শালায় মনিরস্বামিকে পাঠায়।। সুপকারে বানু কহিলেন তখন। মনিরস্বামিকে রাখ করিয়া যতন।। ইহা বলি বাহির করিল স্বামিরে। সমর্পণ করি দিল সুপকারের করে।। এ রূপে রহিল স্বামি বানুর স্বহরে। হাতেমের বৃত্তান্ত কিছু শুন তার পরে।। হাতেম বানুর কাছে হইয়া বিদায়। অশ্ব আরোহণে চলে পুলকিত কায়।। মনে২ ভাবে তবে দেহে আপনার। ভগবান কর্ত্তৃক এই সকল সংসার।। চলিল হাতেম মনে ভাবি ভগবান। মনুষ্যোপকার কার্য্য করিতে সাধন।। পর উপকার হেতু চলিল বিপিনে। একামাত্র চলে হাতেম ভাবি নারায়ণে।। দেশে২ ভ্রমে ময়দানে ময়দানে। এইরূপে কাল হরে ভাবে মনে মনে।। বন উপবন ভ্রমণ করিল হাতেম। কার সহ সাক্ষাৎ না হয় কোনক্রম।। দুই তিন দিবস হইল অবসান। এইরূপেতে হাতেম করেন পয়ান।। দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা শুনহ শ্রবণে। এক মৃগী পলাইল দেখিল নয়নে।। তার পাছু ধায় ব্যাঘ্র মৃগী ধরিবারে। স্ত্রী জাতিয় মৃগী তার স্তনে দুগ্ধ ঝরে।। দেখিয়া হাতেম বলেন সে ব্যাঘ্রেরে। মেরনা২ ব্যাঘ্র স্ত্রীজাতি মৃগীরে।। স্তন দিয়া দুগ্ধ ঝরে দেখহ নয়নে। পুত্রবতী হরিণীরে মারিবে কেমনে।। এ কারণে বারণ করি ধর্ম্ম চাহিয়া। মরিবে ইহার পুত্র দুগ্ধের লাগিয়া।। কেমনে বধিবে পুত্রবতী হরিণীরে। কিছু মাত্র দয়া নাই তোমার শরীরে।। পশুকুলে জন্ম তব ধর্ম্ম পানে চাও। মৃগীর বদলে তুমি আমায় ধরে খাও।। হাতেমের বাক্য শুনি ব্যাঘ্র দাণ্ডাইল। সময় পাইয়া সেই মৃগী পলাইল।। ব্যাঘ্র বলে শুনহে হাতেম নামদার।। কেন ছাড়াইয়া দিলে আমার আহার।। বিত্তচ্ছেদ কর্ম্ম কান ধর্ম্মে প্রকাশিলে। আমার আহারে কেন বিঘ্ন জন্মাইলে।। হাতেম আমার নাম জানিলে কেমনে। বিত্তচ্ছেদ বাক্য কেন কহিলে এখানে।। ব্যাঘ্র বলে তোমায় আমি চিনিনু

কেমনে। পুত্রবতী হরিণীর রক্ষার কারণে ।। সর্ব্বজীবে দয়া তব শুন গুণ ধাম। এ কারণ জানিনু হাতেম তব নাম ।। পর উপকারি হাতেম শুনেছি শ্রবণে। তাহার প্রমাণ আজি দেখিনু নয়নে ।। পুত্রবতী মৃগীর স্তনেতে দুগ্ধ ঝরে। তাহা দেখি দয়া হৈল তোমার শরীরে ।। পশু পক্ষী সংসারে জানে যে আখ্যান। একারণে বলিলাম হাতেম তব নাম ।। আর এক কথা হাতেম করহ বিচার। পর হিংসা করি কৈলে পর উপকার ।। হিংসা করিলে তুমি আমার আহারে। এই কোন ধর্ম্ম তব কহত তৎপরে ।। বিস্তুচ্ছেদ কর্ম্ম কৈলে ধর্ম্ম নষ্ট করি। আমার উপায় কি ক্ষুধায় আমি মরি ।। জীবন আকুল মম হইল ক্ষুধায়। করহ হাতেম যাতে দুইদিক্ রক্ষা পায় ।। তবে জানি তুমি হাতেম নাম ধর। আমার ক্ষুধায় যদি আহার দিতে পার ।। হতেম বলেন ব্যাঘ্র বলিলে প্রমাণ। পুর্ব্বেতে বলেছি আমি তব বিদ্যমান ।। পুত্রবতী হরিণীর পরাণ বাঁচাও। মৃগির বদলে তুমি আমায় ধরে খাও ।। কেন বা করিব আমি তোমা অবিচারে। আগিত প্রস্তুত আছি তোমার আহারে ।। ইহা বলি হাতেম নিজ মাংস কাটিল। খাও বলি ব্যাঘ্রের সম্মুখেতে ধরিল ।। শার্দ্দূল হাতেমের মাংস করিলেন পান। জঠরানল হৈতে শীতল কৈল প্রাণ ।। ব্যাঘ্র বলে হাতেম তুমি শুনহ শ্রবণে। ইমন পরিহরি কেন আইলে কাননে ।। ময়দান কানন এই সব কঠিন স্থান। কি হেতু আইলে তুমি কহ বিদ্যমান ।। হাতেম বলেন ব্যাঘ্র শুন মন দিয়া। যে হেতু আইনু আমি ইমন ত্যজিয়া। খরজা-মের বাদশাজাদা নামেতে মণির। তার উপকার হেতু হয়েছি বাহির ।। সাহাবাদে ছিল বরজক সওদাগর। তার কন্যা হোসেন-বানু পরী বরাবর। পড়িয়া মণিরস্বামি আশায় তাহার। পাহাড় কাননে ভ্রমে কাতর অন্তর ।। মুখে বলে হায় হায় বক্ষে করাঘাত। কেন হানিল বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ।। ভগবানের জীব যদি এত কষ্ট পায়। তার উপকার হেতু আইনু হেথায় ।। কোনরূপে পারি তার করিতে উপকার। এই হেতু কাননেতে ভ্রমণ আমার ।। হোসেনবানুর সেই বিবাহ কারণ। করিয়াছে পণ এক বড় নিদারুণ ।। সপ্তম

প্রেহিল্লিকা তার অর্থ যে করিবে। হোসেনবানু সেই বরে বরণ করিবে॥ প্রথম প্রেহিল্লিকা বানু কহিল মণিরে। একবার দেখিনু পুনঃ দেখতে চাই তারে॥ সেইজন কোনজন জানিয়া কারণ। এই কথা বারম্বার বলে কোনজন॥ কোথায় বসতি তার কিবা নাম ধরে। তাহার তদন্ত জানি শুনাও আমারে॥ নাজানি সে কোন দেশে থাকে কোনখানে। পূর্ব্ব পশ্চিম কিম্বা উত্তর দক্ষিণে॥ ব্যাঘ্র বলে জানি আমি তাহার মোকাম। সংসারের মধ্যে দস্তাবেদা তার নাম॥ হাতেম জিজ্ঞাসিল সেই কোন দিগে। কহিতে লাগিল ব্যাঘ্র হাতেমের আগে॥ এখান হইতে যবে করিবে গমন। কত দূরে হবে সেই পথের মিলন॥ ত্যজিয়া বামের পথ যখন যাইবে। দস্তহাবেদার পথ অবশ্য পাইবে॥ হরিণী করিল দয়া হাতেমের তরে। তব কার্য্য সিদ্ধ যেন ভগবান করে॥ এতেক বলিয়া মৃগী বৎসের কাছে গেল। হাতেম ব্যাঘ্রের ঠাই বিদায় হইল॥ ময়দান ত্যজিয়া উঠে পথের উপর। পদ বেদনায় হাতেম হইল কাতর॥ বেদনা হৈল ভারি চলিতে নাহি পারে। এক বৃক্ষ তলে হাতেম শয়ন করে॥ শৃগাল শৃগালিনীর বাসা সেইখানে। আহার করিতে তারা গিয়াছিল বনে॥ পুনঃ সেই বৃক্ষমূলে আইল দুইজনে। হাতেম শয়নে আছে দেখিল নয়নে॥ শৃগাল বলে চিরকাল আছি এই স্থানে। মনুষ্য আসিতে কভু না দেখি নয়নে॥ অকস্মাৎ হইল যে মনুষ্যের আগমন। কি আছে অদৃষ্টে আজি নাজানি কারণ॥ শৃগালের প্রতি তবে কহে শৃগালিনী। হাতেম ইহার নাম আমি এঁকে চিনি॥ ইমনের বাদশা এই সাধু সদাচার। আইল করিতে তিনি পর উপকার॥ শৃগাল বলে তুমি এঁরে চিনিলে কেমনে। হাতেম ইহার নাম সহর ইমনে॥ শৃগালী বলেন হাতেম সাধু সদাচার। সদত করেন ইনি লোক উপকার॥ পরের ভাল করে হাতেম পুণ্যবান। পর উপকার হেতু দেয় নিজ প্রাণ॥ পরের ভাল হবে বলে ভ্রমে বহু দেশ। ময়দান কাননে কত পাইলেন ক্লেশ॥ শৃগাল বলে কহ তবে শুনিব শ্রবণে। কি হেতু হাতেম কষ্ট পায় এই বনে॥ শৃগালিনী বলে শুন তাহার বিবরণ। বনে কষ্ট পায় হাতেম যাহার

কারণ।। বৃক্ষতলে শয়নে আছেন যে কারণ। তাহার তদন্ত কিছু করহ শ্রবণ।। উদ্যান নামেতে এক ময়দানোপরে। সেই স্থানে এক ব্যাঘ্র আহারের তরে।। হরিণী ধরিতে যায় সেই ময়দানে। দৈবযোগেতে হাতেম গেল সেইখানে।। দুগ্ধবতী মৃগী এক ছিল তথাকারে। শাবক হয়েছে তার স্তনে দুগ্ধ ঝরে।। সেই হরিণীরে ব্যাঘ্র খাইতে ধাইল। কত দূরে হাতেম সে দেখিতে পাইল।। হাতেম বলেন ব্যাঘ্র দেখহ নয়নে। পুত্রবতী হরিণীর দুগ্ধ ঝরে স্তনে।। যদি তুমি বধ এই হরিণী জীবনে। মরিবে ইহার বৎস দুগ্ধের কারণে।। ইহার কারণে তুমি মৃগী ছেড়ে দাও। হরিণীর বদলে আমায় ধরে খাও।। ব্যাঘ্র বলে অনাহারি হয়ে আছি আমি। মম খাদ্য বস্তু কিছু এনে দাও তুমি।। হাতেম শুনিয়া তবে ব্যাঘ্রের বচন। খাদ্য দিল নিজ উরু করিয়া ছেদন।। নিজ অঙ্গ কাটি কৈল পর উপকার। সেই দরদে পতিত হইয়া কাতর।। শিবা বলে কহ শুনি ইহার উপায়। কিসে পরিত্রাণ পাবে ঘায়ের জ্বালায়।। হাতেমের পদের ঘা ভাল হবে কিসে। শিবানী বলে এর ঔষধ নাহি দেশে।। মাজেন্দান দেশে এক পরি কলেবর। সরোশির শোভে শিরে দেখিতে সুন্দর।। পরির অভিপ্রায় সেই পাওয়া অনুপায়। কঠিন মুল্লুক তার কেবা সেথা যায়।। তার শিরশ্ছেদ ঘৃত যদি পাওয়া যেত। হাতেমের উরুদেশে দিলে ভাল হত।। শিবা বলে হাতেমের থাকিত অনুচর। মাজেন্দান গিয়া তার করিত উপকার।। শৃগাল বলেন তুমি শুন শৃগালিনী। সপ্তম দিবস যদি থাক একাকিনী।। সর্ব্বদা থাকিবে তুমি হাতেমের কাছে। যাই আমি সেই পরী পশু যেথা আছে। যত দিন আমি পুনঃ না আসি ভ্রমিয়া। কোথাও না যাবে তুমি হাতেমে ত্যজিয়া।। শৃগালিনী বলে আমি কোথায় না যাব। এইখানে হাতেমের কাছেতে থাকিব।। মাজেন্দানে যাও তুমি তৎপর হইয়া। যথা পার সেই পরিরকে আন গিয়া।। পশু হৈতে হয় যদি মনুষ্যের কর্ম্ম। ইহা হৈতে আর কিবা আছে বল ধর্ম্ম।। সুখ্যাতি হইবে ভব পর

উপকারে। এর তুল্য পুণ্য কার্য্য কি আছে সংসারে ॥ পর উপকারি হাতেম নহে সাধারণ। তার উপকারে তুমি করহ মনন ॥ শিবা কুলে করিয়াছি জনম গ্রহণ। পূর্ব্বে কত কৈনু পাপ না যায় বর্ণন ॥ নাহি জানি ধর্ম্ম কর্ম্ম পশুত্ব আচার। করিতে নারিনু এ লোকের উপকার ॥ এ বড় সময় দিয়াছেন ভগবান। যদি পার হাতেমের জুড়াইতে প্রাণ ॥ শৃগাল শৃগালিনী ইহা দুইজনে বলে। হাতেম শুনিল সব পড়িয়া ভূতলে ॥ উঠিতে অশক্ত হাতেম পড়ে ধরাসনে। ভগবানে স্মরণ করেন মনে মনে ॥ শৃগাল চলিল তথা হইয়া বিদায়। দুই তিন দিবসেতে পৌঁছিল তথায় ॥ বৃক্ষতলে পরীপশু নিদ্রযোগে আছে ॥ চুপে চুপে শৃগাল গেলেন তার কাছে ॥ অচেতনে নিদ্রা যায় সেই তরুতলে। চুপে চুপে শিবা যে ধরিল তার গলে ॥ দন্তাঘাতে তার শিরচ্ছেদন করিয়া। মুখে করে শৃগাল উত্তরিল গিয়া ॥ যথায় হাতেমতাই ছিল ময়দানেতে। শিবা আনি উপবিষ্ট হৈল সে খানেতে ॥ পরিরুর মস্তক দন্তাঘাতে ছেদ কৈল। তাহার মস্তকের ঘৃত চিরিয়া লইল ॥ শৃগাল শৃগালিনী তাহারা দুইজনে। উপবিষ্ট হইল হাতেম সন্নিধানে ॥ ভগবানের কৃপায় সেই হাতেম উঠিল। শৃগালের প্রতি হাতেম কহিতে লাগিল ॥ এক জনে বধিয়ে বাঁচালে এক জনে। তার অপরাধ বল কে লবে এক্ষণে ॥ পরিরুর মস্তক চিরিয়া যে এখন। তাহার মস্তক-ঘৃতে বাঁচালে জীবন ॥ জীব হিংসা কৈলে তুমি আমার কারণ। বল এই পাপ কেবা করিবে গ্রহণ ॥ এই পাপ দেহে আর নাহি প্রয়োজন। জীব হিংসা কৈলে তুমি আমার কারণ ॥ শৃগাল বলে তুমি না কর মনস্তাপ। জীব হিংসা করেছি আমার হবে পাপ ॥ জীব হিংসা কৈনু পাপ হইবে আমার ॥ তুমি ভাল হৈলে তব কৈনু উপকার ॥ ইহা শুনি হাতেমতাই নিঃশঙ্ক হইল। উরু ক্ষত হইতে সেই নিস্তার পাইল ॥ হাতেমতাই বলে ভাল করিলে আমার। কি দিয়া করিব আমি তব উপকার ॥ আজ্ঞা কর কোন কার্য্য করিব সাধন। যাচিঞা করহ তুমি যাহা তব মন ॥ শিবা বলে উপকার কি করিবে তুমি। এক কার্য্য আছে তবে কহি শুন আমি ॥ চোপকান নামে এক পশু দুরাচার। বহুতর হিংসা

সেই করে যে আমার ।। এই ময়দান মধ্যে তাহার আলয়। বহু হিংসা করে সেই পাপ দুরাশয় ।। বাস করা ভার সেই পশুর জ্বালায়। যত বৎস্য হয় মম সব ধরে খায় ।। করিতে পারেন যদি শাসন তাহার। তবে তোমা হৈতে হয় মম উপকার ।। চোপকানে নিধন যদি করিবারে পার। যত দিন জীব নাম করিব তোমার ।। হাতেমতাই বলে তারা থাকে কোন স্থানে। দেখাইয়া দিবে আইস সেই ময়দানে ।। শৃগাল চলিয়া গেল দেখাতে চোপকানে। দেখাইয়া দিল সেই থাকে যেই স্থানে ।। হাতেম আসিয়া তথা করে অন্বেষণ। আহার করিতে দূরে গিয়াছে চোপকান ।। বসিয়া হাতেমতাই তার বাসাপরে। আইল চোপন তথা হাতেম বরাবরে। হাতেম বসিয়া দৌড়ে দেখিবারে পায়। শীঘ্রগতি ত্রাস্ত হয়ে আইল তথায় ।। হাতেম নিকটে আসি উপবিষ্ট হৈল। ক্রোধ করি হাতেমেরে কহিতে লাগিল ।। শুনরে মনুষ্য-জাতি দুরাত্মা পামর। কোন লাজে বসিলে মম আসন উপর ।। পলায়ন কর দুষ্ট রাখি নিজ মান। নহে দন্তাঘাতে বিদারিব তব প্রাণ ।। শুনরে মনুষ্য-জাতি বুকে নাহি ডর। কোন লাজে বসিলে মম আসন উপর ।। কার সাধ্য আমার আসনে বসিবারে। কোথা হৈতে নর-জাতি এলি হেথাকারে ।। যোদ্ধাপতি হও যুদ্ধ কর মম সনে। নতুবা পলায়ে যাও আপন ভবনে ।। হাতেম বলে ক্রোধ কেন করহে চোপকান। না আসি তোমার সনে করিবারে রণ ।। এক উপদেশ আমি করি জিজ্ঞাসন। জীব হিংসা কর কেন উদর কারণ ।। অহিংসা পরম ধর্ম্ম না জান পাষণ্ড। পরকালে সমুচিত পাবে এর দণ্ড ।। জীব হয়ে জীব হিংসা কেন তুমি কর। এ পাপাত্মা দেহে কেন বৃথা প্রাণ ধর ।। চোপকান বলেন শুন পাপাত্মা অজ্ঞান। যে যাহার আহার দিলেন ভগবান। মাংসাহারি জীব আমি মাংস পেলে খাই। সে পাপের বিচার আমার কাছে নাই ।। যে যার আহার সৃজন করিল বিধাতা। তাহারে বধিতে পাপ শুনি নাই কোথা ।। শুনরে পাপাত্মা জাতি বলি তোর কাছে। আহার করিতে পাপ কোন শাস্ত্রে আছে ।। কিবা নাম ধর তুমি কোথায় বসতি। সত্য করে কও তুমি হও কোনজাতি ।। ইমনের বাদশা হাতেম নাম ধরি।

জীব উপকারি আমি যবন আচারি ।। যবনের নাম যদি চোপকান শুনিল। হাসিতে২ ধূলায় পতিত হইল ।। হাতেম বলে তুস্যান হাস কি কারণে। তুস্যান হাসি তব জেতের কথা শুনে ।। জাতীয় যবন তুমি গৌহত্যা কর । আপ্ত ছিদ্র জান না পরের ছিদ্র ধর।। আমি পশু জাতি ক্ষুদ্র জীব হিংসা করি। তুমি কেন মস্ত গাভীর গলে দাও ছুরি।। বলছে হাতেম শুনি তোমার বিচার। কেমন করে কর তুমি জীবের উপকার।। পুত্রবৎ ভাবি গাভী করহ পালন। তার গলে অস্ত্র দাও সে ধর্ম্ম কেমন।। গৌহত্যা পাপী অঙ্গে জনম তোমার। আপ্ত ছিদ্র নাহি জান পরের বিচার।। গৌহত্যা পাপাচারী দুষ্ট দুরাচার। এখনি তোমায় আমি করিব সংহার।। তার পর খাইব শৃগাল শৃগালীকে। তদন্তরে খাব তার বৎস্য যাহা থাকে।। অবশিষ্ট বংশ ধ্বংস করিব তাহার। যেন রাম হস্তে রাবণ-বংশের সংহার।। হাতেম ভাবিল মনে পশু যে চোপকান। হিতোপদেশ কভু না করিল গ্রহণ।। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী থাক যত দেবগণ। ধর্ম্ম নাহি মানে পশু দুষ্ট চোপকান।। ইহা বলি চোপকানে মারিল আছাড়। ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়।। হাতেম কহিল আসি শৃগালের ঠাঁই। মরিল চোপকান তব ঘুচিল বালাই।। আনন্দেতে থাক আমি হইনু বিদায়। একণে চলিনু আমি দস্তাহাবে দায়। ইহা বলিয়া হাতেম বিদায় হইল। শৃগালিনী শৃগালকে কহিতে লাগিল।। একেলা হাতেম যায় দস্তা-হাবেদাতে। যাইতে উচিত তব হাতেম সঙ্গেতে।। শৃগাল বলে যাব আমি হাতেমে রাখিতে। দস্তাহাবেদায় যাব হাতেম সঙ্গেতে।। হাতেম বলে দেহ মোরে পথ দেখাইয়া। একাকী যাইব আমি ঈশ্বর ভাবিয়া।। শিবা কিছু দূর গেল তাহার সঙ্গেতে। হাতেম পশ্চাতে কথা কহিতে কহিতে।। দুই পথ আছে কিছু দূর গেলে পাবে। বামভাগে যাও যদি বিপদে পড়িবে।। অল্প দূর পথেতে সঙ্কট আছে তায়। এ কারণ সেই পথে কেহ নাহি যায়।। যেই জন জানে সেই সেহ নাহি যায়। হরষিতে যায় সেই দস্তাহাবেদায়।। হাতেম বলেন আমি সেই পথে যাব। নিগমের পথেতে কতেক কষ্ট পাব।। ইহা বলি হাতেমতাই হইল

বিদায়। কত দূরে দুই পথ দেখিবারে পায়।। একাকী চলিল কেহ নাহিক সঙ্গেতে। উপবিষ্ট হৈল এক ভল্লূক দেশেতে।। ভল্লূকের বাদশা সঙ্গে করিয়া লস্কর। ভ্রমিতে আসিয়া ছিল ময়দান উপর।। হাতেমেরে দেখিয়া যতেক দূতগণ। ভল্লূকের বাদশাকে জানায় বিবরণ।। মনুষ্য জাতি একজন পৌছিল আসিয়া। বাদশা বলে মম স্থানে আন তারে গিয়া।। বাদশার আজ্ঞা পায়ে যত দূতগণ। হাতেমে লইতে সবে আইল তখন।। বাদশার দূত সহ হাতেম আইল। তাহারে দেখিয়া বাদশা জিজ্ঞাসা করিল।। বাদশা বলেন কহ তব কিবা নাম। কোন দেশে বাস কর কোথা তব ধাম।। বোধ করি হাতেমতাই হইবে আপনি। শাসমেতে যোদ্ধাপতি বীর চূড়ামণি।। আসিয়া করিলে মম আনন্দ অপার। কহত শুনিব আমি বৃত্তান্ত তোমার।। আছে এক আমার অবিবাহিত তনয়া। তোমাকে প্রদান করি সন্তোষ হইয়া।। পরম ধার্ম্মিক তুমি জানিনু কারণ। মম কন্যা সহ তোমায় করিব বরণ।। শুনিয়া হাতেমতাই ভাবেন অন্তরে। ভল্লূকের দেশে এসে পড়িনু কি ফেরে।। বাদশা বলে হাতেম তুমি কি ভাব অন্তরে। বিবাহের কথা তুমি কহত তৎপরে।। হাতেম বলে যে কারণ হয়েছি বিমুখ। আমিত মনুষ্য জাতি তুমিত ভল্লূক।। তব কন্যা বিবাহ যে করিব কেমনে। কি রূপে মিলন হবে ভল্লূকের সনে।। মনুষ্য বিবাহ করে ভল্লূক তনয়া। হাসিবে সকল লোক একথা শুনিয়া।। কোন শাস্ত্রে আছে বল না পাই ভাবিয়া। মনুষ্য বিবাহ করে ভল্লূক তনয়া।। ভল্লূকে লয়ে মুল্লুকে যাইব কেমনে। এ কারণে ভাবিতেছি নিজ মনে মনে।। বাদশা বলে বঙ্গ ভাষাতে শুন্তে পাই। পাণ্ডু বংশে জন্মে ছিল পাণ্ডব পঞ্চভাই।। পঞ্চভাই তাহারা যে মনুষ্য হইয়া। ভীম বিয়া করেছিল রাক্ষস-তনয়া।। রাক্ষসের কন্যা সেই পরম রূপসী। শুনিয়াছি নাম তার হিড়িম্বা রাক্ষসী।। তার ভাই অর্জ্জুন পাতালেতে গিয়া। শুনেছি নাগের কন্যা করেছিল বিয়া।। অতএব হাতেম তুমি নাহি কর ভয়। পরস্পর আছে এই তোমা বলে নয়।। পর উপকারি তুমি নাম হাতেমতাই। পণ্ডিত হইয়া তুমি শাস্ত্র জ্ঞান নাই।। বঙ্গ ভাষায় সমস্ত শাস্ত্রের কথন। তাহা নাহি জান তুমি বুঝিনু

এখন ।। বিশেষতঃ মম কন্যা নহে সংস্কার। মনুষ্যের জঠরেতে জনম তাহার ।। মনুষ্য আকার কন্যা অতি চমৎকার। তাহারে হেরিলে মন ভুলিবে তোমার ।। হাতেম বলে আমি একজনে আশা দিয়া। আসিয়াছি তারে আশাপথেতে রাখিয়া ।। মনুষ্যের উপকারে করেছি গমন। পথেতে বিবাহ করি সে ধর্ম্ম কেমন। মরিবে মনিরস্বামি আমার কারণ। পরকালে হইব এ দণ্ডের ভাজন ।। ।। বাদশা বলে বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে। কেমনে অধর্ম্ম হবে বিবাহ করিলে ।। সৃজন করিল সংসার বিবাহ কারণ। বিবাহ কৈলে সন্তোষ হবে নারায়ণ ।। এক দাসী বাদশাজাদা করিল প্রেরণ। ত্বরায় আনহ কন্যা হাতেম কারণ ।। দাসী পাঠাইয়া কন্যা তথায় আনিল। কন্যাকে হেরিয়া হাতেমতাই ভুলে গেল ।। হাতেম বলে কিবা রূপ ভল্লুকের কন্যা। বিধি বুঝি বিড়ম্বন কৈল মম জন্যে ।। পালঙ্ক উপরে বসি শশি অভিপ্রায়। হাতেম ভাবে কি হইবে কি করি উপায় ।। অন্তঃপুর মধ্যে আমি করেছি গমন। কোনমতে কিরূপে করিব পলায়ন ।। কন্যার রূপ দেখে যদি ভুলে যাই আমি। আমার কারণে পাছে মারা যায় স্বামি ।। আশাপথ নিরক্ষিয়ে স্বামি মারা যাবে। ইহার উচিত দণ্ড আমারে ফলিবে ।। মণিরস্বামির হেতু হাতেমের ভাবনা। হায় বিধি কি ঘটালে আমার যন্ত্রণা ।। হাতেম বিরস মনে ভাবেন তখন। কি রূপেতে হেথা হৈতে করি পলায়ন ।। ভল্লুক বুঝিল তবে হাতেমের মন। বিনা ভয়ে সিদ্ধ হইবেক প্রয়োজন ।। ইহা ভাবি ভল্লুক কহিছে হাতেমেরে। বিবাহ না করিলে বদ্ধ রাখিব তোমারে ।। স্বদেশে পুজাতে রাজা সর্ব্বশাস্ত্রে জানি। বিদেশে কে আছে তব কহ দেখি শুনি ।। না কর বিবাহ যদি না শুন বচন। কারামধ্যে হবে তব এ দেহ পতন ।। এতেক শাসন করি কারায় রাখিল। চতুর্দ্দিকে দূতগণ পাহারা থাকিল ।। কান্দিতেং তবে সজল নয়নে। কারামধ্যে হাতেম ভাবেন ভগবানে ।। তুমি রাম তুমি রহিম তুমি নিরঞ্জন। তুমি না রাখিলে মোরে রাখে কোন জন ।। নিরাহারা রহিল হাতেম কারাগারে। নয়নেতে নিদ্রা আসি আকর্ষণ করে ।। একজন পীর আসি কহে স্বপনেতে। কত দিন রবে হাতেম কারার মধ্যেতে ।। বিবাহ না কর কেন ভল্লুক

তনয়া। কারামধ্যে কষ্ট পাও কিসের লাগিয়া ।। ভল্লুকের বাক্যতে বিবাহ তুমি কর। সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে মম বাক্য ধর ।। মনের মধ্যেতে হাতেম না কর সন্দেহ। ভল্লুকের তনয়াকে করহ বিবাহ ।। কন্যাকে বিবাহ কর ত্যজে লোকলাজ। জীব রক্ষা হবে তব সিদ্ধ হবে কায ।। বিবাহ করিয়া কর কার্য্যের সাধন। নহে কারামধ্যে কেন ত্যজিবে জীবন ।। তব মৃত্যু হইলে মরিবে মণিরস্বামি। বিফল হইবে সর্ব্ব কি করিবে তুমি ।। স্বপনে কহিয়া পীর বিদায় হইল। নির্ভয় মানি হাতেম উঠিয়া বসিল ।। পীর রূপে স্বপনে কহিল ভগবান। বিবাহ না করিলে মম দণ্ড হবে প্রাণ ।। প্রাণ-দণ্ড হইলে যে সকলি বিফল। কোথা রবে মণিরস্বামি হারাব সকল ।। আত্মা নাশ করিলে তাহাতে আছে পাপ। কত কাল এ পাপে ভুঞ্জিব মনস্তাপ ।। ভাবেন হাতেম আর কি কার্য্য করিব। পুনঃ বিবাহের কথা কেমনে কহিব ।। ভগবান পুনঃ মতি দিল বাদশারে। পুনর্ব্বার ডাকিয়া লইল হাতেমেরে ।। বাদশা বলে কারা-মধ্যে কেন কষ্ট পাবে। বিয়া করে পরম স্বচ্ছন্দে বেড়াইবে ।। হাতেম বলে কন্যাকে বিবাহ করি আমি। মম স্থানে আগে এক সত্য কর তুমি ।। তোমার ভল্লুক দূত যত জন আছে। কেহ না আসিতে পাবে আমাদের কাছে ।। বাদশা বলে তব বাক্য করিনু স্বীকার। তব কাছে ভল্লুকেরা নাহি যাবে আর ।। তোমাদের নিকটে ভল্লুক নাহি যাবে। সত্য অঙ্গীকার আমি করিলাম ইবে ।। তব কাছে ভল্লুক না যাবে কোনক্রম। তাহার চিন্তা আর না কর হাতেম ।। ইহা ভাবি হাতেমেরে করস্থ করিয়া। জরীর বিছানা পরে বসাইল লৈয়া ।। হিন্দুমতে লিখিলাম হাতেম বিবাহ। ইহা শুনি মনে কেহ করোনা সন্দেহ ।। হিন্দুর বিবাহে দ্বিজ যবনের কাজি। হিন্দুর মত যবনের কন্যা হল রাজি ।। বঙ্গমতে পুষ্প মাল্য লয়ে করতলে। বরমাল্য দিল কন্যা হাতেমের গলে ।। যবন ভাষায় তারা কাজিকে ডাকিয়া। হাতেমের বিবাহ দিল কলেমা পড়িয়া। তদন্তরে লয়ে গেল মহল ভিতর। যথায় ভল্লুক কন্যা পালঙ্ক উপর ।। সাটিনা গদীর পরে জরীর বিছানা। সাঁচ্চার চান্দোয়া তার চারিদিগে

দীনা ॥ নানারূপ আভরণ অঙ্গেতে পরিয়া। পালঙ্কেতে বসে কন্যা সুবেশা হইয়া ॥ তনয়ার করে ধরি বাদশা তখন। হাতেমের হস্তোপরি করিল অর্পণ ॥ বাদশা চলিল করি কন্যা সমর্পণ। কন্যা সহ হাতেমতাই করিল মিলন ॥ এইরূপে থাকে দোঁহে আনন্দিত মনে। বাদশাই ভোগ করে না যায় বর্ণনে ॥ কন্যা সহ জামতাকে করয়ে পালন। এইরূপে হাতেম করে কালযাপন ॥ একদিন হাতেম-তাই বসিয়া বিরলে। কহিছে কন্যার প্রতি পরম কুশলে ॥ আইনু একের কার্য্য করিতে সাধন। একে দুই হইল মম অদৃষ্ট কারণ ॥ অদৃষ্টেতে যাহা ছিল হইল আমার। কে পারে লঙ্ঘিতে লিখন বিধাতার ॥ একবার যদি তুমি বল বাদশায়। দুই দিবসের মত করহ বিদায় ॥ সফল করিয়া কার্য্য আসি পুনরায়। চিন্তা কিছু না করিবে আমার কথায় ॥ কহে দাস সরকার ভাবি নারায়ণে। মিছা কাজে গেল দিন কি করি এক্ষণে ॥

ভল্লূক বাদশার নিকটে হাতেমের বিদায় প্রার্থনা।

পয়ার।

হাতেম কহেন শুন বাদশার তনয়া। কিঞ্চিৎ সাহায্য কর আমার লাগিয়া ॥ তব জনকে জানাও মম বিবরণ। মণিরস্বামির কার্য্য করিব সাধন ॥ শুনিয়া হাতেম বাক্য ভল্লূক দুহিতে। জানায় সমস্ত কথা পিতার অগ্রেতে ॥ করপুটে ভল্লূকিনী বলে শুন পিতা। দস্তাহাবেদাতে যাবে তোমার জামতা ॥ কিছু দিন পরে করিবেন আগমন। আপনার সব কার্য্য করিয়া সাধন ॥ বাদশা বলে তুমি যদি রাজি আছ তায়। বিদায় দিলাম আমি তোমার কথায় ॥ কন্যা বলেন হাতেম বড়ই ধার্ম্মিক। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় না কহে অলিক ॥ বিদায় করিল বাদশা হাতেমতাইরে। আজ্ঞা করিল বাদশা আপন লস্করে ॥ ভল্লূক বলেন শুন যত অনুচর। হাতেমের সঙ্গে গমন করহ সত্বর ॥ দস্তাহাবেদায় হাতেম করিবে গমন। অনুবল হয়ে যাও যত সেনাগণ ॥ হাতেম আজ্ঞায় কার্য্য সাধন করিবে।

দস্তাহাবেদায় দিয়া এখানে আসিবে॥ এত বলি দূতগণ করিল প্রেরণ। হাতেমের সঙ্গে যায় সহচরগণ॥ ভল্লুকগণ আজ্ঞা পাইয়া বাদশার। বিদায় করি হাতেমে নিজ অধিকার॥ একাকী হাতেম চলিলেন পথী মাঝে। ঈশ্বরের নাম ভাবি হৃদয় সরোজে॥ এই-রূপে কতদিন যায় গত হয়ে। বালুচর নামে গ্রামে উত্তরিল গিয়ে॥ এমন ময়দান তাহে আপদ না দেখে। ভূমিতে পড়িয়া হাতেম ভগবানে ডাকে॥ বেলা অবসান কালে রহে তথা গিয়া। এক পাত্র জল আর খাদ্য দ্রব্য লইয়া॥ একজন ফকিরে কিছু খাদ্য দ্রব্য দিল। হাতেম ভগবানের স্মরণ করিল॥ একদিন হাতেম বসিয়া ময়দানেতে। যাইতে যাইতে পাহাড় পাইল দেখিতে॥ স্থির চিত্তে হাতেম নিরীক্ষণ করে বসি। আজিম আজদাহা এক উত্তরিল আসি॥ হাতেম ভয়ার্ত্ত হয়ে সাধু মহাশত। চারিদিগে নাহি পায় পলাবার পথ॥ আজিম আজদাহা নামে সর্প অজাগর। দেখিয়া হাতেম হৈল ভয়েতে কাতর॥ অজাগর দরশনে ভয়ে ভীত কায়। হাতেম পলায়নের পথ নাহি পায়॥ হেনকালে নিশ্বাস টানিল অজাগর হাতেম সান্ধায় তার পেটের ভিতর॥ আর যত পশু ছিল ব্যাঘ্র শূকর। সবে সান্ধাইল সর্প-পেটের ভিতর। সর্পের জঠরানলে সবে ভস্ম হৈল। একজন নাহি বাহির হৈতে নারিল॥ গ্রাস কৈল যত পশু মরিল সঙ্কটে। হাতেম বেড়ায় ছুটে অজাগর পেটে॥ তিন দিন ছিল হাতেম সর্পের জঠরে। তাহার তদন্ত কিছু শুনহ সত্বরে॥ অজাগর গর্ভে হাতেম বাঁচে যে কারণ। তাহার তদন্ত কিছু করহ শ্রবণ॥ যখন হাতেম যায় দস্তাহাবেদায়। ভল্লুক তনয়া আগে হইয়া বিদায়॥ মহরা নামেতে এক জহরের পাথর। পায়ে দিল সেই পাথর ভল্লুক ঈশ্বর॥ সে প্রস্তর বাদশার কন্যা পেয়ে ছিল॥ আসিবার কালেতে হাতেমে দিয়াছিল॥ প্রস্তরের গুণ কত না যায় বর্ণন। ঈশ্বরের দত্ত সেই গুণ অগণন॥ সেই যে প্রস্তর থাকে যাহার নিকটে। জল স্থলে বাঁচে সেই পড়িলে সঙ্কটে॥ অগ্নিতে পড়িলে না পুড়িবে কলেবর। কিছু না করিতে পারে ব্যাঘ্র আর কুঞ্জর॥ মহরার তেজেতে হাতেম বল ধরে। বাঁচিয়া

আছে হাতেম সর্পের জঠরে॥ হাতেম যত বেড়ায় সর্পের উদরে। সর্প বলে প্রাণ গেল কঠিন আহারে॥ না জানিয়া কোন দ্রব্য করিনু আহার। প্রাণ গেল বুঝি আমি মরিনু এবার॥ জঠরের জ্বালায় মম হৃদি বিদরিছে॥ বোধ হয় পেটে কোন মনুষ্য গিয়াছে॥ এত ভাবি অজাগর তুলিলেক হাই। নিশ্বাসে বাহির হইলেন হাতেমতাই॥ সর্পের জঠর হৈতে হইয়া বাহির। ভগবানে স্তব করে হাতেম সুধীর॥ ভক্ষ জ্ঞানে অজাগর ভক্ষিল আমায়॥ পুনর্জন্ম হৈল মম তোমার কৃপায়॥ ধন্য২ নারায়ণ ত্রিজগত-স্বামী। এইরূপে সর্ব্ব জীব রক্ষা কর তুমি॥ তুমি না রাখিলে আর রাখে কোনজন। সম্পদে বিপদে তুমি শ্রীমধুসূদন॥ তব নাম লয়ে যেই জলে ডুবে থাকে। জলমধ্যে গিয়া তুমি রক্ষা কর তাকে॥ আজি হৈতে জানিলাম মহিমা তোমার। সর্পের জঠর হৈতে করিলে উদ্ধার॥ এতেক ভাবিয়া হাতেম নদী তীরে গিয়া। করিল নামাজ সেই সলিল লইয়া॥ অঙ্গের কবচ সব কৈল প্রক্ষালন। পরিষ্কৃত করিলেন বসন ভূষণ॥ হাতেম ভাবেন বসে নদীর তটেতে। জলে থাকি এক মীন পাইল দেখিতে॥ অতি চমৎকার মীন রূপেতে মিহির। জল হৈতে সেই মৎস্য হইল বাহির॥ হাতেমের হাতে ধরি জলে ডুবাইল। হাতেম ভাবেন পুনঃ বিপদ ঘটিল॥ অজাগর হৈতে যদি পাইনু নিস্তার। আবার কি বিপদ ঘটিল পুনর্ব্বার॥ নিজ আলয়েতে মীন হাতেমে লইল। সহবত হেতু তারে বহু বুঝাইল॥ কামুক হইয়া মীন ধরে হাতেমেরে। বিনয় করিয়া হাতেম কহেন তাহারে॥ সপ্তম দিবস তথা কৈল কালযাপন। হাতেম কহেন মৎস্য শুন বিবরণ॥ আমাকে ছাড়িয়া দাও যাব এক কাযে। পুনর্ব্বার আসিব তোমার জল মাঝে॥ যা আছে মনের কার্য্য সাধিব তোমার। অন্যথা না হবে মম এই অঙ্গীকার॥ যেই খান হৈতে তুমি এনেছ আমায়। পুনঃ সেইখানে লয়ে রাখহ আমায়॥ মীন বলে হাতেম তুমি কৈলে অঙ্গীকার। ত্বরা করে সেই খানে যাও পুনর্ব্বার॥ তথা হৈতে হাতেম হইয়া বিদায়॥ ময়দান উপরেতে দিবস গোঙায়॥ সম্মুখে পাহাড় এক দেখিবারে পায়। অতি উচ্চ

শিখা তার কহনে না যায়॥ আরোহণ কৈল সেই পর্ব্বত উপর। দেখিল উত্তম স্থান অতি মনোহর॥ অত্যুত্তম স্থান সম্মুখেতে জলাশয়। রাজহংস বিহরয়ে মন্দ বায়ু বয়॥ মন্দ মন্দ সমীরণ সুশীতল ভরে। সুগন্ধিত কুসুম বিরাজে তথাকারে॥ অতি মনোহর স্থানে আসন পাইয়া। বিশ্রাম করিল হাতেম তথায় বসিয়া॥ পাইয়া উত্তম সুশীতল সমীরণ। হাতেমের চক্ষে হৈল নিদ্রা আকর্ষণ॥ এইরূপে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন। না ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোর পায়ে সমীরণ॥ সে স্থান প্রণীত কর্ত্তা উপবিষ্ট হৈল। হাতেম শয়নে আছে দেখিতে পাইল॥ নিদ্রাভঙ্গেতে হাতেম জাগ্রত হইল। বসিয়াছে একজন দেখিতে পাইল॥ পীরের আকৃতি তার করে আসাবাড়ি। সুমধুর ভাষা মুখে খাসা চাঁপদাড়ি॥ হাতেম করিল সেলাম যবন আচার। পীর কৈল সেলামের জবাব তাহার॥ হাতেমের প্রতি পীর করে জিজ্ঞাসন। কোথায় বসতি তোর কহ বিবরণ॥ কাহার তনয় তুমি যাবে কোন স্থানে। কি কার্য্য সাধনে বল আইলে এখানে॥ কিবা নাম ধর কহ তব বিবরণ। বোধ করি তুমি কোন রাজার নন্দন॥ হাতেম বলেন তোমায় নিবেদন করি। ইমনের বাদশা হাতেম নাম ধরি॥ আসিয়াছি যাব আমি দস্তাহাবেদায়। মনের কথা কত আমি কহিব তোমায়॥ আমার মনের কথা কি কহিব আর। বিপদে পড়েছে কোন বান্ধব আমার। কেন এ দুর্গম পথে গমন করিলে। কেহ না করিল মানা আসিবার কালে॥ হেন দুঃসাহস কার্য্যে সাহস করিয়া। করিবে এ কার্য্য সাধন নিধন লাগিয়া॥ হাতেম বলেন আমি ভাবি নারায়ণ। এসেছি পরের কার্য্য করিতে সাধন॥ খরজামের বাদশা হয় নামেতে মণির। কন্যা এক হেতু সেই হইল অস্থির॥ নামেতে হোসেনবানু সাহাবাদে ঘর। পিতা তার ছিল বরজক সওদাগর॥ মণির আশা সেই বানুর উপরে। রাত্র দিন শোকাতুর দেখিয়া তাহারে॥ সপ্তম প্রেহেলিকা তার বিবাহের পণ। বরিবে সে প্রেহেলিকা করিলে পূরণ। সপ্তম সওাল তার বিবাহের পণ। তাহার তদন্ত কিছু করহ শ্রবণ॥ প্রথম সওাল

এই করহ বর্ণন। রূপ গুণ যত তাহে কর নিরূপণ।। একজন আসি কহে দেখেছি একবার। পুনর্ব্বার দেখিতে হয় মানস তাহার।। এই হেতু যাব আমি দস্তাহাবেদায়। আমার মনের কথা শুন মহাশয়।। এই হেতু আইনু আমি করিতে উপায়। কন্যার আশাতে পাছে স্বামি মারা যায়।। পীর বলে বুঝিনু হাতেম তব নাম। পর উপকারি তুমি হাতেম গুণধাম।। তোমার যতেক গুণ ব্যক্ত ত্রিসংসারে। তোমা বিনা হেন কর্ম্ম কার সাধ্য পারে।। কিন্তু হাতেমতাই পড়িবে বেখোরে। যেই যায় হাবেদায়ে কভু নাহি ফিরে।। হাবেদায় নামে কম্প হয় রাত্র দিন। সে দেশ সহজ নয় বড়ই কঠিন।। যখন যাইবে সেই দস্তাহাবেদায়। জোলমাতে লয়ে যাবে ধরিয়া তোমায়।। সহজে কঠিন জাতি জোলমা নাম ধরে। কোন বল না করিবে তাদের উপরে।। খক্কিলে সঙ্গেতে যাবে না করিবে বল। তাহা না হইলে কার্য্য নহিবে সকল।। আসিয়া জোলমা সব কত ভুলাইবে। কার কথায় তুমি কভু না ভুলিবে।। আসিবে প্রধান তার মহা রূপবতী। ভুলনা২ কভু দেখে সব রীতি।। রূপ গুণ দেখি তার জ্ঞান হারাইবে। মনমধ্যে তখন তুমি ধৈর্য্য ধরিবে।। ধরিলে তোমার হাতে ধরিবে তার হাতে। অবিলম্বে যাবে সেই দস্তাহাবেদাতে।। এই সব কথা যদি আমার না রাখিবে। বিপদে পড়িবে আর কত কষ্ট পাবে।। এই কথোপকথন কহে দুইজনে। আচম্বিতে একজন আইল সে স্থানে।। স্বর্ণথালে অন্ন আর ভৃঙ্গারেতে জল। তাহাদের অভিমুখে রাখিল সকল।। অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তথায়। কোথা গেল দুইজন দেখিতে না পায়। সেই অন্ন ব্যঞ্জন দোঁহেতে খাইল। স্বর্ণ ভৃঙ্গারের জলে আচমন করিল।। হাতেম কহেন অন্ন কিবা সুধাময়। ভোজনেতে সুশীতল হৈল সর্ব্বকায়।। হেন অন্ন কভু আমি না করি ভোজন। সংসারের সুধারস অন্নেতে মিলন।। বাদশাই ভোগ করি শ্বশুর ভবনে। হেন অন্ন কভু আমি না দেখি নয়নে।। এতেক আক্ষেপ করি রজনী বঞ্চিল। প্রভাতে উঠিয়া তবে হাতেম চলিল।। কহিছে ঈশ্বরচন্দ্র কৃষ্ণপদ তলে। শ্রীপদেতে রেখ কৃষ্ণ বিপদে পড়িলে।।

কৃষ্ণপদে মতি রাখ মন দুরাশয়। এমনি যে অন্ন দিবে কৃষ্ণ দয়াময়॥ স্বর্ণথালে অন্নভোগ হবে হর্ষ মনে। অন্তেতে বৈকুণ্ঠে বাস কৃষ্ণের স্মরণে॥

হাতেমের দস্তাহাবেদায় প্রবেশ।

পয়ার।

হাতেম চলে ভগবানে ভাবি করপুটে। উপবিষ্ট হৈল এক পুষ্করিণীর তটে॥ অতি মনোহর এক ঘাট দেখে তার। অতি ভয়ানক জল শোভন বিস্তার॥ নানাজাতি তরুবর সরসির। তটে অতি বিকশিত শোভা তাহার নিকটে॥ হাতেম আসি উপবিষ্ট সেই তরুমূলে। অসম্ভব কথা এক শুনহ সকলে॥ পুষ্করিণী হইতে এক কন্যা যে উঠিল। মনোহর রূপেতে পুষ্করিণী শোভিল॥ দাণ্ডাইল সেই কন্যা অতি কুতুহলে। পতিত হইল ছায়া সেই কাল জলে॥ এমনি শোভিল ছায়া জলের উপর। জলমধ্যে শোভে যেন পূর্ণ-সুধাকর॥ রূপেতে শোভিত কন্যা উলঙ্গ বসন। লজ্জায় হাতেম চক্ষু মুদিল তখন॥ হেনকালে আসি কন্যা হাতেমে ঘেরিল। হাতেমের হাতে ধরি জলে ডুবাইল॥ জলমধ্যে যান হাতেম সঙ্গেতে তাহার। মৃত্তিকায় ঠেকে পদে জল নাহি আর॥ নয়ন প্রকাশ করি হাতেম দেখিল। কোথায় সে জলস্থল ময়দান শোভিল॥ কোথা গেল পুষ্করিণী কোথা তার জল। জানা গেল জোলমার ডাকিনী সকল॥ পীরের কথা সব হইল প্রধান। ডাকিনীর হস্তে ধরি কত দূর যান॥ সরোবর হৈতে কন্যা ছাড়ি দিল হাত। কোথা চলে গেল পুনঃ না হয় সাক্ষাত॥ তাহার মধ্যেতে হাতেম করয়ে ভ্রমণ। ঈশ্বরের মায়া কিছু না যায় বর্ণন॥ ডাকিকী রূপসী কত চৌদিগে থাকিয়া। হাতেমের হস্ত তারা ধরিল আসিয়া॥ ডাকিনীরা হাতেমেরে লইয়ে তখন। হাতেমে করে নয়ন বাণ বরিষণ॥ মদনের শর বিন্ধে হাতেম উপরে। তত্রাপী হাতেম কিছু নাহি বলে কারে॥ নিষেধ করিল পীর আসিবার কালে। এ কারণ কাহাকেও কিছু নাহি বলে॥ হাতেমে লইয়া গেল বাটীর ভিতর। বাটীর মধ্যেতে

সব দেখিতে সুন্দর ।। উত্তম বাটীর সজ্জা অতি মনোহর। মনোহর কন্যা সব দেখিতে সুন্দর ।। গৃহদ্বারে চিত্র কত বিচিত্র মূরতি। ছায়াবাজি-মায়া সম সুন্দর প্রকৃতি। যে সব রূপসী হাতেমের সঙ্গে ছিল। মায়ার প্রভাবে তারা দেয়ালে মিশিল ।। দেখিয়া হাতেম চিন্তে নিজ মনে মন। ভোজের বাজীর ন্যায় আশ্চর্য্য ঘটন।। হীরক জড়িত এক দেখি সিংহাসন। হাতেম তাহার কাছে গেল সেইক্ষণ।। সিংহাসন নিকটেতে থাকি কতক্ষণ। বসি-বারে সিংহাসনে ভাবে মনে মন ।। বসিল হাতেম গিয়া সিংহা-সনোপরি। এক রূপসী আইল প্রাচীর বিদরি।। রূপসীর প্রধান সেই পরম রূপসী। হাতেমের সম্মুখেতে দাণ্ডাইল আসি।। কামিনী-কানাঙ্গ-রূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া। হাতেম রহিল বসি মোহিত হইয়া।। আঁখি-বাণ হানে যত হাতেম উপর। না ভুলে হাতেমতাই না করে উত্তর ।। মনে ভাবিলেন তিনি অদ্ভুত কাহিনী। প্রাচীর বিদরি আসে যত মায়াবিনী।। যাদু বিদ্যা জানে এরা নহে সাধারণ। বিষম ডাকিনী সব জানিনু কারণ।। এই ডাকিনীর কথা পীর বোলেছিল। পীরের সকল কথা প্রমাণ হইল।। নিষেধ করিল সেই রণ করিবারে। তজ্জন্য কাহারে তিনি প্রহার না করে।। হাতেম ভাবনা করে আপনার মনে। কি করি উপায় অদ্য যাই কোন স্থানে।। যতক্ষন না ধরিব রূপসীর করে। ক্ষমতা নাহিক মম যাইতে বাহিরে।। দুই তিন দিন আরো এখানে থাকিব। রং তামাসা যাদুগিরি এদের দেখিব ।। ইহা বলি হাতেম যে তথায় থাকিল। এরূপেতে যাদুগিরি সমস্ত দেখিল ।। দিবা অবসানে যামিনীর আগমন। দৈববলে আলোকিত হৈল ততক্ষণ।। দেল-গিরি লণ্ঠন ঝাড় প্রজ্বলিত হৈল। নানাজাতি বাদ্য সব বাজিতে লাগিল।। যতেক মূরতি ছিল চিত্রিত প্রাচীরে। জীবন্ত হইয়া তারা সবে নৃত্য করে।। নাচিছে গায়িছে সবে ঘুরে আশেপাশে। ঘন ঘন নয়ন হানে অট্ট অট্ট হাসে।। খাদ্য দ্রব্য কত তারা করে আয়োজন। হাতেমের সম্মুখেতে করিল স্থাপন।। হাতেম সমস্ত দ্রব্য করয়ে ভক্ষণ। না পুরে উদর নহে ক্ষুধা নিবারণ।।

হাতেম ভাবেন মনে একি অত্যাচার। যত খাই তত পেট না পুরে আমার॥ রং তামাসা দেখে আর ভাবে নিরঞ্জনে। তিন দিন সমাপ্ত হইল সেইখানে॥ তার পর হাতেম ধরিল হাত তার। দ্বিতীয় রূপসী এক হয়ে অগ্রসর॥ সিংহাসন অধঃভাগে ছিল এক জন। হাতেম উপরে সেই প্রহারে চরণ॥ অতি বলক্রমে সেই পদাঘাত কৈল। সিংহাসন হৈতে তিনি ভূতলে পড়িল॥ ভূতলে পোড়ে হাতেম চারিদিকে চায়। সে সব রূপসী আর দেখিতে না পায়॥ কোথা গেল সিংহাসন কোথা বাটী ঘর। কোসাদা প্রান্তর সেই দেখে অতঃপর॥ হাতেম বুঝিল এই হাবেদা ময়-দান। কোথা আছে দেখিব প্রেহিল্লিকা প্রমাণ॥ কানন প্রান্তর মাঝে খুজিয়া বেড়ায়। কোন স্থানে তাহাকে দেখিতে না পায়॥ দূরে হইতে কথা শুনিল তিনবার। একবার দেখিনু দেখিতে চাহি আর॥ কণ্ঠস্বর শুনে মাত্র দেখিতে না পায়। যে দিগে শুনিতে পায় সেই দিগে ধায়॥ সপ্তম দিবস মাত্র শুনে বারম্বার। অষ্টম দিবসে তিনি শুনেন তিনবার॥ চিনিল তাহার স্বর সন্ধান করিয়া। দেখিতে পাইল তবে কতদূরে গিয়া॥ বসিয়াছে মহাপীর করে আসা-বাড়ি। সুমধুর ভাষা মুখে খাসা চাঁপ দাড়ি॥ হাতেম নিকটে গিয়া বৈসেন তাহার। সেলাম করিল তায় উচিত প্রকার॥ পীর বলে কহ শুনি তব বিবরণ। এ দেশে আইলে তুমি কিসের কারণ॥ কি কার্য্য সাধনে হৈল তব আগমন। কহ শুনি তোমার সমস্ত বিবরণ॥ হাতেম বলেন কিবা দেখিলে আপনি। কি দেখিবে মম কাছে কহ দেখি শুনি॥ বুড়া বলে বৈস অগ্রে কহি বিবরণ। যেহেতু হইল মম মন উচাটন। হাতেম বলিল আসি বুড়ার নিকটে। অতি ভক্তিযুত হয়ে যুগ্মকরপুটে॥ দৈবযোগে স্বর্ণথালে অন্ন যে আইল। ভৃঙ্গারে প্রস্তুত বারি প্রস্তুত হইল॥ সে সকল অন্ন দোঁহে করিল ভোজন। প্রস্তুত ভৃঙ্গারে বারি কৈল আচমন॥ হাতেম কহেন পীর মম বাক্য ধর। কি জন্য রোদন তুমি রাত্র দিন কর॥ পীর বলে সে তদন্ত শুনহ শ্রবণে। যে কারণ আছি আমি সন্তাপিত মনে॥ এক দিন প্রভাতে করিয়া

গাত্রোত্থান। প্রান্তরে আসিয়াছিনু করিতে ভ্রমণ॥ বিশ্রাম করিতে বসি পুষ্করিণী তটে। সুশীতল বায়ু বহে তাহার নিকটে॥ মনোহরা কন্যা এক পুষ্করিণী হৈতে। জলমধ্য হৈতে কন্যা উঠে আচম্বিতে॥ করে ধরি মোরে কন্যা জলে ডুবাইল। জল মধ্যে কত দূর লইয়া চলিল॥ বিবসনা নারী সব লাবণ্য শোভন। লজ্জিত হইয়ে আঁখি মুদিনু নয়ন॥ কত দূর জলমধ্যে করিতে গমন। শুষ্ক ভূমি দেখিলাম আশ্চর্য্য ঘটন॥ নয়ন মেলিয়া যবে কৈনু দরশন। কোথা রহে সরোবর কোথা নারীগণ॥ জল সহ সরোবর কোথা লুকাইল। ভোজের বাজীর ন্যায় সমস্ত হইল॥ সুন্দর উদ্যান এক দেখিনু নয়নে। কি দিব তুলনা তার অতুল ভুবনে॥ চারিদিগ হৈতে আসি যত নারীগণ। আসিয়া সকলে মোরে করিল ধারণ॥ তথায় বসিনু আমি সিংহাসনোপরি। নাচিতে লাগিল তারা চৌদিকেতে বেড়ি॥ বসিয়া তামাসা দেখি সিংহাসনোপর। উপস্থিত সুন্দরী এক মুনি মনোহর॥ চৈতন্য রহিত হৈনু হেরিয়া তাহারে। উন্মাদ প্রায় হৈনু দুঃখিত অন্তরে। আমার নিকটে আসি খুসি মনে রয়। কটাক্ষ নয়নে চায় কথা নাহি কয়॥ নয়ন-শরে আমারে করে জর জর। বসাইনু মৃদু-স্বরে সিংহাসনোপর॥ সিংহাসন অধঃভাগে ছিল এক রূপসী। হেরিলে তাহার রূপ ভুলে মুনি ঋষি॥ সে এসে আমায় লাথি মারে অকস্মাৎ। কৃষ্ণ বক্ষে ভৃগু যেন কৈল পদাঘাত॥ মনেতে বুঝিল এরা বিষম ডাকিনী। কোথা গেল সে সব না দেখি এক প্রাণি॥ কোথা গেল পুষ্করিণী কোথা গেল জল। ভোজের বাজীর ন্যায় দেখিনু সকল॥ সেই হৈতে আছি আমি এই প্রান্তরেতে। না দেয় বিদায় তারা না পারি ভুলিতে॥ এতেক বলিয়া হাঁক মারে আরবার। দ্রুতগতি যায় বলে দেখিব আবার। চলিল হাতেমতাই তার পিছে পিছে। কত দূর দ্রুত গিয়া পৌছে তার কাছে॥ হাতেম কহেন যদি দেখ আরবার। তবে কিছু সুস্থ হবে মনেতে তোমার॥ পীর বলে আমার কি এমন দিন হবে। আমার মনের আশা সফল হইবে॥ হাতেম বলেন এসো সঙ্গেতে

আমার। একবার দেখচ দেখাব আরবার॥ হাতেমের সঙ্গে পীর চলিল ধাইয়া। কয়েক দিবস মধ্যে পৌছিল যাইয়া॥ সেই পুষ্করিণী তটে উপস্থিত হৈল॥ হাতেম কাছেতে পীর বসিয়া রহিল। পুনঃ সে পুষ্করিণী হৈতে কন্যা উঠিল। পীরের হাতেতে ধরি জলে ডুবাইল॥ •হাতেম করিল যাত্রা বার্ত্তা পায়ে তার। যে অর্থ বান্নুর প্রথম প্রেহিল্লিকার॥ কবি কহে বান্নুর প্রথম প্রেহিল্লিকার। বহু কষ্টে হাতেম করিল অর্থ তার॥

হাসেনবান্নুর প্রথম প্রেহিল্লিকার প্রসিদ্ধ করি বান্নুর নিকটে হাতেমের প্রত্যাগমন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

স্থখি করি সে পীরকে, সিদ্ধ করি প্রেহিল্লিকে, তথা হৈতে হাতেম চলিল। বহু দিন অবসানে, সে মীনের সন্নিধানে, পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিল॥ মীন সহ দেখা করি, পরম আদরে হেরি, তথা হৈতে হইয়ে বিদায়। পথে না বিশ্রাম করে, কয়েক দিবস পরে, ভল্লুকের দেশেতে পৌছায়॥ বাদসার তনয়াকে, সাক্ষাৎ করি পুলকে, তার স্থানে বিদায় হইয়ে। পথে না বিশ্রাম করে, চলে আনন্দ অন্তরে, যায় কত দিন গত হয়ে॥ মনে ভাবে আপনার, কত দিনে হবে আর, মনিরস্বামীর সহ দেখা। ইহা ভাবিয়ে হাতেম, চলে করি পরিশ্রম, কেমন আছে প্রাণের সখা॥ আমার বিলম্ব দেখে, স্বামী বুঝি মনদুখে, নিজ প্রাণ কৈল বিসর্জ্জন। ইহা ভাবি অভিপ্রায়, হাতেম চলিয়া যায়, সাহাবাদে দিল দরশন॥ যেখানে মণির আছে, উপস্থিত তার কাছে, স্বামিরে কহিল সে সকল। তোমার কারণে আমি, শুনহে মনিরস্বামী, কত কষ্টে করিনু সফল॥ ত্যজি জীবনের আশা, পুরাইনু তব আশা, আশাপথে রাখিয়া তোমায়। মণির দেখিয়ে তাঁরে, উঠিয়া সেলাম করে, সমাদরে তাহারে বসায়। বিচিত্র আসনোপরি, হাতেমের হস্ত ধরি, উপবিষ্ট তাহাকে করায়। করপুটে করে স্তুতি, জিজ্ঞাসে হাতেম প্রতি, অশেষ ভক্তি করিয়ে তাহায়॥ কহ শুনি বিবরণ, গেলে তুমি যে কারণ, সে কার্য্যের কি কার্য্য করিলে। বহু পর্য্যটন কৈলে, কোন

দেশে কি দেখিলে, কহ কহ শুনিব বিরলে ॥ বানুর প্রেহিল্লিকার, কি করে এসেছ তার, যে আশায়ে আছে মম প্রাণ। শুনিয়া সে সব কথা, ঘুচুক মনের ব্যথা, কহ প্রেহিল্লিকা বিধান ॥ হাতেম কহেন তারে, যে কার্য্য সাধিবারে, গিয়াছিনু দেশ দেশান্তর। জোলমা ডাকিনী জাতি, দেখি অসম্ভব অতি, থাকে তারা জলের ভিতর। আমাকে ধরিয়া ছলে, ডুবাইয়া ছিল জলে, কত কব সে সব কথন। কত কষ্ট ময়দানে, সব কথা নাই মনে, পাইয়াছি তোমার কারণ ॥ মনির কহেন ভাই, তোমা বিনে বন্ধু নাই, প্রাণ দিয়ে প্রাণ বাঁচাইলে। তোমা বিনে কে আছে আর, করে এত উপকার, ভ্রমণ করিয়ে জলে স্থলে ॥ এ পরের উপকার, তোমা বিনে কে করে আর; তুমি মম প্রাণ প্রিয়বন্ধু। হয়ে তুমি কর্ণধার, আশা-সিন্ধু কৈলে পার, প্রদান করিলে সুধাসিন্ধু ॥ তোমার গুণের ধার, সুধিতে নারিব আর, নিজগুণে গুণ প্রকাশিলে। এমন অবলা জাতি, সুরিত কুরীত রিতি, রতিপতি বাণেতে মজালে ॥ এই কথা দুইজনে, কহেন অতি নির্জ্জনে, বানু-দূত আসিয়া শুনিল। দ্রুত হয়ে অগ্রসর, জানায় সব সমাচার, পুনর্ব্বার হাতেম আইল ॥

পয়ার।

হাসেনবানু আজ্ঞা করে কিঙ্করের প্রতি। হাতেমে সুযত্ন করি তোষ শীঘ্রগতি ॥ খাদ্য দ্রব্য ভোজ্য তাঁকে করাহ যতনে। বহুকষ্ট পান তিনি পথ পর্য্যটনে ॥ অদ্য দিবা সুযত্নেতে তোষহ তাহারে। প্রভাতে আনিবে কল্য আমার গোচরে ॥ আজ্ঞা পায়ে দূতগণ খাদ্য দ্রব্য লয়ে। হাতেমের সেবা করে আনন্দিত হয়ে ॥ প্রভাতে হাতেমতাই গাত্রোত্থান কৈল। বানুর নিকটে আসি উপস্থিত হৈল ॥ পরদার মধ্যেতে করি উপবেশন। হাসেনবানু হাতেমে করে জিজ্ঞাসন ॥ কহ কহ হাতেম শুনিব তত্ত্ব তার। কি করিয়ে এলে মম সে প্রেহিল্লিকার ॥ কি অর্থ করিলে তার কহ দেখি শুনি। বৃত্তান্ত বিশেষ তার কহ গুণমণি ॥ হাতেম বলেন বানু করহ শ্রবণ। তোমার প্রেহিল্লিকার বিশেষ বিবরণ ॥ দস্তাহাবেদা নামেতে গ্রাম সুশোভিত। জোলমা নামে ডাকিনী তথা বিরাজিত। আশ্চর্য্য

যাদু তাদের অতি ভয়ানক। পরম রূপসী কন্যা দেবের পূজক ॥ তাদের গুণের কথা করহ শ্রবণ। যাদু ভেল্কির গুণে ভুলে পুরুষ-গণ ॥ মায়া-পুষ্করিণী এক করিয়ে সৃজন। জলমধ্যে থাকে তারা আনন্দিত মন ॥ পুষ্করিণী-তীরে যদি পুরুষেরে পায়। হাতে ধরে লয়ে তারে জলেতে ডুবায় ॥ কত রঙ্গ দেখায় তারে জলের ভিতরে। বিবসনে নৃত্য করে নর-মন হরে ॥ রঙ্গ রস ভঙ্গ কৈলে পুলকিত কায়। সেই সরোবর-জল শুষ্ক হৈয়া যায় ॥ কোথা চলে যায় তারা না হয় দর্শন। এম্নি করে হরে তারা পুরুষের মন ॥ তথায় উদ্যান এক আছে মনোহর। ফলে ফুলে সুশোভিত দেখিতে সুন্দর ॥ তন্মধ্যেতে সিংহাসন অতি সুশোভন। সিংহাসনে বসিবারে যায় যেইজন ॥ সিংহাসন অধঃভাগে থাকে এক রূপসী। ক্রোধভরে তাহারে সে লাথি মারে আসি ॥ লাথি মেরে কোথা যায় না পায় দেখিতে। আজব তামাসা সেই জলের মধ্যেতে ॥ লাথি খায় যেই জন ক্রীত তার পায়। দেখিল তাহারে পুনঃ দেখিবারে চায় ॥ সেখানে একটী পীর লাথি খেয়ে তার। দেখেচে একবার দেখিতে চায় আর ॥ সেই পীর লাথি খেয়ে ডাকে বারম্বার। দেখেচি একবার দেখিতে চাহি আর ॥ এই তোমার প্রেহিল্লিকার প্রত্যুত্তর। শুনিয়া হাসেনবানু হরিষ অন্তর ॥ ধন্য ধন্য হাতেম তুমি গুণাকর। প্রেহিল্লিকা-অর্থ শুনে যুড়াল অন্তর ॥ পরম ধার্ম্মিক তুমি ধর্ম্মেতে তৎপর। বহুকষ্টে কৈলে প্রেহিল্লিকার উত্তর ॥ কত স্থানে কত কষ্ট করিয়ে স্বীকার। ভ্রমণ করিয়ে কত দেশ দেশান্তর ॥ কত ভয়ানক স্থানে করিয়া ভ্রমণ। ব্যাঘ্র কুঞ্জরে করি জীবন সমর্পণ ॥ পর উপকারী তুমি পরের কারণে। নিজ প্রাণ দিয়ে প্রাণ বাঁচালে অন্য জনে ॥ নিজ গেহ পরিহরি পরের কারণ। কত বন উপবন করিলে ভ্রমণ ॥ জল স্থল অনলে পাইয়ে মনস্তাপ। পর উপকার হেতু জলে দিলে ঝাঁপ ॥ কত স্থানে কত কষ্ট পেলে অকস্মাৎ। দস্তাহাবেদায় খেলে ডাকিনী পদাঘাত ॥ জলে অনলে ঝাঁপ দিয়ে গুণাকর। এত কষ্টে করিলে পরের উপকার ॥ ধন্য ধন্য তুমি ধন্য ধন্য পুণ্যবান। পর উপকার হেতু দিলে নিজ প্রাণ ॥ পর উপকারি

তুমি সাধু সদাচার। তব তুল্য উপকারি কে আছেন আর॥ সসাগরা পৃথিবীতে করিলে ভ্রমণ। তব তুল্য উপকারি না মিলে একজন॥ হাতেম বলেন বানু করিব শ্রবণ। দ্বিতীয় প্রেহিল্লিকা বল করিব পূরণ॥ হাসেনবানু বলে তুমি যে কঠিন। প্রেহিল্লিকার জন্য ভ্রমিলে বহু দিন॥ কিছু দিন বিশ্রাম করহ এইখানে। পথ পরিশ্রম তব দূর হৌক এক্ষণে॥ কিছু দিন পরে কব দ্বিতীয় সংস্কার। ভ্রমণ করিয়া অর্থ আনিবে তাহার॥ হাতেম বলেন যাহা করিতে ত্বরিত। তাহাতে বিলম্ব করা নহেত উচিত॥ আলস্যেতে কার্য্য নাশ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। হেলায় রাখিলে কার্য্য সিদ্ধ নাহি হয়॥ সাত প্রেহিল্লিকা আগে প্রসিদ্ধ করিব। তবেত তোমার কাছে সতত রহিব॥ ইহা বলি আট দিন থাকিল তথায়। পথ শ্রান্ত দূর হৈল মাগেন বিদায়॥

হাসেনবানুর দ্বিতীয় প্রেহেল্লিকা।

পয়ার।

হাতেম বলেন বানু করহ বিদায়। আশাতে মণিরস্বামী মারা পাছে যায়॥ কত দিন যাবে মম আসিতে যাইতে। ছয় প্রেহিল্লিকা সব প্রসিদ্ধ করিতে॥ বিদায় করহ শীঘ্র যাইব ত্বরায়। কার্য্য সাধন হৈলে আসিব পুনরায়। বানু বলে এই মম দ্বিতীয় কথন। জীবনে অর্পণ কর ধর্ম্মের যত ধন॥ এই কথা লেখা আছে কোন সিংহদ্বারে। বিশেষ বৃত্তান্ত তার কহিবে আমারে। জীবনে সঁপয়ে ধন সে ধর্ম্ম কেমন। সে জন কোনজন করহ অন্বেষণ॥ কেমন সে জন কোথা তাহার আলয়। অন্বেষণ করি তত্ত্ব কহিবে আমায়॥ জলেতে ফেলিলে ধন কি লাভ হইবে। তাহার তদন্ত তুমি আসিয়ে কহিবে। হাতেম কহিল সেই থাকে কোনখানে। পূর্ব্ব পশ্চিম কিম্বা উত্তর দক্ষিণে॥ ধাত্রী বলে সেই স্থান উত্তর বলয়। লোকমুখে ইহার সম্বাদ শোনা যায়॥ কত দূর কোন স্থান না পারি কহিতে।

সবিশেষ অন্বেষণ হইবে করিতে।। হাতেম কহেন আমি যাবসেই পথে। করিবে চালনা হরি আমাকে যে পথে।। জগতের কর্ত্তা যিনি জগতের সার। তাহার চরণ মাত্র ভরসা আমার।। চলিব যে পথ মাঝে ভাবিয়ে তাঁহায়। সকল সফল হবে তাঁহার কৃপায়।। যথায় সেজন আছে বলিবেন তিনি। তাঁহার প্রসাদে প্রেহিম্লিকা অর্থ আনি।। থাক বাপু হরষিতে হইনু বিদায়। ইহা বলে মণিরস্বামীর কাছে যায়।। মণিরস্বামীকে হাতেম জানায়ে সমস্ত। অগ্রসর হইল হয়ে সসব্যস্ত।। চলিল হাতেমতাই অতি হরষিতে। হরি নাম মুখে মাত্র জপিতে জপিতে।। এইরূপে কত দিন গত হয়ে যায়। সম্মুখেতে শূন্যক্ষেত্র দেখিবারে পায়।। ভয়ানক ধরাসন নহে বাসস্থান। যবন ভাষায় তাকে বলে ময়দান।। ভ্রমণ করিতে দিবা অবসান হৈল। এক তরুমূলে হাতেম বিশ্রাম কৈল।। সেই ময়দানোপরে বসি এক জন। শোকাকুল হয়ে সদা করয়ে রোদন। নয়নের জলে বক্ষ ভেসে যায় তার। কন্যার নয়ন-বাণে পীড়িত অন্তর।। দুঃখানলে পতিত সে করে হায় হায়। হাতেম দূরেতে থাকি শুনিবারে পায়।। মনে মনে হাতেম করেন অনুমান। না জানি কাহারে কান্দাইল ভগবান। কৃষ্ণের জীব কষ্ট পায় কিসের কারণ। না জানি কি বিপদে ফেলেছে নারায়ণ।। জানিতে উচিত মম তাহার কারণ। সাধ্য হৈলে তার কার্য্য করিব সাধন।। বিপন্ন ব্যক্তির যদি কাছে নাহি যাই। অপরাধি হব আমি ঈশ্বরের ঠাঁই।। ইহা ভাবি হাতেম তাহার কাছে যায়। কে একজন কান্দিছে দেখিবারে পায়।। শোকানলে পতিত করিছে হায় হায়। নয়ন জলেতে তার বক্ষ ভেসে যায়।। হাতেম নিকটে গিয়া করে জিজ্ঞাসন। কে তুমি একাকী বসে করিছ রোদন।। কি কারণ শোকানলে পতিত হইয়া। রোদন করিছ হেথা একাকী বসিয়া।। তাহার তদন্ত কহ করিব শ্রবণ। সাধ্য হৈলে তব কার্য্য করিব সাধন।। এতেক শুনিয়া তবে কহিছে সে জন। আমার দুঃখের কথা করহ শ্রবণ।। যেহেতু তাপিত অঙ্গ চক্ষে বহে জল। মন দিয়ে শুন তার বর্ণনা সকল।। কেভুকা নামে সহর আছে মম ধাম। সদাগরি করি সদা বিছু মম নাম।। তরি আরোহণে আসি হরিষ অন্তর। আসি

উপস্থিত হৈনু কলিঙ্গ সহর ।। হারিস নামেতে এক আছে সদাগর। তার এক কন্যা এক আছে মুনি মনোহর ।। রূপের নাহিক তুল্য অতুল রূপসী। ভূতলে পতিত যেন গগণের শশী ।। পূর্ণ শশী উদয় আসি তাহার বদনে। বিধুমুখে সাধু ভাষা শুনি যে শ্রবণে ।। নবীন ষোড়শী ধনি রূপে,মনোহর। নব দুই পয়োধর শোভে বক্ষোপর ।। নব জলধর জিনি নয়নে কজ্জল। কটাক্ষে হেরিলে হয় পুরুষ পাগল ।। মৃগ-নয়না ধনি ধনু জিনি ভুরু। কদলি তরুবর জিনিয়া দুই উরু ।। তড়িত জড়িত কায় অতি শোভা পায়। হেরিলে তাহার রূপ মুনি মোহ যায় ।। দশা-ঙ্গুলে শোভে তার দশ শশধর। তিলফুল জিনি নাসা ভাসা সুধাস্বর ।। কি বলিব সে রূপ কি আছে এ সংসারে। ইন্দ্রাণী যে লজ্জা পায় হেরিলে তাহারে ।। অতুল রূপসী সেই বয়েসে নবীন। বর্ণিতে তাহার রূপ বর্ণ হয় ক্ষীণ ।। প্রাসাদ উপরিভাগে উঠিয়া প্রত্যুষে। অঙ্গের কিরণ খুলে সমীরণ আসে ।। তাহার নয়ন-শরে পতিত হইয়া। জ্ঞান শূন্য হৈনু কিছু না পাই ভাবিয়া ।। প্রতিবাসী মহাজনে কৈনু জিজ্ঞাসন। কার অট্টালিকা এই অতি সুশোভন ।। মনোহর বাটী এই ইষ্টকে রচিত। বোধ হয় যেন বিশ্বকর্ম্মার প্রণীত ।। কাহার আলয় মোরে কহিবে সত্বর। কিবা সুশোভিত বাটী অতি মনোহর ।। প্রতিবাসী কহে শুন ওহে মহাশয় ।। হারিস নামেতে সদাগরের আলয় ।। অতি ভদ্রলোক সেই অতি ভাগ্যধর। তাহার আলয় এই অতি মনোহর ।। তার এক কন্যা আছে ধন্যা রূপে গুণে। হেরিলে তাহার রূপ ভুলে ঋষিগণে ।। জিজ্ঞাসা করিনু আমি কন্যার বারতা। অবিবাহিত আছে কি সেই স্বর্ণলতা ।। প্রতিবাসী বলে তাঁর তুষ্টির কারণ। হয় নাই অদ্যাবধি বিবাহ ঘটন ।। আইবড় আছে কন্যা করিয়া শ্রবণ। আশায় রহিল বলে জুড়াল জীবন ।। শুনিয়া ভরসা কত হইল আমার। বিবাহের সুসম্বাদ কহিনু তাহার ।। হারিস নিকটে আমি করিনু গমন। কহিলাম তাহার কন্যার বিবরণ ।। তব কন্যা আইবড় আছে মহাশয়। মম সহ তাহার করাহ পরিণয় ।। হারিস বলেন শুন সেই সমাচার। তার বিয়ে দিতে মম নাহি অধি-কার ।। সয়ম্বরা কৈনু কন্যা প্রেহিল্লিকা পণ। প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ

করিবে যেই জন ।। তিনটী প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ যে করিবে। তার গলে মম কন্যা বরমাল্য দিবে ।। প্রেহিল্লিকা অর্থ যদি পার করিবারে। তবে মম কন্যা রত্ন বরিবে তোমারে ।। কন্যার নিকটে তুমি গমন করহ। প্রেহিল্লিকা বিবরণ সকল শুনহ ।। শুনিয়া এতেক কথা বিদায় হইয়া। কন্যা সন্নিধানে উপস্থিত হৈনু গিয়া ।। দাসী আসি জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ। কে তুমি কি হেতু হৈল তব আগমন ।। কহিলাম কন্যা নাকি করিয়াছে পণ। প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ করিবে যেই জন ।। বরণ করিবে তারে অতি কুতূহলে। সমাদরে বরমাল্য দিবে তার গলে ।। এই কথা শ্রবণ করিয়া লোকমুখে। আইলাম প্রসিদ্ধ করিতে প্রেহেল্লিকে ।। কন্যাকে জানাও তুমি মম সমাচার। তাহার নিকটে তুমি হও অগ্রসার ।। ইহা শুনি দাসী আসি সমস্ত কহিল। কে এক জন দ্বারে আসি উপস্থিত হৈল ।। কন্যা বলে তারে তুমি আন মম স্থানে। কি কারণে আইল সে শুনিব শ্রবণে ।। দাসী আসি মোরে তার সঙ্গে লয়ে গেল। প্রেহিল্লিকা বিবরণ সমস্ত কহিল ।। কি কহিব শোভা তার অতি মনোহর। বিছানায় মতি মুক্তা অতি শোভাকর ।। প্রতিজ্ঞা আলয় মধ্যে করিয়া প্রবেশ। জিজ্ঞাসেন কন্যা যে আমায় পরিশেষ ।। কোথায় বসতি তব কহত সত্বরে। কি কার্য্য সাধন হেতু আইলে সহরে ।। পরিচয়ে কহিলাম আমি সদাগর। তরি লয়ে বাণিজ্যেতে আইনু সহর ।। কন্যা বলে তিন প্রেহিল্লিকা মম পণ। তিনটি প্রেহিল্লিকা যে করিবে পূরণ ।। অবিলম্বে বরমাল্য করিব অর্পণ। নিশ্চয় জানিবে তুমি এই মম পণ ।। তুমি যদি পার দিতে ইহার উত্তর। আমি তোমার তুমি আমার যোগ্যবর ।। না হইলে প্রেহিল্লিকার অর্থ পূরণ। লুটিব তোমার তরি যত আছে ধন ।। অপমান করিব তব কিঙ্কর দিয়ে। এ সহর হৈতে তোমায় দিব যে তাড়ায়ে ।। এই অঙ্গিকার অগ্রে যদি কর তুমি। তবে প্রেহিল্লিকা যে প্রকাশ করি আমি ।। ইহা শুনি কন্যা অগ্রে কৈনু অঙ্গিকার। আমি হারিলে ধনার্থ সকলি তোমার ।। প্রেহেল্লিকা পরাভব যদি হই আমি। তরির সমস্ত ধন লুটে নিবে তুমি ।। ইহা শুনি কন্যা প্রেহেল্লিকা প্রকাশিল। মম হৈতে প্রেহিল্লিকার অর্থ না]

হইল।। মালমাত্তা যত আমার ছিল তরুপরে। লুটিল সকল ধন আপনার জোরে। কন্যা মম ধন মন হরণ করিয়ে। সহর হৈতে আমায় দিল তাড়াইয়ে।। ধন মন সেই কন্যা হরণ করিল। সেই জন্য ময়দানে রহিতে হইল।। হাতেম কহেন তুমি শুন মম বাণী। কি প্রেহেল্লিকা তার কহ দেখি শুনি। সদাগর বলে হাতেম শুনহ কারণ। কন্যার প্রেহিল্লিকা তুমি করহ শ্রবণ।। কন্যা বলে শুন মম প্রথম প্রেহিল্লিকে। বিশেষ তদন্ত তার কহিব তোমাকে।। মম দেশে এক কূপ আছয়ে স্বজন। কোন কালে সেই দিগে না যায় কোন জন।। কেহ না জানিতে পারে কূপের বৃত্তান্ত। কত দূর কূপের বিস্তার কহিবে তদন্ত।। কূপ মধ্যে কিবা আছে কহিবে আসিয়া। জানিবে তার তদন্ত কূপে প্রবেশিয়া।। কূপের সম্বাদ তুমি আমায় জানাও। কূপ দেখিবারে সঙ্গে লোক লয়ে যাও।। দ্বিতীয় প্রেহেল্লিকা তুমি করহ শ্রবণ। প্রতি শুক্রবার রাত্রে কোন এক জন।। সকাতরে ডাকে কারে না জানি কারণ। সেই জন কোন জন কর অন্বেষণ।। তাহার তদন্ত এনে আমাকে শোনাও। গমন করহ তথা তত্ত্ব যথা পাও।। তৃতিয় প্রেহিল্লিকা তুমি করহ শ্রবণ। কোন দেশে বাস তার না জানি কারণ।। মহা পীরের হস্তে সাদা মোহরা আছে। সেই মোহরা তুমি আনিবে মম কাছে।। এই তিন প্রেহেল্লিকা কহিনু তোমায়। ইহা প্রসিদ্ধ করি কহিবে আমায়।। প্রেহেল্লিকা সিদ্ধ করিতে নারিনু তার। বে করা দূরে যাক প্রাণ বাঁচানো ভার।। লুটিল আমার তরি যত ছিল ধন। সহর হৈতে তাড়ায়ে দিল ততক্ষণ।। কিঙ্কর আদি মম কেহ না রহিল। না জানি তত্ত্ব তার কে কোথায় রহিল।। হেথা হৈতে বিশেষয় ক্রোশ তার দেশ। কহিনু তোমারে সে সকল উপদেশ।। হাতেম বলেন তুমি চিন্তিত না হবে। ভগবান তব কার্য্য সফল করিবে।। তার প্রেহিল্লিকা সিদ্ধ করিবে নারায়ণ। পুনঃ মিলাইবে তোমার গেছে যত ধন।। স্থিরচিত্তে থাকিবে না ভাবিবে আন। সর্ব্বকার্য্য সফল করিবে ভগবান।। ঈশ্বরেরে ডাক চল আমার সঙ্গেতে। অবশ্য হইবে কার্য্য সিদ্ধ কোনমতে।। এতেক বুঝায়ে তারে সঙ্গেতে লইল।

কতেক দিনান্তে তথা উপস্থিত হৈল॥ সহরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হেল। হারিসের দ্বারীগণে জিজ্ঞাসা করিল॥ হারিসের কন্যা যেই অন্তঃপুরে আছে। জিজ্ঞাসে হাতেম তার দ্বারিগণ কাছে॥ কোন কন্যা স্বয়ম্বরা হৈল কহ শুনি। হারিসের কন্যা তার নাম নাহি জানি॥ শীঘ্রগতি জানাও দ্বারি এ সমাচার। শুনিব কিরূপ প্রেহিল্লিকা যে তাহার॥ ইহা শুনি দ্বারী অন্তঃপুরে প্রবেশিল। কন্যার নিকটে আসি সমস্ত কহিল॥ শুনিয়া সুসম্বাদ সদাগর-তনয়া। লয়ে গেল হাতেমে দ্রুতে আজ্ঞা দিয়া॥ প্রতিজ্ঞা গৃহে কন্যা উপবিষ্ট হইল। হাতেমে বসাইতে দ্বারীকে আজ্ঞা দিল॥ আজ্ঞামাত্র দাসী আসি আসন রাখিল। সিংহাসনোপরিভাগে হাতেম বসিল॥ হাতেম বসিয়া তায় দাসীকে ডাকিয়া। কহিল সমস্ত কথা উপদেশ দিয়া॥ যখন করিব তাঁর সংস্কার পুরণ। তাঁরোপরি অধিকারী হইব তখন॥ মম ইচ্ছা যাকে হবে করিব অর্পণ। করিতে হইবে তাকে পতিত্বে বরণ॥ তব পিতা হারিস জে তব কর্ত্তা তিনি। তাঁহারে ডাকাও অগ্রে তার মুখে শুনি॥ শুনিবে তোমার পীতা তব অঙ্গিকার। তবেত প্রেহিল্লিকায় করিব স্বীকার॥ ইহা শুনিয়া কন্যা পিতাকে ডাকাইল। হারিস নিকটে সব হাতেম কহিল॥ তব কন্যা মম সহ করিল এ পণ। প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ হৈলে করিবে বরণ॥ স্বয়ম্বর সময়ে যদি অন্যে দিই আমি। তব কন্যা হবে তার সাক্ষি থাক তুমি॥ অঙ্গিকার স্বীকার করিয়ে সদাগর। নিজ গৃহে চলিল হইয়া তৎপর॥ হাতেম কহেন কন্যা কর অঙ্গিকার। প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ হৈলে তুমি আমার॥ আমি যাহাকে তোমায় করিব অর্পণ। অবশ্য তাহাকে তুমি করিবে বরণ॥ মমাজ্ঞায় পুষ্পমালা লয়ে করতলে। বর মালা দিবে কন্যা তুমি তার গলে॥ আমি যদি হারি পূর্ণ করিতে সংস্কার। উচিত সাজাই দিবে আমাকে তাহার॥ কন্যা বলে তব বাক্য কৈনু অঙ্গিকার। শুন বলি প্রথম প্রেহিল্লিকা আমার এক কূপ আছে এই মম অধিকারে। তায় প্রবেশিয়া তত্ত্ব আনহ সত্বরে॥ কত দূর সেই কূপ আছয়ে নির্ম্মাণ। তন্মধ্যেতে বসবাস

করে কোন জন॥ নর নারী কোন জাতি বাস করে তায়। তাহার বৃত্তান্ত আনি কহিবে আমায়॥ ইহা শুনি হাতেম গাত্রোথান করিল। কূপ দেখাইতে সঙ্গে লোক জন দিল॥ হাতেম দেখিল কূপ অত্যন্ত বিস্তার। কূপ মধ্যে হাতেম হইল অগ্রসর॥ দূতগণ বলে মোরা রহিনু এখানে। প্রত্যাগমন তুমি না কর যত দিনে॥ তিন কুমারি ছিল সেই কূপ ধারে। দূতগণ তথায় দেখায়ে দিল তারে॥ ঈশ্বরের নাম তিনি করিয়া স্মরণ। একাকী কূপ মধ্যে অগ্রসর হন॥ অন্ধকারময় কূপ দৃষ্টি নাহি চলে। ঈশ্বরে স্মরি হাতেম দিবারাত্র চলে॥ দৃষ্টিপাত করি তিনি দেখেন তথায়। কূপ মধ্যে বৃহৎ গৃহ দেখিবারে পায়॥ সেই গৃহ-দ্বার কাছে উত্তরিল গিয়া। মহা ভয়ানক কূপ দেখিল যাইয়া॥ কূপ মধ্যে দেখিলেন রাক্ষসের বাস। ভয়েতে হাতেম ছাড়ে জিবনের আশ॥ ঔদাস্য নারিগণ যে বসন বিহিন। অন্ধকার কূপ বোধ নাহি রাত্রি দিন॥ তাহা দেখি দেও জাতি ভাবে মনে২। কূপেতে মনুষ্য জাতি আইল কেমনে॥ যতেক রাক্ষস জাতি আসিতে২। পরামর্শ কৈল সবে হাতেমে খাইতে॥ ঘেরিল হাতেমে আসি যতেক রাক্ষসী। হাতেমের মাংস দেখি হয় বড় খুসী॥ মনুষ্যের মাংস অতি সুস্বাদ খাইতে। ইহা ভাবি ধরে আসি হাতেমের হাতে॥ আর একজন আসি করি কোপদৃষ্টি। কহিছে হাতেম তব মাংস বড় মিষ্টি॥ সহজে মনুষ্যজাতি অতি বুদ্ধিমান। না জানি কি হেতু কৈল কূপেতে পয়ান॥ ইহারে খাইলে বাদশার কোপ হবে। যেই খাবে বাদশার কোপেতে পড়িবে॥ উদরি অশুচি বাদশার হইয়াছে। মনুষ্যের অন্বেষণ বাদশা করিছে। মনুষ্য চিকিৎসক তিনি জানেন মনে। সতত আছেন বাদশা মনুষ্য সন্ধানে॥ কত শত বৈদ্য আনি চিকিৎসা করিল। কোনমতে কেহ রোগ চিনিতে নারিল॥ ইহা ভাবি দেও সব হাতেমে লইয়া। সরদারের অগ্রভাগে কহিল আসিয়া॥ সরদারের রমণীর ছিল চক্ষু-শূল। চক্ষের দহনে কান্দে হইয়া আকুল॥ রহে সদা এ কারণ বিমর্ষ যেমন। অধোমুখে রহে সদা না তুলে বদন॥ নিজ স্ত্রীর অসুখে অসুখী কান্তাপতি। শোকাকুল অসুখে আছেন সম্প্রতি॥

হাতেমে দেখিয়া তবে কহেন কিঙ্করে। কি হেতু মনুষ্যকে আনিলে মমাগারে।। ইহাকে ছাড়িয়া দেহ যাউক চলিয়া। কি লাভ হইবে মম ইহাকে রাখিয়া।। হাতেম কহেন শুনিব সে বিবরণ। মনদুখে আছ সখে কিসের কারণ।। নিশাচর বলে এই সকলের প্রধান। নিজ স্ত্রীর অসুখে আছেন দুঃখ মন।। হাতেম কহেন যদি দেখাহ আমাকে। ক্ষণ মধ্যে রোগ হৈতে সুস্থ করি তাকে।। কহিলেন নিশাচর হাতেমের প্রতি। নির্ভয়েতে অন্তঃপুরে কর তুমি গতি।। মম কান্তাকে যদি আরোগ্য কর তুমি। যথোচিত পুরস্কার করিব যে আমি।। ইহা বলি হাতেমেরে লইয়া সংহতি। অন্তঃপুরে লয়ে গেল অতি দ্রুতগতি।। বসিয়াছে নিশাচরী দিব্যাসনোপরি। বসিল হাতেমতাই নিকটে তাহারি।। দেখিল হাতেমতাই অতি যত্ন করি। চক্ষু-শূল পীড়াতে কাতর নিশাচরী।। হাতেম বলে মম কাছে কর অঙ্গিকার। আমাকে লয়ে জাবে সাক্ষাতে বাদশার।। বাদশার সম্মুখেতে করাবে দর্শন। সাক্ষাতে করিবে মম অভিষ্ট পুরণ।। নিশাচর বলে আমি কৈনু অঙ্গিকার। তোমাকে লয়ে যাব সম্মুখে বাদশার।। ইহা শুনি হাতেম ঔষধ প্রকাশিল। মহরা পাথর লয়ে জলে পরশিল।। ঘর্ষণ করিয়া জলে মহরা পাথর। সেই জল তুলে দিল নয়ন উপর।। চক্ষের শূলাঘাতে সে নিস্তার পাইয়া। শায়িত ছিলেন তিনি বসিল উঠিয়া। ধরাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া। বসিলেন দিব্যাসনে উপবিষ্ট হৈয়া।। নিশাচরীর আরোগ্য দেখিয়া তখন নিশাচর আনন্দার্ণবে হৈয়ে মগন।। সযত্নেতে রত্নাসনে হাতেমে বসায়ে।। করে কত ভক্তি স্তুতি খাদ্য দ্রব্য দিয়ে।। নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আনিয়ে তখন। সমাদরে সেবা করে করিয়া যতন।। এইরূপে কত দিন হাতেমে রাখিল। তদন্তরে শ্রবণ কর পরে যাহা হৈল।। হাতেমে লয়ে তখন দেও নিশাচর। উপস্থিত হইলেন বাদশা গোচর।। গোপনে অতি নির্জ্জনে হাতেমে রাখিয়া। বাদশার সম্মুখেতে উপস্থিত হৈয়া। কহিতে লাগিল দেও বাদশার প্রতি। কূপ মধ্যে এসেছে মনুষ্য এক জাতি।। মহা চিকিৎসক সেই অতি গুণাকর। আজ্ঞা কর আনি তারে তোমার গোচর।। যাহার কারণ তুমি ছিলে

যত্নবান। সেই মনুষ্যকে মিলালেন ভগবান॥ এতেক শুনিয়া বাদশার হর্ষান্তর। হাতেমে আনিতে আজ্ঞা করিল সত্বর॥ বাদশার আজ্ঞা পেয়ে হাতেমে আনিল। অতি যত্নে বাদশা হাতেমে বসাইল॥ উদরীর পীড়া মম বেদনা উদরে। স্থির চিত্ত নহে মম অস্থির আহারে॥ কত শত বৈদ্যরাজ চিকিৎসা করিল। আসিয়া আরোগ্য কেহ করিতে নারিল॥ মমাদৃষ্ট ক্রমে অদ্য আইলে আপনি। শুনিলাম দূত মুখে তুমি মহাজ্ঞানি॥ এ সমূহ ব্যামহ হইতে কর নিস্তার। যথোচিত তোমায় করিব পুরস্কার॥ হাতেম বলে বাদশা করি নিবেদন। কাহারো সাক্ষাতে অন্ন না কর গ্রহণ॥ কুদৃষ্টি কুলোকে সদা অন্নে দৃষ্টি করে। ভোজনের দোষে ব্যথা জঠর ভিতরে॥ কল্য তুমি সাবধানে করিবে ভোজন। কদাচিত তথায় না থাকে কোনজন॥ কল্য যখন আমি আসিব প্রভাতে। সেবন করিবে অন্ন আমার সাক্ষাতে॥ দেখাব আশ্চর্য্য অতি কুদৃষ্টির দোষ। আপনি দেখিয়া বাদশা হবে সন্তোষ॥ কখন কারো সাক্ষাতে করোনা ভোজন। দেখাব তদন্ত সব রোগের কারণ॥ ইহা শুনি হাতেম তৎপর চলিল। প্রভাতে হাতেম আসি উপস্থিত হৈল॥ বাদশা করিল আজ্ঞা সুপকারে ডেকে। শীঘ্র অন্ন থাল আন বসনেতে ঢেকে॥ কারো সাক্ষাতে না আনিবে অন্ন ব্যঞ্জন। বস্ত্র আচ্ছাদনে আন করিয়া গোপন ইহা শুনি সুপকার বস্ত্র আচ্ছাদনে। স্বর্ণথালে অন্ন আনিলেন সাবধানে॥ হাতেম বলে বাদশা ক্ষান্ত হও তুমি। ইহার কারণ সব দেখাইব আমি॥ ইহা বলি হাতেম তথায় দাণ্ডাইল। বিবস্ত্র করি অন্ন সকলে দেখাইল॥ বাস্তবিক অন্ন তাহা সকলে দেখায়ে। পুনঃ সেই অন্ন রাখে বস্ত্র আচ্ছাদিয়ে॥ কিছু ক্ষণ বিলম্বে খোলে সেই ঢাকা। স্বর্ণ থালে অন্ন ব্যঞ্জন হয়ে আছে পোকা॥ স্বর্ণথালে অন্ন ব্যঞ্জন কোথা লুকাইল। স্বর্ণথালে কীট মাত্র সকলে দেখিল॥ অসম্ভব দেখে সব সভাসদগণ। পোকা হল কোথা গেল অন্ন ব্যঞ্জন॥ আচ্ছাদনে অন্ন পোকা কি জন্য হইল। হাতেম এর তদন্ত শুনি বল বল॥ এ বড় আশ্চর্য্য কথা করিব শ্রবণ। কি হেতু হইল পোকা এ অন্ন ব্যঞ্জন॥ কহ শুনিব হাতেম ইহার মূল কি। বোধ হয়

তুমি কোন লাগাইলে ভেল্কি।। ভোজ বিদ্যা জান তুমি বুঝিনু নিশ্চয়। অন্ন ব্যঞ্জন পোকা হয় শুনি না কোথায়।। দেখি না শুনি না কভু এমন অসম্ভব। দেখিলেন সচক্ষে মম পক্ষের সব।। থালের অন্ন পোকা হয় কোথা না শুনি। প্রকাশ করিয়ে বল হাতেম নৃমণি।। অপরূপ দেখে সব জুড়াল নয়ন। বৃত্তান্ত বলহ তুমি জুড়াক শ্রবণ ইহার সদুপায় নাহি কোন ক্রম। কার কাছে ভোজ বিদ্যা শিখিলে হাতেম।। হাতেম বলেন বাদশা কর শ্রবণ। যে হেতু পোকা হৈল এই অন্ন ব্যঞ্জন।। প্রত্যহ আহার কর এই সভা আগে। যতেক নজর দোষ সেই অন্নে লাগে।। কীটরূপা হয়ে অন্ন তোমার জঠরে। সেই কীট দংশনে উদর জ্বালা করে।। শুন বাদশা নজর দোষের বর্ণনা। বহু দৃষ্টিদোষ যার এক চক্ষু কাণা।। কাণার নজর দোষে শীশু হরে বোল। যুবতীর নজর দোষে পুরুষ পাগল।। যুবকের নজর দোষে মজে কুলবতী। দক্ষের নজর দোষে প্রাণ ত্যজে সতী।। বহুরূপা নজর দোষ একেতে নহিল। ইন্দ্রের নজর দোষে সহস্রাক্ষি হৈল।। চন্দ্রের নজর দোষে তারা হয় কুলটা। সুর্পণখা নজর দোষে নাক গেল কাটা।। নজরের দোষে নষ্ট হৈল দুর্য্যোধন। নজরের দোষে মজে সবংশে রাবণ।। নজরের দোষে দোষি হয় মুখ দোষি। নজরের দোষে লোক ভুঞ্জে পাপরাশি।। অত-এব বাদশা হে করিলে শ্রবণ। দৃষ্টি দোষে বহু দোষ না যায় বর্ণন।। অদ্য হৈতে এ ঔষধ কর ব্যবহার। নজর দোষ ত্যাগ করি করিবে আহার।। ভোজনীয় স্থানে অন্য জনে যেতে না দিবে। একাকী গোপনে বসি আহার করিবে।। হাতেমের কথা বাদশা কৈল বিশ্বাস। দাস প্রতি এই কথা করিল প্রকাশ।। আহারের সময়ে আমার নিকেতন। স্থানান্তরে থাকিবে না আসিবে একজন।। সেই অবধি বাদশা কৈল নিরূপণ। একাকী নির্জ্জনে বসি করেন ভোজন বাদসার জঠর জ্বালা নিরস্ত হইল। সেবি কৃষ্ণপদ সরকার বিরচিল।।

কূপ হইতে হাতেমের প্রত্যাগমন।

পয়ার।

হাতেমেরে বসাইয়ে বাদশা তখন। অন্তরে সন্তোষ হয়ে করে জিজ্ঞাসন॥ সযত্নে প্রদান তুমি কৈলে প্রাণধন। পুরস্কার যাচিঞা কর যাহা তব মন। হাতেম কহিল শুন বাদশা গুণাকর। এই পুরস্কার চাহি তোমার গোচর॥ যতেক কয়েদি আছে তব কারাগারে সকলে খোলাসা দেও মম পুরস্কারে॥ কয়েদি লোকেরে তুমি করহ উদ্ধার। এই অভিলাষ সিদ্ধ করহ আমার। তব অনিষ্টকারী কয়েদি যত জন। অবিলম্বে কারা হৈতে করহ মোচন॥ ইহা শুনি হাতেমের সন্তোষ কারণে। কারা হৈতে উদ্ধার করিল সর্ব্বজনে॥ কয়েদি যতেক জন ছিল কারাগারে। হর্ষ হয়ে হাতেমেরে আসি স্তব করে॥ ধন্য ধন্য হাতেম জয়তি তোমার। তব কল্যাণে হৈনু বিপদে উদ্ধার॥ বৈকুণ্ঠ গামী হও হাতেম গুণবান। অন্তে দয়া তোমায় করুন ভগবান॥ ইহা বলি হাতেমে আশীর্ব্বাদ করিয়া। স্বস্থানে প্রস্থান কৈল হর-ষিত হইয়া॥ পথের সম্বল কিছু দিল সবাকারে। কয়েদি বিদায় হৈল হরিষ অন্তরে॥ হাতেমের হস্ত ধরি বাদশা যে কয়। আর এক নিবেদন শুন মহাশয়॥ আমার এক কন্যা যে রূপে শশীমত। পীড়াতে জড়িত কন্যা আছে শয্যাগত॥ তাহার চিকিৎসা যদি কর গুণবান। নিদয়ে সদয় হয়ে রাখ তার প্রাণ॥ ইহা বলি হাতেমের হস্ত ধরি লন। উপস্থিত হইলেন কন্যার সদন॥ কন্যায় দৃষ্টি করি হাতেম যে দেখিল। চিনি ভিজায়ে তায় মহরা ঘোষিল॥ খাওয়া-ইল তাহা তারে হাতেম আপনি। উদরস্থ ঔষধ যে হইল তখনি। ঔষধ সেবনে রোগ আরোগ্য হইল। ধরাসন হৈতে কন্যা উঠিয়া বসিল॥ হাতেম কূপের তত্ত্ব সকল পাইল। হাতেম বাদশার স্থানে বিদায় চাহিল॥ বহু দিন গত হৈল বিদায় কর তুমি। বিলম্ব হৈলে প্রাণ ত্যজিবে মণিরস্বামী॥ হিরাহার মতি মুক্তা পরেশ পাথর। বাদশা আনিয়াদিল হাতেম গোচর॥ বাদশা বলেন আমি অতি দুরাশয়॥ পথের খরচ কিছু দিলাম তোমায়। হাতেম কহে একাকী এসেছি ভ্রমণে। লোক সঙ্গে নাহি অর্থ লইব কেমনে।

যেই অর্থ দিলে তুমি অল্পেতে বিস্তর। এত অর্থ দিয়ে তুমি কেন হও কাতর। যত অর্থ পুরস্কার করিলে আমারে। বল বাদশা এত অর্থ আছে কার ঘরে॥ পুরস্কারে যে অর্থ আমায় কৈলে দান। ভেবে দেখ এই অর্থ সাত রাজার ধন॥ কিঙ্করে আজ্ঞা করেন বাদশা তখন। হাতেমেরে বয়ে তোমরা দিয়ে এস ধন॥ হাতেমের আজ্ঞা মাত্র সে কার্য্য করিবে। যথায় রাখিতে বলে ধন তথা থুবে॥ চলিল কিঙ্করগণ ধন লয়ে তার। যত ধন বাদশা করিল পুরস্কার॥ কূপ-দ্বারে উপস্থিত হাতেম হইল। কন্যার লোক হাতেমে দেখি পলাইল॥ হাতেম তাদের কহে ঈষৎ হাসিয়া। পলায়ন কর সবে কিসের লাগিয়া॥ সুড়ঙ্গের খবর আনিতে গিয়াছিনু। সেই হাতেম যে আমি ফিরিয়া আইনু॥ হাতেমের কণ্ঠ স্বর বুঝিয়া তখন। চিনিতে পারিল তারে যত দূতগণ॥ কূপের দ্বারদেশে রাখিয়া সব ধন। প্রত্যাগমন কৈল বাদশার দূতগণ॥ হাতেম ডাকিল সেই দুঃখী সদাগরে। ধন অর্থ যত ছিল সব দিল তারে॥ আসিয়া ধরিল বিছু হাতেমের পায়। কি করে আইলে বল আমার উপায়॥ ধন দিয়ে মম মন করিবে হরণ। ধনের কাঙ্গাল নহি জান বিবরণ॥ কি অর্থ করিলে কন্যার প্রেহিল্লিকার। কহ শুনি হাতেম সে শুভ সমাচার। হাতেম কহেন চিন্তা ত্যজ সদাগর। এনেছি সমস্ত আমি কূপের খবর॥ কূপের কারণ হেতু করোনা সন্দেহ। এসেছি কূপের মূল করিয়া সংগ্রহ॥ কন্যা হেতু চিন্তা করোনা হে সদাগর। কন্যা যে তোমার তুমি হবে তার বর॥ ভগবানের মিলন কে করে খণ্ডন। কন্যা সহ পাবে তুমি যত গেছে ধন॥ এতেক বলিয়া তবে হাতেম তখন। শীতল করিল তার তাপিত জীবন॥ আসিয়া কন্যার দূত সমস্ত কহিল। কূপেতে ভ্রমণ করি হাতেম আইল॥ এই সুসংবাদ কন্যা শুনে কোনক্রমে। দাসে আদেশেন কন্যা আনিতে হাতেমে॥ হাতেম এমংকালে উপস্থিত হৈল। কূপের সমস্ত কথা কন্যা জিজ্ঞাসিল॥ কহ কহ হাতেম শুনিব তৎপর। এত দিন কি করিলে কূপের ভিতর॥ কূপ মধ্যে কি দেখিলে কহ দেখি শুনি। কূপেতে করেন বাস কোন কোন প্রাণি॥ কোন

জাতি বাস করে কূপের ভিতরে। কোন কোন ব্যবসায়ি তারা কোনকার্য্য করে॥ স্থাবর জঙ্গম আদি কি আছে কূপেতে। তাহার তদন্ত কহ আমার সাক্ষাতে॥ হাতেম কহেন কন্যা করহ শ্রবণ। একে২ শুন করি কূপের বর্ণন॥ প্রথমেতে কূপ মধ্যে প্রবেশ করিতে। আইল রাক্ষস জাতি আমারে খাইতে॥ ফারিসিতে দেও বঙ্গভাষায় রাক্ষস। ধরিল আমায় আসি করিয়া সাহস॥ যথা যত কার্য্য হাতেম করিল সাধন। যে রূপে পাতাল মধ্যে করিল ভ্রমণ॥ যে রূপে রাক্ষস সব ধরে করপুটে। লৈয়া গেল তাহাদের সরদার নিকটে॥ যে রূপে আরোগ্য হৈল সরদার রমণি যে রূপে হইল বাদশার রোগ হানি॥ একে২ বলে বাদশার সমাচার। যে রূপে রোগ আরোগ্য হৈল বাদশার॥ হাতেম কহেন কন্যা কহ পুনর্ব্বার। দ্বিতীয় সংস্কার আমি শুনিব তোমার॥ প্রথম প্রেহিলিকা তব প্রসিদ্ধ হৈল। দ্বিতীয় প্রেহেলিকা শুনিব বল২॥ কন্যা কহে হাতেম করহ শ্রবণ। দ্বিতীয় সংস্কার আমি করিব বর্ণন॥ কোন জন নিশী মধ্যে আসি ময়দানে। নিত্য২ এই কথা উচ্চারে বদনে॥ পৃথিবীতে হেন কার্য্য না কৈনু সাধন। অকারণে সেই ধনে হইনু নিধন॥ সকলি বিফল মম হৈল নিজ ধামে। না জানি কতেক দণ্ড পাব পরিণামে॥ কোন মহাজন সেই থাকে কোনস্থানে তার তত্ত্ব আনি কহ মম বিদ্যমানে। শীঘ্র যাইবেন তথা বিলম্ব না হয়। সুসংবাদ আনি তার কহিবে আমায়॥ কোথায় বসতি তার কিবা নাম ধরে। আদ্য অন্ত জানি তার কহত সত্বরে। শুনিয়া কন্যার কথা হাতেম গুণমণি। ধাবমান হয়ে হাতেম চলিল অমনি॥ যেখানেতে সদাগর আশায় পীড়িত। তথায় হাতেমতাই হৈল উপনীত॥ সদাগরে আসিয়া যে সমস্ত কহিল। সে জনের অন্বেষণে বিদায় হইল॥ ভ্রমিতে২ দিবা অবসান কালে। বসিল হাতেম এক তরুবর মূলে॥ কে একজন আসি ময়দান উপরে। রোদন করি ঈশ্বরে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥ পূর্ব্বোক্ত ধনে যদি হইতাম নিধন। সে ধন সাধনে কার্য্য হইত এখন॥ ইহা বলি ভগবানে ডাকে শোকাকুলে। হাতেম শুনিল তাহা বসি তরুমূলে॥ তথা হৈতে হাতেম উৎকণ্ঠিত হৈয়া। পুনরপি ভ্রমিলেন তাহার লাগিয়া॥

সেজনের অন্বেষণে বিস্তর ভ্রমিল। এ রূপে হাতেমের সপ্তম দিবা গেল॥ সে জনের অন্বেষণে তথায় রহিল। তথাপি তাহার কোন উদ্দেশ নহিল॥ বঞ্চিয়া রজনী তথা প্রভাতের কালে। সে জনের অন্বেষণে পুনর্ব্বার চলে॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে যামিনি আইল। এক তরুবর মূলে বিশ্রাম করিল॥ পুনর্ব্বার সেই জন করয়ে রোদন। ভগবানে ডাকে সদা বিচলিত মন॥ নিরানন্দে রহে সদা করে হায় হায়। তরুমূলে বসি হাতেম শুনিবারে পায়॥ তদান্বেষণে হাতেম কিছু দূর যায়। গৃহস্থ আশ্রম এক সম্মুখেতে পায়॥ নগরে প্রবেশ করি হাতেম তখন। সকল লোকের প্রতি করে জিজ্ঞাসন॥ কহ কহ শুনি তব দেশের মঙ্গল। এত নিশি মধ্যে আসি কেবা করে গোল॥ গ্রামবাসী ত্রাসিত যে কিসের কারণ। কহ২ শুনিব সে বিশেষ বিবরণ॥ নগরবাসী আসি বলে শুনহ কারণ। যে হেতু নগরবাসী ত্রাসিত জীবন॥ নিদারুণ পশু এক রাক্ষস প্রমাণ॥ নগরে পসিল আসি দেখে কাঁপে প্রাণ॥ কোথা হৈতে আইল সেই যে কৃতান্ত॥ মহা ভয়ানক পশু বিষম দুরন্ত॥ তাহার আহার হেতু দিতে হয় লোক। প্রত্যাবধি হৈল তার নগরে পঞ্চক নিত্য দিতে হয় এক মনুষ্য আহার। না দিলে আহার তার নাহিক নিস্তার॥ এইরূপে সে রাক্ষস গ্রামেতে আসিয়া। নগর করিল শূন্য মনুষ্য খাইয়া॥ ভক্ষিল অনেক লোক সে রাক্ষস আসি। তার ভয়ে শশঙ্কিত আছি গ্রামবাসি॥ রইছের নামে এ নগরের প্রধান। ধনে মানে কুলে শীলে মহা পুণ্যবান॥ তাহার পঞ্চক আজি পড়িল নগরে। মহা ভয়ানক তিনি ভাবিছে অন্তরে॥ তার এক কন্যা আছে পরম রূপসী বিধবা রমণি সেই নবীনা ষোড়শী॥ সেই কন্যা পঞ্চকেতে পড়িল তাহার। নিশী মধ্যে পশু আসি করিবে আহার॥ রজনীতে লয়ে যাবে কন্যাকে তাহার। নিশীতে কামিনী বোধে করিবে আহার॥ হাতেম কহেন সেই থাকে কোনস্থানে। সঙ্গে লয়ে চল আমি দেখিব নয়নে॥ চলিল নগরের লোক হাতেম সঙ্গেতে। উপনীত হৈল সেই রৈছের ধামেতে॥ ভাবিত অন্তরে তারা ত্রাসিত জীবনে। রাক্ষস পঞ্চকে আকুল ভাবে মনে২॥ হাতেমে কহিল সব পূর্ব্ব বিবরণ।

রাক্ষসের পঞ্চক হইল যে কারণ।। অদ্য নিশি মধ্যে এক রাক্ষস আসিয়া। খাইবে মম কন্যাকে কাননে লইয়া।। পরমা সুন্দরী কন্যা মোহে দেবগণে। এ কন্যা কেমনে দিব রাক্ষস ভোজনে।। হায়২ কব কায় না বাঁচি প্রাণেতে। কেমনে সঁপিব কন্যা রাক্ষসের হাতে।। কোথা হৈতে আইল রাক্ষস দুরাচার। কাননে লইয়া খাবে কন্যাকে আমার।। কি হবে উপায় এর না পাই ভাবিয়া। কন্যার কারণে কান্দি বিরলে বসিয়া।। দিবা অবসান হৈল যামিনি প্রবেশে। এখনি কন্যাকে লয়ে যাইবে রাক্ষসে। অকালেতে কালপ্রাপ্ত হইল কন্যার। কেমনে হইবে কন্যা তাহার আহার।। রাক্ষস ভয়ে অভয় পাব কার কাছে। রাক্ষস বিনাশ করে কে এমন আছে।। রাক্ষস নিষ্ঠুর জাতি জীবের বালাই। নৃশংস জীবের হিংসা করিছে সদাই।। মহা ভয়ানক জাতি দেখে কাঁপে প্রাণ। পড়িলে রাক্ষস হস্তে নাহি পরিত্রাণ।। হাতেম কহেন চিন্তা নাহি তার আর। দেখিব সে কেমন রাক্ষস দুরাচার।। যখন সে রাক্ষস আসিবে রাত্রিকালে। যাব তার সহ তব কন্যার বদলে।। তব কন্যা হেতু চিন্তা নাহি কর আর। তোমার কারণে হব রাক্ষস আহার।। পর উপকার আমি সদা করে থাকি। নিজ প্রাণ দিয়ে আমি পর প্রাণ রাখি।। পর উপকার হেতু ভ্রমণ আমার। নিজ প্রাণ দিয়ে করি পর উপকার।। পর উপকার বিনা আর নাই ধর্ম্ম। সংসার ভোজের বাজি কে বুঝে সে মর্ম্ম।। ধরণীতে মনুষ্য জন্ম ধর্ম্ম অবতার। মনুষ্য হয়ে করিবে মনুষ্যোপকার।। মনুষ্য হইয়ে হয় মনুষ্য হিংসক। সেই সে পরম পাপী ভুঞ্জয়ে নরক।। নর হয়ে নাহি করে পর উপকার। ধন ধেনু গজবাজী অকারণ তার।। সেই ধনে নাহি হয় পর উপকার। সে ধন সাধন করা নিস্ফল তাহার।। ভব-কার্য্য হেতু ভবে জীব অবতার।। ভবে আসি করিবে পরের উপকার।। পর ধর্ম্ম রক্ষা হেতু পর উপকার। করিবে উপকার যথা শক্তি অনুসার।। প্রাণপণে করিবে পরের উপকার। নচেৎ দেহ ধরা অকারণ তাহার।। কি কার্য্য সাধন হেতু দেহ ধরায় ধরা। সেই সাধু যেই জন পর দুখ-হরা।। অতএব মহাশয় করহ শ্রবণ। তব কন্যা রক্ষা হেতু

দিব নিজ প্রাণ॥ রইছ বলেন তুমি ধন্য পুণ্যবান। পর উপকার হেতু দিবে নিজ প্রাণ॥ ধন্য সাধু সদাচার তুমি মহাশয়। দর্শন হইল তব মম ভাগ্যোদয়॥ জন্মে জন্মে কত পুণ্য আছিল আমার। সেই পুণ্যফলে দেখা পাইনু তোমার॥ দয়া করি দয়াময় আইলে আপনি। তব হেতু রক্ষা পাবে আমার নন্দিনী॥ হাতেম কহেন রইছের বিদ্যমানে। কত বড় রাক্ষস সে দেখেছ নয়নে॥ কেমন আকৃতি তার প্রকৃতি কি শুনি। উর্দ্ধে পরিশর কত দেহ পরিমাণি। হস্ত পদ কোন রূপ রূপ তার কহ। আকৃতি প্রকৃতি তার কত উচ্চ দেহ॥ কি রূপে গমন করে কয় পদ তার। বায়ুবেগে চলে কি সে দৈবশক্তি আর॥ কিরূপে আহার করে কয় মুখ ধরে। সমস্ত বৃত্তান্ত তার কহিবে আমারে॥ রইছ বলেন সব হাতেম গোচরে। হস্ত পদ নাই তার চলে বায়ুভরে॥ একানন ধরে সেই রাক্ষস দুরাচার। নির্ভয়ে দাণ্ডায়ে করে মনুষ্য আহার॥ অতি ভয়ানক দেহ ভয়াকৃতি তায়। যথা মনে করে তথা বায়ুবেগে ধায়॥ দর্শনে চৈতন্য হরে বিহরে যখন। চিৎকার করিলে হরে নরের জীবন॥ নিতান্ত কৃতান্ত দুরান্ত তার আকৃতি। তাহারে হেরিলে নরের নাই নিষ্কৃতি॥ হাতেম বলে করে সে দৈববল ধারণ। উল্লক নাম ধরে সেই নহে সাধারণ॥ বায়ুভরে চলে আছে দৈবশক্তি তার। সামান্য অস্ত্রে না হবে তাহার সংহার॥ যেমন রাবণ নন্দন ভস্মলোচন। আপনা আপনি দেখে হইল নিধন॥ দর্পণে আপন দেহ করি দরশন। ভস্ম হইয়া গেল রাক্ষস ভস্মলোচন॥ তেমতি করিয়ে বুদ্ধি মারিব রাক্ষস। আমার মন্ত্রণায় সবে করহ সাহস॥ দর্পণের উপযোগী আনিয়া তখন। নির্ম্মাণ করিল এক মনোহর দর্পণ॥ উর্দ্ধেতে দর্পণ উচ্চ যোজন প্রমাণ। অতি ভয়ানক তাহা দেখে হরে জ্ঞান॥ সে দর্পণ লয়ে গেল বাটীর বাহিরে। স্থাপন করিল দর্পণ অনতিদূরে॥ ময়দান অভিমুখে দর্পন রাখিল। দিবা অবসান কালে যামিনী আইল॥ অন্ধকার হইল যামিনী অধিকার। বন হৈতে বাহিরায় জন্তু দুরাচার॥ সম্মুখেতে দর্পণ হেরিয়া তখন। দর্পণে হেরিল দুষ্ট নিজ আবরণ॥ আপনার অঙ্গ দৃষ্ট করি দুরাচার। ভূতলে পতিত

হৈল করিয়া চিৎকার।। রাক্ষসের চিৎকারে কম্প ত্রিভুবন। যেমন হইল বধ ভস্ম লোচন। অসম্ভব দেখে সব নগরের লোক। মরিল রাক্ষস দুষ্ট মহা ভয়ানক।। ধন্য ধন্য তুমি হে হাতেম গুণাকর। তোমার প্রতাপে রক্ষা পাইল নগর।। বাঁচিল নগরবাসী তোমার কারণে। পর উপকারি তুমি জানিলাম মনে।। তোমা বিনা হেন কার্য্য কে করে সাধন। রাক্ষস বধিয়ে কৈলে মনুষ্য স্থাপন।। তব তুল্য পুণ্যবান কে আছে হে আর। রাক্ষস বধিয়ে কৈলে লোকের উপকার।। এ রাক্ষস বধিতে আপনি ভগবান। মানব দেহে হয়েছিলেন অধিষ্ঠান।। রামরূপ ধারণ করি দেব নারায়ণ।। লীলাছলে করেছিল রাক্ষস নিধন।। ধরণীতে নিবারিয়া রাক্ষস সঞ্চার বিমোচন করিলেন পৃথিবীর ভার।। তদ্রূপ করিলে তুমি নগর রক্ষণ। ছলে বলে করিলে হে রাক্ষস নিধন।। ধন্য২ তুমি ধন্য মান্য ত্রিভুবনে। রাখিলে পরম কীর্ত্তি রাক্ষস নিধনে।। সাধু বিনা কেবা করে পর উপকার। তোমা বিনা পশু মারে সাধ্য আছে কার।। যত দিন বেঁচে রব এ মর্ত্য ভুবনে। তাবধি তব যশ গাব সর্ব্বজনে। কহে কবি সরকার কৃষ্ণপদ সার। কৈলে হাতেমতাই লোকের উপকার।। বহু প্রশংসা কৈল নগরের লোক। হাতেম শুনিয়া হৈল অত্যন্ত পুলক।। হাতেম কয়েক দিবা থাকিয়া সেস্থানে। বিদায় প্রার্থনা করে যাইতে ময়দানে।। নগরবাসী বলে হাতেম বিদ্যমানে। আর কিছু দিন থাক এই নিকেতনে।। অরিষ্টক মারি অনিষ্ট ঘুচাইলে। ভয়ানক বধ করি লোক বাঁচাইলে। নগর স্থাপন করি যাইবে কোথায়। জিবন থাকিতে তোমায় না দিব বিদায়।। নগরের দেব হয়ে থাক চিরদিন। নর নারী হয়ে রব তোমার অধিন।। যতদিন দেহে প্রাণ করিব ধারণ। তদবধি দাস হয়ে পুজিব চরণ।। হাতেম বলে সুখে থাক নগরের লোক। মরিল তোমাদের হিংসক ভয়ানক।। এক্ষণে বিদায় হই তোমার গোচরে। এসেছি আর এক পর উপকারে।। কে একজন এই ময়দান উপরে। শুক্রবার রজনীতে কিবা শব্দ করে।। তাহার মুখের কথা এই শোনা যায়। না করিনু হেন কার্য্য জীবন বৃথায়।। করিলে সে কার্য্য শিক্ষ

অবশ্য হইত। পরলোকে সেই ফল অবশ্য মিলিত ।। বলিতে২ পুনঃ পাইল শুনিতে। হাতেমতাই ধাইল তাহার পশ্চাতে ।। এইরূপে হাতেম যে কত দূরে যায়। সম্মুখেতে পুন এক দেখিবারে পায় ।। অতি উচ্চদ্বার তার হাতেম দেখিল। সহিদের গোরস্থান বুঝিতে পারিল ।। গোরস্থান নিকটেতে হাতেম বসিল। তাহার বৃত্তান্ত কিছু বুঝিতে নারিল ।। এক প্রহর রজনী যখন হইল। গোরস্থান হৈতে সব মৃতলোক উঠিল ।। নব্য ভব্যঅতি যে সুসভ্য আকার। রাজপুত্র মত সব রূপ চমৎকার ।। গোর স্থান মধ্যভাগে রজত আসন। তদুপরি সবে করিল উপবেশন ।। কিছুক্ষণ পরে সেই আর একজন। গোরস্থান হইতে বাহিরায় তখন অতি কদাকার সেই কুৎসিত বরণ। বিচলিত চিত্ত তার মলিন বসন ।। মলিন বসন তার বিচলিত মন। দ্বিনয়নে বারি বহে করয়ে রোদন ।। ধরাসনে আসি বৈসে নিরাসনোপরে। গোরস্থান মধ্যভাগে বসি একেশ্বরে ।। দীন হীন কাঙ্গালের প্রায় সেই জন। বসিয়া রোদন করে তাপিত জীবন ।। দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করে অনিবার। গোরস্থান মধ্যভাগে বসি বারম্বার ।। সভাতে না বৈসে সেই শোভিত হইয়া। সর্ব্বদা রোদন করে কিসের লাগিয়া ।। গোরস্থান বাসীগণে রজত আসনে। বসিয়া আনন্দ করে হরষিত মনে ।। আপশোস করিয়া কথা কহে বারম্বার। সুকার্য্য সাধিলে কাযে আসিত আমার বসিয়া সমস্ত লোক মেওা যত খায়। তার দিগে সভাজন ফিরে নাহি চায় ।। সব লোক মেওা খায় নাহি দেয় তাকে। বসিয়া হাতেমতাই সেই জনে দেখে। দুই প্রহর যামিনী হইল যখন। তথা আইল স্বর্ণ থালে অন্ন ব্যঞ্জন ।। যত জন বোসেছিল রজত আসনে। স্বর্ণথালে অন্ন যে আইল জনে জনে। সুবর্ণ ভৃঙ্গারে বারি সারি সারি রাখে। কে দিয়ে গেল অন্ন তাহারে নাহি দেখে ।। গোরস্থান সম্মুখেতে আশ্চর্য্য শোভন। হাতেমে দেখিতে যে পাইল একজন। হাতেমে লইয়ে গেল অতি সযতনে। সমাদরে বসাইল রজত আসনে ।। হাতেম চাহেন সেই কাঙ্গালের পানে। ইহাকে না যত্ন করে কিসের কারণে ।। মনে মনে হাতেমতাই ভাবে তখন। হেনকালে মৃত্তিকা থালে আইল ভোজন ।। ভগ্ন ভাণ্ডে জল রাখে গোরস্থান দ্বারে। মাটীর থালে অন্ন

দেয় সেই কাঙ্গালেরে ॥ গরম গাভীর দুগ্ধ মৃত্তিকা পাত্রেতে। দিয়ে গেল সেই কাঙ্গালেরে খাইতে॥ তাহার দুর্গতি দেখি হাতেম তখন। আপশোস করে মনে কাঙ্গাল কারণ॥ মনেতে দুঃখিত হয়ে হাতেম সুজন। স্বর্ণথালে অন্ন নাহি করিল ভোজন॥ সুসভ্য যতেক ছিল রজত আসনে। সকলে খাইল অন্ন আনন্দিত মনে॥ হাতেম আপন মনে করেন ভাবনা। প্রশ্নের বৃত্তান্ত কিছু নাহি গেল জানা॥ সভ্যগণে হাতেম করেন জিজ্ঞাসন। গোরস্থানে বসে দুখি এই কোন জন॥ সভ্যগণ বলে ওর না জানি কারণ। কি কারণে খেদ করে জিজ্ঞাস কারণ॥ পুরুষ হয়ে রোদন করে ভয়ানক কায। মলা বস্ত্র পরিধেয় পায় বড় লাজ॥ গোরস্থান সম্মুখেতে বসিয়া যেজন। ওহার নিকটে গিয়া কর জিজ্ঞাসন॥ ইহা বলি সভ্যগণ গোরস্থানে গেল। হাতেম তাহার কাছে উপবিষ্ট হৈল॥ হাতেম কহেন শুনি বিশেষ কারণ। গোরস্থান সম্মুখেতে তুমি কোন জন॥ কি কারণে রোদন কর গোর-স্থানে বসি। অতি জীর্ণ বস্ত্র পরা দুঃখ অভিলাষি॥ দীন হীন কাঙ্গাল প্রায় কান্দ কি কারণ। কার শোকে মনদুঃখে তাপিত জীবন॥ মনের কথা কও দেখি করিব শ্রবণ। সাধ্য হৈলে তব দুঃখ করিব মোচন॥ গোরস্থানবাসী কহে শুন গুণধাম। ইউছুফ আমার নাম চিন দেশে ধাম সেই গ্রামে পুর্ব্বে ছিনু আমি সদাগর। ধন ধেনু গজ বাজি ছিল বহুতর মহা কৃপণ ছিলাম পরম বখিল। দান ধ্যান কভু না করিনু এক তিল॥ অতিথি আইলে দ্বারে করিতাম তাড়ন। ভুলেও কাহারে কিছু করি নাই দান॥ যদি কেহ যাচিঞা করিত মম স্থানে। গালি দিয়া বিদায় করেছি সেই জনে॥ অর্থ অহঙ্কারে মত্ত ছিনু নিশি দিন। সময় প্রবর্ত্ত কালে ভমু হৈল ক্ষীণ॥ কোথা রৈল ধন ধেনু অমূল্য রতন। মুদিতে আঁখি সব ফাকি হৈল এখন॥ কেবল মাত্র করিলাম পাপ রাশি রাশি। সেই দুঃখে বসে কান্দি গোরস্থানে আসি॥ দস্যুভয়ে ধনার্থ পুতিলাম ভুতলে। কেহ না জানিল মম পুত্র সহদলে॥ সেই ধন অর্থ মম বিফল হইল। শেষেতে আমার কোন কাযে না আইল॥ সে ধন দান কৈলে নিদানে ভাল হৈত। গোরস্থানে আসি দুঃখ না পেতেম এত॥ বহু দিন কান্দি আমি গোরস্থান দ্বারে। কেহ কভু আসি না জিজ্ঞাসে আমারে॥

তুমি যদি কৃপা করি হও কৃপাবান। কৃপা করি কর মম দুঃখ অবসান ।। হাতেম কহেন শুনি কহ বিবরণ। কিসে অপরাধ তব হইবে ভঞ্জন ।। তব উপকার হেতু বল কি করিব। সাধ্যায়ত্ত হৈলে কার্য্য অবশ্য সাধিব ইউছফ বলেন যদি হও কৃপাবান। তব গুণে দোষ হৈতে পাই পরিত্রাণ পুত্র পৌত্র সব মম আছে চিন দেশে। দুঃখিত হইয়া ভ্রমে অতিথির বেশে ।। সেই চীনদেশে রাষ্ট্র আছে মম নাম। জিজ্ঞাসিলে কহিবে আমার গুণগ্রাম ।। পুত্র পৌত্র সব মম লইবে ডাকিয়া। কহিবে সমস্ত কথা বিরলে বসিয়া ।। অর্থের প্রভেদ কহিবে তাদের কাছে। বাটীর অনতিদূরে অর্থ পোতা আছে ।। কেন দুঃখ পাইয়ে দেশ ভ্রমণ কর। গর্ত্ত হৈতে অর্থ তুলি চারি অংশ কর ।। ধর্ম্মার্থে তিনাংশ ধন রাখিবে তাহার। একাংশ ধন লয়ে করিবে কারবার ।। তিনাংশ ধন লয়ে করিবে বিতরণ। কাঙ্গাল অতিথি আদি করিবে সেবন ।। আহার প্রদান কার্য্য করিবে সাধন। অদানে দান দাতা সদানে পুজন ।। যাচিঞা করিলে দান অকাতরে দিবে। ধন রাখি কৃপণতা কভু না করিবে ।। অভুক্ত কাঙ্গাল জনে করাবে ভোজন। অর্থেতে সুকার্য্য আদি করিবে সাধন ।। অন্ন বস্ত্র হীন জনে করিবে প্রদান। অভুক্ত জনারে সুখে করাবে ভোজন।। কন্যাভার আদি করি দায় যেই যার। ধন দিয়ে কর তারে দায়েতে উদ্ধার ।। ধনেতে সুকার্য্য যাহা হইবে সাধন। তখনি করিবে ত্যজি আলস্য শয়ন।। আমার উদ্দেশে ধন করিবে প্রদান। দানেতে দরিদ্র খণ্ডে পাব পরিত্রাণ ।। তব হৈতে হয় যদি মম উপকার। গোরস্থান হৈতে তুমি করহ নিস্তার ।। লোক উপকার হেতু বহু ধর্ম্ম আছে। পার যদি যাও মম পুত্র পৌত্র কাছে।। হাতেম কহেন আমি অবশ্য করিব। তব উপকার হেতু চীনদেশে যাব ।। ইহা বলিয়া হাতেম রজনী বঞ্চিল। প্রভাতে উঠিয়া চীনদেশে যাত্রা কৈল ।। চীনদেশে হাতেম চলিলেন তখন। একাকী চলে হাতেম ভাবি নারায়ণ ।। চীনদেশে চলে সেই ভাবিতে ভাবিতে। পথ মধ্যে কূপ এক পাইল দেখিতে ।। কুপেতে রয়েছে জল যেন সরোবর। তা-হাতে বিরাজে পদ্ম মুনি মনোহর ।। সেই জল পান হেতু পথী এক জন। গিয়াছিল কূপ মধ্যে দেখিল তখন। পিপাসক হয়ে হাতেম

গেল তার কাছে। অজাগর সর্প এক সেই কূপে আছে।। জলপান হেতু যে অগ্রেতে গিয়াছিল। অজাগরে ধরে তারে জলে ডুবাইল।। পথিক জনেরে সর্প কূপেতে ডুবায়। তাহা দেখি হাতেম করেন হায় হায়।। পথে মারা গেল এই পথিক সুজন। না জানিল গৃহে ওর পরিবারগণ।। কি হবে ইহার গতি কি করি উপায়। এ পতির শোকে পাছে সতী মারা যায়।। হায়২ কি বিপদ ঘটিল অকস্মাৎ। পথমধ্যে পথিকের হৈল সর্পাঘাত।। কি হবে উপায় এর কি করি এক্ষণে। তব জীব মারা যায় সর্পের দংশনে।। সর্প অন্বেষণে যাব কূপের ভিতরে। বাঁচাইব পথিকেরে মারি অজাগরে।। ইহা বলি হাতেম কূপেতে প্রবেশিল। পর উপকার হেতু জলেতে ডুবিল।। জলে প্রবেশিয়া হাতেম দিল সাতার। চলিল যতেক দূর জলের সঞ্চার।। গভীর গম্ভীর জলে চলে গুণাকর। ফুরাইল জলপথ দেখিল নগর।। অতি মনোহর পুরী শোভা চমৎকার। অতুল্য তুলনা দিতে নাহিক তাহার রজৎ নামেতে এক বাদশা আছিল। তথায় হাতেম গিয়া উপস্থিত হৈল।। তাহার কন্যা এক পরম রূপবতী। রূপে গুণে মহী ধন্যা কন্যা মহামতি।। আইবড় কন্যা সেই আছে বাদশার। করেছেন কন্যা প্রেহিল্লিকা অঙ্গীকার।। তিনটী প্রেহিল্লিকা যে করিবে পুরণ। স্বয়ম্বরে সেই বরে করিব বরণ।। এই প্রতিজ্ঞা কন্যা করিল বাহুবলে। হরষিতে বরমাল্য দিব তার গলে।। এই পণ নিরূপণ করিলেন সতী। জিনিলে স্বয়ম্বর তিনি হবে মম পতি।। না পারিলে করিতে সে প্রসিদ্ধ সংস্কার নিজহস্তে শিরোচ্ছেদ করিব তাহার।। ইহা শুনি হাতেম ভাবেন পদে পদে। পর উপকারে এসে পড়িনু বিপদে।। পর হেতু প্রাণ যায় হায় একি দায়। রমণীর হাতে মম মস্তক যে যায়।। হায় বিধি এই ছিল আমার কপালে। রমণীর হাতে কাটা গেলাম পাতালে।। এই বড় মনে খেদ রহিল আমার। করিতে নারিনু পথিকের উপকার পর উপকার হেতু আইনু পাতালে। মৈনু নারির হাতে এই ছিল কপালে।। হাতেম এই ভাবনা করে বারম্বার। হেনকালে কিঙ্কর আইল বাদশার।। দূত বলে কে তুমি আইলে হেথায়। চল হে শীঘ্র বাদশা ডাকেন তোমায়।। অতি ক্রোধভরে দূত হাতেমেরে বলে।

মরিবার হেতু কেন আইলে পাতালে॥ শুনিয়া কঠিন বাক্য দূতের মুখেতে। চলিল হাতেমতাই ভাবিতে২॥ বাদশার নিকটে আসি উপস্থিত হৈল। যত্ন করি বাদশা হাতেমে জিজ্ঞাসিল॥ কিবা নাম ধর কর কোথায় বসতি। কি কারণে পাতালেতে হৈল তব গতি॥ কি কার্য্য সাধনে এলে যাইবে কোথায়। সে সমস্ত বিবরণ কহিবে আমায় হাতেম কহে শুন বাদশা গুণধাম। ইমনে বসতি হাতেম আমার নাম॥ চীনদেশে যাব আমি পর উপকারে। দৈবে আসি উপস্থিত তোমার নগরে॥ পর উপকার হেতু করি যে ভ্রমণ। পর কার্য্য সাধনে সতত মম মন॥ বাদশা বলে হাতেম করহ শ্রবণ। বিপদে পড়েছি আমি কন্যার কারণ॥ আইবড় কন্যা মম করিয়াছে পণ। প্রেহেল্লিকা প্রসিদ্ধ করিবে যেই জন॥ তার গলে বরমাল্য করিবে প্রদান। বিবাহে প্রেহিল্লিকা করেছেন বিধান। সংস্কারে পরাভব হবে যেইজন॥ নিজহস্তে করিবে তার শিরোচ্ছেদন॥ কত শত আসিয়াছে যে বাদশা সব। প্রেহেল্লিকায় হইল সবে পরাভব॥ যে হারিল সে মরিল না ফিরিল কেহ। শিরোচ্ছেদ কৈল সব পড়ে আছে দেহ॥ ঐ সব বাদশার মুণ্ড যায় গড়াগড়ি॥ রাশি২ পড়ে আছে সোণার পাগড়ি॥ কাটামুণ্ড পড়ে কত আছে বাদশার। শৃগাল কুক্কুরে কত করিছে আহার॥ ভব জীব মারা যায় প্রেহিল্লিকা হেতু। কন্যার কারণ বান্ধিলাম পাপসেতু॥ জীবহিংসা মহাপাপ না যায় খণ্ডন। পাপেতে মজিনু আমি কন্যার কারণ॥ পার যদি করিতে প্রেহিল্লিকা পুরণ। কন্যার নিকটে তুমি করহ গমন॥ হাতেম কহেন যদি সকলে হারিল। তবেত তোমার কন্যা আইবড় রহিল॥ দেশে২ অপযশ হইবে তোমার। লোকে কবে আইবড় কন্যা বাদশার। আইবড় কন্যাকে রাখিতে নাই ঘরে। বনগামী কর তারে শাস্ত্রের বিচারে॥ বিশেষ কন্যাতে হৈলে ঋতু অধিকার। সে কন্যাকে গৃহে রাখা অতি অবিচার বয়স্থা আইবড় কন্যা যেবা রাখে ঘরে। পরলোকে মজে সেই নরক সাগরে॥ আইবড় কন্যা রাখি সে বাণ নৃপতি। দেশে২ কত তার হইল অখ্যাতি॥ অতএব শুনহ বাদশা মহাশয়। বিশ্বাসঘাতিনী কন্যা রাখা শ্রেয় নয়॥ বাদশা বলে এ কথা শুনিলে উপহাস। কে

কোথায় কন্যাকে দিয়াছে বনবাস।। ইহা শুনি হাতেম করিলেন গমন। কন্যার সিংহের দ্বারে উপস্থিত হন।। দ্বারপাল আসি সব কন্যাকে কহিল। কে একজন সিংহদ্বারে উপনীত হৈল।। শুনিয়া যে কন্যা নিজ আসনে বসিল। হাতেমে লইতে কন্যা দাসে আদেশিল।। হাতেম আইল তবে কন্যার গোচর। বসাইল হাতেমেরে আসন উপর।। আপনি বসিল কন্যা ধর্ম্মাসনোপরে। হাতেম বসিল আসি আসন উপরে। হাতেমের রূপ দেখি কন্যা যে মোহিল। হাতেমে রক্ষিতে কন্যা মনেতে ভাবিল।। অতি মনোহর পুরুষ মন হরিল। দেখিয়া পুরুষবরে পণ সিদ্ধ হৈল।। আর মম প্রেহিল্লিকা নাহি প্রয়োজন। বিধি নিধি মিলাইল করিব যতন।। রতনে যতন করা উচিত এখন। রত্নহার কণ্ঠস্থ করি জুড়াই জীবন।। এ নিধি ত্যজিলে বিধি বৈমুখ হইবে। তবে অধিনীর প্রাণ কি রূপে বাঁচিবে।। প্রেহিল্লিকায় হারে যদি এই রতন। কিরূপে করিব এর মস্তক ছেদন।। কেন করিলাম আমি নিদারুণ পণ। অগ্রেতে না জানি হেন মিলিবে রতন।। হাতেমে হেরিয়া মন ধৈর্য্য নাহি মানে। আপনি হারিনু আমি আপনার পণে।। দাসীকে ডাকিয়া কন্যা কহেন গোপনে। কি করি উপায় দাসী কহত এক্ষণে।। হাতেমে হেরিয়া মম স্থির নহে মন। বিধি নিধি মিলাইল করিব যতন।। সমস্যায় হারে যদি হাতেম রতন। কিরূপে করিব এর মস্তক ছেদন।। কোন প্রাণে প্রাণধনে করিব নিধন। এ ধনে নিধন কৈলে বিফল জীবন।। দাসী বলে কেন কৈলে নিদারুণ পণ। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।। বধিলে ভব জীবে প্রেহেল্লিকা প্রকাশী। প্রেহেল্লিকা নয় তব পাপ রাশি২।। এখন করহ কন্যা উপায় ইহার। অন্তে কৃতান্তে কিসে পাইবে নিস্তার।। মারা গেল ভবজীব হেরে প্রেহিল্লিকে। সেইপাপে দণ্ড তব হবে পরলোকে।। স্বয়ম্বরে করিয়া প্রেহিল্লিকা সাধন। করিলে কেবল মাত্র নরকোপার্জ্জন।। জীবহিংসা বহুতর করিলে আপনি। অনায়াসে হইলে কন্যা পাপ পরায়ণি।। ত্যজ বাদশাজাদি এই প্রেহেল্লিকা বালাই। বিবাহ করহ কন্যা পণে দেহ ছাই।। সুগন্ধ কুসুম মালা লয়ে করতলে। বরমাল্য দেও কন্যা হাতেমের গলে।

তব যোগ্য বর এই হাতেম গুণধাম। হাতেমে বরণ করি পুরাও মনস্কাম॥ হাতেম অতি সুভাজন তব যোগ্য বর। হাতেমে লইয়ে বসাও পালঙ্ক উপর॥ হাতেম কহেন দাসী কহ বিবরণ। কি রূপে করিল কন্যা বিবাহের পণ॥ দাসী বলেন হাতেম করহ শ্রবণ। যে রূপ করিল কন্যা বিবাহের পণ॥ প্রেহিল্লিকা বলে কন্যা উন্মাদেতে মত্ত। কেহ নাহিক পারে করিতে তার অর্থ॥ প্রভাতে করেন তার মস্তক ছেদন। এই নিরূপণ তার বিবাহের পণ॥ প্রেহেল্লিকায় হেরে অনেকে মারা যায়॥ কারো মাথা কাটে কারে শূলেতে চড়ায়। এই রূপে অনেক মনুষ্য মারা গেল। প্রাণের ভয়েতে কেহ পুনঃ না আইল॥ ঐ দেখ কত মুণ্ড যায় গড়াগড়ি। রাশি২ পোড়ে আছে সোণার পাগড়ি॥ মৃতদেহ পড়ে আছে পর্ব্বত আকার। শৃগাল কুক্কুরে কত করিছে আহার। মাংসাহারিগণ কত না যায় বর্ণন। নিত্য আসি মৃতদেহ করয়ে ভক্ষণ॥ মহা ভয়ানক কার্য্য পরম দুষ্কর। কেহ না জিনিতে পারে কন্যা স্বয়ম্বর॥ হাতেম কহেন আমি করিলাম পণ। অবশ্য করিব তার সিদ্ধ প্রয়োজন॥ অগ্রে করি তার প্রেহেল্লিকা সংশোধন। করিব জীবনে তবে জীবন গ্রহণ॥ আমি যদি হারি এই করিলাম পণ॥ নিজ হস্তে করিব নিজ শিরোচ্ছেদন দাসী বলে বুঝিলাম ঈশ্বরের মায়া। তোমার অদৃষ্টে আছে বাদশাতনয়া॥ কন্যার নিকটে রাখিয়া হাতেমেরে। দাসীত চলিয়া গেল আপনার ঘরে॥ প্রহরেক নিশি যদি গত হৈয়া গেল। উন্মাদিনী হয়ে কন্যা কহিতে লাগিল॥ পাগলিনী হয়ে কন্যা কহে হাতেমেরে কে তুমি পর পুরুষ আমার মন্দিরে॥ মম স্থানে আইলে বুঝি মরিবার তরে। বাসনা করেছ জেতে যমের গোচরে॥ প্রেহিল্লিকা অর্থে যদি হও অপারক। প্রাতে শূলে দিব কিম্বা কাটিব মস্তক॥ হাতেম কহেন কন্যা কহ প্রেহিল্লিকে। এখনি করিব অর্থ ভয় কি তোমাকে॥ কন্যা কহে কহি শুন সমস্যা কথন। প্রথম প্রেহিল্লিকা তুমি করহ পূরণ॥ কোনজন ক্ষীরোদেতে জন্মিল প্রথমে। কার গর্ব্ভে কন্যাপুত্র আসিয়া জনমে॥ তাহার তদন্ত কহ করিব শ্রবণ। প্রথমেতে জনমিল কোন কোন্ জন॥ হাতেম কহেন প্রথম ক্ষীরোদের কূলে। জন্মিলেন

দুর্গা আদ্যাশক্তি যারে বলে।। তাঁর গর্ভে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ জন্মিল তদন্তরে নর আদি প্রণীত হইল।। এইতো তোমার প্রথম প্রেহিল্লিকে প্রসিদ্ধ করিয়া আমি কহিনু তোমাকে।। শাস্ত্রের প্রমাণ এই প্রেহে-ল্লিকা অর্থ। প্রমাণ প্রসিদ্ধ করি কহিনু যথার্থ।। প্রথম প্রেহিল্লিকা অর্থ করিল বিশ্বাস। দ্বিতীয় সমস্যা কন্যা করেন প্রকাশ।। সংসারেতে কোন ফল অতি সুধাময়। নর নারী পিপাসক যে ফল আশায়।। সেই ফল পায়ে যদি হারায় কোনজন। সর্ব্বদা কান্দয়ে সেই ফলের কারণ।। প্রকাশিয়া হাতেম কহ আমার কাছে। সংসারের মধ্যে হেন কোন ফল আছে।। সেই ফল হারাইলে পুনঃ পাওয়া ভার। প্রাণ দিলে সেই ফল নাহি মিলে আর।। কহিল হাতেমতাই জানা গেল ভাবে। কন্যা পুত্র সুধাফল এই ভবার্ণবে।। এর পর সুধাফল নাহি ত্রিসংসারে। যে ফল পাবার আশে অশ্বমেধ করে।। সে ফল পায়ে যদি হারায় পুনর্ব্বার। প্রাণ দিলে সেই ফল নাহি মিলে আর।। সে ফল হারালে যদি কেহ কুড়ায়ে পেতো। সেই ফল হেতু তারে নিজ প্রাণ দিত।। প্রেহিল্লিকা অর্থ শুনে কন্যা চমৎ-কার। তৃতীয় প্রেহেল্লিকা কন্যা কহে পুনর্ব্বার।। সেই কোন শত্রু বল বিরাজে সংসারে। সাধু জনে অব্যাহতি যাহা নাহি করে।। সেই শত্রু নিবারণে সাধ্য আছে কার। যার কর ধরে তার নাহিক নিস্তার।। তার কর রোধ করা বড়ই দুষ্কর। সবে মাত্র এড়াইল দেব মহেশ্বর।। হাতেম বলে সংসারে বিরাজিত মৃত্যু। মরণ সম সংসারে আর নাই শত্রু। যারে ধরে তারে মারে এড়ান না যায়। মৃত্যু সম শত্রু আর না দেখি কোথায়।। সাধু মহাজন আদি যাহাতে সঞ্চারে। কার সাধ্য তার হাত এড়াইতে পারে।। একে২ প্রেহিল্লিকা সিদ্ধ কৈল সব। হাতেম হইল জয়ী কন্যা পরাভব।। হাতেমের পরাক্রম দেখিয়া তখন। অধোমুখে রহে কন্যা না তুলে বদন।। বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা খণ্ডন না যায়। দৈবযোগে এক সর্প আইল তথায়।। মহা ভয়ানক সর্প বিক্রম প্রকাশিল। মুখ বিস্তারিয়া আসি হাতেমে ধরিল।। হাতেম ভাবেন মনে উপায় কি করি। না মারিলে মারা যাই নিক-টেতে অরি।। প্রাণ-বৈরী না মারিলে প্রাণ বাঁচে কিসে। অন্তে

কৃতান্তে লবে প্রাণ যাবে বিষে ।। মারিলে যে জীবহিংসা না মারিলে মরি। বিষধরে না মারিলে মজিবে সব পুরী ।। ভল্লূক মহরা হাতেমের কাছে ছিল। একারণে হাতেমেরে গ্রাসিতে নারিল ।। হাতেম ফণীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত কৈল। হাতেম প্রহারে সর্প নিধন হইল ।। চিতা সাজাইয়া সর্পে করিল দহন। অবশিষ্ঠ ছিল যাহা পুতিল তখন নিদ্রাতুর ছিল কন্যা হয়ে অচেতন। ক্ষণকাল বিলম্বেতে হইল চেতন ।। পতিত বে হাতেমে দেখিয়া তখন। লজ্জিত হইয়া ঢাকে বসনে বদন ।। কপটেতে ছল করি হাতেমেরে বলে। কে তুমি পর পুরুষ আমার মহলে ।। বিশাল রজনী এই ঘোর দরশন। একাকী বসিয়া তুমি কিসের কারণ ।। হাতেম কহিল তুমি ভুলিলে এখন। প্রেহিল্লিকার কথা তব নাহিক স্মরণ ।। নিদ্রাগত ছিলে তুমি হয়ে অচেতন। চিনিয়া না চেন কন্যা কিসের কারণ ।। প্রেহিল্লিকা যে প্রসিদ্ধ করিয়াছি আমি। কি হেতু পর পুরুষ জ্ঞান কর তুমি ।। প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ করেছি অবহেলে। বাকি আছে মাত্র বরমাল্য দিতে গলে ।। হেনকালে দাসী আসি উপনীত হৈল। দাসীকে সমস্ত কন্যা কহিতে লাগিল ।। অদ্য নিশিযোগে এই অন্তঃপুরে ছিল। কহ দেখি সখি হাতেম কিরূপে বাঁচিল ।। কত লোক মারা গেল সর্পের দংশনে। অদ্য নিশিতে হাতেম বাঁচিল কেমনে ।। দাসী বলে বাঁচে হাতেম অদৃষ্টক্রমে। দয়া করি ভগবান বাঁচালে হাতেমে ।। দাসী কহে তুমি কন্যা ছিলে পাগলিনী। আপনি কেমন ছিলে কহ দেখি শুনি ।। কন্যা কহে ছিলাম ভাল নিদ্রিত হৈয়া। আরোগ্য হইল রোগ হাতেমে হেরিয়া ।। পুনঃ হাতেমে দাসী জিজ্ঞাসেন তখন। কি রূপে নিশিতে ছিলে কহ বিবরণ ।। কি দেখিলে কি শুনিলে কহ দেখি শুনি। কি রূপে বঞ্চিলে এই বিশাল রজনী ।। মহা ভয়ানক নিশি ভয়ানক স্থান। কি রূপে হাতেমতাই বাঁচাইলে প্রাণ ।। কত লোক আসিয়া মরিল এই স্থানে। কহ হাতেম তুমি অদ্য বাঁচিলে কেমনে ।। হাতেম কহেন কি কব নিশিতে। প্রভাতে কব সব বাদশার সাক্ষাতে ।। কহিতে২ নিশি প্রভাত হইল। গাত্রোত্থান করি বাদশা তক্তে বসিল সভা করি বাদশা হাতেমে ডাকাইল। বাদশাভিমুখে আসি উপবিষ্ট

হৈল ।। সমাদরে হাতেমেরে বসায়ে বাদশা। কন্যার সমস্ত কথা করেন জিজ্ঞাসা ।। কি রূপে আছিল কন্যা কহ দেখি শুনি। সুস্থ শরীরে ছিল কি ছিল উন্মাদিনী ।। কি রূপে বাঁচিলে তুমি কহ বিবরণ। হাতেম কহে অদৃষ্টে যা ছিল লিখন ।। বাঁচাইল ভগবান কৃপা দৃষ্টি করি। কষ্টেতে বঞ্চিনু তথা বিশাল শর্ব্বরী ।। প্রহরেক রাত্রি যবে উপস্থিত হৈল। উন্মাদিনী হয়ে কন্যা পালঙ্কে বসিল ।। মম প্রতি কহে কন্যা সমস্যা প্রভব। সে কথা সম্ভব নহে অসম্ভব সব ।। পাগলিনী মত মোরে কহে বারম্বার। সে কথার অর্থ সংসারে পাওয়া ভার। কত ক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ বঞ্চিৎ রোগেতে। মম দিগে দৃষ্টি করি লাগিল কহিতে ।। কে তুমি পর পুরুষ মহলে আমার কি রূপে বসিলে আসি লজ্জা নাই তোমার ।। তিন প্রেহিল্লিকা যদি না পার কহিতে। শূলে চড়াইব তোমায় রজনী প্রভাতে। ইহা বলি কহিলেন তিন প্রেহিল্লিকে। সমস্ত অর্থ তার কহিনু একে২ ।। প্রেহি-ল্লিকার অর্থ শুনে বিচলিত মনে। বসিলেন চন্দ্রানন ঢাকিয়া বসনে ।। ক্ষণেক পরে কন্যার কক্ষস্থল হৈতে। সর্প এক বাহির হইল আচম্বিতে সে চক্র প্রকাশ করি অতি ক্রোধমন। ধাইল ফণী আমায় করিতে দংশন ।। অস্ত্রাঘাতে সেই সর্প নিধন করিনু। সর্প-চিতা প্রণিত করি তারে পোড়াইনু ।। ফণি চন্দ্রাননে অগ্নি করিয়া দাহন। সর্প চিতাকুঞ্জ পরে করিনু পতন ।। সর্প চিতাকুঞ্জ হৈতে তুলিয়া সর্পেরে। হাতেম তুলে সর্প দেখায় বাদশারে ।। কালসর্প হেরি বাদশা মূর্চ্ছিত হইল। সর্পের তদন্ত সব বাদশা জিজ্ঞাসিল ।। কহ হে হাতেমতাই করিব শ্রবণ। এই কালসর্প পূর্ব্বে ছিল কোনজন ।। কি হেতু সর্পের বাস কন্যার কক্ষেতে। ইহার তদন্ত কহ আমার সাক্ষাতে ।। হাতেম কহে শুন বাদশা মহাশয়। এই সর্প ছিল এক বাদশা-তনয় ।। তোমার কন্যার প্রতি ছিল এর মন। প্রেহিল্লিকা জিনিয়া যে করিবে বরণ। সময় প্রবর্ত্ত কালে হইল নিধন। কন্যা কক্ষস্থলে বাস সর্পরূপ ধারণ মারা গেল কালসর্প কন্যার বালাই। ঘুচিল উন্মাদরোগ আর চিন্তা নাই ।। সর্পের নিশ্বাসে কন্যা উন্মাদিনী হৈতো। বিষের জোরে কন্যার চেতন হরিত ।। কন্যার আপদ গেল ঘুচিল বিপদ। কৃপা করি

ভগবান দিলেন শ্রীপদ ॥ নিরাপদে রবে কন্যা সম্পদ বাড়িবে। পরম কুশলে কন্যা সতত রহিবে ॥ বাদশা বলেন কন্যা বাঁচিল আমার। কালসর্প হৈতে তুমি করিলে নিস্তার ॥ কন্যা হেতু ছিনু আমি পরম ভাবিত। দূরে গেল সে ভাবনা হৈনু হরষিত ॥ আর এক কথা হাতেম করহ শ্রবণ। আমার কন্যাকে তুমি করহ গ্রহণ ॥ বিবাহ নির্ব্বাহ কর হয়ে কৃপাবান। তব হস্তে করি আমি কন্যা সম্প্রদান ॥ কন্যা যোগ্য বর তুমি পাত্র বিচক্ষণ। এসো তব হস্তে করি কন্যা সমর্পণ ॥ কন্যার পূর্ব্বে আছে পণ নিরূপণ। সমস্যায় হৈলে জয়ী করিব বরণ ॥ প্রেহি-লিকায় জয়ী হইলে তিনবার। রাজ বিচারে কন্যা হইল তোমার ॥ হাতেম বলেন আমি থাকিতে নারিব। যথা তথা যাব আমি কন্যাকে লইব। কন্যা লয়ে তব গৃহে থাকিতে নারিব। যথা ইচ্ছা হবে মম তথাকারে যাব ॥ এই অঙ্গীকার অগ্রে কর মহাশয় ॥ তবে তব কন্যা সহ করি পরিণয় ॥ যথা মন চাহে আমি যাব তথাকারে। বারণ করিতে কেহ নারিবে আমারে ॥ যথায় রাখিব কন্যা তথায় থাকিবে মম বাক্য কভু সেই লঙ্ঘিতে নারিবে ॥ ইহা শুনি বাদশা করিল অঙ্গীকার। যথা ইচ্ছা লয়ে যাও কন্যাকে আমার ॥ তোমায় বারণ কেহ করিতে নারিবে। তব অনুগত হয়ে কন্যা যে থাকিবে ॥ হাতে-মের বাক্যে তবে কৈল অঙ্গীকার। বিবাহের অনুমতি হৈল বাদশার ॥ দাসে আদেশিয়া সব উদ্‌যোগ করিল। হাতেমের গলে কন্যা বর-মাল্য দিল। বিবাহ করি হাতেম রহিল তথায়। এইরূপে হাতেমের কিছু দিন যায় ॥ কন্যা সহকারে হাতেম রতি সংস্কার। তৃতীয় মাসেতে হৈল গর্ব্ভের সঞ্চার ॥ হাতেম কহেন কন্যা করহ শ্রবণ। চীন দেশে যাব আমি আছে প্রয়োজন ॥ তোমার গর্ব্ভেতে যদি হয় সুনন্দন কহিবে তাহার কাছে মম বিবরণ ॥ হাতেম তোমার পিতা ইমন সহরে। পাঠাইয়া দিবে যদি যেতে ইচ্ছা করে ॥ ইহা বলিয়া হাতেম বিদায় হইল। সেবিয়া শ্রীগুরু পদ ঈশ্বর বিরচিল ॥

কন্যাকে বলিয়া হাতেম চলিল তখন। বেঁচে যদি থাকি পুনঃ হইবে মিলন ॥ ইহা বলিয়া হাতেম চলিল তখন। চীনদেশের পথ, কৈল অবলম্বন ॥ হাতেম চলিল যদি হইয়ে বিদায়। এই রূপে কিছু দিন

পথ মধ্যে যায়।। উপস্থিত হৈল আসি চীনের নগর। প্রতিবাসীর প্রতি কহেন তৎপর।। কোন স্থানে থাকিত ইউছফ সদাগর। কহ দেখি শুনি যে কোথায় তার ঘর।। তাহার পুত্র পৌত্রাদি আছে কোন খানে। শীঘ্র আনিয়া দাও আমার বিদ্যমানে।। প্রতিবাসী আসি শীঘ্র তাহাকে কহিল। হাতেম নিকটে আসি উপস্থিত হৈল ইউছফের পুত্রগণ কহেন তখন। তুমি কোনজন কোথা তব নিকেতন।। হাতেম কহেন মম ইমনে ভবন। হাতেম নামে আমি বাদশার নন্দন। তোমাদের পিতা হে ইউছফ নামেতে। তার সহ সাক্ষাত হইল এই পথে। কহিল আমাকে সে বিশেষ বিবরণ। পোতা আছে তব পিতাদত্ত সব ধন।। শয়ন মন্দির মধ্যে মৃত্তিকা ভিতর। তব পিতাদত্ত ধন আছে বহুতর।। ইউছফের পুত্রাদি সকলেতে হাসে। কোথা হৈতে পাগল আইল চীনদেশে।। পিতার পরলোক বহু দিন হইল। কি রূপে তোমার সহ সাক্ষাত করিল।। মরিলে মনুষ্য দেহ নাহি পায় আর। কি রূপেতে কথায় বিশ্বাস তোমার।। দেহ রাখি পিতা মম পরলোকে গেল। কি রূপে তাঁহার সহ সাক্ষাত হইল।। অসম্ভব কথা তব শুনে হাসি পায়। কি কথা শুনালে এসে পাগলের প্রায়।। মরে পুনঃ দেহ পায় ভব-জীব যথা। সংসারে প্রচার নহে এই সব কথা।। কে করে বিশ্বাস তব কথা ভয়ানক। মরে পুনঃ দেহ পেয়ে ফিরে আসে লোক।। তোমার এ কথা শুনি ভূত ভবিষ্যৎ। মরা সহ কার কোথা হয়েছে সাক্ষাৎ।। বেদ বিধি অগোচর তব এই কথা। ভব-জীব মরে ফিরে শুনি নাই কোথা।। হাতেম বলেন যদি না হয় প্রত্যয়। বল কোথা তব পিতার শয়ন আলয়।। পুত্রগণ বলেন হাতেমের গোচরে। বস বাস করি বাদশার অধিকারে।। তাঁরে না জানায়ে নারি এ কার্য্য করিতে। বিপদ হবে বাদশা শুনিলে পশ্চাতে অগ্রেতে যাই চল বাদশার গোচরে। করা যাবে সেইমত যে মতাজ্ঞা করে।। হাতেমে সঙ্গে লয়ে সকলে চলিল। বাদশার সম্মুখেতে উপস্থিত হৈল।। করযোড়ে বাদশাকে জানায় বিবরণ। হাতেম ইহার নাম আইল এখন।। আমার পিতার কথা সমস্ত কহিল। পথমাঝে এর সহ সাক্ষাৎ হইল।। বাদশা শুনিয়া কয় হাসিতে হাসিতে।

কে তুমি পাগল আইলে চীনদেশেতে।। বহু দীন হইল ইউছফ মরিল। কিরূপে তোমার সহ সাক্ষাৎ হইল।। হাতেম কহেন শুন বাদশা মহাশয়। ঈশ্বরের চরিত্রে যে অসম্ভব নয়।। ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি যার প্রতি হয়। মরে বাঁচে সেইজন শুন মহাশয়।। বাদশা বলে কোথা ইউছফে দেখিলে। কিরূপে তাহার সহ সাক্ষাৎ করিলে।। হাতেম বাদশার স্থানে কহে তখন। একে২ যতেক সমস্ত বিবরণ।। যে রূপে মণিরস্বামী কন্যার আশকে। যে রূপে হাসেন কহে প্রেরিছিলিকে।। যে রূপেতে গোরস্থানে মৃত নরগণ। গোরস্থান মধ্যভাগ করিল শোভন।। যে রূপে কবর-দ্বারে বসিয়া তখন। ইউ-ছফ সদাগর করিল রোদন।। যে রূপেতে খাদ্য দ্রব্য মিলিল তাহার। একে২ কহেন সমস্ত তত্ত্ব তার।। যে রূপে যথায় হাতেম গিয়াছিল। একে২ বাদশাকে সমস্ত কহিল।। এতেক শুনি বাদশা হরষিত মন। হাতেম সহ তার গৃহে চলে তখন।। পুনঃ২ পুত্রগণ এইকথা বলে। হেন অসম্ভব কথা শুনি না কোন কালে।। মরে গেল দেহ পায় ফিরে এসে ঘরে। এ কথা প্রচার নহে এ তিন সংসারে।। এই কথা পুনঃ২ কহে পুত্রগণ। অসম্ভব কথা এই শুনি না কখন।। হাতেমের প্রতি কয় শুন মহাশয়। কোথা ধন অর্থ আছে কহত নিশ্চয়।। যতক্ষণ না হেরি যে পীতা দত্ত ধন। মম মনে প্রত্যয় না হয় কদাচন।। হাতেম কহেন চল তোমার পুরেতে। দেখাইব ধন-সব দেখিবে চক্ষেতে।। লয়ে চল তব পিতার শয়ন মন্দিরে। তাহার প্রমাণ আমি দেখাব তোমারে।। তব পিতা সহ সাক্ষাৎ হৈল পথদ্বয়। পাইলে তাহার প্রমাণ হৈবে প্রত্যয়।। অন্তঃপুরে সঙ্গে লয়ে চলহ আমারে। তার যত ধন অর্থ দেখাব তোমারে।। ইউছফের পুত্র যদি এতেক শুনিল। হাতেমেরে সঙ্গে লয়ে পুরে প্রবেশিল।। দেখাইল ইউছফের শয়ন মন্দির। তাহাতে প্রবেশ করে হাতেম সুধির।। হাতেম বলেন মেজে করহ খনন। গহ্বরেতে আছে তব পিতৃদত্ত ধন।। ইহা শুনিয়া ইউছফের পুত্রগণ। গৃহ মধ্যে করিলেন গহ্বর খনন।। শয়না-লয়ে গহ্বর খনন করিতে। পিতা দত্ত ধন সব পাইল দেখিতে।।

গহ্বরে সকল অর্থ আছে থরে থর। মণি চুণি হিরাহার পরেশ পাথর নানাজাতি অর্থ কত না জায় বর্ণন। গহ্বরে শোভিছে সব রজত কাঞ্চন মণিময় হেম তঙ্কা দেখে শঙ্কা হয়। অসম্ভব দেখে সব ইউছফ-তনয় ।। চারি অংশ করিল সেই ধন লইয়া। তিনাংশ রাখিল ইউছফের লাগিয়া ।। এক অংশ দিল পুত্রগণেকে তাহার। এক অংশ লয়ে কর বাণিজ্য ব্যাপার ।। তিন অংশ ধন দিল হাতেমের করে। দান ধ্যান কর তুমি পিতার গোচরে ।। পিতার উদ্দেশে দান কর মহাশয়। যাহাতে সে ইউছফ পিতার ভাল হয় ।। বাদশা বলে শুন হাতেম মহাশয়। করহ ইউছফের ভাল যাতে হয়। কাঙ্গাল অতিথে তুমি কর অর্থ দান। যাহাতে ইউছফ পায় উত্তম স্থান ।। যাহাতে হয় তাহার দরিদ্র খণ্ডন। খাদ্য দ্রব্য পায় উত্তম বসন ভূষণ ।। গোরস্থানে আনন্দ করে হরষিত মনে। যাহাতে বসিতে পায় রজত আসনে ।। সহিদগণ সহ যাতে পায় বসিতে। আনন্দে বিহরেন সদা গোর-স্থানেতে ।। স্বর্ণথালে অন্নভোগ যাতে হয় তার। অর্থ বিতরণে কর তার প্রতিকার ।। ইহা শুনি হাতেম লয়ে তিনাংশ ধন। দেশে দেশে করিল অতিথী নিমন্ত্রণ। যথা যত দেশে দেশে অতিথী আছিল। নিমন্ত্রণ পায়ে সবে চীনদেশে আইল ।। অন্ন বস্ত্র দান কত অতিথে করিল। দানেতে ইউছফের দুর্গতি খণ্ডিল ।। অতিথী কাঙ্গাল পেয়ে অন্ন বস্ত্র দান। ইউছফের প্রতি সবে করিল কল্যাণ ।। আশীর্ব্বাদ করে সবে ইউছফের প্রতি। উত্তম স্থানে তোমার হউক বসতি ।। ইউছফের পুত্রগণের দরিদ্র খণ্ডিল। একাংশ ধন লইয়া বাণিজ্যেতে গেল ।। ইউছফ পাইল ত্রাণ দরিদ্র হইতে। দুর্গতি খণ্ডনে স্থান পাইল রজতে ।। হাতেম কিছু দিন যে থাকিয়া তথায়। চলিল বাদ-শার স্থানে হৈয়ে বিদায় ।। চীনদেশ পরিহরি হাতেম চলিল। পাতাল পুরেতে আসি উপস্থিত হৈল ।। গর্ব্ববতী ছিল কন্যা প্রসব হইল। পুত্র মুখ দর্শন লাভ হাতেম করিল ।। কাঙ্গাল অতিথে করে কত ধন দান। হরষিতে রহে তথা হাতেম ধীমান ।। কহে কবি সরকার গুরুপদ সার। পুত্র পায়ে হাতেমের আনন্দ অপার ।।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

হাতেম আইল যদি, আনন্দে বাদশাজাদি, পতি মুখ দর্শন লভিল। পতি পুত্র পায়ে কন্যা, নিজ ধন্যা করি গণ্যা, আনন্দ-সাগরে প্রবেশিল স্ত্রী পুত্র দর্শন লাভ, করি হাতেম সুখার্ণব, আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হৈল। পুত্রের শ্রীপদ্ম মুখ, চুম্বনে অশেষ সুখ, মনের তিমির দূরে গেল।। পুত্রের লাবণ্য রাশি, যেন প্রভাতের শশী, হাতেমের কোলে হৈল শোভা স্ত্রী পুত্র হেরি নয়নে, হাতেম আনন্দ মনে, যেন শিশু অরুণের প্রভা।। মহা আনন্দে হাতেম, কাঙ্গালে বিলায় হেম, পুত্রের কল্যাণে করে দান। করিল পুরির শোভা, যেন মুনি মনলোভা, হেরিলে হরের হরে ধ্যান।। সুশোভিল চমৎকার, অতুল্য তুলনা তার, কি কহিব আমি একাননে। বর্ণ হারে পদ্ম জাতি, বর্ণিতে সভার জ্যোতি, জাতি যুতি সহ সুচন্দনে।। আনন্দে কেতুকা জাতি, করে বাদ্য নানাজাতি, স্থানে২ নহবত কত। কি বর্ণিব সে মাধুরি, নৃত্য করে বিদ্যাধরি, তড়িত জড়িত শত শত।। তড়িত বরণি তারা, করে লইয়া সেতারা, সুতার কত বাদ্য শোভিল। আনে খাদ্য নানাজাতি, ভুঞ্জাইল নানাজাতি, দানেতে দরিদ্র খণ্ডাইল এই রূপে মতিমান, পুত্রের কল্যাণে দান, কৈল কত অর্থ বিতরণ। আইল যে পুরে তার, কৈল কত পুরস্কার, বসন ভূষণ আভরণ।। এরূপে হাতেম দাতা, কিছু দিন রহে তথা, দান ধ্যান করি বহুতর। জায়ার নিকটে আসি, কহে মৃদু মৃদু হাসি, শুন প্রিয়ে মম প্রত্যুত্তর।। থাকি তব পিত্রালয়, পালন কর তনয়, এক্ষণে বিদায় তব স্থানে। মম হেতু চিন্তান্তর, হওনাক নিরন্তর, যাই হে নিজ কার্য্য সাধনে।। শুন প্রিয়ে তোমায় কৈ, দেহ লয়ে বিদায় হৈ, মন রাখি তব বিদ্যমানে প্রিয় বাক্য প্রিয়ে ঠাই, বিদায় হাতেমতাই, হইলেন প্রিয় সন্নিধানে।। বেঁচে যদি থাকি প্রাণে, দেখা হবে প্রাণেং, প্রাণের মিলন তব স্থানে। নহে দেখা এই দেখা, আর হে হবেনা দেখা, ভাল লেখা কি আছে কে জানে।। কন্যাকে বুঝায়ে স্পষ্ট, হইলেন উপবিষ্ট, বাদশার কুঞ্জ অভিমুখে পত্নির পিতার ঠাঁই, আসিয়া হাতেমতাই, সমাদরে পরম কৌতুকে।। পত্নির জনক স্থানে, আসি হাতেম সকরুণে, প্রণামে শ্বশুর ব্যবহারে। কহিছেন বিবরিয়া, রহিল তব তনয়া, দেখ রেখ অতি যত্ন করে।।

তব পুত্রি পৌত্র আদি, পালিবেন যথা বিধি, রহিলেন তোমার তনয়া।
হাতেম এতেক বলি, শ্বশুরের পদধুলি, লইলেন মস্তকে করিয়া॥
হাতেম লৈয়ে বিদায়, পথস্থ হইয়ে যায়, গোরস্থানে উপস্থিত হৈল।
গোরস্থান অভিমুখে, হাতেম বসিয়া থাকে, এইরূপে তিন দিন গেল॥
যবন ভাষায় কয়, জুম্মারাত্র হৈলোদয়, সাধনের সময় সে নিশী।
মৃত শরীর হৈতে, উপস্থিত সকলেতে, যত ছিল চিতাকুঞ্জ বাসী॥
সে স্থান হৈতে তখন, উঠে রজত আসন, বসিল যতেক সাধুগণে।
খাদ্য দ্রব্য আয়োজন, স্বর্ণথালে অন্ন ব্যঞ্জন, প্রস্তুত হৈল সেই স্থানে॥
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে করি, আনিল শীতল বারি, সারি সারি দিল সভাজনে।
ইউছফ হর্ষ মনে, মিলিয়ু সে সভাজনে, বসিল আসি রজতাসনে॥
উত্তম ভূষণ অঙ্গে, বসিয়া সভার সঙ্গে, ইউছফ করেন ভোজন।
সুগন্ধি কুসুম হার, গলে দোলে সবাকার, ইউছফ হৈল সুভাজন॥
ইউছফ বলে প্রণাম, হাতেম তোমার নাম, চিনেছি তোমায় গুণধাম॥
তোমার পুণ্য প্রতাপে, নিস্তার পায়েছি পাপে, পুর্ণ হৈল মম মনস্কাম।
ধন্য ধন্য তুমি ধন্য, করিলে কতেক পুণ্য, করিয়া পরের উপকার।
পরের কার্য্য সাধনে, কত কষ্ট পেলে প্রাণে, পর পাপে করিতে নিস্তার তোমার কারণে আমি, হৈনু মোক্ষ স্বর্গগামী, গোরস্থানে আছি বহু সুখে। হৈল দুঃখ বিমোচন, স্বর্ণথালেতে ভোজন, করি আমি পরম কৌতুকে॥ আমি পূর্ব্বে নিরন্তর, হইয়া দুঃখে কাতর, কান্দিতাম অতি উচ্চৈঃস্বরে। সে দুঃখ হতে মোচন, না করি আর রোদন, সুখে আছি সে সুখাভ্যান্তরে॥ তোমা হৈতে গুণবান, মম দুঃখ অবসান, সুখে আছি এই চিতাকুঞ্জে। তোমার পুণ্য প্রতাপে, নিস্তার পেয়েছি পাপে, কত শত পাপ রাশি ভুঞ্জে॥ বঞ্চিয়া সে পাপ রাশি, কাঞ্চন আসনে বসি, সাধু সহ করিয়া মিলন। তোমা বিনা সাধ্য কার, করে পর উপকার, ত্রিভুবনে কে আছে এমন॥ করেছিলে অঙ্গিকার, কৈলে মম উপকার, তব বাক্য হইল সফল। তুমি সাধু মহাজন, উদ্ধারিলে অভাজন, তব হেতু হইনু নির্ম্মল॥ কৈতে অশেষ বিশেষ, রজনী হইল শেষ, সবে গোরস্থান প্রবেশিল। কহে কবি সরকার, শ্রীহাতেম গুণাকর, অন্য কার্য্য সাধনে চলিল॥

হাতেমের এক কৃষ্ণবর্ণ রমণির প্রতি হিরার অঙ্গুরী প্রদান।

পয়ার। তথা হইতে প্রস্থান করিয়া তখন। পথস্থ হয়ে হাতেম করেন গমন।। এক ময়দানের অন্তভাগে প্রবেশিয়া। দেখিল এক বৃদ্ধা আছে যে বসিয়া।। ছল করি কহে সেই প্রাচীন প্রকৃতি। কহ বৎস কেবা তুমি কোথায় বসতি।। দেখি অতি নব্য ভব্য সভ্য সুলক্ষণ। কিঞ্চিৎ যাচিঞা করি কর বিতরণ।। পথে২ ভ্রমি যে হইয়া কাঙ্গালিনী পতি পুত্র হীন আমি পরম দুঃখিনি।। পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র দেখ হে নয়নে অন্নাভাবে বর্ণ কালি তাপিত জিবনে।। বিচলিত দেহ মন অন্য কেহ নাই। অনাথিনী হয়ে আমি ভিক্ষা মেগে খাই।। মম প্রতি নিদয় হইয়ে যমুরায়। পথের কাঙ্গালিনী করেছেন আমায়।। স্থবিরে কাতর দেখি হাতেম কাতর। যোড় করে কহে কথা স্থবিরা গোচর।। শুন গো স্থবিরা মাতা কহি তব ঠাঁই। কি ভিক্ষা দিব আমি সঙ্গতি কিছু নাই।। যা আছে সঙ্গতি তোমায় প্রদান করি। ধর ধর ধর এই হিরার অঙ্গুরী। ইহা বলিয়া হাতেম অঙ্গুরী খুলিল। হিরার অঙ্গুরী স্থবিরাকে ভিক্ষা দিল।। অঙ্গুরী পাইয়া বুড়ী করে অনুমান। মনে জানিল হাতেম মহা ধনবান।। বাদশার পুত্র হবে জানা গেল ভাবে। তা নহিলে হিরার অঙ্গুরী কোথা পাবে।। আরো কিছু অর্থ আছে সঙ্গেতে উহার। মণিময় হিরাহার পরেশ পাথর।। হাতেমে নিধন করি ধন অর্থ লিব। বিধি নিধি মিলাইল ছেড়ে নাহিদিব।। সাত বেটার মা বুড়ি দুঃখিনী বেশেতে। ছল করে ভ্রমে পথে পরধন লৈতে।। হিরার অঙ্গুরী পায়ে হাতেমের স্থানে। সাত পুত্রকে তাহার ডাক দিয়া আনে।। যে যাহার নাম ধরি ডাকিতে লাগিল। বুড়ির ডাকেতে তারা তখনি আইল।। কাণে২ কহে বুড়ি পুত্রগণ কাছে। এই বেটার সঙ্গতি বহু অর্থ আছে।। দুঃখিনী বেশে ভিক্ষা মাগিনু ছল করি। হস্ত হৈতে খুলে দিল হিরার অঙ্গুরী।। মণিময় হিরাহার পরেশ পাথর। বহু অর্থ আছে সঙ্গে অঙ্গেতে বিস্তর।। অতিথীর বেশে ভ্রমে নাহি জানি ধাম। শুনেছি ওহার মুখে হাতেম ওর নাম।। বাদশার পুত্র হবে জানা গেল ভাবে। তা নহিলে হিরার অঙ্গুরী কোথা পাবে।। ঐ যায় পথ মধ্যে কর নিরীক্ষণ। হাতেমে নিধন করি

লহ সব ধন ॥ ইহা বলি বুড়ি সব ইসারা করিল। অঙ্গুলি হেলাইয়া হাতেমে দেখাইল ॥ জননীর আজ্ঞা স্বীকার করিয়া তখন। হাতেমের আশে পাশে ঘেরে দস্যুগণ। দস্যুগণ বলে কোথা যাবে মহাশয়। দাস হয়ে সঙ্গে যাই আজ্ঞা যদি হয়। ছলে বলে তস্কর হাতেম না বুঝিল। তস্করের সঙ্গে সঙ্গে হাতেম চলিল ॥ পশ্চাৎ হইতে সেই দস্যু সাতজন। হাতেমের চক্ষে কৈল বস্ত্র আচ্ছাদন ॥ বসন ভূষণ তার সমস্ত হরিল। হাতেমে ধরিয়া এক কূপেতে ফেলিল ॥ পলায়ন করিল যতেক দস্যুগণ। হাতেমেরে কূপ মধ্যে করিয়া পতন ॥ কূপেতে পতিত হয়ে হাতেম তখন। গাত্রের বেদনায় হইল অচেতন ॥ তিন দিন কূপমধ্যে হাতেম পতিত। চৈতন্য রহিত যে বেদনায় ব্যথিত ॥ প্রাণাকুল ব্যাকুল হইয়া সে কূপেতে। মোহরার কথা স্মরণ হৈল মনেতে ॥ শিরোপরিভাগ হৈতে মহরা লইয়া। গাত্রদেশে দিল জলে ঘর্ষণ করিয়া ॥ মহা ঔষধি মহরা ক্ষত মধ্যে দিল। ক্ষতের জ্বলন দাহ নিবারণ হৈল ॥ চৈতন্য পাইয়ে হাতেম ভাবেন মনে। তস্করের দুষ্কর রীত ধর্ম্ম নাহি মানে ॥ যাচিঞা কৈলে দিতাম যা ছিল সঙ্গতি অনর্থক দুঃখ দিল তস্কর দুর্ম্মতি ॥ ইহা ভাবি সে দিবস কূপেতে রহিল নিশিমধ্যে স্বপ্ন এক দর্শন করিল ॥ প্রত্যাদেশে কহে তারে হয়ে দৈব বাণি। কি কারণে আকুল তুমি ব্যাকুল প্রাণি ॥ কূপমধ্যে তোমাকে আনেন ভগবান। তোমা হতে হবে কিছু পরের কল্যাণ ॥ পর উপকার হেতু তব আগমন। কূপেতে পতিত আছে নানাবিধ ধন ॥ সেই ধন লহ তুমি যত ইচ্ছা যায়। প্রত্যাদেশে কহিলাম প্রভুর আজ্ঞায় ॥ হইবে পূর্ণ তোমার মনের বাসনা। সুসিদ্ধ হইবে তব স্বকার্য্য সাধনা ॥ এই ধন হইতে হবে বহু উপকার। কূপ হতে ধন লয়ে হও অগ্রসর ॥ হাতেম কহে স্বকার্য্য করিতে সাধন। পর উপকারে কৈনু দেহ সমর্পণ ॥ ভগবানের কার্য্যেতে সদত বাসনা। পর কার্য্য হয় মম স্বকার্য্য সাধনা ॥ কূপ হৈতে কি করিয়া লয়ে যাব ধন। একক কূপেতে আছি নাহি অন্য জন ॥ প্রত্যাদেশে বলে কল্য প্রভাতের কালে। ধনার্থ লইতে লোক পাবে দৈববলে ॥ এতেক দৈববাণি যে পুনশ্চ হইল। পুন দিবস হাতেম তথায় রহিল ॥ নিশি প্রভাতে হাতেম দেখেন

তখন। দৈববলে তথায় আসিয়া দুই জন।। হাতেমের নাম ধরি ডাকিতে লাগিল। কূপেতে থাকি হাতেম শুনিতে পাইল।। দৈবাধিন দুইজনে হাতেম লইয়া। কূপের যতেক ধন দিল দেখাইয়া।। আজ্ঞা দিল কূপ হৈতে ধন তুলিবারে। তুলিল সমস্ত অর্থ আজ্ঞা অনুসারে।। উপনীত কৈল ধন কূপের উপরে। বিবিধ প্রকার অর্থ হেরে মন হরে।। চুণি মণি হিরাহার পরেশ পাথর। দেবদত্ত ধন সব পরম সুন্দর।। দর্শনে অর্থের জ্যোতি মুনি মন হরে। কূপোপরিভাগে অর্থ কিবা শোভা করে।। অর্থ অর্পণ করি হাতেম বিদ্যমান তারা কৈল দুই জনে স্বস্থানে প্রস্থান।। হাতেম কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গতি করিয়া। চলিল সমস্ত অর্থ রহিল পড়িয়া। কূপের নিকটে অর্থ সমস্ত রহিল। কিঞ্চিৎ সঙ্গতি করি হাতেম চলিল।। তথা হইতে হাতেম কিছু দূরে গিয়া। দেখিল স্থবিরা এক পথেতে বসিয়া।। অতি বৃদ্ধা সেই নারী কৃষ্ণবর্ণ দেহ। একাকিনী বসি পথে সঙ্গে নাই কেহ।। দুঃখিনীর বেশে বুড়ি আছে যে বসিয়া। উপস্থিত হৈল হাতেম তথায় গিয়া।। স্থবিরার অভিমুখে হাতেম আইল। দুঃখিনি দেখিয়া তারে অর্থ কিছু দিল। সেই বুড়ি পথে বসি আছে মায়া করি। পূর্ব্বে দিয়াছিল যারে হিরার অঙ্গুরি।। হরিতে হাতেমের ধন আনন্দ মনে।। পুনর্ব্বার পুত্রগণে ডাক দিয়া আনে।। মফঃস্বলে বলে সেই পুত্রগণ প্রতি। এই যে পথিক ইনি মহা ধনপতি।। হরিবে ইহার ধন ফিকির করিয়া। ফিকিরে ফকির করি দিবে যে ছাড়িয়া।। ইহা বলি স্থবির যে করিল গমন। হাতেমের সঙ্গ নিল তার পুত্রগণ।। জিজ্ঞাসে হাতেম প্রতি কহ মহাশয়। দাস হয়ে সঙ্গে যাই আজ্ঞা যদি হয়।। হাতেম বলে সত্য কথা কহ সুধাই। কি কার্য্য সাধন কর কোন ব্যবসায়ী।। সত্য কথা কহ যদি সব দুঃখ যাবে। অসত্য বলিলে তার উচিত দণ্ড পাবে।। মনের কথা কহ দেখি শুনি বিরলে। কি তোমরা আশা করে মম সঙ্গ নিলে।। সত্য কৈলে ভাল হবে কৈনু অঙ্গিকার। ধন দিয়া তোমাদের করিব উপকার।। ধনের কথা শুনে সব আনন্দ মনে। মনের কথা কহে হাতেম বিদ্যমানে।। সত্য তত্ত্ব শুন হে সমস্ত জানাই। তস্কর হই আমরা দুস্কর ব্যবসায়ী।। চিরকাল দস্যু কার্য্য

করি যে সাধন। পরধন হরণে করি কাল যাপন।। হাতেম কহে তোমরা মম বাক্য শুন। দস্যুবৃত্তি করে কেন কাল ডেকে আন।। দস্যু কার্য্য কৈলে হবে পাপ পরায়ণ। পুলকে নরকে কেন করহে গমন।। কুকার্য্য সাধনে কর স্বকার্য্য বিফল। পাপ পারাবারে কেন কর বাস স্থল।। পরহিংসা করি কর পরধন হরণ। ধর্ম্মপথে কর কেন কণ্টক রোপণ।। ইন্দ্র বজ্রাঘাত কেন ডেকে আন মুণ্ডে। যাইতে বাসনা কর নরকের কুণ্ডে।। মানব দুর্ল্লভ জন্ম করিয়া গ্রহণ। সুধা ত্যজে কর কেন গরল ভক্ষণ।। পরহিংসা ত্যজি কর পর উপকার। যাহাতে পাইবে পাপ নরকে নিস্তার।। নরদেহ ধরি কেন নরহিংসা কর। নরকের বোঝা কেন শিরোপরে ধর।। কত দিন বেঁচে রবে এ ভব সংসারে। ভাব কিসে পার হবে ভব পারাবারে।। ধন ধরা পরিবার সব অকারণ। কার জন্য কর ভাই কুকার্য্য সাধন।। তুমি কার কে তোমার ভেবে দেখ মনে। কার জন্য পরধন হর কি কারণে।। পরধন হর কেন পরের লাগিয়া। পরলোকে যাবে কেন নরক লইয়া।। কে কোথায় রবে বল আইলে শমন। কার সাধ্য করে বল মরণ বারণ।। কিছু না হইত কৈলে কুকার্য্য সাধন। তবে যদি থাকিত হে মরণ বারণ।। জননী জঠরে যবে জনম সঞ্চার। তখনি হয়েছে মরণের অধিকার।। তবে কেন কর ভাই কুকার্য্য সাধন। আজি মরিলে কালি হবে দণ্ড ভাজন।। অতএব মম পাশে কর অঙ্গিকার। প্রাণপণে করিবে পরের উপকার।। দস্যুবৃত্তি পরিহরি হও সুভাজন। কুপথ ত্যজিয়া কর সুপথে গমন।। পাপাচার কার্য্য ত্যজ শুন সবিশেষ। সুক্ষ্ম পথে চল হে দুঃখ হবে শেষ।। পরহিংসা পরধন পরপরিবাদ। সব পরিহরি হও পাপে অবসাদ।। কুকার্য্য সাধন আর কোরোনা কোরোনা। পরে দণ্ড পাবে তার জান না জান না।। আজি হৈতে ত্যজ সব পরের হিংসন। দুস্কর তস্করবৃত্তি করনা সাধন।। দস্যুগণ বলে তুমি করিলে নিষেধ। অদ্য হৈতে দস্যুবৃত্তি কৈনু পরিচ্ছেদ।। অপকার ত্যজিয়া করিব উপকার। অদ্য হৈতে ধর্ম্মপথ কৈনু অধিকার।। অদ্য হৈতে ত্যাগ কৈনু পরের হিংসন। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষি থাক যত দেবগণ। এতেক কহিল যদি যত দস্যুগণ। হাতেম দেখায়ে দিল সেই সব ধন।।

কূপের নিকটেতে যতেক ধন ছিল। দস্যুগণে সমস্ত হাতেম দেখাইল॥ তস্করে করিয়া সব ধন সমর্পণ। তথা হইতে হাতেম করিল গমন॥ ঈশ্বর কহে ধন্য হাতেম সুভাজন। আপনি দুঃখ পায় পরে দিয়া ধন॥ পর সুখে সুখি সে হাতেম গুণবান। সর্ব্বদা করেন চেষ্টা পরের কল্যাণ॥ তথা হইতে হাতেম বিদায় হইল। দৈবাৎ কুক্কুর আসি পথেতে মিলিল॥ ক্ষুধিত আছে কুকুর খেতে নাহি পায়। এ কারণ আসিয়াছে দেখিয়া আমায়॥ হাতেম কাছে কুকুর উপবিষ্ট হৈল। সৌন্দর্য্য দেখিয়া হাতেম কক্ষে করিল॥ কুকুরে করিয়া কক্ষে হাতেম চলিল। পথি সম্মুখেতে এক আলয় দেখিল॥ নগরে পশি হাতেম যায় তথাকারে। উপস্থিত হৈল আসি গৃহস্থ গোচরে॥ অতিথীর ব্যবহারে হাতেমে সেবিল। সুখাদ্য আনিয়া কিছু হাতেমেরে দিল॥ আনন্দিত হৈল হাতেম খাদ্য পাইতে। আপনি না খেয়ে দিল কুকুরে খাইতে॥ আহার পাইয়া কুকুর আনন্দিত মনে। আহার করে আর চাহে হাতেম পানে॥ পরম সুন্দর কুকুর দেখি তখন। কুকুরের অঙ্গেতে করে হস্ত ক্ষেপণ॥ সেই কুকুরের অঙ্গে হস্ত যে বুলায় দেখিল পেরেক এক কুকুরের মাথায়॥ লোহার পেরেক মারা কুকুরের শীরে। তাহা দেখিয়া হাতেম দুঃখিত অন্তরে॥ অতি ভয়ানক কার্য্য নহে সাধারণ। কুকুরের শীরে প্রেক মারে কোনজন॥ ইহা বলিয়া হাতেম হস্ত বুলাইল। কুকুরের শীর হৈতে পেরেক পড়িল॥ পেরেক পড়িল যদি ভূমের উপর। কুকুর মূর্ত্তি ত্যজি হৈল নরের আকার॥ ছিল কুকুর হইল মনুষ্য আকৃতি। হাতেম দেখেন চায়ে অসম্ভব অতি মহা ভয়ানক রূপ দেখিয়া তখন। হাতেম মনুষ্য প্রতি করে জিজ্ঞাসন কহ কহ মহাশয় করিয়া প্রকাশ্য। কি কারণে কুকুর ছিলে হৈলে মনুষ্য॥ একি ভয়ানক রূপ কহিবে আমায়। কুকুর মনুষ্য হয় দেখি না কোথায়॥ সত্য কও কে তুমি হে কোন মহাজন। কুকুর দেহ পাইয়া ছিলে কি কারণ॥ কোন পাপগ্রস্থ হয়ে কুকুর হইলে। পুনঃ যে মানব দেহ কি হেতু পাইলে॥ ইহার তদন্ত কহ শুনি মহাশয়। কোথায় বসতি তুমি কাহার তনয়॥ একি রূপ অপরূপ হেরিনু নয়নে তব তত্ত্ব কহ সত্য শুনিব শ্রবণে॥ কিবা নাম ধর কর কি কার্য্য

সাধন। কুকুর হয়ে মনুষ্য হলে কি কারণ।। সহস্র প্রণাম করি হাতেম চরণে। নিজ পরিচয় কয় হাতেমের স্থানে।। ধন্য ধন্য তুমি পুণ্যবান মহাশয়। তব দরশনে হৈল মম পাপক্ষয়।। তব তুল্য বন্ধু আর কে আছে আমার। অন্ধের নাশিলে হে মনের অন্ধকার।। পরম সাধু হে তুমি কে চিনে তোমায়। পাপ পারাবারে পার করিলে আমায়।। তব অঙ্গ পরশনে পাপ তাপ গেল। খসিয়া মাথার প্রেক ভূতলে পড়িল।। তোমা বিনা কে করে লোকের উপকার। তব হেতু মনুষ্য হইনু পুনর্ব্বার।। যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে আমার। তদবধি শরণাগত হইনু তোমার।। অদ্য হৈতে তুমি মম জন্মদাতা গুরু। কুক্কুর দেহ নাশিলে হয়ে কল্পতরু।। দৈবযোগে না হতো যদি তব দর্শন। কত কষ্ট ভুগিতাম না যায় বর্ণন।। তুমি যদি না হইতে পাতক নাশক। কুকুর হয়ে কত দিন ভুঞ্জিতাম পাতক।। তদন্তরে মম দুঃখ করহ শ্রবণ। যেহেতু কুকুর দেহ হইল ধারণ।। সুরত নামে নগর তথায় আলয়। দুঃখি আমি নৈ হৈ সদাগরের তনয়।। পিতা সম সদাগর কেহ নাহি ছিল। বাণিজ্য কারণে চীন সহরে রহিল।। যথা কালে পরলোক হইল পিতার। সে সব বৈভব প্রাপ্ত হইল আমার।। ধন ধেনু গজ বাজি অতুল বৈভব। সদাগরি অর্থ যত প্রাপ্ত হৈল সব।। পিতা পরিবর্ত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইনু। তরণীপতি হয়ে তরণী সাজাইনু বনিতা রহিল গৃহে হয়ে একাকিনী। বাণিজ্যে চলিনু আমি লইয়া তরণী।। দীর্ঘকাল বিলম্ব যে হইল আমার। বিরল পাইয়া মম নিজ পরিবার।। কিঙ্কর আছিল এক হয়ে দ্বারপাল। তার সহ ভ্রষ্টা হয়ে সুখে হরে কাল।। গণিকা কার্য্য সাধন করি পরিবার। কিঙ্করে করিল সতী পতি অধিকার।। কুলে কালি দিয়া সতী অকুলে ডুবিল। এই রূপে সুখে তার কিছু দিন গেল।। বাণিজ্য অবসানে আইলাম গৃহেতে। দ্বারপাল অন্তঃপুরে না পারে যাইতে।। উভয়ে উভয়ের অসুখ সংঘটন। মম হেতু নহে আর যুগল মিলন।। সুসময় পায় যদি কখন২। যুক্তিযোগে করে দোঁহে কার্য্য সাধন।। মম হেতু ঘটিল যে এতেক যন্ত্রণা। যাদু করিতে আমায় করিল মন্ত্রণা।। এক দিন নিশিযোগে ছিলাম নিদ্রায়। লৌহের পেরেক মম মারিল মাথায়।।

পেরেকাঘাতে মনুষ্য দেহ হৈল দূর। পালঙ্কে বসিনু আমি হইয়া কুকুর ॥ কুকুরের মূর্ত্তি হেরি মম পরিবার ॥ তাড়াইয়া দিল আমায় করিয়া প্রহার ॥ চর্ম্ম পাদুকা অঙ্গেতে করিল ঘাতন। পতিকে কুকুর কৈল সুখের কারণ ॥ সে অবধি কুকুর হয়ে করি ভ্রমণ। দৈবযোগে তব সহ হইল মিলন ॥ এইত দুঃখের কথা করিনু প্রকাশ্য। তব অঙ্গ পরশনে হইনু মনুষ্য ॥ আর এক কথা আমি করি জিজ্ঞাসন। কিবা নাম ধর তব কোথা নিকেতন ॥ হাতেম কহে শুন হাতেম মম নাম। তাই নামে পিতা মম ইমনেতে ধাম ॥ সম্প্রতি যাইব আমি তাহার সহর। যে সহরে আছেন হারিস সদাগর ॥ হারিস আলয়ে যাব আছে প্রয়োজন। চঞ্চল আছি আমি হারিসের কারণ ॥ সদাগর বলে চল সঙ্গে লয়ে যাব। হারিসের বাটী আমি দেখাইয়া দিব ॥ আর এক কথা আমি করি নিবেদন। আর না যাইব আমি নিজ নিকেতন ॥ তব দাস হয়ে আমি সঙ্গেতে যাইব। ভ্রষ্টা রমণীর আর মুখ না দেখিব ॥ নিজ গৃহে গেলে ক্রোধ অধিক হইবে। সে ভ্রষ্টা রমণী মম হস্তে মারা যাবে ॥ হেরিলে তারে না হবে ক্রোধ নিবারণ। নিজহস্তে করিব কি স্ত্রীহত্যা সাধন ॥ স্ত্রীহত্যা বিষম পাপ বিষম যন্ত্রণা। এই হেতু পুনর্ব্বার গৃহেতে যাব না ॥ দ্বারপাল মারা যাবে সঙ্গেতে তাহার নর-নারী-হন্তা পাপে নাহিক নিস্তার ॥ অতএব মহাশয় গৃহে না যাইব। তব সহ দাস হয়ে ভ্রমণ করিব ॥ হাতেম বলে পুনঃ গৃহে কর গমন। তার এক সুমন্ত্রণা করহ সাধন ॥ নরনারী হত্যা হে করিতে না হইবে। আপনার বাণে তারা আপনি মারা যাবে। তার সুমন্ত্রণা তোমায় করি প্রদান। এই লৌহের পেরেক কর দুই খান ॥ নিশিযোগে গোপনে গৃহে কর গমন। দেখিবে দোঁহে আছে করিয়া শয়ন ॥ চুপে চুপে যাবে তথা কেউ না জানিবে। দুই পেরেক দোঁহার মাথায় মারিবে ॥ নর নারী কুকুর হইবে দুইজনে। এ দুঃখ দূরেতে যাবে দেখিবে নয়নে ॥ কুকুর বেশে বাটীর বাহির হইবে। কুকার্য্য সাধনে ফল তাতেই পাবে। এতেক বলি হাতেম করিল গমন। বাহুবলে সেই পেরেক করি ভঞ্জন ॥ নিশিযোগে সদাগর গৃহে প্রবেশিল। দুজনে শয়নে আছে গোপনে দেখিল ॥ পালঙ্ক উপরে দোঁহে

শুয়ে নিদ্রা যায়। পেরেক মারিল আসি দোঁহার মাথায়॥ নরনারী কুকুর হয়ে পালঙ্কে বসিল। পায়ের পাদুকা খুলে দোঁহাকে মারিল॥ চর্ম্ম পাদুকা প্রহার করিয়া গ্রহণ। কুকুর হয়ে বাহির হৈল দুইজন॥ সচক্ষেতে দেখিলেন সেই সদাগর। মন দুঃখ দূরে গেল হরিষ অন্তর অপরে অনেক কথা না যায় বর্ণন। তদন্তরে শুন হাতেমের বিবরণ॥ তথা হইতে হাতেম করিল গমন। বিছুর নিকটে গিয়া উপস্থিত হন॥ হাতেমে দেখিয়া বিছু প্রণাম করিল। সমাদরে হাতেমেরে সব জিজ্ঞাসিল॥ এত দিন বিলম্ব হইল কি লাগিয়া। হারিসের কন্যা আছে পথ নিরক্ষিয়া॥ হাতেম কহে শুনহ বিছু সদাগর। এনেছি কন্যার প্রেহিল্লিকার উত্তর॥ হাতেম আইল কন্যা সম্বাদ পাইয়া। হাতেমে লইয়া গেল দূত পাঠাইয়া॥ কন্যার নিকটে আসি হাতেম তখন। একে২ কহিল সমস্ত বিবরণ॥ কন্যা কহে সত্য বটে কহিলে যে কথা। বাস্তবিক জ্ঞান কৈনু নহেত অন্যথা॥ দুই প্রেহিল্লিকা সিদ্ধ করিলে আমার। তৃতীয় প্রেহিল্লিকা যে বাকি আছে আর॥ তাহার তদন্ত বলি করহ বর্ণন। তৃতীয় প্রেহিল্লিকা যে করহ শ্রবণ॥ কোন দেশে আছে সেই নামে মহাপরি। সাহা মহরা আছে তার হস্তে অঙ্গুরী॥ সেই মহরা যদি পার হে আনিবারে। জয়ী হইলে তুমি প্রেহিল্লিকা সমরে। যে কিছু কহিবে হে করিব অঙ্গিকার। তব স্থানে আমার পরাভব স্বীকার॥ এতেক শুনি হাতেম করিল গমন। পরীহস্তে অঙ্গুরী করিতে অন্বেষণ॥ ঈশ্বর কহে যে করে পরের উপকার। তার মতি না হইল করিতে সংসার॥ পর উপকার করি কাল কাটাইল। নিজ উপকার হেতু কিছু না ভাবিল॥ বিবাহ করিল সত্য না রহিল ঘরে। দেহ অবসান হৈল পর উপকারে॥

বিছু সদাগরের নিকট হাতেমের বিদায় প্রার্থনা।
দীর্ঘ-ত্রিপদী।

বিছুকে প্রবোধ দিয়া, বিধিমতে বুঝাইয়া, সান্ত্বনা করিয়া সবিশেষ।
চিন্তা কিছু কর নাই, অঙ্গুরী আনিতে যাই, যথা মহা পরীর সুদেশ॥

নিশ্চিন্তিত থাক তুমি, যত দিনে আসি আমি, লইয়া সে পরীর অঙ্গুরী।
হইয়া হে চিন্তান্তর, যেওনাক স্থানান্তর, যাই আমি যথা সেই পরী॥
ইহা শুনি সদাগর, হাতেমের ধরি কর, কহে অতি বিনয় করিয়া।
তুমি হে প্রাণের বন্ধু, পার কর আশাসিন্ধু, বলি তব চরণে ধরিয়া॥
কে কোথা পরের হেতু, পার হয়ে দুঃখ-সেতু, করে এত পর উপকার।
তুমি হে পরম ধাতা, পরের জীবন দাতা, পর আত্মা ভাব আপনার॥
তুমি অতি দয়াবান, পর হেতু দাও প্রাণ, প্রাণ দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।
আমি হে পরম নির্গুণ, কি বর্ণিব তব গুণ, তুমি দেহে কত গুণ ধর॥
পর আত্মা চিনে যেই, পরম পদার্থ সেই, পরে পরাৎপর যেই ভাবে।
পরে যে না ভাবে পর, সেই নিজে পরাৎপর, নরদেহ ধন্য তার ভবে॥
আমি মূর্খ দুরাচার, না চিনিহে উপকার, উপকার কেমন পদার্থ।
পর উপকার করি, পার হলে ভব-বারি, প্রকাশিলে পরম পরমার্থ॥
কহেন হাতেমতাই, মনে আমি ভাবি তাই, পাছে তুমি দুঃখ করি মর।
তোমার জীবন হেতু, আছি হে জীবনে ভীতু, আর ক্ষণমাত্র ধৈর্য্য ধর॥
বলিয়া হাতেমতাই, বিদায় তাহার ঠাই, মনে মনে ভাবি নারায়ণে।
চলে অতি দ্রুতগতি, সঙ্গে নাই যে সঙ্গতি, সতত ধিয়ায় ভগবানে॥
যাইতে পরীর স্থানে, ভাবে তাই মনে২, তাই ভাবে যাই কার কাছে।
কতদূর পরীপুরী, কারে বা জিজ্ঞাসা করি, পথমাঝে কেবা মগ আছে॥
বসি তরুমূলে তাই, ভাবেন হাতেমতাই, পরীর সম্বাদ পাব কোথা।
ভাবেন হাতেমতাই, কি করি কোথায় যাই, কেবা আছে পরীপুরী জ্ঞাতা।
বাদশা যথায় আছে, যাব আমি তার কাছে, তথা পাব পরীর খবর।
ভাবিয়া হাতেমতাই, চলে বাদশার ঠাই, উপস্থিত কূপের গোচর॥
সে কূপের অভিমুখে, হাতেম দাণ্ডায়ে দেখে, সম্মুখে কোশাদা ময়দান।
সেই ময়দানোপরে, হাতেম ভ্রমণ করে, দেখে তথা রাক্ষস নিশান॥
মনুষ্যের ঘ্রাণ পেয়ে, রাক্ষস আইল ধেয়ে, হাতেমেরে ঘেরিল আসিয়া।
চিন্তে পেরে হাতেমেরে, যত সেই রাক্ষসীরে, সমাদরে হাতেমে পূজিয়া
লয়ে তারা নিজঘরে, হাতেমেরে যত্ন করে, সুখাদ্য কতেক ভুঞ্জায়।
পুনঃ সে হাতেমে লয়ে, বাদশার স্থানে গিয়ে, উপস্থিত হইল তথায়।

হাতেম আইল শুনি, বাদশা আসি আপনি, হাতেমেরে আসনে বসায়। বাদশাই তক্তোপরে, বসাইয়া যত্ন করে, খাদ্য দ্রব্য আনিয়া যোগায়। আহারাদি হলে পরে, বাদশা জিজ্ঞাসা করে, কোন কার্য্যে তব আগমন হাতেম কহে বাদশা, যে আশয়ে করে আশা, আসিয়াছি তব নিকেতন থাকে কোথা মহাপরী, দেখাও তাহার পুরী, যাব আমি নিকটে তাহার। আছে তারে প্রয়োজন, যাব তার নিকেতন, বিশেষ নিবেদন আমার॥ কোন দেশে থাকে পরী, সন্ধান করিতে নারি, এ হেতু আইনু তব স্থানে। শুনি সব বিবরণ, বাদশা কহে তখন, ভয়ানক কার্য্য শুনি মনে॥ মহাপরী থাকে যথা, কে পারে যাইতে তথা, দেবতার সাধ্য কভু নাই। কি কব সে বিবরণ, মনুষ্য যেতে বারণ, সেই মহা ভয়ানক ঠাই॥ সে মহা পরীর পুরে, অমরে যাইতে নারে, নর হয়ে যাইবে কেমনে। যেতে পরীর আলয়, দেবতা করেন ভয়, সর্ব্বদা সশঙ্কিত শমনে॥ নাই সূর্য্য অধিকার, রাত্র দিন অন্ধকার, রবিসুত বৈমুখ সে স্থানে। হেরিলে পরীর পুরী, লজ্জা পায় লঙ্কাপুরী, তুমি হাতেম যাবে কেমনে॥ গেলে সে পরীর কাছে, মনুষ্য নাহিক বাঁচে, শুনিয়াছি চক্ষে নাহি দেখি। যাহার ডঙ্কায় অতি, লজ্জা পায়ে লঙ্কা-পতি, মুদিত করেন কুড়ি আঁখি॥ অমর কিন্নর আদি, যার ভয়ে প্রতি-বাদি, শমন দমন যার ধামে। কি তোমার হে ভরসা, ত্যজিয়া প্রাণের আশা, ভয় নাই তব পরিণামে॥ বাদশাকে তাই কয়, পরীকে না করি ভয়, হেরিব সে পরী শুভদৃষ্টে। দেখাইয়ে দাও পথ, পুরাইব মনোরথ, যাব আমি যা থাকে অদৃষ্টে॥ যাবৎ এ দেহ ধরি, প্রাণ আশা নাহি করি, দেহ রাখি পর উপকারে। বাদশা জানিল মনে, হাতেম না প্রবোধ মানে, একান্ত যাইবে পরী পুরে॥ কহে কবি সর-কার, আজ্ঞা লয়ে বাদশার, পরীপুরে যেতে ইচ্ছা করে। পুরাইতে মনোরথ, হাতেমে দেখাতে পথ, বাদশা আজ্ঞা দিল কিঙ্করে॥

পরীর পুরে হাতেমের গমন।

পয়ার।

বাদশা বলেন শুন মম দূতগণ। হাতেমেরে স্কন্ধে লয়ে করহ গমন॥ পরীর পুরীর পথ দেহ দেখাইয়া। হাতেমে বিদায় কর

সন্তোষ হইয়া ।। যদবধি আছে এই মম অধিকার। হাতেমে লইয়া স্কন্ধে হও অগ্রসার ।। পায়ে বাদশার আজ্ঞা যত দূতগণ। হাতেমেরে স্কন্ধে লয়ে করিল গমন ।। যত দূর বাদশার অধিকার ছিল। হাতেমেরে স্কন্ধে লয়ে দূতগণ গেল ।। পায়ে পরীর পথ হাতেমে দেখাইল। দূতেরে বিদায় করি হাতেম চলিল ।। মনেং হাতেম ভাবিয়া নারায়ণ। পরীর পুরীর পথে করিল গমন ।। কত দূরেতে হাতেম করে নিরীক্ষণ। পথাভিমুখে এক পর্ব্বত সুশোভন ।। গগণস্থ সে পর্ব্বত মহা ভয়ানক। দেখিল হাতেমতাই রাক্ষস পূজক ।। মনে ভাবে আরোহিব পর্ব্বতের পৃষ্ঠে। দেখিব পরীর পুরী যা থাকে অদৃষ্টে ।। ইহা ভাবি হাতেম পর্ব্বতে আরোহিল। পুষ্পের উদ্যান তাহে দেখিতে পাইল ।। মনোহর উদ্যান যে পুষ্প নানাজাতি। বর্ণিতে যে বর্ণ হারে উদ্যানের জ্যোতি ।। স্থানেং পারিজাত সৌরভে শোভিত। ইন্দ্রের উদ্যান যেন হয়েছে বেষ্টিত ।। মনোহর শোভা হাতেম করে দর্শন। দূরে থাকি পরী হাতেমে দেখে তখন ।। বায়ুভরে আসি এক মনোহর পরী। পুরে লয়ে গেল হাতেমের হাতে ধরি ।। পরীপুরে হাতেমে উপবিষ্ট করিল। লক্ষং পরী আসি হাতেমে ঘেরিল ।। পরীগণ জিজ্ঞাসেন হাতেমের প্রতি। কে তুমি মনুষ্যজাতি কোথায় বসতি ।। কোন কার্য্য সাধিবারে আইলে হেথায়। এ ভয়ানক স্থানে কে আনিল তোমায় ।। কহিলে মনের কথা প্রাণে না মারিব। অসত্য কহিলে তবে কারায় রাখিব ।। কিম্বা বধিব প্রাণে শূলেতে চড়াইয়া। নহে জিবনাবধি রাখিব কারা দিয়া ।। মনুষ্য আইলে এই মম অধিকারে। প্রত্যাগমন সে দেশে করিবারে নারে ।। ইন্দ্র চন্দ্র গতি মতি নাই মম স্থানে। মনুষ্য হইয়া তুমি আইলে কেমনে ।। কার সাধ্য আসিবারে ভয়ানক স্থানে। দুঃসাহসী কার্য্য হেন করিলে কেমনে ।। কহ হে মনের কথা শুনিব শ্রবণে। অসত্য কহিলে দণ্ড পাইবে এক্ষণে ।। কারাবৃত হবে কিম্বা মস্তক ছেদন। অথবা অগ্নিতে তোমা করিব দাহন ।। হাতেম বলে আমায় হয়ে কৃপাবান। ভয়ানক স্থানে আনিলেন ভগবান ।। সুরত সহরে মম জানিবেন ধাম। বাদশার পুত্র আমি হাতেম মম নাম ।। মহাক্রোধে পরীগণ কহিছে তখন। বুঝিনু

হাতেম তব নিকট মরণ ।। সত্য কথা না কহিলে মরিবার জন্যে। বুঝি পাঠালে তোমায় হারিসের কন্যা ।। সে বড় কঠিন মেয়ে জানি তার পণ। সাহা মহরা দেখিতে আছে তার মন ।। সেই যে তোমায় পাঠাইল ছল করি। লইতে এই সাহা মহরার অঙ্গুরী ।। ইহা বলি পরীগণ ক্রোধান্বিত হয়ে। হাতেমে নিধন হেতু উঠিল গর্জ্জিয়ে ।। পায়ে বেড়ি হাতে কোড়ি হাতেমের দিল। কারা মধ্যে রাখিতে হাতেমে আজ্ঞা দিল ।। কেহ বলে মনুষ্যকে রাখা হবে নাই। অগ্নিতে পোড়ায়ে হাতেমেরে কর ছাই ।। পরীর প্রধান বলে মম আজ্ঞা ধর। অগ্নিতে পোড়াইয়া হাতেমে ভস্ম কর ।। উজ্জ্বল কর এই আমার অধিকার। এ স্থানে না থাকে যেন মনুষ্য সঞ্চার ।। ইহা বলি পরীর প্রধান আজ্ঞা করে। হাতেমে লইয়ে গেল ময়দানোপরে ।। চিতা কুণ্ড প্রজ্বলিত কৈল অগ্নি দিয়া। অগ্নি মধ্যে হাতেমেরে দিল ফেলাইয়া ।। ভল্লুকের কন্যা যে মহরা দিয়াছিল। সেই মহরা হাতেম মুখেতে ধরিল ।। শীতল হইল অগ্নি মহরার জোরে। পরীগণ চলে গেল আপনার ঘরে ।। তিন দিন অগ্নি মধ্যে হাতেম রহিল। অগ্নি শীতল হৈতে হাতেম বাহিরিল ।। পুনঃ পরীর পুরী হাতেম প্রবেশিল। পুনর্ব্বার পরীগণ হাতেমে ধরিল ।। কহরে মনুষ্য জাতি শুনিব শ্রবণে। অগ্নিতে ফেলিনু তুমি বাঁচিলে কেমনে ।। প্রজ্বলিত অগ্নিতে পুড়ায়ে কৈনু ছাই। যে দেহ সে দেহ আছে কিছু পোড়ে নাই ।। পরিধেয় বস্ত্র তব কিছু না পুড়িল। এক লোমকূপে তব অগ্নি না ধরিল ।। বরঞ্চ দেহের জ্যোতি হইল উজ্জ্বল। লাবণ্য সুবর্ণ প্রায় হেরি সুকমল ।। কি রূপে পাইলে রক্ষা হুতাসন মাঝে। কি যাদু শিখেছ তুমি মনুষ্য সমাজে ।। হাতেম বলে যে ভাবে হরির চরণ। তাহারে মারিতে পারে কে আছে এমন ।। পরীগণ বলে শুন জাতীয় মনুষ্য। পড়েছ পরীর হাতে মরিবে অবশ্য ।। কোথা রবে হাতেম তোমার যাদুগিরী। প্রাণের বৈরি তোমার হৈল এই পরী ।। ইহা বলি পুনর্ব্বার হাতেমে ধরিয়া। অগ্নি মধ্যে পুনর্ব্বার দিল ফেলাইয়া। চলিলেন পরীগণ যে যাহার ঘরে। অগ্নিতে বাঁচে হাতেম মহরার জোরে ।। প্রজ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাণ হইল পরে। অগ্নি হইতে হাতেম

আইল বাহিরে ॥ তিন দিবস ছিল হাতেম অগ্নি ভিতর। মহরার জোরেতে না পুড়ে কলেবর ॥ পুনর্ব্বার ধরি তারে পরীর ঈশ্বর। হাতেমের বুকে দিল জগদল পাথর ॥ পাথরে না মরিল হাতেম গুণবান। বামহাতে টেনে ফেলে বুকের পাষাণ ॥ তাহা দেখি পরীগণ চিন্তিত হইল। অগ্নিতে ফেলিনু হাতেম তাহে না পুড়িল ॥ বুকেতে দিনু তার জগদল পাথর। তাহাতে না মরিল হাতেম পাপ নর ॥ মারিলে না মারা যায় এ কোন মনুষ্য। বল না হে এর কি করিব পরামর্শ। ইহা বলি পরীগণ পুনর্ব্বার ধরে। হাতেমেরে ফেলে দিল মহা রত্নাকরে ॥ সমুদ্রে পড়িয়া যে হাতেম ভেসে যায়। তিন দিন জলে ভাসে কুল নাহি পায় ॥ এমৎ সময় এক কুম্ভির আসিয়া। হাতেমের পায়ে ধরে নিল ডুবাইয়া ॥ গ্রাস কৈল কুম্ভির না ছাড়ে কোনক্রম কুম্ভিরের উদরে প্রবেশিল হাতেম ॥ তিন দিন অচৈতন্য কুম্ভির জঠরে চেতন পাইয়া পরে বলাক্রম করে ॥ কুম্ভির জঠরে হাতেম করে পদাঘাত। মনে ভাবে কুম্ভির কি ঘটিল ব্যাঘাত ॥ কঠিন আহার কিবা করেছি দৈবাৎ। জঠরে প্রবেশিয়া করিছে পদাঘাত ॥ কত শত মনুষ্য গ্রাসিনু বহু দিন। জীর্ণ না হয় এ কোন মনুষ্য কঠিন ॥ বুঝিনু প্রাণের নাশক এই আহার। এই আহারে হইব জীবনে সংহার ॥ ইহা ভাবি হাতেমেরে রাখিতে নারিল। সমুদ্রের তটে উঠে উগারে ফেলিল ॥ কুম্ভির জঠর হৈতে ভূতলে পড়িয়ে। দুই দিবস হাতেম চৈতন্য হারায়ে ॥ পরে হাতেম তথায় পাইয়া চেতন। ক্ষুধায় তাপিত অঙ্গ কাতর জিবন ॥ ধরাসন হইতে হাতেম দাণ্ডাইল। সম্মুখেতে পরীপুরী দেখিতে পাইল ॥ পরীগণ দূরে থাকি হাতেমে দেখিয়া। হাতেমের আশেপাশে ঘেরিল আসিয়া ॥ আপনা আপনি তারা বলাবলি করে। এ দেশে মনুষ্যজাতি এল কি প্রকারে ॥ হাতেমে জিজ্ঞাসে পরী কহ মর্ম্ম তার। আইলে পরীর দেশে কি কারণ তোমার। এখানে আইলে কোন কার্য্য অভিলাষে। কহ শুনি কে তোমায় আনিল এ দেশে ॥ একাকী এলে কি সঙ্গে আর কেহ আছে। অসত্য ত্যজিয়া সত্য কহ মম কাছে ॥ পদব্রজে আইলে কি অশ্ব আরোহণে। কি রূপে প্রবেশিলে এ ভয়ানক স্থানে ॥ হাতেম কহে

মোরে আনিল ভগবানে। আমার কি সাধ্য আসিতে ভয়ানক স্থানে॥ কুম্ভির আনিয়াছিল জঠরে করিয়া। এ দেশে এসে আমায় ফেলে উগারিয়া॥ ক্ষুধায় কাতর আমি কিছু নাই খাই। চলিতে না চলে পদ সামর্থ কিছু নাই॥ ক্ষুধাতুরে খাদ্য দিয়ে করাহ ভোজন। বহু ধর্ম্ম আছে ক্ষুধায় কৈলে সেবন॥ হিংসা তাজিয়া পরী কাতরে করি মায়া। ক্ষুধাতুরে অন্ন দেহি প্রকাশিয়া দয়া॥ বহু ধর্ম্ম আছে জীব করিলে রক্ষণ। হিংসা ত্যজি কর ধর্ম্ম পথেতে গমন॥ পরী বলে শত্রু তুমি পরী অরি হও। কিরূপে সেবি তোমায় মৈত্র তুমি নও। বাদশার আজ্ঞা আছে জানিত সকলে। সংহারিবে পরীপুরে মনুষ্য আইলে॥ তুমি মনুষ্যজাতি আইলে পরীপুরে। তোমারে সেবিতে নারি মৈত্র ব্যবহারে॥ বিশেষ বাদশা-আজ্ঞা কে করে লঙ্ঘন। এ হেতু নারি তোমায় করিতে সেবন॥ নর নারী রাক্ষস আইলে পরী পুরে। বাদশার আজ্ঞা সংহার করিব তাহারে॥ রাজ আজ্ঞা রক্ষা করা রক্ষকের কর্ম্ম। সে কার্য্য সাধনে কেন হইবে অধর্ম্ম। রাজনীতি শাস্ত্র এই রাজ ব্যবহারে। তাহাতে অধর্ম্ম নাই শাস্ত্র অনুসারে॥ বাদশার আজ্ঞায় আজি তোমারে মারিব। পায়েছি মনুষ্যজাতি ছেড়ে নাহি দিব॥ বাদশাজ্ঞা লঙ্ঘে যদি না মারি তোমায়। তব পরিবর্ত্তে বধ করিবে সবায়॥ আর এক পরী বলে করি নিবেদন। এ নয় বিচারে দোষী নহে কদাচন॥ কুম্ভিরে গ্রাসিল এরে সমুদ্রের জলে। পরীপুরে আসি কুম্ভির উগারিয়া ফেলে॥ দৈবযোগেতে এহারে আনিল কুম্ভিরে। বিনাদোষে বধিলে পাপ শাস্ত্রে বিচারে॥ স্ব-ইচ্ছায় না আইল পরীর নগরে। কি দোষ ইহার এরে আনিল কুম্ভিরে বিপদে পতিত হয়ে কুম্ভির জঠরে। জীবন রক্ষা হেতু আইল পরীপুরে লয়ে চল ইহারে না কদাচ মারিব। বাদশারে গোপন করি গৃহেতে রাখিব॥ বিশেষ রূপবান অতি যে সুশোভন। ইহারে বধিতে কভু নাহি লয় মন॥ কেহ বলে কি প্রকারে গোপনে রাখিবে। বাদশা শুনিতে পেলে সবংশে মারিবে॥ আর এক পরী বলে সভা বিদ্যমানে দূরেতে বাদশা আছে জানিবে কেমনে॥ সপ্তম দিনের পথে বাদশা-আলয়। কে যাবে জানাতে তাঁরে শুন মহাশয়॥ ইহারে লইয়া চল

রাখিব গোপনে। চলিল হাতেমে লয়ে যত পরীগণে ॥ অন্তঃপুরে লয়ে তারে অতি সুযতনে। হাতেমেরে বসাইল রজত আসনে ॥ নানাবিধ খাদ্য আনি হাতেমেরে দিল। খাদ্য অনুসারে হাতেম আরোগ্য হৈল ॥ সুস্থ শরীর হৈল হাতেমের যখন। পরীপুরী শোভা কত করে নিরীক্ষণ ॥ হাতেমের রূপ হেরি যত পরীগণ। হাতেমের রূপে মুগ্ধ হইল তখন ॥ সহজে রমণী জাতি চঞ্চলা চপলা। হাতেমে হেরিয়া আরো হইল চঞ্চলা ॥ রাত্র দিন হাতেমেরে লয়ে সমাদরে। আমোদ প্রমোদ করে বিবিধ প্রকারে ॥ এক দিন পরী সব জিজ্ঞাসে তাহায়। সত্য কহ কে তোমায় আনিল হেথায়। কোন কার্য্য সাধনে আইলে পরীপুরে। কহ হে মনের কথা শুনিব সত্বরে ॥ হাতেম কহেন পরী শুন বিবরণ। প্রথমে আইনু এক পরীর ভবন ॥ বাদশার আজ্ঞা লয়ে তথায় আইনু। আসিয়া পরীর পুরে বিপদে পড়িনু ॥ তিনবার পরীগণ ধরিয়া আমায়। প্রজ্জলিত অগ্নি মধ্যে বান্ধিয়া ফেলায় ॥ তার পর বুকেতে পাষাণ চাপা দিল। ভগবান আসি সে পাষাণে বাঁচাইল ॥ তার পর পরীগণ ধরে বাহুবলে। ভাসাইয়া দিল মোরে সমুদ্রের জলে ॥ তিন দিন যাই আমি জলেতে ভাসিয়া। দৈবাৎ কুম্ভির এক গ্রাসিল আসিয়া। বলে ধরে কুম্ভির সে জলে ডুবাইল ॥ দুরন্ত কুম্ভির জাতি কত কষ্ট দিল ॥ রাখিতে নারিয়া সে জঠর ভিতর। উগারে ফেলিল আসি তটের উপর ॥ তদন্তরে তোমাদের সঙ্গেতে মিলন। কহিলাম সমস্ত দুঃখের বিবরণ ॥ পরীগণ বলে কেন এত কষ্ট কর। দুঃখের পশরা শিরে কি জন্যেতে ধর ॥ কি কারণে এত কষ্ট করিলে স্বীকার। দেশে২ ভ্রমি কর অন্বে-ষণ কার ॥ হাতেম কহেন মহাপরী যার নাম। প্রয়োজন আছে কিছু যাব তার ধাম ॥ তাহার নিকটে যাব এই অভিলাষে। দেশ পরিহরি আইনু পরীর দেশে ॥ এতেক শুনিয়া হাসে যত পরীগণ। বুঝিনু হাতেম তব নিকট মরণ ॥ সহজে মনুষ্য জাতি পরম অজ্ঞান। মহাপরী কাছে যাবে হারাইতে প্রাণ ॥ মুষি হয়ে শশী ধত্তে পেতেছ হে ফাঁদ। বামন হয়ে আইলে ধরিবারে চাঁদ ॥ মহাপরীর নামে দেবতা কম্পবান। তার কাছে যেতে চাও শুনে কাঁদে প্রাণ ॥ যার

ভয়ে তোমারে রাখিনু লুকাইয়া। তার কাছে যেতে চাও সাহস করিয়া॥ নর হয়ে হতে ইচ্ছা ব্যাঘ্রের আহার। সাবাসি মনুষ্য জাতি সাহসে তোমার॥ মনুষ্য আইল পরী করিলে শ্রবণ। ধরে লয়ে করে তার মস্তক ছেদন॥ কাহার ক্ষমতা আছে মনুষ্য হইয়া। পরীর দেশেতে আসে সাহস করিয়া॥ পরীপুরে আসিতে নারে মনুষ্য জাতি। আইলে পরীর পুরী নাহি অব্যাহতি॥ আমরা দাস তার করি আজ্ঞা রক্ষণ। মনুষ্য পাইলে করি মস্তক ছেদন॥ দয়া করে তোমারে রাখিনু লুকাইয়া। ক্ষুধাতুর দেহ তব কাতর দেখিয়া॥ বাঁচাইনু প্রাণ তব দিয়া অন্ন জল। নিজ কার্য্য প্রকাশিলে গায়ে করি বল॥ হাতেম বলেন তারে মারে কোন জন। যাহারে দয়া করে রাখেন নারায়ণ॥ ভগবান ভবকর্ত্তা জিব রক্ষা করে। যাঁর জিব সে রাখিলে কার সাধ্য মারে॥ তিনি যদি বধিত আমায় করি বল। তুমি কি বাঁচাতে পার দিয়া অন্ন জল॥ তিনি মারিলে মরিতাম কুম্ভির জঠরে। কুম্ভিরে খাইলে বল কে বাঁচিতে পারে॥ কুম্ভির হৈতে ভগবান রক্ষা করিল। পুন কুম্ভির আমায় উগারে ফেলিল॥ কে কারে মারিতে পারে কেবা কার বধ্য। ভগবান রাখিলে তারে মারে কার সাধ্য॥ তোমাদের বাদশার আজ্ঞা যদি থাকে। বন্ধন করিয়া তথা পাঠাও আমাকে॥ পরীগণ বলে তুমি হৈলে শরণাগত। শরণাগতে মারিতে নাই শাস্ত্র সম্মত॥ বিশেষ অন্ন দিয়া বাঁচাইনু জীবনে। পুনঃ হাতেম তোমায় মারিব কেমনে॥ রোপন করিয়া বৃক্ষ ছেদনে নিষেধ। বাঁচাইয়া করিব তব জীবনে বিচ্ছেদ॥ পাঠাইলে তোমায় মারিবে মহাপরী। এহেতু হাতেম তোমায় পাঠাতে নারি॥ তোমার মনের কথা বুঝিনু আভাষে। যাবে হাতেম তুমি মহাপরীর দেশে॥ ইহা বলি সুযুক্তি করিল যত পরী। সম্বাদ জানাতে যায় যথা মহাপরী॥ সপ্তম দিবস পরে উপস্থিত হৈল। মহাপরীর দ্বারপালে সমস্ত কহিল॥ সমুদ্রের তটেতে মনুষ্য এক জন। এসেছিল দৈবাৎ ধরেছে পরীগণ॥ কারারুদ্ধ করে তারে রেখেছে কারায়। এসেছে এক পরী জানাতে আপনায়॥ এই কথা [illegible]রি তুমি জানাও বাদশায়। ইহা বলি দ্বারপালে করিল বিদায়॥

দ্বারপাল আসিয়া বাদশার নিকটে। প্রণাম করিয়া দ্বারি কহে কর-পুটে ॥ পরী এক আসিয়াছে সম্বাদ বলিতে। মনুষ্য জাতি এক আইল আচম্বিতে ॥ সমুদ্রের তটে পরী পাইল তাহায়। কয়েদ করিয়া তারে রেখেছে কারায় ॥ তব আজ্ঞা লইতে এসেছে এক পরী কি আজ্ঞা হয় তব নিবেদন করি ॥ বাদশা বলে শীঘ্র পাঠাও পরীরে তাহাকে আনিতে বল আমার গোচরে ॥ অবিলম্বে যেন মম স্থানেতে পাঠায়। কেমন মনুষ্য জাতি দেখিব তাহায় ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া দ্বারী করিল গমন ॥ পরীর নিকটে দ্বারি কহেন তখন ॥ বাদশার হৈল আজ্ঞা তাহারে আনিতে। কেমন মনুষ্য সেই দেখিব চক্ষেতে ॥ দ্বারীর মুখেতে পরী করিয়া শ্রবণ। যথাস্থানে পরী আসি দিল দরশন ॥ পরে পরী সপ্তম দিবস অবসানে। উপস্থিত হৈল আসি নিজ নিকেতনে ॥ আসিয়া প্রধানবরে সমস্ত কহিল। মনুষ্য লয়ে যেতে বাদশা আজ্ঞা দিল ॥ বাদশা আজ্ঞা শিরে ধরি হাতেমেরে লয়ে উপস্থিত হৈল আসি বাদশা-আলয়ে ॥ মিনা পরী নামে এক বড় ভাগ্যবান। আমিন মুন্সফ সেই পরীর প্রধান ॥ কন্যা এক তাহার হোছেন পরী নামে। আনন্দ হইল কন্যা আপনার ধামে ॥ মনুষ্য আইল দেশে শুনিবারে পায়। মনেতে করিল কন্যা দেখিতে তাহায় যখন শুনিল কন্যা মনুষ্যের নাম। মনে২ আশকে সে পূর্ণ মনস্কাম। দাসীগণ পরীর যে নিকটে আছিল। দেখিতে মনুষ্য জাতি দাসীকে কহিল ॥ কি রূপে মনুষ্য জাতি করি দরশন। সুমন্ত্রণা বলনা আমায় দাসীগণ ॥ অন্তঃপুরে থাকি সখি দেখিব কেমনে। এর সুমন্ত্রণা সব বল সখিগণে ॥ সখিগণ বলে যদি মনুষ্য হেরিবে। আমার সঙ্গেতে এস গোপনেতে তবে। ছল করে চল সেই উদ্যান ভিতরে। এস যাই গোপনে উদ্যান ভ্রমিবারে ॥ বহু নৃত্য গীত তথা উদ্যানেতে হয়। সেই ছলে যাই চল আজ্ঞা যদি হয় ॥ কন্যা বলে এই কথা করিনু স্বীকার। উদ্যান ভ্রমণ ছলে হই অগ্রসর ॥ পথমধ্যে থাকি সেই মনুষ্য দেখিব। বাদশার কাছে গেলে দেখিতে না পাব ॥ কন্যা বলে যাই আগে মাতা পিতা স্থানে। বিদায় হইয়া আমি যাইব উদ্যানে ॥ ইহা বলিয়া কন্যা করিলেন গমন। অগ্রেতে চলিলেন

জননীর সদন।। উপবিষ্ট হয়ে কন্যা জননী নিকটে। গলে বাস কৃতাঞ্জলি কহে করপুটে।। আজ্ঞা কর যাই আমি উদ্যান দেখিতে। সন্তোষ পূর্ব্বক এসু তোমাকে জানাতে।। বাদশানি বলে যাবে উদ্যান দেখিতে। জানাও অগ্রেতে তব পিতার সাক্ষাতে।। ইহা শুনি হয়ে বিদায় জননী স্থানে। বিদায় হইতে গেল পিতা সন্নিধানে।। পিতার নিকটে আসি সমস্ত জানায়। উদ্যান দেখিতে যাই করহ বিদায়।। দেশের নিয়ম তার উদ্যান ভিতরে। নৃত্য গীত সকলেতে যায় দেখি-বারে। জনক জননী স্থানে হইয়া বিদায়। দাস দাসী সঙ্গে লয়ে উদ্যানেতে যায়।। দল বল সহ কন্যা সমুদ্রের তীরে। তাঁবু ফেলে রহিল পথের কিছু দূরে।। আনন্দে রহিল পরী তাঁবুর ভিতর। গো-পনেতে রহে পরী লইয়া কিঙ্কর।। সেই স্থানে তিন দিন হৈল অব-সান। মহাপরীর দূত যে হৈল আগুয়ান।। হোসেন পরী দেখে যদি পরীর দূত। জানিতে তাহার তত্ত্ব হইল প্রস্তুত।। মহাপরী-দূতের কাছে দূত পাঠায়। যত বিবরণ আসি জিজ্ঞাসে তাহায়।। কোথা হৈতে আইলে যাইবে কোনস্থানে। কার দূত কোথা যাও কি কার্য্য সাধনে।। দূতগণ বলে হই দূত বাদশার। সমুদ্রের তীরে থাকি হয়ে চৌকিদার।। জাতীয় মনুষ্য এক পড়িয়াছে ধরা। বাদশার কাছে লয়ে যেতেছি আমরা।। দূত বলে দেখাও আমার বিদ্যমানে। কেমন মনুষ্য জাতি দেখিব নয়নে।। কি রূপ মনুষ্য জাতি কভু দেখি নাই। দেখাও যদি দেখে মম আশা মিটাই। বারেক দেখাও যদি কৃপাবান হয়ে। নয়ন সফল করি মনুষ্য হেরিয়া।। কি রূপ মনুষ্য রূপ কভু দেখি নাই। অপরূপ সেই রূপ দেখে প্রাণ যুড়াই।। ইহা শুনি দূতগণ হাতেমে দেখাইল। হাতেমেরে হেরি পরী লজ্জিত হইল হায় হায় করে পরী হাতেম কারণে। পরীপুরে হেন রূপ না হেরি নয়নে।। একি রূপ অপরূপ না হেরি কোথায়। রূপরাশি হেরে শশী মেঘেতে লুকায়।। এইরূপ হাতেমের রূপ হেরি পরী। পরীরে সম্বাদ দিতে চলিলেন পরী।। যায় যায় হায় হায় করে মনে মনে। অপরূপ হেন রূপ না হেরি নয়নে।। হোসেন কন্যার কাছে উপবিষ্ট হৈল। হাতেমের রূপ গুণ সমস্ত কহিল। সখী মুখে পেয়ে হাতেমের

সমাচার। সুখার্ণবে দেয় কন্যা সুখের সাঁতার।। কন্যা বলে কহ সখি কি করি এখন। কিরূপে সেরূপ করি নয়নে মিলন।। শুনিয়া হাতেমের রূপ অধৈর্য্য হৈনু। কেন বা হাতেমের রূপ শ্রবণ করিনু।। দাসী বলে ও আক্ষেপ কেন কর মনে। চল যাই সেই মিনা পরীর উদ্যানে।। সেই উদ্যানে সবে উপবিষ্ট হইব। নিশিযোগে হাতেমেরে হরিয়া আনিব।। এতেক শুনিয়া কন্যা তথা হৈতে চলে। উপকুঞ্জ নিবর্ত্তিয়া সখি সহ দলে।। উদ্যানে উপকুঞ্জ পুনঃ প্রণীত করি। হাতেম হরণে সব থাকিলেন পরী।। দিনমণি অবসানে আইল যামিনী হাতেমে হরিতে যায় যতেক কামিনী।। যথায় হাতেমতাই আছেন শয়নে। তথা উপস্থিত হৈল পরী দূতগণে। দ্বারি প্রহরী সব নিদ্রিত তথা ছিল। অনধিকারে পরীর প্রবেশ হইল।। যাদু ঔষধ এক পরীর কাছে ছিল। হাতেমের নাসিকার নিকটে ধরিল।। পাইয়া যাদুর ঘ্রাণ হরিল চেতন। বায়ুভরে হাতেমেরে হরে পরীগণ।। কন্যার নিকটে আনি হাতেমেরে দিল। হাতেমের রূপ হেরি মদনে পীড়িল।। রজত আসনোপরে হাতেমে বসায়ে। চৈতন্য প্রদান করে যাদু নিবর্ত্তিয়ে।। হাতেমেরে দেয় খাদ্য দ্রব্য নানারূপ। চৈতন্য পায়ে হাতেম দেখে অপরূপ।। কোথা ছিনু কোথা এনু একি অকস্মাৎ। বক্ত ক্রমে ভক্ত বিধি দিলেন দৈবাৎ।। উদ্যান মন্দিরে কে আনিল নিশি যোগে। না জানি কি আছে মম অদৃষ্ট সুভাগে।। মনে মনে এই কথা করি অনুমান। পরী প্রতি হাতেম জিজ্ঞাসে গুণবান।। কহ শুনি কে তোমরা উদ্যান ভিতর। উপকুঞ্জে বাসস্থল কি কার্য্য নির্ভর।। কি কার্য্য সাধন হেতু আছ উপকুঞ্জে। বিশাল উদ্যানে বাস বহু কষ্ট ভুঞ্জে। কি নাম ধর কর কোথায় নিজবাস। কি কার্য্য সাধনে আছ কিবা অভিলাষ।। পরী কহে পরিচয় হই পরী জাতি। হোসেন পরী নাম এই দেশে বসতি।। দূতমুখে সুসংবাদ করিনু শ্রবণ। সিন্ধু তীরে ধৃত হৈল নর একজন।। মহাপরী বাদশা তার ভয়ানক ডঙ্কা। যার নামে অমরে সমরে করে শঙ্কা।। মনুষ্য আসিতে নারে তার অধিকারে। পাইলে মনুষ্য জাতি প্রাণ দণ্ড করে।। শুনিলাম দূতমুখে তব সমাচার। এসেছে মনুষ্য এক অতি সুকুমার।। লাবণ্য

হেরি তার সুবর্ণ লজ্জা পায়।। দশগ সুধাকর বেষ্টিত তার পায়।। জ্ঞান হয় পূর্ণশশী সে গগণ ত্যজে। বসতি করেছে যেন তার মুখাম্বুজে অসীম রূপের সীমা না যায় বর্ণন। কি দিব তুলনা তার কি আছে তেমন। ত্রিভুবনের রূপ গুণ মিলেছে তায়। এমন পুরুষ মারা যাবে হায় হায়।। তব রক্ষা হেতু এই উদ্যানেতে আসি। ছল করে হয়ে আছি উপকুঞ্জবাসী।। কটাক্ষেতে হেরে নর মোরে দ্বিনয়নে। বারি প্রদান কর প্রজ্জলিত জীবনে।। হাতেম কহেন পরী পারি কি প্রকারে অতিথীর বেশে আমি ভ্রমি দেশান্তরে।। পরী কহে কহ শুনি কি কার্য্য সাধনে। আইলে পরীর দেশে পরিষ্কৃত মনে।। হাতেম কহেন শুন তার বিবরণ। এসেছি আমি করিতে যে কার্য্য সাধন।। সাহা মহরায় মম প্রয়োজন আছে। সেই অন্বেষণে ভ্রমি পাব কার কাছে।। পরীকন্যা বলে মহরা নহে সংঘটন। সে বিশাল ভৈমি স্থানে যায় কোন জন।। মহাপরী নামেতে এক বাদশা আছে। তোমায় লয়ে যাইতেছিল যার কাছে।। কার সাধ্য তথায় গমনেতে প্রচণ্ড। যাওয়া মাত্র তখনি হবে প্রাণদণ্ড।। কার সাধ্য যায় তথা মহরা আনিতে। মহরা অঙ্গুরী আছে বাদশার হাতে।। কথোপকথনে তথা রজনী বঞ্চিল। প্রভাতে পরীর দুত খুঁজিতে লাগিল।। মহাপরীর দূতগণ হারায়ে হাতেমে। অন্বেষণ করিয়া না পায় কোন ক্রমে।। স্বগতা হইয়া সবে ভাবে মনে মনে। কোথা পাব হাতেমে যাইব কোন স্থানে।। যেমন মহীরাবণ মহীর ভিতরে। শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই সহোদরে হরে।। তদ্রুপ হইল আজি হাতেমে হারাইয়া। কে হরে নিল হাতেমে নিশীতে আসিয়া।। এইরূপে হাতেমেরে খুজিতে লাগিল। এক পরী সেই মিনা উদ্যানে আইল।। উদ্যানেতে উপস্থিত হইয়া তখন। দেখিল হাতেম করে উদ্যানে ভ্রমণ।। হাতেমের করে ধরি পরী এক জন। পরম সুখে করে উদ্যান পর্য্যটন।। তাহা দরশন করি পরীর কিঙ্কর। কহিছে পরীর প্রতি কঠিন উত্তর।। মহাপরীর কিঙ্কর আমি হই পরী মহা জলধির তীরে হইয়া প্রহরী।। মম প্রহরী সঙ্গে মনুষ্য ধরা গেছে। তাহাকে লইয়া যাই বাদশার কাছে।। পথে হইল দিন-মণির অবসান। তথাকারে রহিলাম হয়ে আগুয়ান।। নিশি মধ্যে

হাতেমেরে করিয়া হরণ। প্রভাতে করিছ দোঁহে উদ্যান ভ্রমণ ।। ছেড়ে দাও হাতেমে বাদশার দোহাই। বাদশার নিকটে হাতেমে লয়ে যাই ।। ইহা শুনি হোসেন পরী মহাক্রোধেতে। দাসে আদেশে তাহায় কয়েদ করিতে ।। হোসেন পরীর আজ্ঞা পায়ে পরীগণ। ধরিতে আইল হয়ে ক্রোধে হুতাসন ।। প্রাণ ভয়ে পলায়ন কৈল বায়ুভরে। উপস্থিত হৈল আসি বাদশার গোচরে ।। করপুটে প্রণাম করিল বাদশাকে। গলেবাস দাণ্ডায় বাদশার অভিমুখে ।। বাদশা বলেন কহ দুত কি কারণ। কি হেতু আইলে তুমি শুনি বিবরণ ।। কিঙ্কর বলে বাদশা নিবেদন করি। মহাসিন্ধুতীরে হয় আমার প্রহরি ।। তথায় পেয়ে ছিনু মনুষ্য একজন। তোমার গোচরে তারে করিনু প্রেরণ ।। পথ মধ্যে দিবা গেল আইল জামিনী। তথায় বিশ্রামকরি বিশালেরজনী ।।হোসেন পরী নামে এক পরী সুন্দরি। নিশি মধ্যে লয়ে গেল হাতেমেরে হরি ।। প্রভাতে যাইয়া আমি হাতেমে চাইতে। দাসে আদেশে আমায় কয়েদ করিতে ।। প্রাণভয়ে বায়ুভরে কৈনু পলায়ন। কর পুটে জানাই সমস্ত বিবরণ ।। ইহা শুনি মহাপরী ক্রোধে হুতাসন। ধরিতে হোসেনে আজ্ঞা দিলেন তখন ।। চারি পরী লয়ে যাও হোসেনে ধরিতে। কেমন হোসেন পরী দেখিব চক্ষেতে ।। কতেক ক্ষমতা তার দেখিব নয়নে। হোসেন পরীকে ধরি আন এইক্ষণে।। যে আজ্ঞা বলিয়া দূত বিদায় হইল। নাজিরের কাছে আসি সমস্ত কহিল ।।বাদশা আদেশিল হোসেন পরীকে ধরিতে। চারি পরী দাও তুমি আমার সঙ্গেতে ।। উজির বলে কি করিবে চারি পরীতে। ত্রিশ হাজার পরী লও সে পরী ধরিতে ।। সে পরী কি সামান্য পরী হোসেন পরী। মনুষ্য ভুলায়ে রাখে মহাযাদু করি ।। চারি পরী পারিবে কি তাহারে ধরিতে। ত্রিশহাজার পরী লও সে পরী ধরিতে ।। চারিপরী লয়ে যেতে আজ্ঞা বাদশার। চারিতে করিল উজির তিরিশ হাজার ।। তিরিশ হাজার পরী লইয়া উজির। মিনা পরীরবাসে হইলেন হাজির ।। হোসেন পরীর পিতা মিনা পরি হয়। ত্রিশ হাজার পরী ঘেরে তাহার আলয় ।। মিনা পরী আসিয়া উজির গোচর। করেন পরম স্তুতি

সুড়ি দুইকর ।। উজির বলেন মিনা পরীর গোচর। হোসেন পরী নামে কন্যা হয় তোমার ।। কতেক প্রতাপ তার দেখিব নয়নে। বাদশারে কারাস্থ জনে রাখেন গোপনে ।। কার বলে এত বল ধরে তব কন্যা। কালে উপবেসন সে করিল কি জন্যা ।। পতঙ্গ হইয়ে মাতঙ্গ সহ বাদ কৈল। কুরঙ্গ লইয়ে কি রঙ্গ ঘটাইল ।। অভাজন বালিকায় বিসর্জ্জন কর। আপন মঙ্গল হেতু মম বাব্যধর ।। দুঃশিলা বালিকা তব ভাবে জানা গেল। পাইয়া মনুষ্য জাতি লুকায়ে রাখিল ।। যে বালিকা করে কুপথ অবলম্বন। উচিত না হয় তার হেরিতে বদন ।। নিজ মান রক্ষাকর বলেন উজির। তব কন্যা আনি কর হুজুরে হাজির ।। বাদশার আজ্ঞা হৈল লইতে তাহারে। হোসেন পরী কন্যা তব আন তৎপরে ।। মিনা পরী পরিহার করিয়া তখন। উজিরের হুজুরে কহে করিয়া স্তবন ।। হোসেন পরীকন্যার না জানি কারণ। কি কারনে করিল সে কুকার্য্য সাধন ।। ক্ষণেক বিলম্ব কর উজির মহাশয়। কনকাসনোপরে বসিতে আজ্ঞা হয় ।। কোথা পাতকিনী কন্যা করি অন্যাসন। ইহা বলি অন্তঃপুরে করিল গমন ।। বাদশা জাদীর যথায় বিরাজমান। কহেন কন্যার কথা আসি বিদ্যমান ।। শুন প্রিয়ে তোমার কন্যার আচরণ। উদ্যানে দুঃশিল কার্য্য করিল সাধন ।। মনুষ্য জাতি এক পরী পুরে আইল। তার সহ তব কন্যা জাতি মজাইল ।। এইরুপে মিনা পরী সমস্ত কহিল। সে কন্যার অন্বেষণে উদ্যানে চলিল ।। উদ্যানের অভিমুখে দাণ্ডায়ে তখন। দেখে কন্যার সহ মনুষ্য একজন ।। উপকুঞ্জের অনতিদুরে দুইজন। করহস্ত ধরি করে উদ্যান ভ্রমণ ।। দূরে থাকি কন্যার কুনিতি দৃষ্টি করি। নিজশিরে করাঘাত করে সেই পরী ।। ভৎর্সনা করেন কত যত মনে আসে। পাতকিনী জন্মাইল বাদশার বংসে ।। নিতান্ত কি কৃতান্ত তোমায় বিস্মরণ। কত দূরে আছে বল তোমার মরন ।। লর্জ্জাভয় পরিহরি পরী জাতি হয়ে। উদ্যানে বিহার কর মনুষ্য লইয়ে ।। আমির তনয়া হয়ে কুলে দিলি কালি। দেশে২ প্রকাশিল কলঙ্কের ডালি ।। হত বিধি কেন তোরে করিল প্রণীত। উদ্যানে আসিয়া একি ঘটালে কুরিত ।। তোমাকে নিতে আইল বাদশার উজির। এসনা উজির আগে হইবে হাজির ।।

এতেক শুনিয়া পরী জননীর মুখে। শক্তিশেল প্রবেশ করিল তার বুকে।। প্রসুতির অভিমুখে হয়ে দণ্ডায়মান। ঝর২ ঝুরে ঘর্ম্ম থর থর প্রাণ।। লাবণ্য সুবর্ণ ছিল বিবর্ণ হইল। যেন শিরোপরিভাগে বজ্র প্রবেশিল।। প্রসুতি সঙ্গেতে চলে হাতেমেরে লয়ে। উজিরের স্থানে চলে কম্পিতা হইয়ে।। চলিতে না চলে পদ ভয়ে ভীতপ্রাণি। ব্যাঘ্র স্থানে যেতে যেন কম্পিতা হরিণী।। উজিরের অভিমুখে উপস্থিত হৈল। হাতেম সহ হোসেনে লইয়া চলিল।। কন্যা সহ মিনা পরী উপস্থিত হৈল। উজির হাজির হয়ে বাদশাকে কহিল।। বাদশা বলে উজির কর অবধান। সে মিনা পরীকে আন মম বিদ্যমান।। কি জন্য কন্যা তাহার এতেক বিক্রমে। চুরি করে লয়ে যায় কয়েদি হাতেমে।। বাদশার আজ্ঞা পায়ে মিনা পরী যায়। বাদশার অভিমুখে আসিয়া দাণ্ডায়।। গলেবাস কৃতাঞ্জলি হয়ে মিনা পরী। সজল জলদ নেত্রে কহে ধিরি২।। সুস্থির বচনে বাদশায় নিবেদিল। কন্যার সমস্ত কথা বাদশায় কহিল।। পাতকিনী কন্যা মম না বুঝে সে মর্ম্ম। অজ্ঞান বালিকা জাতি করেছে কুকর্ম্ম।। অপরাধ ক্ষমাকর আপনার গুণে। জীবন প্রদান কর অবলা জীবনে।। মম কন্যা নহে বাদশা কন্যা তোমার। ভিক্ষা দিয়া রক্ষা কর প্রাণ অবলার।। শিশু বালিকা জাতি সহজে অজ্ঞান। কুকার্য্য সাধন কৈল তেজে কুলমান।। মিনা পরীর স্তুতি বাক্য করি গ্রহণ। হোসেন পরীর দোষ করিল মার্জ্জন।। বাদশা বলে মিনা পরী দিনু বিদায়। ভয়ে অভয় দান করিনু তোমায় কোথা সে মনুষ্য যাতি আন বিদ্যমানে। কিরূপ মনুষ্য রূপ দেখিব নয়নে।। উজির হাজির কৈল হাতেমে লইয়া। অপরূপ সেইরূপ বাদশা দেখিয়া।। হাতেমের রূপ হেরি বাদশা মহিল। মনের তিমির যত সব দূরে গেল।। রজতাসনোপরে হাতেমে বসাইয়া। কহিতে লাগিল পরী যতন করিয়া।। পরীপুরে আইলে তুমি কি কার্য্য সাধনে। সত্য তত্ত্ব যথার্থ কহ শুনিব শ্রবণে।। কে তোমায় আনিল এ পরীর সহরে। মনগত কথা তব কহত সত্বরে।। হাতেম কহেন শুন বাদশা নামদার। ফরতাস বাদশা করে প্রতিষ্ঠা তোমার।। রাক্ষসের বাদশা ফরতাস নাম ধরে। তব সুপ্রতিষ্ঠা সেই অনিবার করে।। তার

মুখে শ্রবণ করি তব সুখ্যাতি। দর্শন লাভ হেতু আইল তব বসতি॥ আমি যে মনুষ্য জাতি তুমি পরী জাত। আইলাম পরীপুরে করিতে সাক্ষাত॥ মহাপরী বলে তুমি কিরূপে আইলে। সিন্ধুতিরে আসি কারাগ্রস্ত হইলে॥ কে তোমায় আনিল এ পরীর সহরে। আইলে পরীর দেশে কিমত প্রকারে॥ তাই বলে করতাস রাক্ষসে আদেশিল। পরীপুরে আমারে রাক্ষসে রেখে গেল॥ আসিয়া পড়িনু ধরা পরী পাহারায়। ক্রোধে ধৃত করি পরী রাখেন কারায়॥ মহাপরী বলে কহি তব বিদ্যমানে। শুনেছি মনুষ্য জাতি চিকিৎসা বহু জানে॥ তোমার সন্ধানে কেহ আছে বৈদ্যরাজ। তাহারে আনিলে মম হয় বহুকাজ॥ হাতেম বলে চিকিৎসা আমি ভাল জানি। আরোগ্য করি আমি চক্ষের শূল ছানি॥ মহাপরী বলে এক তনয় আমার। পরম সুন্দর পুত্র রূপ চমৎকার॥ ভগবান করেছে তারে দণ্ড ভাজন। দেখিতে না পায় মুদে আছে দ্বিনয়ন॥ সংসারেতে আসা তার হয়েছে অসার। দেখিতে না পায় পুত্র পৃথিবী সঞ্চার॥ যদি পার আরোগ্য করিতে চক্ষু তার। যথোচিত তোমারে করিব পুরস্কার॥ যাহা জাচিঞা তুমি করিবে মম পাশে। তৎক্ষণাৎ প্রদান করিব অনায়াসে॥ হাতেম কহে বাদশা কর অঙ্গিকার। মনোনীত ইষ্ট লাভ করিবে আমার॥ অনিষ্ট নাশি মম ইষ্ট লাভ করি। এই অঙ্গিকার তুমি কর মহাপরী॥ পরী বলে একথা অন্যথা না করিব। যাহা চাহিবে তুমি তখনি তাহা দিব॥ পরী বলে আমার তনয় ভাল হবে। দ্বিনয়নে ধরাভার দেখিতে পাইবে॥ অন্ধের চক্ষু প্রদান করিবে আপনি। জাচিঞে প্রসিদ্ধ আমি করিব তখনি॥ হাতেমের হস্তে ধরি কহে মহাপরী। চক্ষু দান কর পুত্রে নিবেদন করি॥ হাতেম বলে নিশি গতে গাত্রোত্থান করি। দেখিব তোমার পুত্রে শুন মহাপরী॥ ইহা শুনি মহাপরী দাসে আদেশিল। হাতেমে সন্তোষ হেতু অন্তঃপুরে লইল॥ বাদশা বলে হাতেমে রাখ সুকুঞ্জেতে। খাদ্য দ্রব্য ভোজ্য চুষ্য ভুঞ্জায় সুরীতে॥ সুখাদ্য ইচ্ছামতে ভুঞ্জায় রাত্রদিন। হাতেমের হয়ে থাক আজ্ঞার অধীন॥ বাদশার আজ্ঞা পায়ে যত দূতগণ। হাতেমেরে লয়ে গেল করিয়া যতন॥ নানাবিধ সুখাদ্য আনিয়া সকল। সুকুঞ্জে আনি

দেয় হাতেমে বাসস্থল ।। এইরূপে হইল শর্ব্বরী অবসান। প্রভাতে হাতেম করিলেন গাত্রোত্থান ।। বাদশাই তক্তোপরে বাদশা বসিল। আপন তনয়ে তখন ডাকায়ে আনিল ।। হাতেম মহরা পাথর জলে ফেলিয়া। বাদশার পুত্র চক্ষে দিল বসাইয়া ।। দিবামাত্র রোগ আরগ্য হইল তার। ঘুচে গেল দুই নয়নের অন্ধকার ।। অসম্ভব দেখে সব সভাসদগণ। প্রদান করিল বৈদ্য অন্ধের নয়ন ।। অনিষ্ট ঘুচে যে ইষ্টলাভ বাদশার। ধন্যঃ হাতেম কি বৈদ্য চমৎকার ।। নিজ পুত্র প্রতি বাদশা জিজ্ঞাসে তখন। কেমন বৎস্য প্রকাশ হৈল নয়ন ।। পরী পুত্র বলে পিতা নিবেদি চরণে। লাবণ্য বিবর্ণ সব না হেরি নয়নে ।। ধরনী দর্শনলাভ হৈল সর্ব্ব ঠাই। কেবল মাত্র কাররূপ দেখিতে না পাই বাদশা বলে হাতেম কি হবে উপায়। মনুষ্যের রূপ কেন দেখিতে না পায় ।। হাতেম কহে তবে জলমাতের কাছে। ফুরেজ নামেতে যে এক দরাও আছে ।। তাহার আরক কিছু দেহ আনাইয়া। ভগবানের কৃপা কত দেখ ভাবিয়া ।। বাদশা আদেশে দাসে হইয়া পুলক জলমাতে শীঘ্র যাও আনিতে আরক ।। শুনে বাদশার আজ্ঞা যত দূতগণ। জলমাতের নামে কেহ না তুলে বদন ।। আর এক দূত আসি কহে বাদশায়। সে বড় কঠিন স্থান কে যাবে তথায় ।। রাক্ষসের পুরী সেই মহা ভয়ানক। কে যাইবে বল তথা আনিতে আরক। জলমা কঠিন স্থান রাক্ষস আলয়। কে যাইবে বল কার প্রাণে নাই ভয় ।। এতেক শুনি বাদশা ভয়ার্ত্ত হইল। বাদশার সম্মুখেতে হোসেন দাণ্ডাইল। হোসেন পরী বলে নমস্কার করিয়া। মম দোষাদোষ যদি দাও নিবর্ত্তিয়া। মম অপরাধ যদি ক্ষমা কর তুমি। জলমাতে ঔষধ আনিতে যাই আমি ।। ঔষধ আনিতে যদি পারি কোনক্রমে। পুরস্কার দিবে বল আমাকে হাতেমে ।। পরী বলে তব দোষ ক্ষমিনু এক্ষণে। হাতেমের কথা আমি কহিব কেমনে ।। হাতেম মনুষ্য জাতি তাহে বৈদ্যরাজ। তারে পুরস্কার চাও নাহি কর লাজ ।। হাতেম উপরে মম নাহি অধিকার। কেমনে হাতেমে আমি দিব পুরস্কার ।। আর যাহা চাহ তাহা আমি দিতে পারি। হাতেমে দিতে নারি শুন হোসেন পরী ।। আপনার হর্ত্তা কর্ত্তা হাতেম আপনে।

হাতেমের কথা আমি বলিব কেমনে।। হাতেম বলে শুন বাদশা মহাশয়। আমাকে পুরস্কার হোসেন পরী চায়।। তাহাতে স্বীকার আমি করি মহাশয়। মম পুরস্কারে যদি তব ভাল হয়।। সভামধ্যে আমি করিলাম অঙ্গিকার। হোসেন পরীর আমি হৈনু পুরস্কার।। জলমা হৈতে যদি ঔষধ আস্তে পারে। অবশ্য থাকিব আমি পরীর গোচরে।। এতেক অঙ্গিকার যদি হাতেম করিল। সাত হাজার পরী লয়ে হোসেন চলিল।। বায়ুভরে চলে পরী উড়ে সারি সারি। জলমাতে ঘেরিল সাত হাজার পরী।। আজিম তরুক এক করে নিরীক্ষণ। শাখা পাখা তাহার গগণে সুশোভন।। গগণস্থ পাখা তার অতি ভয়ানক। সে তরুবরের আটাতে হয় আরক।। সুধাসম মিষ্ট তার দুগ্ধের বরণ। যে খায় সে পায় তার সুধা আস্বাদন।। সেই ঔষধ লয় শিশীতে পুরিয়া। সৌরভ করিল রোধ সরপোষ আটিয়া।। জলমাতে পরীর ঘ্রাণ রাক্ষসে পাইয়া। পরী ধরিবারে সব চলিল ধাইয়া।। বিশাল রাক্ষস দেখি যত পরীগণে। বায়ুভরে উড়ে সব উঠিল গগণে।। পাছু পাছু কিছু দূর চলিল রাক্ষসে। চেয়ে দেখে পরী সব উড়িছে আকাশে।। হোসেন পরী আসি উপস্থিত হইল। বাদশার সম্মুখেতে ঔষধ রাখিল।। মহরা ঘর্ষণ করি সেই আরকেতে। অঞ্জন প্রণীত করি দিল নয়নেতে।। আরোগ্য হইল রোগ দেখে সবাকার। ঘুচিল তাহার নয়নের অন্ধকার।। চক্ষু প্রকাশ হইল পরম কুশলে। মহানন্দে মহাপরী পুত্র লয় কোলে।। হাতেমেরে পুরস্কার করিল বিস্তর। চুনি মণি হিরাহার পরেশ পাথর।। হাতেম বলে বাদশা কৈলে অঙ্গিকার। যাচিঞা করিব যাহা দিবে পুরস্কার।। যাচিঞা করহ পুর্ণ দয়া দৃষ্টি করি। তব হস্তে আছে সাহা মহরা অঙ্গুরী।। সেই অঙ্গুরী প্রদান কর মহাশয়। বহু দিন আছি আমি তোমার আলয়।। আভাষে জানিয়া তবে কহে মহাপরী। হারিসের কন্যা বুঝি চেয়েছে অঙ্গুরী।। হাতেম কহেন যাহা কৈলে মহাশয়। প্রমাণ তোমার কথা মিথ্যা কভু নয়।। বাদশা বলে পুর্ব্বে করেছি অঙ্গিকার। মম হস্তে অঙ্গুরী করিব পুরস্কার।। ধর হে অঙ্গুরী ধর হাতেমে কহিল। ইহা বলি হস্তের অঙ্গুরী খুলে দিল।। এক্ষণে অঙ্গুরী দিলাম

সফল করি। দশ দিন পরে কিন্তু লইব অঙ্গুরী॥ ধনার্থ রজত আদি যাহা দিয়াছিল। হাতেমে বহিয়া দিতে দাসে আদেশিল॥ হারিসের কন্যা সহ বিবাহ হইলে। পুনঃ অঙ্গুরী আনি দিবে মফঃস্বলে॥ নিজ পরীগণেরে বাদশা আদেশিল। ধন অর্থ লয়ে হাতেমের সঙ্গে গেল॥ হাতেম বাদশার আগে হৈয়া বিদায়। হোসেন পরীকে তথা সঙ্গে লয়ে যায়॥ হাতেমে পায়ে হোসেন আনন্দিত মন। কাঙ্গালে পাইল যেন রজত কাঞ্চন॥ সুন্দর স্থানে লয়ে হাতেমে বাসা দিল। শুশ্রূষা করিতে বহু দাসী নিয়োজিল॥ বসিতে রজতাসন শয়নে পালঙ্ক। ভোজনে সুখাদ্য কত আচমনে ভৃঙ্গ॥ পরম রূপসী পরী লইয়া ব্যজন। বামকক্ষ পাশে করে সুবায়ু সেবন॥ সুপ্রভাতে প্রভাকর হাতেমে সাজায়। তারাকুঞ্জে বসাইয়া সেতারা বাজায়॥ এই রূপে কিছু দিন করি কাল যাপন। নিজ দেশ অভিমুখে করিল গমন॥ যত পরী গিয়াছিল হাতেমের সঙ্গে। প্রত্যাগমন করে ত্যজি হাতেম প্রসঙ্গে॥ নিজ অধিকার হৈতে বিদায় করিয়া। বিদায় হইল পরী হাতেমে কহিয়া॥ ধন অর্থ যত ছিল রাখিয়া তথায়। হাতেমের স্থানে পরী হইয়া বিদায়॥ ফরতাসের দেশেতে যত দেও ছিল। হাতেমে দেখিয়া তারা চিনিতে পারিল। হাতেমে প্রণাম করি নিশাচরগণ। শিরোপরে লইল যতেক ছিল ধন॥ কয়েক দিবস পরে ধনার্থ লইয়া। ফরতাস বাদশার আগে প্রবেশিয়া॥ ফরতাসের সহিত করিয়া মিলন। এক দিবা তথায় করি কাল যাপন। সুপ্রভাতে গাত্রোত্থান হাতেম করিল বাদশাকে বলি হাতেম বিদায় হৈল॥ কত দূত দিল সেই হাতেম সঙ্গেতে। ধন অর্থ লইয়া হাতেমে পৌছাইতে॥ উপস্থিত হৈল যথা হারিসের ঘর। যেখানেতে আছে সেই বিছু সদাগর॥ যত ধন অর্থ পেয়েছিল দিল তারে। না লইল তিনাংশ দিলেন তৎপরে॥ হাতেমে পাইয়া হর্ষ সেই সদাগর। বামনে পাইল যেন পূর্ণ সুধাকর॥ আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইয়ে তখন। সমাদরে হাতেমেরে যোগায় আসন॥ সদাগর বলে কহ শুনি বিবরণ। এত দিন বিলম্ব হইল কি কারণ॥ হাতেম বলে বহু দেশ করি পর্যাটন। কত কষ্টে করিনু অঙ্গুরী অন্বেষণ॥ কিছু ক্ষণ বিলম্ব কর আর হে তুমি। হারিস-কন্যার কাছে আগে

যাই আমি ।। সাহা মহরা অঙ্গুরী করাই দর্শন। তোমায় লইতে দূত করিব প্রেরণ ।। ইহা বলি হাতেম হইলেন বিদায়। হারিস কন্যার কাছে উপস্থিত হয় ।। সাহা মহরা অঙ্গুরী লইয়া পুলকে। দিলেন যে হারিসের কন্যার সম্মুখে। পাইয়া অঙ্গুরী কন্যা বলেন পুলকে। অদ্য হইতে সম্পূর্ণ হইল প্রেহেল্লিকে ।। পণ নিরূপণ মম হইল ভঞ্জন। তবাধিন এ অধিনী হইল এখন ।। প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ করিলেন আমার। এ অধিনী অধিন হইলাম তোমার ।। বিবাহের শুভ দিন কর গুণবান। বরমাল্য তব গলে করিব প্রদান ।। হাতেম বলেন কন্যা হইলে বিস্মরণ। কি হেতু বল আমায় করিতে বরণ ।। তব প্রেহি-ল্লিকা আমি প্রসিদ্ধ করিলে। বরমাল্য দিবে তুমি আশাকারী গলে ।। তোমার আশাতে যার তোমাগত প্রাণ। তার গলে কর কন্যা বরমাল্য দান ।। ধন জন বিসর্জ্জন তোমার কারণ। তোমার আশয়ে আছে তাপিত জীবন ।। অঙ্গিকার করিয়াছি তাহার গোচরে। প্রেহিল্লিকা জীনে কন্যা দিব যে তোমারে ।। মম পূজ্য নিজ কার্য্য করি যে নির্ব্বাহ সেই সদাগরে তুমি করহ বিবাহ ।। হারিসে ডাকাইল হাতেম গুণাকর। তোমার কন্যার বর বিছু সদাগর ।। বিবাহ নির্ব্বাহ তুমি কর গুণবান। তাহাকে কর হে তুমি কন্যা সম্প্রদান ।। দূত প্রেরণ করি বিছুকে ডাকাইল। সন্তোষেতে অন্তঃপুরে বিবাহ হইল ।। সন্তুষ্ট হইল কন্যা হাতেম হইতে। অশেষ হাতেমের গুণ কে পারে কহিতে ।। এইরূপে হাতেম তাহারে বাঁচাইয়া। কয়েক দিবস বঞ্চে তথায় থাকিয়া ।। দশম দিবস পরে সেই মহাপরী। পরী পাঠাইল পরী লইতে অঙ্গুরী নিশিযোগে পরীগণ গোপনে রহিল। অর্দ্ধ নিশিভাগে সব বাহির হইল ।। অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া দেখেন তখন। নিদ্রায় হারিস কন্যা হৈল অচেতন ।। চুপেং তথাকারে গিয়া সব পরী। হরিল কন্যার হস্তে মাণিক অঙ্গুরী ।। শর্ব্বরী মধ্যে হরি সে মাণিক অঙ্গুরী। নিজ দেশে পলায়ন কৈল সব পরী ।। মহাপরীকে পরী অঙ্গুরী আনি দিল। প্রভাত কালে কন্যা গাত্রোত্থান করিল ।। নিজ হস্ত দৃষ্টি করি দেখেন তখন। নিশি মধ্যে কে করিল অঙ্গুরী হরণ ।। এতেক বলিয়া কন্যা কান্দে উভরায়। ভূতলে পতিত হয়ে করে হায় হায় ।। বিনা জল-

ধরে কে হানিল বজ্রাঘাত। ইহা বলি হানে কন্যা বক্ষে করাঘাত।। কে আইল অন্তঃপুরে হইয়া তস্কর। হরিল হস্তের অঙ্গুরী মনোহর।। যে অঙ্গুরী পায়ে আমি পরম কুশলে। বরমালা গলে দিনু সদাগর গলে।। যে অঙ্গুরী কারণ ভ্রমিয়া অবনী। কত কষ্ট পাইল হাতেম গুণমণি।। যে অঙ্গুরী কারণ প্রেহিল্লিকায় জয়। কে হরিল অঙ্গুরী মম হৈয়া নিদয়।। ইহা বলি কান্দেন হারিস তনয়া। পুনরপি হাতেম কহে প্রবোধিয়া।। দিয়ে নিধি বিধি যদি করিল হরণ। যে দিলে সে নিলে তবে কান্দ কি কারণ।। কেন কষ্ট পাও কন্যা বৃথা খেদ করি। ভালে না থাকিলে কে পায় মাণিকাঙ্গুরী। তোমার পতিকে আমি দিছি বহু ধন। কষ্ট নাই যদবধি জীবে এ জীবন।। সুখেতে রবে দুঃখের মুখে দিয়া ছাই। অপ্রাপ্ত ধনেতে ধনি খেদ কর নাই।। যে ধন দিয়াছি আমি ভেবে দেখ মনে। কষ্ট পাবে না তোমার পুত্র পৌত্র গণে।। দিয়ে নিধি বিধি যদি তাহা নিল হরি। কান্দিলে কি পাবে আর মাণিক অঙ্গুরী।। কেঁদোনা কেঁদোনা কন্যা ত্যজ গো রোদন। কান্দিলে কি পাবে আর মাণিক রতন।। মাণিক রত্নে যত্ন করেন বহুজন। কান্দিলে কি মিলে ধনি মাণিক রতন। কান্দিলে ধনি যদি মাণিক পাওয়া যেতো। তা হৈলে অনেকে মাণিক রতন পেতো।। এই রূপে কন্যারে অশেষ বুঝাইয়া। প্রভাতে হাতেম চলে বিদায় হইয়া।। মঞ্জিলাভিমুখে পথ পাইল সত্বরে। মনোহর অট্টালিকা দেখে নদীতীরে।। লোকাভি নিকুঞ্জ হেরি গেল তার কাছে সিংহের দ্বারে তার এই লেখা আছে।। পুণ্য কার্য্য সাধন কর নিষ্ঠা করি মন। অতিরিক্ত ধন কর বারীতে অর্পণ।। জীবের উপকারেতে বহু ধর্ম্ম আছে। তার সুফল প্রাপ্ত হবে জগদীশের কাছে।। দ্বারপাল ছিল তার দ্বারের সম্মুখে। তদন্তরে হাতেম জিজ্ঞাসা করে তাকে।। দ্বারীকে জিজ্ঞাসে হাতেম করি বিনয়। কহ শুনি দ্বারী এই কাহার আলয়।। অতি মনোহর পুরী দেখিতে সুন্দর। কাহার আলয় এই কহত সত্বর।। ইহা শুনি দ্বারীগণ পুলক অন্তরে। সন্তোষে হাতেমে লয়ে গেল অন্তঃপুরে। দেখিল হাতেমতাই নিরীক্ষণ করি। এক বৃদ্ধ বসে আছে সিংহাসনোপরি।। হাতেমে দেখি প্রাচিন অতি যত্ন

করে। সমাদরে বসাইল সিংহাসনোপরে॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে সান্তনা করিল। সুখাদ্য আনি কত হাতেমে ভুঞ্জাইল॥ ভোজনান্তে আচমন করিয়া তখন। রজত আসনে করে তাম্বুল সেবন॥ সুস্থির বচনে হাতেম জিজ্ঞাসে তাহায়। কহ বৃদ্ধ এক কথা জিজ্ঞাসি তোমায়। বাটীর অনতিদূরে তব সিংহদ্বার। লেখা আছে কথা এক কহ অর্থ তার॥ পূর্ণ কর বারিতে পতিত করি ধন। জলে অর্থ দিলে হবে কি ধর্ম্ম অর্জ্জন॥ কহ শুনি স্থবির বিশেষ বিবরণ। জলে অর্থ দিতে বলে সে ধর্ম্ম কেমন॥ বৃদ্ধ বলে অগ্রে আমি ছিলাম তস্কর। সাধন করেছিনু কত কার্য্য দুষ্কর॥ বিনা দোষে মনুষ্যের বধিয়া জীবন। রাহাজানি কোরে তাদের লয়েছি ধন॥ বিশাল কানন মধ্যে করিয়া গমন। বসি থাকিতাম পথি করি নিরিক্ষণ॥ পথস্থ জনগণে দেখে ভব্য অতি। বনে এনে মেরে নিতাম যাথাক্ত সঙ্গতি॥ এই রূপে সংসার চ-লিত আমার। সুকার্য্য সাধন এক বলি শুন আর॥ সুখাদ্য রুটী এক যে প্রণিত করিয়া। নিত্য নিত্য দিতাম আমি জলে ভাসাইয়া॥ এইরূপে কত দিন গত হয়ে যায়। দৈবাধিন এক রোগ ঘটিল আমায়॥ পীড়িতে পীড়ন হয়ে কত কষ্ট পাই। অস্থিচর্ম্ম সার হৈল আর রক্ষা নাই॥ সন্নাগত আগত হৈল মৃত্যু সংস্কার। যথাকালে প্রাণত্যাগ হইল আমার॥ যমদূত আসিয়া ধরিল মম করে। দ্রুতগতি লয়ে যায় বাসব বাসরে॥ পথ মধ্যে বিষ্ণুদূত পুষ্প রথ লয়ে। দণ্ডায়মান হইল পথ আগুলিয়ে॥ বিষ্ণুদূত বলে শুন শমন কিঙ্কর। বৈকুণ্ঠেতে লয়ে যাব ছাড় এর কর॥ যমদূত বলে শুনি কহ বিবরণ। কি পুণ্যে হবে ইহার বৈকুণ্ঠে গমন॥ দুষ্কর বৃত্তি করেছে তস্কর হইয়া। কত জীব-হত্যা কৈল পরধন হরিয়া॥ কত জীব হিংসা কৈল না যায় বর্ণন। মহাপাপী স্বর্গে যাবে সে ধর্ম্ম কেমন॥ বিষ্ণুদূত বলে শুন শমন কিঙ্কর। বিষ্ণু আজ্ঞায় লয়ে যাই বৈকুণ্ঠনগর॥ অবশ্য আছে ইহার পুণ্যের কারণ। বিনা পুণ্যে হয় কার বৈকুণ্ঠে গমন॥ পুণ্য না থাকিলে কি পাতকি অভাজনে। বৈকুণ্ঠেতে কি যেতে পারে রথ আরোহণে॥ অবশ্য আছে ইহার পুণ্যের সঞ্চার। পাপীর কি আছে পুষ্পরথে অধিকার॥ পাপী তাপী অভাজন পাপে মতি যার। চিরকাল আছে তার নরকে

অধিকার ॥ স্বর্গ নরক দুই স্থান আছে ভূলোকে। পুণ্যবানের স্বর্গ পাপী যাবে নরকে। পাপ পুণ্য দুই পথ আছয়ে দিপক ॥ পুণ্যবান স্বর্গে যাবে পাপীর নরক ॥ অতএব আছে এর পুণ্যের সঞ্চার। তা নহিলে হবে কেন স্বর্গে অধিকার ॥ অতএব যাই চল করিতে বিচার। লয়ে যাবে যদি থাকে যম অধিকার ॥ ইহা বলি বিষ্ণুদূত রথ আরোহণে। আমাকে লইয়া গেল বিষ্ণুর সদনে ॥ বিষ্ণু বলে ইহাকে আনিলে কি কারণ। ইহার যে আয়ুশেষ নহেত এখন ॥ ইহার নামে২ আছয়ে একজন। তারে না আনিয়া এরে আন কিকারণ ॥ ছাড়২ ইহারে রেখে এস তথায়। পাছে এর দেহ রাখেন চিতাকুণ্ডায় ॥ পাইয়া বিষ্ণুর আজ্ঞা বিষ্ণুদূত তখন। পুনঃ গৃহে রাখি আমায় করিল গমন ॥ পুনঃ দেহ পায়ে মম হইল চেতন। আর পাপ কার্য্য নাই করিব সাধন ॥ জলধিপারে গেলাম রুটী ভাসাইতে। রজতের তোড়া এক পাইনু দেখিতে ॥ প্রতিবাসী জনগণে করি জিজ্ঞাসন। সেই রজত তঙ্কার তোড়ার কারণ ॥ আমার বলি কেহ না পাইল স্বীকার। আইনু রজত লয়ে গৃহে আপনার ॥ পরন্তু দিবসে গেনু রুটী ভাসাইতে। পুনঃ রজতের তোড়া পাইনু তটেতে ॥ জিজ্ঞাসা করিনু পুনঃ প্রতিবাসীগণে। কেহ না লইল সেই রজত কাঞ্চনে ॥ পুনঃ গৃহে আনিলাম রজতের তোড়া। ক্রমে২ পাইলাম কত শত তোড়া ॥ তদন্তরে নিশি মধ্যে দেখিনু স্বপন। ভগবান দিলেন তোমায় সব ধন ॥ জলেতে ভাসাও রুটী ধর্ম্মের কারণ। জলচর সেই রুটী করিল ভক্ষণ ॥ দাতব্য করিলে আহার জলচরে। সেইধন ভগবান দিলেন তোমারে ॥ দানে দরিদ্র খণ্ডন হইল আমার। পাপ তাপ হৈতে আমি পাইনু নিস্তার ॥ নরহত্যা স্ত্রীহত্যা যতেক করিনু। দানেতে দুর্গতি খণ্ডে নিস্তার পাইনু ॥ পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ যতেক হইল ক্ষয়। সেইধনে প্রণীত করিনু নিজালয় ॥ পুরাইনু মনোরথ ইমারথ করি। ইষ্টকে রচিত গৃহ মনোহর পুরী ॥ বহির্দ্বারে লিখিলাম সেই বিবরণ। প্রেহেল্লিকা সমভাষ করিয়া রচন। কত দিন জীব আর জীব২ বর্ত্তমানে। অতিথ সেবন কৈনু ধন বিতরণে ॥ অদ্য কল্য মৃত্যু কবে আগত হইল। ধন অর্থ নিয়া আর কি করিব বল ॥ মনে২ হাতেম বলেন নারায়ণে। সকল করিলে আমার অদানি

ভ্রমণে।। ত্রিদিবস হাতেম রহিল তথায়। ভগবানে ভাবি পুনঃ হইল বিদায়।। সাহাবাদে যাইবার আছে বড় মন। না জানি মণিরস্বামী আছেন কেমন।। এতেক ভাবিয়া মনে হইল বিদায়। পথস্থ হইয়া হাতেম চলিল তথায়।। উপস্থিত হৈল এক ময়দানোপরে। দেখে এক অসম্ভব ত্রাসিত অন্তরে।। তরুবর তলে এক ফণিকুঞ্জ স্থাপন। তদুপরে ফণি এক বিকট দর্শন।। ক্ষুদ্র এক ফণিবর তথায় আইল। ফণিবরে২ দন্দজ ঘটিল।। ক্ষুদ্র ফণিবরের দেখিয়ে হিন বল। ভীষণ বিশাল ফণি করে তায় বল।। কত দংশয়ে তারে অশেষ বিশেষ।। ক্ষণমাত্র আছে হতে প্রাণ অবশেষ।। এমত সময়ে হাতেম তখন কয়। থামরে বিশাল সর্প খল দুরাশয়।। ক্ষুদ্র ফণিবরে খল করনা দংশন। দুর্ব্বলে অনিষ্ঠ হও কিসের কারণ। সহজে খল জাতি ক্রোধাতুর প্রচণ্ড। বলাক্রমে কর দুর্ব্বলের প্রাণদণ্ড।। সহজে প্রচণ্ড জাতি ভীষণ অজ্ঞান। জাননা যে দুর্ব্বলের বল ভগবান।। ইহা বলি হাতেম নিকটস্থ হইল। ভীষণ বিশাল ফণি কুপে প্রবেশিল।। ক্ষুদ্র ফণিবরে বলে হাতেম তখন। বিশ্রাম কুঞ্জেতে তুমি করহ গমন।। দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিহরি ফণি যে তখন। তরুবরের পশ্চাতে করিল গমন।। তরুর আশ্রিত হয়ে সেই ফণিবর। সর্প দেহত্যাজি হয় নরকলেবর।। মনুষ্য হইল সর্প হাতেম দেখিল। সুস্থির বচনে আসি তাহে জিজ্ঞাসিল।। কোন মহাজন তুমি কহ দেখি শুনি। কিহেতু হয়ে ছিলে বিশাল কালফণি।। ফণি বলে ছিনু আমি বাদশার তনয়। মম পিতার দাস ছিল ঐ দুরাশয়।। পিতা সম্পায়নে সর্প দুজনে হইনু। সর্প দেহ পায়ে সর্পকুঞ্জে প্রবেশিনু।। চিরকাল বাদ পরিবাদ মম সনে। পুনঃ মনুষ্য হৈনু তোমার কল্যাণে।। তুমি মম রক্ষাদাতা পিতার সমান। পিতা অগ্রে চল তব বাড়াইব মান।। হাতেমে লইয়া গেল আপন আলয়। পিতার নিকটে গিয়া দেয় পরিচয়।। হাতেমেরে যত্ন করি রত্ন সিংহাসনে। বসাইল বাদশা আনন্দিত মনে।। খাদ্য দ্রব্য আনি কত হাতেম কারণ। যত্ন পূর্ব্বকে বাদশা করিল সেবন।। তথা হৈতে হাতেম হইয়ে বিদায়। মণিরস্বামীর তত্ত্বে সাহাবাদে যায়।। সাহাবাদে হাতেম উপস্থিত হইল। যথায় মণিরস্বামী তথায় আইল।। মণিরস্বামীর সহ করি দরশন। সমাদরে

কহিল সমস্ত বিবরণ ।। আছিলেন হোসেনবানু অন্তঃপুরেতে। হাতেম আইল শুনিলেন শ্রবণেতে ।। তখনি পাঠাইল লোক হাতেমে লইতে। বসিল হাতেম আসি অমিত কুঞ্জেতে।। অন্তঃপুরে থাকি কন্যা জিজ্ঞাসে কারণ। এত দিন কত দেশ করিলে ভ্রমণ ।। যে কার্য্য সাধনে তুমি করিলে গমন। কি করে আইলে তার কহ বিবরণ ।। প্রেহেলিকার প্রসিদ্ধ শুনিব শ্রবণে। বিশেষ বৃত্তান্ত কহ মম বিদ্যমানে ।। হাতেম কহিল প্রেহেল্লিকা বিবরণ। সমস্ত হোসেনবানু করিল শ্রবণ ।। হাতেমেরে সমাদর কৈল বহুতর। খাদ্য দ্রব্য আনে কত অতি মনোহর। হাতেম কহে যাব মণিরস্বামীর কাছে। সাক্ষাত লাভ করিব সে কিরূপে আছে। বহু দিন যে বিলম্ব হইল আমার। কহিব তারে সমস্ত মম সমাচার। এক্ষণে বিদায় আমি হই তব স্থানে। স্নান দান আহারাদি করিব সেইখানে। ইহা বলিয়া হাতেম বিদায় হইল। মণিরস্বামীর কাছে সমস্ত কহিল। সমাদরে হাতেমেরে করিয়া যতন। নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য করায় সেবন মণিরস্বামীর স্থানে তিন দিন থাকিয়া। হোসেনবানুর কাছে উপস্থিত হৈয়া ।। কহেন হাতেমতাই কন্যা সন্নিধানে। তৃতীয় প্রেহিল্লিকা কহ শুনিব শ্রবণে ।।

তৃতীয় প্রেহিল্লিকা।

ত্রিপদী।

উপবিষ্ট কন্যা আগে, হাতেম বিদায় মাগে, কহ সে তৃতীয় প্রেহিল্লিকে। কি তব মনের কথা, মনে প্রাণে আছে গাঁথা, সমস্যা কি কহিবে আমাকে।। ইহা শুনি কন্যা কয়, শুন শুন মহাশয়, আমার তৃতীয় প্রেহিল্লিকে। না জানি সে কোন ধামে, হামির ময়দান নামে, স্থির চিত্তে শুনহ পুলকে।। কে এক মনোরঞ্জন, বসি করে উচ্চারণ, করনা হে কুকার্য্য সাধন। এই কথা বারে বারে, কে বলেন তথাকারে, সে জন সুজন কোন জন ।। এই কথা সেই জন, কারে বলে কি কারণ, অন্বেষণ করে এস তুমি। কোন রসে রসিক সে, কোন রসে রস ভাসে, সেই জন কোন রসগামী ।। শুনি এই প্রেহিল্লিকে, হাতেমতাই পুলকে, পথস্থ যে হাতেম হইল। জগদিশে ভাবি মনে, চলে সেই অন্বেষণে,

মনে মনে ভাবিতে লাগিল॥ কোথা সে প্রান্তর আছে, সুধাইব কার কাছে, না জানি তাহার বিবরণ। হামির সে কার নাম, না জানি ময়দান ধাম, কোথায় করিব অন্বেষণ॥ এইরূপে পরাধিন, গত হয় কত দিন, মনে মনে ভাবি নারায়ণে। সপ্তম দিবস পরে, পর্ব্বতাভিমুখে হেরে, আজিম পর্ব্বত নাম শুনে॥ সে পর্ব্বত অধঃদেশে, হাতেমতাই প্রবেশে, ক্ষণেক উপবেশন কৈল। তদন্তরে কতক্ষণে, পর্ব্বতে সুনাদ শুনে, সুজন রসিক এক কহিল॥ এসো এসো এসো প্রিয়ে, চাঁদমুখ দেখাইয়ে, প্রাণ রাখ তবে রক্ষা পাই। এতেক শুনিয়া যায়, উপরে দেখিতে পায়, সুতরুবর এক তথাই॥ শ্বেতবর্ণ প্রস্তর যে, প্রণীত গৃহ সমাজে, মনোহর সুসুন্দর অতি। সে মনোরঞ্জন কুঞ্জে, সুনাদ সুরম্য ভুঞ্জে, লাবণ্য সে সুবর্ণ মূরতি॥ বসিয়া কে একজন, সুবর্ণ জিনি বরণ, নব যুব সুসুন্দর অতি। মলিন বসন তার, অধানন পরিহার, রস ঋষি আকৃতি প্রকৃতি॥ দ্বিনয়ন মুদে থাকে, নিজ বর্ণ নাহি দেখে, অন্তরে রমণী রস তার। দ্বিতীয় উত্তর করে, এস প্রিয়ে তৎপরে, এই কথা মুখে অনিবার॥ কতক্ষণ গত পরে, তৃতীয় উত্তর করে বিলম্ব নাহিক আর সহে। আইস২ প্রিয়ে, প্রাণ রাখ দেখা দিয়ে, তোমার কারণে প্রাণ দহে॥ মনে মনে তাই কয়, ইনি কোন মহাশয়, কাকে ডাকেনা জানি কারণ। উপস্থিত তার পাশে, তদন্ত সব জিজ্ঞাসে, কহ শুনি তুমি কোন জন॥ দ্বিনয়ন মুদে থাক, ক্ষণে ক্ষণে কাকে ডাক, অন্তরে পিড়িত কি কারণে। কার শোকে মনদুখে, ক্ষণে ক্ষণে থেকে থেকে, কারে ডাক কেবা ডাক শুনে। শুনিয়া না কিছু কয়, দ্বিনয়ন মুদে রয়, ক্ষণকাল বাদে পুনঃ ডাকে। তাই বলে বারম্বার, কারে ডাক বারম্বার, বিবরণ কহ না আমাকে॥ কি কারণে মৌনে রহ, অন্তরের কথা কহ, উপকার করিব তোমার। কি কারণে ডাক তুমি, কারে ডাক কেবা তুমি, শুনি কোথা বসতি তোমার॥ এ সুন্দর কুঞ্জ কার, কহ তত্ত্ব শুনি তার, বারম্বার কাকে তুমি ডাক। বিরল নিকুঞ্জে বসি, কাকে ডাক দিবানিশি, কার আশা নিরক্ষিয়া থাক॥ ইহা শুনি কহে কথা, কে তুমি বসতি কোথা, কহ শুনি কোথা তব ধাম। হাতেম কহেন তারে, বাস ইমন সহরে, হাতেমতাই আমার নাম॥ কহিলেন

সেই জন, যে হেতু দুঃখিত মন, তোমাকে কহিলে কিবা হবে। মনো-গত মম রোগ, কে করে সে মনোযোগ, সে বৈদ্য বিনে কে নিবারিবে॥ মনাগুনে দহে প্রাণ, কে করে হে বারিদান, নির্ব্বাণ কে করে মনাগুণ। তোমারে কহিলে তবে, আরো প্রজ্জলিত হবে, বাড়িবে সে আগুণ দ্বিগুণ॥ তববৎ কত জন, বুঝিয়া আমার মন, ফিরে গেল বুঝাতে না পেরে। কেহ না পারিল যাহা, তুমি কি পারিবে তাহা, যাহ তুমি নিজ কার্য্যান্তরে॥ হাতেম কহেন পুনঃ, কহ দেখি শুনি পুনঃ, কি কারণে কর হায় হায়। কি আশায় করে আশা, করেছ নিকুঞ্জে বাসা, অবশ্য মিলাইব তাহায়॥ হাতেমে সে জন কয়, ধৈর্য্য ধর মহাশয়, বৈস এই দীর্ঘ তরুমূলে। মম মনোগত যত, তোমায় করাব শ্রুত, বসি এই নির্জ্জন বিরলে॥ হাতেম তাহার বোলে, বসিলেন তরুমূলে, ক্ষণেক বিলম্ব হৈল তার। তার পর সেইজন, কহে সব বিবরণ, প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্তার॥ ছিনু আমি সদাগর, ভৃত্য ছিল বহুতর, সদাগরী করি তরী লয়ে। পদব্রজে উঠে তটে, ময়দানের নিকটে, উপবেশন হইনু গিয়া॥ ময়দানোপরিভাগে, ইমারত দেখি আগে, অতি মনোহর সুমন্দির। দেখি এই ইমারত, ছিল মনে মনোরথ, দেখিতে এ সুন্দর শিবীর॥ দৈবাধিন এক পরী, কামশর চক্ষে পুরী, আইল আমার অভিমুখে। দৃষ্টি করি কামশর, বিন্ধে কৈল জর জর, প্রহার করিয়া মম বুকে॥ তাহার নয়ন বাণে, সশঙ্কিত হয়ে প্রাণে, চৈতন্য শূন্য হৈল আমার। চলিনু যে ধরাসনে, পতিত সে নিরাসনে, জ্ঞান শূন্য হয়ে সবাকার॥ আমার দুর্গতি হেরি, কোলেতে করিয়া পরী, বসিলেন এই তরুমূলে। পরেতে পায়ে চেতন, পরী সহ যে মিলন, জিজ্ঞাসা করিলাম বিরলে॥ কোন দেশে বাস কর, কিবা নিজ নাম ধর, কহ শুনি তব পরিচয়। এই বিশাল কাননে, ভ্রম ধনি কি কারণে, একাননে কহ সমুদায়॥ কহিল হৈ পরীজাতি, পরীপুরেতে বসতি, পুরুষ পরেশ অন্বেষণে। পেলে পুরুষ রতন, বরণে করি যতন, এ হেতু ভ্রমণ এ কাননে॥ হয়ে আমি ইচ্ছাধিন, বরণে হয়ে স্বাধিন, চিরদিন বরণেতে মন। এই করি এক মনে, ভ্রমি সদা এ কাননে, পেলে করি পুরুষে বরণ॥ শুনিয়া তাহার কথা, দুরে গেল মনব্যথা, প্রাণে

মম প্রাণ সঞ্চারিল। আমোদ প্রমোদ যত, তার সহ সহগত, পতি জ্ঞানে রতি ভুঞ্জাইল।। এইরূপে কিছু দিন, হয়ে তার প্রেমাধিন, আনন্দে কৈনু কাল যাপন। হারায়ে পূর্ব্বের ধন, হইলাম বিস্মরণ, পরী রত্নে করিয়া যতন।। এক দিন দুইজনে, বসিয়া আনন্দ মনে, কহিলাম শুন বরাননী। পর্ব্বত ময়দান ময়, এখানে যে থাকা নয়, কষ্ট পাই ভ্রমিয়া অবনী।। সহর নগরে চল, তথায় থাকিব ভাল, অনর্থক কেন কষ্ট পাই। সহরে সকল পাব, খাদ্য দ্রব্য সুদুর্লভ, এস্থলে বাস করিতে নাই।। ইহা শুনি কন্যা কয়, থাকা যে উচিত নয়, যথাস্থানে চল দোঁহে যাই। আর এক কথা বলি, আমার এ বংশাবলি, যথা আছে যাব তাঁর ঠাই।। পিতার নিকট গিয়া, বিদায় হয়ে আসি গিয়া, ত্বরিত আসিব পুনর্ব্বার। থাক তুমি এই খানে, না যাইবে কোন স্থানে, তব স্থানে এই অঙ্গিকার।। কন্যারে কহিনু আগি, ত্বরিত আসিবে তুমি, রহিলাম তব আশাপথে। আশা দিয়া কন্যা গেল, অদ্যাবধি না আইল, পথ চায়ে আছি সে আশাতে।। কল্য আসিব বলে গেল, এক বৎসর হইল, অদ্যাবধি না আইল পরী। তার আশা পথ চায়ে, আছি পথ নিরক্ষিয়ে, পরী না হেরিয়া প্রাণে মরি।। এ স্থান ছাড়িতে নারি, যদি পুনঃ এসে পরী, আমায় না দেখে ফিরে যাবে। এ হেতু হয়ে কাতর, গত হৈল এক বৎসর, আর পরী আসিবেন কবে।। যদি এসে সেই পরী, ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, আছি পরী আশা পথ চেয়ে। কি করি কোথায় যাব, কোথা গেলে পরী পাব, প্রাণ ত্যজি পরীর লাগিয়ে।। ইহা শুনি তার ঠাই, কহিল হাতেমতাই, আনিয়া মিলাব সেই পরী। কহে কবি সরকার, মিলনের মূলাধার, সর্ব্ব মিলনে আছে শ্রীহরি।।

পয়ার।

হাতেম কহেন পুনঃ কহ সদাগর। কি নাম ধরহ তুমি কোন দেশে ঘর।। কোন দেশে থাকে পরী কি নাম তাহার। উদ্দেশে যাব তব করিতে উপকার।। পরীর মিলনে যদি তব প্রাণ বাঁচে। অবশ্য মিলাব পরী যাব তার কাছে।। বল বল শুনি সে পরীর কিবা নাম। কোন দেশে বাস তার কহ গুণধাম।। হাতেম নাম ধরি বাদশার নন্দন।

পর উপকার হেতু যে ভ্রমণ। সেই সদাগর বলে শুন বিবরণ। আঞ্জুন নামে পরী অলকে নিকেতন।। পরিচয় এই তার গ্রাম ধাম নাম। পার যদি অন্বেষণ যাও গুণধাম।। হাতেম বলেন পরী কোন পথে গেল। সেই পথ কোন পথ গম অগ্রে বল।। কোন দিগে গেল পরী তোমা পরিহরি। দেখচ নয়নে বল দেখি ত্বরা করি।। উত্তর দক্ষিণে কিম্বা পূর্ব্ব পশ্চিমেতে। কোন দিগে গেল পরী দেখিলে চক্ষেতে।। সদাগর বলেন হাতেম বিদ্যমানে। দক্ষিণ দিগেতে গেল দেখিছি নয়নে।। হাতেম কহেন তুমি থাক এই খানে। যে অবধি নাহি আসি তোমার সদনে।। পুনঃ পরী পাবে তুমি চিন্তা কিছু নাই। পরীর অন্বেষণ করিতে আমি যাই।। অন্য স্থানেতে তুমি কোথাও যেওনা। অবশ্য মিলাব পরী ভেবনা ভেবনা।। স্থানান্তরে গেলে প্রাণে বহু কষ্ট পাবে। হা পরী হা পরী করি প্রাণ হারাইবে।। সদাগর কান্দি ধরে হাতেমের পায়। পর হেতু কষ্ট ভোগ করে কে কোথায়।। পর উপকারি তুমি জানিনু অন্তরে। পর উপকারে কেবা কষ্ট ভোগ করে।। হাতেম কহেন আমি পর উপকারে। কষ্ট বোধ নাহি করি আপন শরীরে।। নিজ প্রাণ দিয়া করি পর উপকার। পর হিত জন্য হৈল জনম আমার পরের সুখেতে সুখি আমি বহুতর। পর দুঃখে দুঃখী আমি আছি নিরন্তর।। পর কার্য্য সাধনে ভ্রমণ আমার। নিজ প্রাণ দিয়া করি পর উপকার।। যত দিন নাহি আসি এ স্থানে থাকিবে। স্থানান্তরে গেলে তুমি বহু কষ্ট পাবে।। এতেক বলি হাতেম হইল বিদায়। পরী অন্বেষণে হাতেম তথা যায়।। দক্ষিণেতে আছে পরী করি অনুমান দক্ষিণের পথে চলে হাতেম গুণবান। পথে পথে যায় পরী করি অন্বেষণ। সম্মুখে পর্ব্বত এক করেন দর্শন।। সেই পর্ব্বতোপরে করিয়া আরোহণ। মনোহর বৃক্ষ এক করে নিরীক্ষণ।। তদাভিমুখে হাতেম দেখেন তখন। পতিত রয়েছে এক রজত আসন।। হাতেম আসন দেখি যায় তথাকারে। উপবিষ্ট হৈল তায় প্রফুল্ল অন্তরে।। একেত রজতাসন তাহে তরুতল। তাহে সমীরণ বহে অতি সুশীতল।। শয়নে হইল তাঁর নিদ্রা আকর্ষণ। দিবা অবসানে যামিনীর আগমন।। নিদ্রা যায় হাতেম যে পরম কুশলে। উপস্থিত চারি পরী সেই তরুতলে।। হাতেমে

দেখিয়া সবে ভাবে মনে মনে। এখানে মনুষ্য জাতি আইল কেমনে।। কি কারণ মনুষ্য আইল পরীপুরে। তাহার বৃত্তান্ত সব জিজ্ঞাস উহারে এক জন পরী আসি হাতেমের কাছে। নিদ্রাভঙ্গ হেতু তার দাণ্ডাইয়া আছে।। পরম পণ্ডিত পরী ভাবে মনে মনে। নিদ্রাভঙ্গ করিতে নাই নিদ্রিত জনে। ইহা ভাবি পরী তথা নৃত্য আরম্ভিল। নৃত্য শব্দ শুনি তার নিদ্রা ভঙ্গ হৈল।। উঠিয়া হাতেম বসে আসন উপরি। সম্মুখেতে দেখিলেন যত সব পরী।। পরী বলে কে তুমি হে মনুষ্য হইয়া। পরী পুরে প্রবেশিলে সাহস করিয়া।। কোন কার্য্য সাধনেতে এলে পরী পুরে। কে তোমায় আনিল কোন কার্য্য অনুসারে।। হাতেম কহেন আনিলেন ভগবান। পরী আশাকারী জনে দিতে প্রাণ দান।। পরী অন্বেষণে আইলাম পরী পুরে। বল কোন পরী আলগুণ নাম ধরে।। কোথায় বসতি তার থাকে কোন খানে। তাহারে লইয়া গেলে সেই বাঁচে প্রাণে।। মনুষ্যের সহ সেই করিয়া মিলন। আশা দিয়ে এসেছে দেখিতে নিকেতন।। কালি আসিব বলে আশা দিয়ে তাহারে। বৎসরেক হৈল আজি নাহি যায় ফিরে।। আলগুণ নামে পরী থাকে কোন খানে। সত্য বল যাব আমি তাহার সন্ধানে।। আশাতে মনুষ্য জাতি নাহি বাঁচে প্রাণে। অন্ন জল ত্যাগ কৈল তাহার কারণে।। আশাপথ নিরক্ষিয়ে প্রাণ আছে তার। এহেতু পরী পুরে আগমন আমার।। পরীগণ বলে তুমি আপনি অজ্ঞান। যত কথা কও তার না মিলে প্রমাণ।। আলগুণ নামে পরী পর্ব্বতের পতি। তিনি কেন মিলিবেন মনুষ্য সংহতি পর্ব্বতের বাদশা সে পরী বিচক্ষণ। সে কেন করিবে বল মনুষ্য মিলন।। এ কথা শুনিলে তব শিরচ্ছেদ করি। প্রাণ দণ্ড তখনি করিবে সেই পরী হাতেম কহেন মম যাথাকে কপালে। অবশ্য যাইব আমি পরীর মহলে পরী বলে দিন কত থাক এই খানে। পথ দেখাইয়া দিব যাবে তার স্থানে।। শুনিয়া হাতেম ইহা তথায় রহিল। কত খাদ্য দ্রব্য আনি তাহে ভুঞ্জাইল।। এইরূপে কত দিন গত হয়ে যায়। হাতেমে পাইয়া পরী নাহি ছাড়ে তায়।। হাতেম কহেন আর কত দিন রব। দেখাইয়া দেহ পথ তথাকারে যাব।। আলগুণ নামেতে পরী থাকেন যথায়। পথ দেখাইয়া দেহ যাইব তথায়।। হাতেমেরে সঙ্গে লয়ে পরীগণ যায়

নিজ অধিকার হৈতে করিয়া বিদায় ।। হস্ত তুলিয়া সুপথ দেখায় হাতেমে অন্য পথে আর না যাইবে কোন ক্রমে । এই পথে যাইলে পাইবে তার ঘর । দ্বিতীয় পথগাগি না হবে গুণাকর ।। ইহা বলিয়া হাতেমে পথ দেখাইল । পথস্থ হইয়া তবে হাতেম চলিল ।। মাসেক দিবসান্তে পরীর দেশে গেল । নিশাকালে উপস্থিত তথায় হইল ।। পুনঃ এক উচ্চরব শুনিবারে পায় । তথা হৈতে হাতেম তার কাছে যায় ।। জিজ্ঞাসা করিল তারে কিসের কারণে । উচ্চস্বরে কান্দ কেন শুনিব শ্রবণে ।। শুনি হাতেমের কথা না দেয় উত্তর । নিম্ন শিরে রহে সদা কাতর অন্তর ।। দ্বিনয়নে বহে বারি করে হায়২ । হাতেম বলে কান্দ কেন কহনা আমায় কি কারণে কান্দ তুমি কহ মর্ম্ম তার । সাধ্য হৈলে অবশ্য করিব প্রতিকার রোদন পূর্ব্বক বলে শুন মহাশয় । যেহেতু রোদন করি তার পরিচয় ।। সংসার প্রচলিত নহে বিনা উপায়ে । উপায় অনুক্রমি ভ্রমি অশ্ব আরোহিয়ে ।। পথ ভুলে এই পথে করিনু গমন । প্রতিবাসি প্রতি আসি কৈনু জিজ্ঞাসন ।। কহ শুনি এই দেশ কার অধিকার । বিবরণ কহ সে কি নাম বাদশার ।। গ্রামবাসি বলে শুন তোমারে জানাই । যাদুর বাদশা এই যাদু বেবসাই ।। পাইলে বিদেসস্থ জনে যাদু বানাইয়া । ঘোড়া যোড়া মালমাত্তা নেয় যে কাড়িয়া ।। ইহা শুনি তথা হৈতে কৈনু পলায়ন । পঞ্চক্রোশ তথা হৈতে করিনু গমন ।। মনোহর উদ্যান এক সম্মুখেতে দেখে । উপস্থিত হৈনু তবে পরম কৌতুকে ।। সেই যে উদ্যানের প্রহরি এক ছিল । বাদশার কন্যার কাছে মোরে লয়ে গেল ।। উদ্যানের উপকুঞ্জ মধ্যে কন্যা ছিল । তার সন্নিধানে মোরে শীঘ্র লয়ে গেল ।। উদ্যান অভিমুখে অশ্ব করিয়া বন্ধন । কন্যার নিকটে আমি আইনু তখন ।। বসি আছে সেই কন্যা রজত আসনে । উপস্থিত হইলাম তাহার সদনে ।। অতি সমাদরে কন্যা হেরি দ্বিনয়নে । উপবিষ্ট করাইল রজত আসনে ।। কি কব লাবণ্য তার স্বুবর্ণ জিনিয়া । পূর্ণশশী লজ্জা পায় তাহারে হেরিয়া ।। কি কহিব রূপ তার অপরূপ অতি । বিন্ধিল নয়ন শরে না শরে ভারতী ।। তীক্ষ্ণ নয়ন শর হানিল সে আমায় । সে শরে ব্যথিত হয়ে পড়িনু ধরায় ।। হেনকালে সেই বাদশা আসি উদ্যানে । অশ্ব বাঁধা আছে মম দেখিল নয়নে ।। তুরঙ্গ হেরি বাদশা ক্রোধে হুতাশন । কন্যা অভিমুখে

আসি উপস্থিত হন।। কন্যা সহ বসিয়া ছিলা একাসনে। অধিক ক্রোধিত হৈল হেরিয়া নয়নে।। কি বর্ণিব যত ক্রোধ হইল তাহার। অগ্নি মধ্যে হৈল যেন ঘৃতের সঞ্চার।। মনে ভাবে কন্যা মম দুঃশীলা হইল। পর পুরুষ লয়ে একাসনে বসিল।। দাসীকে জিজ্ঞাসে বাদশা লইয়া গোপনে। কহ শুনি এ জন কে আইল উদ্যানে।। দাসী বলে বাদশা শুনহ মন দিয়া। বিবাহের যোগ্য হৈল তোমার তনয়া।। অদ্যাবধি না হইল কন্যার স্বয়ম্বর। এনে নিধি দিল বিধি উদ্যানেতে বর।। বিবাহের যথাকাল হৈল বর্ত্তমান। এই পাত্রে কর তুমি কন্যা সম্প্রদান।। ক্রোধ গোপন কর বাদশা মহাশয়। বিবাহ নির্ব্বাহ করিতে আজ্ঞা হয়। আইবড় কন্যা গৃহে রাখা যোগ্য নয়। অতিরিক্ত হৈল কন্যার বিবাহ সময়।। অবিবাহিতার সাধন কার্য্য ভ্রষ্টা হৈলে। ইষ্টকাল নষ্ট হয় সকলেতে বলে।। কুযশ কুখ্যাতি কত ঘোষে ত্রিভুবনে। কলঙ্ক রটন হবে সে কন্যা রক্ষণে।। এইত বিধির বিধি দিয়াছেন বিধি। আইবড় কন্যা রাখা অতি যে অবিধি।। সংসারের প্রচলিত কার্য্য সবে কৈল। কার গৃহে আইবড় কন্যা আছে বল।। দাসীর প্রবোধ বাক্য শুনিয়া তখন। বাদশা করিল সব ক্রোধ নিবারণ।। দাসীকে আদেশি বাদসা কহেন তখন। কন্যার সম্মত হেতু কর জিজ্ঞাসন।। দাসী আসি কন্যাকে যে সমস্ত কহিল। বিবাহ কারণ তব পিতা আজ্ঞা দিল।। এই পাত্র হয় যদি তব মনোনিত। বাদশার নিকটে দোঁহে চলহ ত্বরিত।। সম্বাদ শুনি পাত্র সহ কন্যা আইল। পিতার অগ্রেতে আসি সমস্ত কহিল।। বাদশা বলে শুন পূর্ব্বের বিবরণ। কন্যার বিবাহে কৈনু প্রেহিল্লিকা পণ।। প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ করিবে যেই জন। তৃতীয় প্রেহিল্লিকা করেছি নিরূপণ।। প্রথম প্রেহিল্লিকে এই করহ শ্রবণ। পরী নামে জানওয়ার আছে একজন।। শিরচ্ছেদ করি তার আন মম আগে। দ্বিতীয় প্রেহিল্লিকা শুনহ মন যোগে।। সুবর্ণ জিনিয়া সর্প মোহরা তাহার। মস্তকে শোভা করে মাণিক নামতার।। সেই মাণিক আন আমার নিকেতন। তৃতীয় প্রেহিল্লিকার শুন বিবরণ।। লৌহের কড়ায় ঘৃত করিয়ে দাহন। লৌহের বুট তাহে করহ স্থাপন।। অগ্নির উত্তাপেতে বুট প্রসিদ্ধ হৈলে। কড়ায় পসিয়ে বুট তুল বাহুবলে।।

ঘৃত উত্তাপেতে যদি রহে তব প্রাণ। তবে তোমায় করিব কন্যা সম্প্রদান॥ না পারিনু প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ করিতে। বিশাল অরণ্যাতে ভ্রমি এই দুঃখেতে॥ অন্নবস্ত্র বিহিন হইয়া এ কাননে। দুঃখার্ণবে মগ্ন হই কন্যার কারণে॥ কন্যার মোহরা মম বক্ষেতে পশিল। সম্বরণ নহে মন প্রজ্জলিত হইল॥ তাহার দুঃখের কথা করিয়ে শ্রবণ। কহেন হাতেমতাই তাহার কারণ॥ মন স্থির কর তুমি না ভাবিবে আর। প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ করিব আমি তার॥ অনিষ্ট ঘুচায়ে ইষ্ট লাভ করাইব। কন্যা সহ তব বিবাহ দেওয়াইব॥ চিন্তা পরিহরি মম সঙ্গত হইয়া। চল সে বাদশার স্থানে আমায় লইয়া॥ ইহা বলি দোঁহে বাদশার আগে গেল। প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ হেতু তাকে কহিল॥ বাদশাকে বলেন হাতেম গুণাকর। তব সমিস্যাপূর্ণ করিব তৎপর॥ আমি সমিস্যা সিদ্ধ করিলে মহাশয়। এরসহ হবে তব কন্যার পরিণয়॥ আমি মাত্র প্রসিদ্ধ করিব প্রেহিল্লিকে। কন্যা সম্প্রদান তুমি করিবে ইহাকে॥ কন্যার উপরে মম নাহি অধিকার। এই গুণাকর হবে জামতা তোমার॥ ইহা বলি হাতেমতাই বিদায় হৈল। প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধায় গমন করিল॥ পরীর জানওয়ার আছে মাজন্দার দেশে। সেই দেশে যাই আমি তাহার উদ্দ্যাসে॥ সেই জনের স্থানে যে হইয়া বিদায়। পথস্থ হইয়া যে হাতেমতাই যায়॥ উপস্থিত হৈল এক গ্রাম প্রান্তভাগে। দেখে ভুবিদার এক তার দক্ষিণ দিগে॥ শুষ্ক তৃণ কাষ্ঠ আনি প্রজ্জলিত করি। দাহ করিছে তাহারে মোহ পরিহরি॥ হাতেমতাই তাই দেখিয়া নয়নে। জিজ্ঞাসা করেন তিন গ্রাম বাসীগণে॥ নগর নিবাসীগণ কহেন তখন। আসি আছে পশু এক করিতে হিংসন॥ ভৈমি বিশাল হিংসক এসেছে নগরে। বহুতর হিংসা করে আমা সবাকারে॥ ব্যাঘ্র কুঞ্জর আসি যে মহিষ গাণ্ডার। তদপেক্ষা হিংসক এই পশু দুরাচার॥ ভুবিদারে বাসস্থল কৈল দুরাশয়। কোনমতে নাহি পারি করিবারে জয়॥ একারণ হুতাশন প্রজ্জলিত করে। শত্রুজয় হেতু দেই ভুবিদার পরে॥ হাতেম কহেন কষ্ট করনা এক্ষণে। আমি বিনাশিব শত্রু দেখহ নয়নে॥ ভয় পরিহরি সব নির্ভয়েতে থাক। ক্ষণেক মধ্যে বিনাশিব শত্রু চক্ষে দেখ॥

ইহা বলি প্রবোধ কার্য্য করি সাধন। শ্বপু বিনাশ পথ করিল খুনন॥ তৃণ কাষ্ঠ আদি করি তাহে আচ্ছাদন। শর হস্তে রহেন করিয়া নিরিক্ষণ॥ প্রহরেক রজনী যখন অবশেষ। উপস্থিত হইল সে পশু নিজ দেশ॥ অষ্টপদ সপ্ত নাক তিন আঁখি তার। করিবর জিনি শোভে মস্তকের ভার॥ বামকক্ষ পাশে ষষ্ঠ শির শোভা করে। ব্যাঘ্রের বদন প্রায় অতি ভয়ঙ্করে॥সে পশুর বিশাল শার করিয়া গ্রহণ। ভয়ার্ত্ত হইল যে নগর বাসীগণ॥আইল বিশমপশু অতি ভয়ানক। শতর্ক হইল যত নগরের লোক॥ বাসস্থলে পশু উপবিষ্ট না হইতে। হাতেম হানিল শর তাহার চক্ষেতে॥ অন্ধ হয়ে ভৈমি পশু তেজি বাসস্থল। পলায়ন করিলেন হইয়া দুর্ব্বল॥ হাতেম ডাকে নগরবাসী জনগণে। পলাইল বিশাল পশু চিন্তা তাজ মনে॥ নিশ্চিন্তা হয়ে সবে জাও বাসস্থল। আর না আসিবে ভৈমি পশু পাপখল॥ মম শরে অন্ধ হয়ে তার দ্বিনয়ন। বাসস্থল ত্যজি দুষ্ট কৈল পলায়ন॥ নগরবাসী গণে বলে না হয় প্রত্যয়। রাত্রে আসিবে ভৈমি পশু দুরাশয়॥ ইহা শুনি হাতেম তথায় রহিল। নিশি মধ্যে ভৈমি পশু আর না আইল॥ সমাদরে হাতেমেরে লয়ে সব নরে। খাদ্য দ্রব্য দেয় কত ষোড়শোপ-চারে॥ প্রভাতে গত্রোত্থান করি হাতেমে লয়ে। বাদশাগ্রে উপস্থিত হৈল সবে গিয়ে॥ বহু সমাদর করি বাদশা সুজনে। হাতেমে বসাইলেন রজত আসনে॥ মণি চুনি হিরে হার পরেশ পাথর। হাতেমের অভিমুখে রাখে থরে থর॥ পুরস্কার কৈল যত কতেক লিখিব। হাতেমের গুণাগুণ কতেক বর্ণিব॥ সেই সব অর্থ হাতেম যত পাইল। অতিত অভ্যাগতে সব প্রদান কৈল॥ তদন্তরেতে হাতেম হইয়া বিদায়। পথস্থ হইয়া হাতেম তখন যায়॥ কত দূরে গিয়া হাতেম দেখে তখন। এক সর্প নকুলের সহ করে রণ॥ নকুল সর্পাভিমুখে হাতেম দাণ্ডায়। উচ্চঃস্বরে হাতেম জিজ্ঞাসে তাহায়॥ কি কারণ কর রণ কহ দেখি শুনি। হাতেম প্রতি উত্তর করিল সে ফণি॥ ফণি বলে দুঃখের কথা কি কব তোমাকে। বিনা দোষে নাশে নকুল মম জনকে॥ হাতেম কহে শুন নকুল দুরাচার। বিনা-দোষে বধ কৈলে সর্পের পিতায়॥ নকুল যে পশু জাতি না করে

বিচার। জীব হিংসা করে নাই জ্ঞানের সঞ্চার॥ নকুল বলে কে তুমি কহ দেখি শুনি। যবন হইবে তুমি অভিপ্রায় গুণি॥ হাতেম কহেন আমি যেতে মুসলমান। নকুল বলে তোমার বিচারে সেলাম॥ আমার আহার সর্প দিলেন বিধাতা। তাহারে বধিতে পাপ শুনি নাই কোথা॥ আমি জাতিয় পশু আমার দোষ ধর। তুমি মনুষ্য হয়ে কেন গোহত্তে কর॥ আপ্ত ছিদ্র পরিহরি পরে বলাক্রম। এই কি বিচার তব কওহে হাতেম॥ জানিব কেমন তুমি দাতা পুণ্যবান। নিজ মাংস কাটী আমায় করহ প্রদান॥ নিজহস্তে নিজ মাংস করিয়ে ছেদন ফণি পরিবর্ত্তে দেহ করিব ভোজন॥ তবে জানাযাবে তুমি মহা পুণ্যবাণ। পরের রক্ষণে যদি দেহ নিজপ্রাণ॥ এতেক শুনি হাতেম করিল স্বীকার। প্রস্তুত হৈল কাটীতে মাংস আপনার॥ তাহা দেখিয়া নকুল করিল বারণ। জানিনু হাতেম তুমি সাধু মহাজন॥ ভারত বর্ষেতে নাই তোমার সমান। পর উপকারে দেয় আপনার প্রাণ॥ পর উপকারেতে দাতাকর্ণ রাজন। করে ছিল নিজ পুত্রের শিরোচ্ছেদন॥ পর হেতু হরিশচন্দ্র শুকর চরাইল। পর উপকারে বলি পাতালেতে গেল॥ তদ্রূপ হাতেম তুমি পরের কারণ। পর উপকারে দাও আপন জীবন॥ এতেক প্রসংশা করি হাতেমের প্রতি। নকুল সর্প ধরিল মনুষ্য আকৃতি॥ হাতেম কহেন শুনি কহ মর্ম্ম তার। কি হেতু হইলে দোঁহে মনুষ্য আকার॥ নকুল বলেন শুন মম বিবরণ। নকুল দেহ প্রাপ্ত হইল যে কারণ॥ জেনের নামে বাদশা আমি ছিনু তখন। নাগ কন্যা হেরিয়া বিশাদিত মন॥ নাগ কন্যা দেখি আমি আশকে পীড়িত। বিবাহ উদযোগ কৈনু তাহার সহিত॥ বিবাহ না দিল নাগ হয়ে প্রতিবাদী। একারণ শত্রু আমি আছি সেই অবধি হাতেম বলে চল বাদশার নিকট। বিবাহ নির্ব্বাহ করি ঘুচাই শঙ্কট॥ ইহা বলি হাতেম বাদশার সন্নিধানে। উপস্থিত হৈল বাদশার নিকেতনে॥ সমস্ত বিবরণ কহি হাতেম গুণবান। উভয়ে উভয়ের বিভা কৈল সমাধান॥ হরষিতে হাতেমেরে বাদশা তখন। ইচ্ছাইল দিতে তারে কিঞ্চিৎ বেতন॥ হাতেম বলেন আমি বেতন নাহি লব। তোমার যে ভাল হৈল আর কি কহিব॥ বাদশা বলে যদি

বেতন নিবে নাই। আশা মোহরা দুই আছে আমার ঠাই ।। আশার গুণের কথা করহ শ্রবণ। ফণি বিষ হরে আশা কৈলে দরশন ।। পৃথিবীতে আছে যত সর্পের সঞ্চার। আশা দরশনে বিষ নাহি থাকে তার ।। সর্পের দংশন যদি হয় কারোপরে। আশা দর্শনার্থে বিষ তখনি যে হরে ।। আর এক মোহরা লহ মম ঠাই। মুখেতে রাখিলে তার বিষ চড়ে নাই ।। অভিমুখে নদী যদি পড়ে কোন স্থানে এ আশাতরীহয়ে পার করে তুফানে ।। জলেতে ফেলিলে আশাতরী দেহ ধরে। আশাদেহ ধরে যতক্ষণ থাকে করে ।। কোন স্থানে নদী যদি পড়ে অভিমুখে। আশাকে করিয়ে তরী পার হবে সুখে ।। হাতেম কহেন তুমি হয়ে কৃপাবান। আশা মোহরা আমায় করহ প্রদান ।। তথাস্তু বলি আশা মোহরা দুই দিল। বাদশার স্থানে হাতেম বিদায় হৈল ।। আশা মোহরা কজতি করিয়া তখন। মাজ-ন্দার অভিমুখে করিল গমন ।। কতদিন গত হয় পথ অনুক্রম। পথ মধ্যে নদী এক দেখেন হাতেম ।। মনে ভাবে আশার পরিক্ষা এই কালে। করে ছিল আশা ফেলিল নদীর জলে ।। তরী হয়ে সেই আশা জলেতে ভাসিল। তরী পরে আরোহণ হাতেম হইল ।। সেই তরীপরে হাতেম কত দূর যায়। কুম্ভির আসিয়া এক ধরিল তাহায় ।। হাতেমে গ্রাসিল আসি নৌকার সহিত। নিজালয়ে লয়ে তারে চলিল ত্বরিত ।। স্বস্থানে কুম্ভির আসি উপস্থিত হৈল। তরী সহ হাতেমেরে উগারে ফেলিল ।। ভুমিষ্ট হইল হাতেম জঠর হইতে। কঠর ভাবিয়া চিন্তা করেন মনেতে ।। কুম্ভির দাণ্ডায় আসি হাতেম সাক্ষেতে। হাতেমের কাছে আসি লাগিল বলিতে ।। মম আবেদন এক শুন মহাশয়। আমার বাসস্থল শরট হরে লয় ।। শরট আমার প্রতি করি কোপ দৃষ্ট। বাসস্থল হরে লয় হইয়া অনিষ্ট ।। প্রতিবাসি প্রতিবাদী না দেখ উপায়। এহেতু জঠরে ধরি আনিমু তোমায় ।। হাতেম তোমার নাম বিদিত ভুবনে। পর উপকারি তুমি শুনেছি শ্রবণে ।। কর মম উপকার মারি মম শত্রু। গর্ভে ধরিমু তোমায় তুমি মম পুত্র ।। হাতেম কহে শরট থাকে কোন স্থানে। কোথা তার বাসস্থল দেখাহ নয়নে ।। তুমি হইলে কম্ভির অতিদীর্ঘ কায়। ভববাস

কাঁকড়ায় হরে শুনে হাসিপায়।। কাঁকড়া শরট জাতি করটের বন্ধু। সেহরে তব বাস একি দুঃখের সিন্ধু।। কুম্ভির কহেন ক্ষুদ্র নহে কোন ক্রম। তারে দেখে ভয় তুমি করিবে হাতেম।। নাম ক্ষুদ্র কাঁকড়া শুনিতে উপহাস? সুমেরু তুল্য দেহ তার দেখে লাগে ত্রাস।। মহা ভয়ানক কাঁকড়া ক্ষুদ্র সে নয়। দরশনে হৃদকম্প যমে করে ভয়।। গমনে ভঞ্জন তার হয় যে পাহাড়। গগণ স্পর্শ কৈল তার দুই দাড়।। দেখিয়া হাতেম তাই অতি ভয়ানক। কভু নাহি হেরি হেন শরট জনক শরটের প্রতি হাতেম কহেন তখন। কুম্ভিরের বাসস্থল কেন কর হরণ।। কুম্ভিরের কেন তুমি ঘটাও শঙ্কট। ধর্ম্ম পথ রোধ কেন করহে শরট।। বিষম রূপে কেন কুম্ভিরে দেহ কষ্ট। কি হেতু হৈলে তুমি কুম্ভিরের অনিষ্ট।। অদ্য হৈতে পরিহর কুম্ভিরের বাস। নহে জীবনে তোমায় করিব বিনাশ।। শরট বলে তুমি মনুষ্য জাতি হয়ে। কি হেতু আইলে তুমি জলচরালয়ে।। আমরা জলচর জাতি জলে অধিকার। তুমি কি জানহে আমাদের বিচার।। জলাধির অধিপতি বরুণ ভূপতি। আমরা প্রজা তার জলেতে বসতি।। তুমি অনধিকারে কেন কর অধিকার। কে শুনে বল হাতেম তোমার বিচার।। শরটের কর্কশ বাক্য করিয়া শ্রবণ। আশার প্রহারে করে দ্বিদাড় ভঞ্জন।। ইহা বলিয়া শরট ক্রোধে হুতাশন। দাড় তুলে হাতেমেরে করিতে দংশন।। ভয়ানক কার্য্য হেরি হাতেম তখন। আশার প্রহারে করে দ্বিদাড় ভঞ্জন দাড়া ভঞ্জনে হইল প্রাণ অবশেষ। কাঁকড়া করিল তবে জলেতে প্রবেশ কুম্ভির প্রতি হাতেম কহেন তখন। এত দিনে তব শত্রু হইল নিধন।। বাসস্থলে কর বাস আর নাই কষ্ট। এক্ষণেতে দূরীভব তোমার অনিষ্ট।। পরম সুখে তুমি কর কালযাপন। ইহা বলি হাতেম করিলেন গমন।। পুনঃ সে নদীর জলে আসা ভাসাইয়া। চলিল হাতেমতাই তাহে আরোহিয়া।। নদীর জলে ভাসে আসায় করি ভর। কত দিনে উপস্থিত মাজন্দা নগর।। মাজন্দা ময়দানে এক দীর্ঘ তরুবর। তথা উপস্থিত অবসান দিবাকর।। সেই তরুমূলে করিয়া উপবেশন। হাতেম করেন মাজন্দার অন্বেষণ।। প্রহরেক যামিনী হইল যখন। বিশাল পশু কতেক

আইল তখন।। মাহেরু নাম যে ধরে বিশাল বিক্রমে। একে২ মাহেরু আইল ক্রমে২।। সবে এসে বৃক্ষপরে করে উপবেশন। তরুমূলে বসি হাতেম দেখে তখন।। মাহেরু পশু আসি কহিছেন সকলে। কেহে মনুষ্য জাতি বসি তরুমূলে।। আর এক মাহেরু আসি তখন বলে। হাতেম ইহার নাম বসি তরুমূলে।। পরম ভাগ্য এই জন সাধু সদাচার। প্রাণপণে করে লোকের উপকার।। কন্যা আশাকারীর রাখিতে জীবন। মাহেরু যুগল বৎসের কারণ।। মম সবা স্থানে আইলেন যে এখন। ইহা বলি আইল যতেক পশুগণ।। তরুমূলে আসি সব হাতেম নিকটে। প্রণাম করিয়া সবে কহে করপুটে।। কি হেতুক গুণাকর বসি তরুমূলে। কি অন্বেষণ করিয়া ভ্রম ভূমিতলে।। হাতেম কহে মাহেরু বৎস কারণ। দেশ দেশান্তর ভ্রমি করি অন্বেষণ।। এ হেতু আইনু তব সবা বিদ্যমান। দয়াকরি যুগল বৎস কর দান।। ইহা শুনি মাহেরু যুগল বৎস দিল। বৎসের লাবণ্য হেরি হাতেম মোহিল।। অপরূপ সেরূপ হাতেম করি দর্শন। দেব তুল্য বৎসেরে করেন পালন।। বৎস লয়ে তরুমূলে কৈল গমন। প্রভাতে যাত্রির দেশে করেন গমন।। যেখানে সে সদাগর করেন রোদন। তাহার নিকটে আসি উপস্থিত হন।। হাতেম চরণে আসি প্রণাম করিল। তার পদরজ আসি মস্তকে লইল।। হাতেম কহেন শুন তুমি হে সুজন। বাদশার নিকটে তুমি করহ গমন।। মাহেরুর বৎস দুটি লয়ে তুমি যাও। সমস্ত তদন্ত যত বাদশাকে জানাও।। যে রূপে পাইনু বৎস কহিবে সমস্ত। যে আজ্ঞা করিবে পুনঃ লইবে তথাস্ত।। ইহা বলি হাতেম বসিল তরুতলে। বৎস লয়ে সদাগর চলে কুতুহলে।। বাদশার নিকটে আসি সদাগর তখন। মাহেরুর বৎস কৈল উপবেশন।। বৎস পায়ে বাদশা আনন্দিত মন। কিরূপে পাইলে বৎস জিজ্ঞাসে কারণ।। তব সাধ্য নহে কে করিল হেনকাজ। মাহেরুর বৎস আনে মম সভামাঝ। একে২ কহিল সমস্ত বিবরণ। শুনিয়া বাদশা হৈল প্রফুল্লিত মন। প্রথম প্রেহিল্লিকা মম প্রসিদ্ধ হইল। দ্বিতীয় প্রেহিল্লিকে যে তাহাকে কহিল।। কবির মূরতি সর্প তার মোহরা আন। এই প্রেহিল্লিকে মম মন দিয়া শুন।। তৃতীয় প্রেহিল্লিকা কহিব তার পরে। ইহা শুনি সেইজন আইল সত্বরে।। আসিয়া হাতেম সেই সমস্ত কহিল। প্রেহিল্লিকে শুনে হাতেম

পুনঃ চলিল।। জেনের আসা করে করিয়া ধারণ। ভীমবেগে হাতেম পথে করেন গমন।। পথ মধ্যে কত দিন গত হয়ে যায়। ময়দানের পশ্চ প্রান্তে দেখিবারে পায়।। এক দেশে সপ্ত রঙ্গ মোরগ বলে তায়। শৃগালের পুচ্ছ ন্যায় পুচ্ছ যে তাহায়।। কাঁকড়া বিছে কত দেখিতে বিস্তর। এই মাত্র দেখে হাতেম নাই কিছু আর।। হাতেম ভাবেন মনে কি করি উপায়। দেখি এই কাঁকড়া বিছে কোথায় যায়।। দেখিব নয়নে এর বসতি কোথায়। ইহা বলি হাতেম বিছের পাছু ধায়।। ময়দানের অন্তঃভাগে বাসস্থল পায়। সেই পথে সমস্ত লোক যতেক যায়।। গোপনে রহে হাতেম এক বৃক্ষতলে। গজবাজি ধেনু ময়দানে রাখে সকলে।। গোকুঞ্জ সেই যে ময়দানোপরিভাগে। গো রক্ষকগণ কত তার চারি দিগে।। দিবা অবসান কালে যত রক্ষকগণ। নিদ্রাতুর হয়ে তথা করিল গমন।। হাতেমতাই তরুমূলে নিদ্রা নাহি যায়। দেখে রাত্রে সেই বিছে কত দূরে যায়।। বাসস্থল বাসিগণে আহার করিয়া। সুখেতে নিদ্রা যায় যে যাহার আলয়।। সেই বিছে গো গৃহে প্রবেশি তখন। যতেক ধেনুর অঙ্গে করিল দংশন।। বিছের দংশনে ধেনু ত্যজিল জীবন। অশ্ব কুঞ্জে বিছে পুনঃ প্রবেশে তখন।। অশ্বগণ অঙ্গে বিছে করেন দংশন। বিষের দাহে সব অশ্ব ত্যজে জীবন।। ধেনু অশ্ব সংহার করিয়া সে তখন। কুপকুঞ্জ মধ্যে বিছে প্রবেশি তখন।। হাতেম দেখিল বিছে কুপে প্রবেশিল। নিশি মধ্যে কত জীব হিংসা করিল।। নিশি অবসান কালে প্রভাত হইল। গো অশ্ব রক্ষকগণ যতেক আছিল।। গো অশ্ব নিধন হেরি করে হায়২। বাসস্থল বাসিগণে শুনিবারে পায়।। গো অশ্ব কুঞ্জ হইতে রোদনের রোল। ধেনু অশ্ব দেখিবারে আইল সকল।। মৃত্যু অশ্ব ধেনু সব হেরিয়া নয়নে। হাতেমের অভিমুখে দাণ্ডায় সর্ব্বজনে।। জিজ্ঞাসা করে সবে হাতেমের প্রতি। তুমি কিছু জান এর কহ মহামতি।। হাতেম কহে শুন বৃত্তান্ত এর সব। সচক্ষে হেরেছি এক অতি অসম্ভব। কাঁকড়া বিছে কৈল এই কুকার্য্য সাধন। গো অশ্ব বধিল সব করিয়া দংশন।। সেই বিছে এই কুপে আছে লুকাইয়া। জ্ঞান শূন্য হইল সবে এ কথা শুনিয়া।। হায়২ করে সবে সজলনয়নে। এখন বিশাল বিছে না হেরি নয়নে।। এই কথা

কহে সব প্রতিবাসিগণে। কূপকুঞ্জ মধ্যে থাকি বিছে সব শুনে।। ক্রোধিত হইয়ে বিছে কূপ হৈতে উঠে। ভীমবেগে ধাবমান তাহাদের নিকটে।। ক্রোধিত হইয়া বিছে করিল দংশন। ধরাসনে পড়ে সবে হয়ে অচেতন।। মূর্চ্ছাগত হৈল সবে বিছের দংশনে। জীবন নিধন হৈল সেই জনগণে।। তথা হৈতে চলে বিছে হয়ে ধাবমান। ময়দানের পথস্থ হয়ে করে পয়ান।। তাহার পশ্চাতে হাতেম করে ভ্রমণ। বলে কোথা যায় দেখি পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।। চলেন সমস্ত দিবা হৈল অবসান। রাত্র দিন সেই বিছে হন ধাবমান।। আজিম সহর এক বাদশা আছে তায়। সেইখানে কালবিছে ধরনী লোটায়।। প্রাণ ওষ্ঠাগত বিছে ভূতলে পড়িয়া। কালযাপে হয়ে রহে কূপে প্রবেশিয়া।। সেই স্থানে হাতেম রহে হৈয়া প্রহরি। প্রহরেক অবসান হইল সর্ব্বরী।। কূপকুঞ্জ হইতে সর্প বাহির হৈয়ে। বাদশার বাসস্থলে উপস্থিত গিয়ে।। তাহা দেখি হাতেম গোপনেতে রহিল। বাদশার শয়ন গৃহে সর্প পশিল।। যেখানে পালঙ্কোপরে বাদশার শয়ন। তথা আসি ফণিবর উপবিষ্ট হন।। বাদশার পদদ্বয় করিয়া দংশন। পুনঃ সেই পরে আসি হয় উপবেশন।। তথা হৈতে ফণিবর বিদায় হইল। তাহার পশ্চাতে হাতেম গোপনে চলিল।। উজির ভবনে ফণি প্রবেশ করিল। যথায় উজির বর শয়নেতে ছিল।। বাদশার উজিরকে করিল দংশন। পুনঃ তথা হইতে করিল পলায়ন।। পুনঃ আসি সেই সর্প কূপ মধ্যে রহে। নিজ মনে২ হাতেম তখন কহে।। অন্তঃপুরে ফণি কারে দংশন করিল। তাহার নিশ্চিত হাতেম করিতে নারিল।। এইরূপে হাতেম করেন অনুমান। তদন্তরে যামিনী হইল অবসান।। প্রভাতেতে উচ্চরব নগর ভিতর। বাদশা উজির মৈল জানিল খবর।। এক রাত্রে মৈল যদি বাদশা উজির। প্রজাদি গণ শোকে হইল অস্থির।। চিতাকুণ্ড সাজাইয়া বাদশায় রাখিল। বাদশার অঙ্গজে সে তক্তে বসাইল।। পুনঃ সেই সর্প যে কূপকুঞ্জ হইতে। বহির্গত হয়ে যায় ময়দান পথে।। চলিল হাতেমতাই সর্পের পশ্চাতে। দেখিব পুনঃ সর্প এ যায় কোন পথে।। সমস্ত দিবস সর্প চলে পথোপরে। আসি উপস্থিত এক দীর্ঘ সরোবরে।। ত্যজিয়া ফণিদেহ সেই ব্যাঘ্র হইল। অতি ভয়ানক মূর্ত্তি

হাতেম দেখিল॥ সেই সরোবরে লোক জল অন্বেষণে। উপস্থিত হৈল আসি সরসির স্থানে॥ এক নব যুবরাজ তদন্তরে আইল। ক্রোধিত হইয়া ব্যাঘ্র তাহারে ধরিল॥ তরুতলে সেই জলে করেন আহার। দেখে হাতেম অতি ভয়ানক ব্যাপার॥ আর যত লোক ছিল কৈল পলায়ন। ব্যাঘ্র রূপ ত্যজি সর্প কন্যা রূপ হন॥ পরমা সুন্দরি কন্যা অতি মনোহর। কন্যা হেরিলে মোহ যায় পরিষ্কর॥ মুনি মনো-হরা কন্যা পরম রূপসী। লাবণ্য সুবর্ণ জিনি বালিকা ষোড়শী॥ অলঙ্কারে ভূষিত অঙ্গ পরম যুবতি। আকৃতি প্রকৃতি তার যেন ভগবতী॥ বসিল সে পথ প্রান্তে মহা মায়া করি। বিদেশী নর দোঁহে আইল তদপরি॥ আর এক সদাগর করিয়া সফর। প্রত্যাগমনে যাইতে ছিল নিজঘর॥ তথায় আসি উপস্থিত হৈল সদাগর। মায়া করি কাঁদে কন্যা হইয়ে কাতর॥ পরম সুন্দরি কন্যা কাতর জীবন। সদাগর বলে কন্যা কান্দ কি কারণ॥ কি বিপদ সংঘটন কহ দেখি শুনি। একাকী তরু মূলে কেন সীমন্তিনী॥ কন্যা বলে মম দুঃখ করহ শ্রবণ। আমার দুঃখে প্রস্তর বিদারিত হন॥ পিতা মাতা কুঞ্জ হৈতে মম প্রাণেশ্বর। আমায় লইয়ে যাইতে ছিল নিজ ঘর॥ মম দুরাদৃষ্ট ক্রমে এই ময়দানে। পতিকে গ্রাসিল ব্যাঘ্র যাই কোন খানে॥ শ্বশুর আলয় কোথা তাহা নাহি জানি। দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইনু পাত-কিনী॥ পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিব কেমনে। কার সহ যাব আমি ভাবি তাই মনে॥ পথস্থ হৈতে একি বিপদ সংঘটন। কি রূপে রক্ষা পায় না জানি কারণ॥ পতি বিনে কেমনে সতীর প্রাণ বাঁচে। কুল শীল ত্যজি বল যাই কার কাছে॥ সদাগর বলে পুনঃ কর স্বয়ম্বর। ইচ্ছা মতি হও যদি চল মম ঘর॥ কন্যা কহে স্বয়ম্বরে যোগ্য হও যদি। মম পাশে সত্য এক কর সত্যবাদী॥ মম পাশে এই সত্য কর নিরূ-পণ। মম বিনে না হেরিবে অন্যের বদন॥ দ্বিতীয় রমনি আর করিতে নারিবে। আমায় একা লয়ে গৃহকার্য্য সারিবে॥ রসীক রঞ্জন সে জন পায়ে স্বীকার। কন্যা সহ করিল পতিত্ব অধিকার॥ তথা হৈতে ত্রিদিবস অন্ত করি যায়। পথমাঝে মায়া করি কহেন তাহায়॥ কন্যা বলে ত্রিদিবস না করি আহার। ক্ষুধায় তাপিত পদ নাহি চলে

আর ।। চলিতে না পারি আমি ক্ষুধায় কাতর। কি করি উপায় বল ওহে গুণাকর ।। এ পীপাসক আশকে কর বারিদান। ক্ষুধায় কাতর অতি না বাঁচে পরাণ ।। নিজ সহোদরে বলে রসিক সুজন। তুমি থাক যাই আমি বারি অন্বেষণ ।। সতর্ক থাকিবে তুমি কন্যার নিকটে। কোনমতে নহে যেন পতিত শঙ্কটে ।। ইহা বলি কনিষ্ঠ সহদর প্রতি। বারি অন্বেষণে সেই করিলেন গতি ।। কিছু দূর গেল যদি সে পুরুষ বর। তার কনিষ্ঠকে কন্যা করেণ উত্তর ।। তব হেতু ছল করি জল আনিবারে। পাঠাইলাম তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদরে ।। তব হেতু মম মন সদা উচাটন। পথ মধ্যে কর তুমি আমায় গ্রহণ ।। কনিষ্ঠ বলে কি কথা কহিলে আমায়। শ্রবণ রোধ করি পুনঃ কহেন কন্যায় ।। জ্যেষ্ঠ সহোদরের ভার্য্যা তুমি হও। প্রসূতি সমান তুমি অন্য ভিন্ন নও ।। কন্যা বলে তুমি যদি না কর হেন কাজ। জ্যেষ্ঠ অভিমুখে তুমি পাবে বহু লাজ ।। ইহা বলি কন্যা সেই ছল প্রকাশিয়ে। ধুলায় পতিত হয় মূর্চ্ছাগত হয়ে ।। এলিত কুণ্ডল কেশ গলিত বসন। ভূগত হইয়ে কন্যা করেন রোদন ।। হেনকালে বারি লয়ে জ্যেষ্ঠ যে আইল। কন্যা মূর্চ্ছাগত দেখি কহিতে লাগিল ।। কহ কন্যা কি জন্যেতে ধরায় পতিত। এলিত বাস ভূষণ চিকুর লম্বিত ।। কন্যা বলে তোমার কনিষ্ঠ সহোদর। পতি অধিকারে প্রস্তুত আমার উপর ।। একাকী পাইয়ে আমায় পথাক্রম। কুকার্য্য সাধন হেতু কৈল বলাক্রম ।। তুমি যেই আইলে তেই রক্ষা হইল। নহে কুল শীল মম সব গিয়ে ছিল ।। সহোদর নহে তব দুষ্ট অভাজন। এখনি করে ছিল মম সতীত্ব হরণ ।। কন্যার কথা শুনে জ্যেষ্ঠ সদাগর। অস্ত্রাঘাত করে তার মস্তক উপর ।। দুই সহোদরে মহা সমর বাজিল। দুজনে রণ করি দুজনিই মরিল ।। ধনজন তরী নৌকা কোথা সব গেল। পুন সর্প হৈল কন্যা হাতেম দেখিল ।। চলিল কাল সর্প গৃহস্থ আশ্রমে। হাতেম তার সহ চলেন ক্রমেং ।। গৃহস্থ আশ্রমিক যত দেখি তাহায়। বল ক্রম করি সর্পে মারিবারে যায় ।। ময়দানে পতিত করি সর্পে নাশিব। পুন সর্প প্রত্যাগমন করিতে না দিব ।। সর্পে উপবেশন সবে করিল আসিয়া। পদাঘাত করে সর্প পদ প্রকাশিয়া ।। পদাঘাত দণ্ডাঘাতে নাশে বহুনর।

কত লোক মারা গেল ময়দান উপর ।। অসম্ভব দেখেন হাতেম গুণাকর তথা হৈতে ধাবমান হৈল ফণিবর ।। চলিল হাতেমতাই তাহার পশ্চাতে দেখিব এ কোনকার্য্য সাধে কোন মতে ।। কিঞ্চিৎ পথান্ত হয়ে সেই ফণিবর। মায়া করি ধরে পুন নব কলেবর ।। অতি প্রাচিন হইল দেখিতে ভয়ানক। মনে২ ভাবে তাহা হাতেম ভাবক।। সুস্থির গমনে যায় হাতেম তখন। প্রিয়বাক্য বলে শুন স্থবির কারণ ।। ক্ষনেক দণ্ডায় মান হও হে স্থবির। মম নিবেদন কিছু শুনহ সুধির ।। দণ্ডায়মান বৃদ্ধ হয়ে কহে হাতেমেরে। কি কথা কহিবে বৎস কহ তৎপরে।। হাতেম কহে প্রাচিন কহ বিবরণ। প্রথমে কৈলে তুমি বিছে রূপ ধারণ ।। দ্বিতীয়ে সর্প হয়ে বাদশায় দংশিলে। ব্যাঘ্র রূপে সরোবরে মনুষ্য খাইলে ।। দুই যে প্রকৃতি দেহ পুরুষ নাশিলে। মহিষ হয়ে কত লোকে হানি কৈলে ।। ভগবামের প্রতি ভয় নাহিক তোমার। বারে২ জীবের হানি কর বহুতর ।। বৃদ্ধ বলে এত কথায় নাহি প্রয়োজন। যাও নিজ কার্য্য করিতে সাধন ।। হাতেম কহেন কহ শুনি মহাশয়। শুনি ইচ্ছা করি শুনাতে আজ্ঞা হয় ।। বৃদ্ধ বলে নিজ কার্য্য করি যে সাধন। ক-হিলে কি হবে তোমায় সে বিবরণ ।। বধ কৈনু জীব ভগবানের আজ্ঞায়। সেজন্যে কেন আমি কহিব তোমায় ।। যেরূপ ধারণ করেন ভগবান। সেই রূপে ধরি যেরূপে আজ্ঞা দেন ।। নাশিতে আজ্ঞা দিলে সেইরূপে নাশি যেরূপে যাহার মৃত্যু জন্ম ক্ষেত্রে আসি ।। হাতেম কহেন সব জানেন আপনি। মম মৃত্যু কিরূপেতে হবে কহ শুনি ।। তব সাক্ষেত লাভ আর কবে হবে। সে সমস্ত বিবরণআমাকে কহিবে ।। বৃদ্ধ বলে বহু আয়ু হইল তোমার। তোমা হইতে হবে কত লোকের উপকার ।। তব মৃত্যু যে দিনে হইবে সংঘটন। তাহার নিয়ম কিছু করহ শ্রবণ ।। নাসায় রূধির প-তিত হবে যে দিন। তব মৃত্যু সংঘটন হবে সেই দিন ।। ইহা শুনি তখন হাতেম গুণাকর। নিজ মৃত্যু শুনি খেদ করে বহুতর ।। অধোবদনে ছিল হাতেম পুণ্যবান। চেয়ে দেখে সেই বৃদ্ধ হৈল অন্তর্ধ্যান ।। কবি দাস সরকার বলে হায় হায়। ভগবানের লীলা কিছু বুঝা নাহি যায় ।। সে অসিতোপর যদি অন্তর্ধান হৈল। কুকাপ নগরে তবে হাতেম চলিল ।। কত দিন চলেন যে পথস্থ হইয়া। কাল রঙ্গ তুমি পায় অভিমুখে গিয়া

দিবা অবসানে যামিনীর আগমন। ময়দানে হাতেম রহে করে নিকে-
তন॥ হাতেমের অঙ্গাঘ্রাণ সর্প যে পাইল। আসিয়া সমস্ত সর্প
হাতেমে ঘেরিল॥ চক্র ধরি দংশন করেন ভূমিপর। ঘন ঘন পুচ্ছ
নাড়ে যত ফণীবর॥ জেনের আসা ছিল হাতেমের করে। সেই ভয়ে
হাতেমে দংশন নাহি করে॥ ভূমিপরে সেই আসা উপবিষ্ট করি।
হাতেম রহিল তথা সর্প ছিদ্র ধরি॥ যামিনীর অবসান কালে উষা
হৈল। ফণীবর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। হাতেম চলেন পুনঃ
ময়দানে ময়দানে। উপস্থিত হইল ধবল ধরাসনে॥ শুক্লবর্ণ
ভূমে শুক্ল ফণী তাহায়। হাতেমের শব্দ শুনি যত ফণী ধায়। দূর
হৈতে বিক্রম করে চক্র ধরিয়ে। নিকটে নাহিক আসে সে আসার
ভয়ে॥ তথা হইতে চলে হাতেম গুণাকর। পুনঃ মনে কৈল যেতে
ময়দানোপর॥ পথে পথে কত দিন গত হয়ে যায়। পুনঃ সে ময়-
দানে হৈল উপবিষ্ট তায়॥ ঘেরিল সমস্ত সর্প হাতেমে আসিয়া।
আসার ভয়েতে তারা রহে দাঁড়াইয়া॥ শুক্লবর্ণ সর্প সব করেন
বিক্রম। ভগবানে স্মরণ যে করেন হাতেম॥ তথা হইতে হাতেম
বিশাল গমনে। আসি উপস্থিত সে স্বুবর্ণ ময়দানে॥ সেই ময়দানে
দেখে হিঙ্গুল বরণ। উত্তাপনে তাহে যেন তীক্ষ্ণ হুতাসন॥ কি হবে
কেমনে যাব সর্প অভিমুখে। উত্তাপনে ভূমিপরে পদ নাহি রাখে॥
যা আছে অদৃষ্টে হইবে সংঘটন। সর্পের সম্মুখে যাব ভাবি নারায়ণ।
এই রূপে সাহস করি হাতেম যায়। তৃষিতায় ত্রাসিত হয়ে শাসীত
তায়। সে স্থান দুর্গম অতি অতি ভয়ঙ্কর। অশক্ত হইয়া পড়ে ধরা-
তলোপর॥ মনে ভাবি এই স্থানে প্রাণদণ্ড হৈলে। মরিবে আশক্ত
জন মম আশা ছলে॥ সদাগরে নাশ যদি করে ভগবান। পরলোকে
দণ্ড কত নাহিক এড়ান॥ এতেক ভাবনা করে পড়ি ধরাসনে। হেন-
কালে আইল এক অসিত জনে॥ প্রাচীন বলে শুন হাতেম সুভাজন।
ভূতলে পতিত তুমি কিসের কারণ॥ নিজ অভিমুখে বান্ধ মোহর
আপনার। ফণীর উত্তাপন যে না থাকিবে আর॥ হাতেম বান্ধে
মোহরা আপনার মুখে। উত্তাপন হরণ করিল অতি সুখে॥ হাতেম
কহেন কহ শুনি বিবরণ। এ স্থানেতে উত্তাপন এত কি কারণ॥

প্রাচীন বলে জাননা উত্তাপন কিসের। প্রজ্জলিত ময়দান সর্পের বিষের॥ হিঙ্গুল রঙ্গ সর্প যত থাকে এই দেশে। ময়দান উত্তাপিত সেই সব বিষে॥ এতেক শুনিয়া হাতেম বিদায় হৈল। মোহরার গুণে তাই হাতেম বাঁচিল॥ যখন উপস্থিত হৈল ময়দানেতে। পুনঃ উত্তাপিত হয় দেখিতে দেখিতে॥ হাতেম কহে বুঝি সর্প আইল। পুনঃ উত্তাপন কেন দেহেতে ঘটিল॥ চতুস্পার্শে হাতেম করেন নিরীক্ষণ। মনুষ্য সৌরভ পাইল ফণীগণ॥ সর্পকুণ্ডোপরিভাগে উপবিষ্ট হয়ে। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে বিক্রম করিয়ে॥ নিশ্বাসের উত্তাপন লাগিল গগণে। উপস্থিত হেন সর্প হাতেম যে স্থানে॥ প্রস্তরের তক্ত যেন অজাগর মুণ্ড। চক্র দর্শন মাত্র নরের প্রাণদণ্ড॥ নাসিকার দ্বার যেন পোল অভিপ্রায়। তাহার নিশ্বাসে কত ব্যাঘ্র মারা যায়॥ আর কত সর্প এল দেখে নানারঙ্গ। হাতেমের প্রাণ কম্প দেখিয়া ভুজঙ্গ॥ সরকার বলে যারে রাখে ভগবান। কার সাধ্য শক্র হয়ে বধে তার প্রাণ॥

পয়ার।

হাতেম জেনের আশা ভূমেতে রোপিয়া। আসার অধঃদেশেতে রহিল বসিয়া॥ আসার অনতিদূরে থাকি ফণীগণ। হাতেমে করায় ভয়ানক দরশন॥ রজনী প্রভাত কালে হাতেম তখন। জেনের আসার পানে করে নিরীক্ষণ॥ আসার ভরসা মাত্র হাতেমের মনে। ফণী হৈতে রক্ষা পায় যে আসার গুণে॥ ফণী শক্তি হরণ করিল সে আশাতে। হাতেম রক্ষা পায় সে আসার জোরেতে॥ মন দিয়া শুন সেই মোহরার গুণ। মোহরার গুণে হাতেমের এত গুণ। সেই যে আসা মোহরা থাকে যার কাছে। তাহার প্রতাপে অন্ধ খঞ্জন বাঁচে॥ অমরে সমরে সেই করে পরাজয়। বাসব বাসর হরে কহিনু নিশ্চয়॥ কত দিবস হাতেম হৈয়া পথান্তর। উপস্থিত হৈল আসি যাদুর সহর॥ সদাগর যেখানেতে বসিয়া আছেন। তার পার্শ্বে আছে সেই আসক সুজন॥ তথাকারে হাতেম যে উপস্থিত হৈল। হাতেমে হেরিয়া সেই কান্দিতে লাগিল॥ প্রবোধ বাক্য হাতেম তাহে সন্তোষিল। মোহরা তাহার করে অর্পণ করিল॥ প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ

করিল ভগবান। মোহরা লইয়া যাও বাদসা বিদ্যমান।। মোহরা পাইয়া সেই আনন্দিত মনে। চলিল মোহরা লয়ে বাদশা বিদ্যমানে।। মোহরার উপদেশ হাতেম কহিল। যে রূপে যে দেশে সেই মহরা পাইল।। বাদশার অভিমুখে মোহরা ধরিল। দেখিয়া বাদশা তাহা আনন্দিত হৈল।। প্রণাম করিয়া কহে আসক সুজন। সমস্ত সেই মোহরার যে বিবরণ।। বাদশা বলে পরীক্ষা করিয়া মোহরা। প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল যে রজত মনোহরা।। পরীক্ষা করিয়া দেখে মোহরা তখন। মনোহরা মোহরা সত্য নহে প্রতারণ।। বাদশা বলেন শুন সাধু মহাজন। তৃতীয় প্রেহিল্লিকা মম কর পূরণ। লৌহের কড়ায় ঘৃত করিয়া দাহন। তদুপরে উপবিষ্ট হইবে সুজন।। পুনঃ আসিবে অগ্নুত্তপ্ত ঘৃত হইতে। তবেত পাইবে কন্যা বিবাহ করিতে।। জানা যাবে তোমার মাহাত্ম্য প্রেহিল্লিকা। অগ্নুত্তপ্ত ঘৃতে তুমি যদি পাও রক্ষা।। তৃতীয় প্রেহিল্লিকা আসি হাতেমে কহিল। নিজ দাসে আদেশিয়া উদ্যোগ করিল।। লৌহের কড়া অগ্নি মধ্যে স্থাপন করি। বিংশতি মন ঘৃত দিলেন তদুপরি।। সপ্তম দিবস কড়া অগ্নিতে রাখিল। অগ্নি পরিভাগে ঘৃত অগ্নিবৎ হৈল।। তদন্তরে সেই জন হাতেম সঙ্গেতে। উপস্থিত হৈল আসি বাদশার কাছেতে।। হাতেম দিলেন যে মোহরা আপনার। মোহরা মুখে দিয়া চল পুনর্ব্বার।। ঘৃতের কড়া দর্শনে কম্পিত না হবে। মোহরা হইতে তুমি অবশ্য বাঁচিবে।। শীতল হইবে ঘৃত অগ্নি হবে জল। মোহরার গুণ এই কহিনু সকল। বিগলিত চিত্তে তাহে উপবিষ্ট হবে। স্নান করি সেই ঘৃতে পুনঃ যে আসিবে।। তপ্ত ঘৃতে স্নান আদি করিয়া তর্পণ। কড়াপরিভাগে হৈতে কর প্রত্যাগমন। এই শিক্ষা দিয়া যে হাতেম গুণাকর। বাদশার অভিমুখে গেলেন তৎপর।। তপ্ত ঘৃত মধ্যে যায় সেই সুভাজন। স্নান পূজা করে তাহে আনন্দিত মন।। ঘৃত হইতে প্রত্যাগম আসক করিল। চিন্তার সাগরে বাদশা নিমগ্ন হৈল।। তাহা দেখি বাদশার বিষাদিত মন। প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ করিল সেই জন।। প্রতারণা হেতু বাদশা মনে চিন্তিল। ইহাকে না দিবে কন্যা হাতেম জানিল।। উচ্চৈঃস্বরে ডাকি বলে হাতেম গুণাকর। প্রেহি-

ল্লিকা প্রসিদ্ধ হৈল কর স্বয়ম্বর ।। তৎপর কন্যা আনি এই সভাতলে। বরমাল্য দিল কন্যা সদাগর গলে ।। আপনার বাক্য তুমি করহ পালন। ধর্ম্মপথে কর না হে কন্টক রোপণ ।। বহু পরিশ্রম কৈল এই মহাজন। তবশ্ভৃতীয় প্রেরিছিল্লা সিদ্ধ কারণ ।। বাদশার মন ছিল হাতেমের প্রতি। হাতেমে সমীপে কন্যা বাদশা সুমতি ।। লজ্জিত হয়ে বাদশা হাতেমের কথায়। সদাগরেরে জামাতা কোলেতে বসায় দাস দাসী আদেশিল্লা বাদশা তখন। তৎক্ষণাৎ করিল বিবাহের আয়োজন ।। নিয়ম মত কন্যা আনিয়া সভাতলে। বরমাল্য দিল কন্যা সেই জনার গলে ।। কন্যার করে ধরে বাদশা তখন। সে জনার করে করে কন্যা সমর্পণ ।। বাদশা বলেন শুন জামাতা কারণ। একটিও নাহিক যে আমার নন্দন ।। পুত্রবৎ হয়ে থাক আমার আলয়। বাদসাই কর এই সিংহাসন লও ।। ইহা শুনি সেই জন তথায় রহিল। তদন্তরে হাতেমতাই বিদায় হৈল ।। সদাগর স্থানে হাতেম কহে তখন। প্রাণ পণে করিনু তব কার্য্য সাধন ।। কন্যা সহ সুখে তুমি কর বাদসাই এক্ষণে বিদায় আমি হই তব ঠাই ।। মোহরা দেও আমি পরীর দেশে যাই। ইহা বলি বিদায় হৈল হাতেমতাই ।। পথস্থ হইয়া যে হাতেম গুণাকর। উপস্থিত হৈল এক পর্ব্বত উপর। হাতেম ভাবেন কারে জিজ্ঞাসি কারণ। কোন দেশে আইনু না জানি বিবরণ ।। পরীর দল এক সেই পর্ব্বতে থাকিয়া। অন্তর্ধান হয়ে গেল দেখিল চাহিয়া ।। পরী অন্বেষণে হাতেম কৈল গমন। অভিমুখে কুপ এক করে দরশন ।। শুক্ল প্রস্তরের এক সিড়ি আছে তায় ।। দেখিয়া হাতেম তাই পুলকিত কায় ।। সিড়ি পরে হাতেম উপবেশন হৈতে। নাহি পারে সিড়ি পরে দ্বিপাদ রাখিতে ।। হস্ত পসারিয়া ধরে হাতেম তখন। বহু কষ্টে কৈল সেই সিড়িতে আরোহণ ।। দিবা অবসান হৈল নিশি যথাকালে। হাতেমতাই উপস্থিত হইল পাতালে ।। পাতালস্থ হয়ে হাতেম চতুর্দ্দিগে চায়। কোসাদা ময়দান তথা দেখিবারে পায় ।। আনন্দার্ণবে হাতেম করিয়া প্রবেশ। ধাবমান হৈল পরীর করিতে উদ্দেশ ।। কত দুরীভাব তাই দেখেন তখন। মনোহর গৃহ এক ইষ্টকে গঠন। মনুষ্যের শোভা পুরী দেখিতে সুন্দর। তাই ভাবে এই হবে পরীর

নগর ।। নগরপ্রান্তি মুখে এক উত্তম উদ্যান। ফলে ফুলে প্রফুল্লিত দেখে বিদ্যমান ।। সেই উদ্যান মধ্যে পরী সব ছিল। হাতেমে সুদৃষ্টা করি সকলে দেখিল ।। দেখিয়া মনুষ্য জাতি যত পরীগণ। হাতেমের পার্শ্ব-দেশে উপস্থিত হন ।। হাতেম প্রতি জিজ্ঞাসে পরীগণে। কে তুমি মনুষ্য জাতী আইলে কেমনে ।। সত্য কহ প্রতারণা করনা২। পরী পুরে এলে কেন বলনা২ ।। হাতেম কহেন আনিলেন ভগবান। সর্ব্ব দেহে হয় যাহার বিরাজমান ।। পুনশ্চ কহেন পরী হাতেম গোচর। কিরূপে আ-ইলে তুমি পাতাল ভিতর ।। হাতেম কহে তবে পশ্চাৎগামী হয়ে। পাতালস্থ হইনু সিড়ি আরোহিয়ে। কহ শুনি এই কার উদ্যান মনো-হর। ফলে ফুলে প্রফুল্লিত পরম সুন্দর ।। পরী বলে আলগুন পরীর উদ্যান। উদ্যান রক্ষক হই কর প্রবিধান ।। ফলে ফুলে প্রফুল্লিত হইল উদ্যান। যাহাতে গিয়াছিনু বাদশা বিদ্যমান ।। দুই দিবস পরে পরী আসিবে উদ্যানে। কিরূপে গোপনে তোমায় রাখি এখানে ।। তব রূপ হেরিয়া ভুলেছে দ্বিনয়ন। কেমনে পরীর হস্তে করিব অর্পণ ।। তোমায় হেরিলে পরী ক্রোধিত হইবে। বধিতে তোমার প্রাণ পরী আজ্ঞা দিবে ।। পরী আজ্ঞায় তোমায় লয়ে সুভাজন। কেমনে করিব তব মস্তক ছেদন ।। হাতেম কহেন কেন ভয় কর তুমি। আলগুণ পরীর কাছে এসেছি আমি ।। মম প্রাণ দণ্ড পরী করিতে নারিবে। ভগবান রাখে যারে পরী কি করিবে ।। পরী বলেন কি কার্য্য করিতে সাধন। পরীর উদ্যানে হৈল তব আগমন ।। হাতেম কহেন পরী শুন বিবরণ। আইনু পরীর কাছে যাহার কারণ ।। আশাপথ আশা করে আছে নির-খিয়া। বহু দিন হইল পুনঃ না যাব ফিরিয়া ।। আলগুণ পরী সহ আছে বিবরণ। যাতনা নাশক হেতু সমস্ত কারণ ।। পরীগণ বলে শুন হাতেম সুজন। আলগুণ পরী উদ্যানে আসিবে যখন। বন্ধন করিয়া যে তোমার করপুটে। লইয়া যাব আলগুণ পরীর নিকটে ।। হাতেম কহেন আমি পাইনু স্বীকার। অবজ্ঞা না করিব যে তব অঙ্গিকার ।। ইহা শুনি পরী তারে রাখিল গোপনে। দুই দিবস গতে পরী আইল উদ্যানে ।। সমস্ত রক্ষকগণ উপস্থিত হৈল। রজত আসন আনি বাদশাকে দিল ।। বাদশাই তক্তোপরে উপবেশন হৈল। পার্শ্ব দেশে দূতগণ চামর ঢুলাইল ।।

শিরোদেশেতে ছত্র করিলেন ধারণ। উদ্যান প্রহরি আসি করে নিবেদন।। কর যোড়ে কহে দুত শুন বিবরণ। উদ্যানে এসেছে মনুষ্য একজন আজ্ঞা হয় অভিমুখে আনি সেই নরে। তিন দিন রাখিয়াছি কারাধৃত করে।। মনুষ্যরে নাম শুনি কহেন তখন। সেজনের কথা তার হইল স্মরণ।। এক মনুষ্যের প্রতি করি অঙ্গিকার। সেই বা আইল এই উদ্যানে আমার।। কল্য আসিব বলে এসেছি বহু দিন। সেইজন হয়ে আশার অধিন।। ইহা ভাবি আলগুণ পরী কহেন তখন। আন তারে অভিমুখে দেখিব কেমন।। পাইয়া পরীর আজ্ঞা যত দুতগণ। হাতেমে লইয়া গেল করিয়া বন্ধন।। হাতেম লাবণ্য পরী করি দরশন। পুর্ব্বের আশাতে পরী ভুলিল তখন।। বিগলিত চিত্তে পরী কহেন তখন। শীঘ্র কর ইহার বন্ধন মোচন।। পদ প্রক্ষালন কর সুশীতল জলে। চামর ব্যজন কর পরী সহদলে।। সমাদরে লইয়া যতেক পরীগণে। বন্ধন খুলিয়া বসায় রজত আসনে।। পরী আজ্ঞায় করিলেন বন্ধন মোচন রজত আসনোপরে বসায় তখন।। হাতেমে জিজ্ঞাসা পরী করেন তখন কি নাম ধর বল কোথায় নিকেতন।। কি কার্য্য সাধনে আইলে এ উদ্যানে। সমস্ত বিবরণ কহ শুনিব শ্রবণে।। পরী পুরে কি হেতু আইলে বল শুনি। অখ্যাতি রাখিলে বান্ধা গেলে গুনমণি।। আলগুণ পরীর রূপ করি দরশন। অবাক হাতেম হৈল না সরে বচন।। জবাবে অশক্ত হইয়া সে হাতেম। পরীসহ কথা নাহি কয় কোন ক্রেম।। আলগুণ পুরী মনে ভাবেন তখন। কামিনী কুহকে পতিত হইল এজন।। প্রেম রসভাষে পরী কহে পুনর্ব্বার। কি শরে পড়ে বাক্য সরে নাহি তোমার।। হাতেম কহেন পুনঃ যুড়ি দুই কর। হাতেম আমার নাম ইমনেতে ঘর। শুনি যে আলগুণ পরী হাতেমের নাম। তক্তোপরে বসাইল করিয়া প্রণাম।। তুমি মহাগুণবান অতি সুভাজন। পরী মুখে তব গুণ করেছি শ্রবণ।। যশঃকির্ত্তি স জীবতি হইল তোমার। বাদশাই ত্যজি কর পরের উপকার।। কহত মনের কথা করিব শ্রাবণ। কি হেতু পরী পুরে কৈলে আগমন।। কহে দাস সরকার কৃষ্ণ পরাৎপর। ধন্য২ তুমি হে হাতেম গুণাকর।।

ত্রিপদী। হাতেম কহেন পরী, শুন নিবেদন করি, মনোগত যত বিবরণ। কাতর মণিরস্বামী, তার কাছে যাই আমি, শুনহ সে সমস্ত কারণ॥ হামির ময়দানে যথা, যাইব যে আমি তথা, তার কার্য্য করিতে সাধন। যাইতে তাহার স্থানে, এক জন এক স্থানে, সঘনেতে করয় রোদন॥ আসাদিয়ে গেল পরী, নিজ প্রাণ পরিহরি, আশা পথ করি নিরীক্ষণ। কল্য আসিব বলে গেল, অদ্যাবধি নাহি এল, বহুদিন হইল পত্তন॥ বক্ষে করে করাঘাত, দ্বিনয়নে অশ্রু পাত, হায়২ করে সেই জন। শুনে তার পরিহার, নিকটে গেলাম তার, শুধাইতে সব বিবরণ॥ সমস্ত কহিনু তায়, কেন কর হায়২, কি ধন হারা হৈল তোমার। সেজন কান্দীয়া কহে, কহিবার কথা নহে, তোমারে কি কহিব তাহার॥ তুমি হে মনুষ্য জাতি, কি কহিব সে ভারতি, কহিলে তোমায় কি হইবে। আগুণ নামেতে পরী, আসা-দিয়ে গেছে পরী, তুমি তারে কোথায় পাইবে॥ সপ্তম দিবসে পরী, আসি বলে গেছে পরী, সপ্তম বৎসর হইল। আশাপথ নিরক্ষিয়ে, এস্থানে আছি বসিয়ে, অদ্যাবধি পরী না আইল॥ এইরূপে সেইজন, কহিলেন বিবরণ, তার দুঃখ কতেক বর্ণিব। তাহারে সদয় হয়ে, প্রাণ রাখ দেখা দিয়ে, অধিক তোমাকে কি কহিব॥ আশাপথে আশাধর, সেজনে উদ্ধার কর, আশাপথে করহ গমন। এই হেতু করি মানা, কভু করনা২, আশাপথে কন্টক রোপণ॥ আশা না পুরালে তার, পাবে তার পুরস্কার, বাসব বাসরে তার দণ্ড। আশা ভঙ্গে মহাপাপ, পাবে তার মনস্তাপ, প্রাপ্ত হবে নরকের কুণ্ড॥ আশা দিয়া এনু তারে, যাব আমি পরী পুরে, পরী আনি মিলাব তোমায়। মম বাক্য রক্ষা কর, আশায় সেজন তার, বাক্য সিদ্ধ করহ আমার॥ পরী বলে দৈবাধিন, হয়ে মনুষ্য অধিন, পড়ে ছিনু তাহার নয়নে। যাইবার হয়ে গেছে, যাবনা তাহার কাছে, কেন কহ করুণা বচনে॥ কহে সেই পরী কন্যা, কেন হে পরের জন্যা, পরে কর এত সমাদর। তোমার এ আকিঞ্চনে, যাই যদি তার স্থানে, আমি যে থাকিব সতন্তর॥ শয়ন আশনে তার, নাহি যাব পুনর্ব্বার, এই সত্য কৈনু অঙ্গিকার। কহিলাম এই সত্য, শুন হে তাহার তত্ত্ব, অঙ্গিকার এই যে আমার॥ একথা শুনে হাতেম,

রাজি নহে কোন ক্রম, তথা হৈতে হাতেম উঠিল। মনেতে বিবাদ গুণি, সে হাতেম গুণমণি, আসি তরু মূলেতে বসিল॥ কি করিব হায়২, ঘটিল বিষম দায়, বিধি বুঝি মোরে বাম হৈল। সেই জনার কারণে, হাতেম ভাবিয়া মনে, অন্ন জল সব ত্যাগ কৈল॥ এক নিশী স্বপনেতে, কহে তার শ্রবণেতে, শুন হে হাতেম গুণাকর। এ যে পরীর কারণ, চিন্তাকর অকারণ, শুন এক সুবুদ্ধি তাহার॥ পরী বস হবে যদি, শুনহ তাহার বিধি, সে জনারে আন তৎপরে। পরী পাঠায়ে তথা, সে জনারে আন হেথা, কার্য্য সিদ্ধ হৈবে সত্বরে॥ সদত তোমার কাছে, ভল্লুক মোহরা আছে, বারি পরে করহ ঘর্ষণ। চিনিতে মিশ্রিত করি, যথায় আগুণ পরী, সেই জল করাও সেবন॥ পরী বস হবে তার, কহিলাম প্রতিকার, যাদু বিনে পরী বস নহে। পাইয়ে সে উপদেশ, নিদ্রা করি অবশেষ, মনেং হাতেম যে কহে॥ হাতেম নাহিক খায়, পরী শুনিবারে পায়, হাতেম স্থানে পরী আইল। হাতেমেরে পরী কয়, শুনং মহাশয়, মনেতে কি বিশাদ ঘটিল॥ আমার এ অধিকারে, কেন আছ অনাহারে, মম পরে হত্যা যে তোমার। ক্ষুধা নিদ্রা পরিত্যাগী, অভিপ্রায় যেন রোগী, কি কারণে করনা আহার॥ তাই কহে পরীজাদী, মম কথা শুন যদি, আহারাদি করি আমি তবে। এক পরী পাঠাইয়ে, সেজনেরে আন গিয়ে, তবে সব হইবে প্রভাবে॥ তাহার মিলন হৈলে, মম অঙ্গিকার মিলে, মম অঙ্গিকার রক্ষা পায়। ইহা শুনি সেই পরী, পাঠাইল এক পরী, সেই জন আছেন যথায়॥ পরী আজ্ঞা পায়ে পরী, চলিলেন ত্বরা করি, সেজন আছে যে ময়দানে। শীঘ্র পরী চলে যাও, সেজনে আনিয়া দাও, মম বাক্য কর প্রবিধান॥ যাইয়া কহিবে তারে, হাতেম ডাকে তোমারে, হইয়াছে আজ্ঞা বাদশার। বাদশার আজ্ঞা পায়ে, চলিল পরী উড়িয়ে, তার কাছে হৈল অগ্রসার॥ তাহারে কহেন পরী, উঠং শীঘ্র করি, আগুণ ডাকেন তোমায়। হাতেম তোমার তরে, বহু বুঝাইল তারে, তথা তুমি চলহ ত্বরায়॥ সেজন শুনে কারণ, হয় আনন্দিত মন, তুরিতে করিল আগমন। যথা সে আগুণ পরী, উপস্থিত তদুপরি, পরী হেরি সফল জীবন॥ পরীর বদন হেরি, সেজন সে ধরা পরী, পতিত হইলেন

তখন। আসিয়া আস্তুণ পরী, তুলে তার করে ধরি, বসাইল করিয়া যতন।। বারি আনি সুশীতল, গাত্রে গোলাপ জল, সুযতনে পালঙ্গে বসায়। আস্তুণ পরীর বাসে, বহুতর পরী এসে, নৃত্য করে কেহ গীত গায়।। নৃত্য গীতে বিশারদ, বাজে কত নহবত, নানা বিধ যন্ত্র তন্ত্র সার। হাতেম প্রকাশে গুণ, বশ হেতু সে আস্তুণ, সরবত করিল যোহরায়।। কিঞ্চিত তাহাকে দিয়া, পরী অভিমুখ নিয়া, খাওহ বলেন হাতেম। মহানন্দ করি পরী, সরবত খাইল পরী, সেজনের প্রতি হৈল প্রেম।। সেজনে যতন করি, বসায় পালিঙ্গ পরী, প্রাণ সম দেখে সেজনারে। আস্তুণ পরীর তরে, হাতেম ইশারা করে, মিলন কারণ দোঁহাকারে।। মিলন হইল যদি, ঘুচে গেল প্রতিবাদী, আস্তুণ সহ হৈল মিলন। আনন্দ সাগরে তবে, নিমগ্ন হইল সবে, বিচ্ছেদাগ্নি নিবিল এখন।। হাতেমে পরী কহিল, তব মনে এই ছিল, মনুষ্য মিলন তব হেতু। তোমায় যে ছলে বলে, সেজন তরিল বলে, পার হৈল বিচ্ছেদের সেতু।। বিবাহ নির্ব্বাহ কথা, কহে পরী তাই যথা, চলহ উদ্যান পরিহরি। মাতা পিতা আজ্ঞা লয়ে, বরণ করিব গিয়ে, চল সবে যথা মম পুরী।। ইহা বলিয়া তাহায়, পিতা মাতা অগ্রে যায়, বিবাহের জানায় কারণ। শুনিয়া পরীর মুখে, মাতা পিতা মহা সুখে, বিবাহের আজ্ঞা কৈল তখন।। জনক জননী তার, হয়ে আনন্দ অপার, বিবাহের উদ্যোগ করে। দাস দাসী আদেসীয়ে, কহে সব বিবরিয়ে, কার্য্য সাধন করহ তৎপরে।। স্বজাতীয় নিয়মেতে, বিবাহ দেয় সেমতে, পরী সহ হইল বিবাহ। কাঙ্গাল অতিত জনে, অর্থ করে বিতরণে, কৈল পরে বিবাহ নির্ব্বাহ।। এই রূপেতে বিবাহ, করি এ কার্য্য নির্ব্বাহ, মন সুখে দুজনাতে রহে। কিছু দিন পরী আগে, হাতেম বিদায় মাগে, সুস্থির বচনে তারে কহে।।

পয়ার।

পরী সহ সদাগরের হইল মিলন। হাতেম বিদায় প্রার্থনা করে তখন।। আমাকে বিদায় কর আনন্দিত মনে। যাব আমি মনির-স্বামী আছেন যেখানে।। কহেন আস্তুণ পরী হাতেমের প্রতি। কোন দেশে যাবে তুমি কোথায় বসতি।। হাতেম কহে যাব হামির

ময়দানে। অবশ্য যাইব আমি তার অন্বেষণে॥ শুনিয়া আগুন কহে বিষন্ন বদনে॥ সে সব দুর্গমপথে যাইবে কেমনে॥ পদব্রজে গেলে হইবেক বহু দূর। সে পথে কণ্টক কত আছয়ে প্রচুর॥ নিজ দাসে আদেশেন পরী যে তখন। বায়ুভরে হাতেমে লয়ে করহ গমন॥ যত দিন হাতেম না আসিবেন ফিরে। তত দিন সঙ্গে রবে সবে যে সত্বরে যথা যায় লয়ে যাও তক্তেতে বসাইয়া। ইহা শুনি উড়ে পরী হাতেমে লইয়া॥ তক্তোপরে বসাইয়া পরী উড়িল আকাশে। হামিরেতে উপস্থিত চক্ষের নিমিষে॥ উচ্চৈস্বরে শব্দ এক শুনিল শ্রবণে। পরীকে কহেন তক্ত রাখ এই খানে॥ তক্ত উপবেশন করিল সেই পরী। পুনঃ উচ্চঃরব শুনে যত সব পরী॥ কোনমতে কুকার্য্য হে কোরোনা সাধন। যেমন কার্য্য তেমনি ফল প্রাপ্ত হন॥ চলিল হাতেমতাই শুনে সেই রব। হাতেম স্থানে পরী বিদায় হৈল সব॥ এই রূপে হাতেম যে কিছু দূর যায়। সম্মুখেতে তরু এক দেখিবারে পায়॥ তরুপরে পিঞ্জর তায় বৈসে এক জন। অতি বৃদ্ধ রূপ তার নহে সাধারণ॥ হাতেম কহেন তার আসিয়া সম্মুখে। কে তুমি পিঞ্জরে থাক ডাক বল কাকে॥ কে তোমায় পিঞ্জরেতে স্থাপনা করিল। মনুষ্য হয়ে পিঞ্জরে কেন শুনি বল॥ কে তোমায় রেখে গেল বৃক্ষের উপর। ইহার তদন্ত তুমি কহ তৎপর॥ প্রাচীন বলেন শুন আমার কারণ। জিজ্ঞাসিলে যদি তুমি করহ শ্রবণ॥ পিতা মম সদাগর ছিল ধনবান। বহুতর তাঁর অর্থ ছিল বিদ্যমান॥ ধনে মানে কুলে শীলে ছিল সদাগর। মম নামে বসাইল এই যে সহর॥ ধন অর্থ যাহা ছিল নিজ সঙ্গে করি। স্বকরে গেল পিতা করিতে সদাগরি॥ সিন্ধুতে ডুবিল তরী তুফানে পড়িয়া। মালমাত্তা যত ছিল গেল যে ডুবিয়া॥ লোক জন সহ পিতা নিধন হইল। কত দিন গতে লোক আমায় কহিল॥ সম্বাদ পাইয়া আমি পিতার নিধন। মালমাত্তা ছিল যাহা কৈনু অন্বেষণ॥ কিছু পাইনু অর্থ গৃহের ভিতর। তুমি বিদার করি খুঁজিনু বহুতর॥ বাসস্থলে বহু অর্থ পুতে রেখেছিল। বহু খুঁজিনু কিছু পাওয়া নাহি গেল॥ এক দিন গেনু আমি করিতে বাজার। একজন এই কথা কহে বারম্বার॥ কার কোন অর্থ আদি খোয়া গিয়া থাকে।

ভুবিদারে থাকে অর্থ কহিবে আমাকে॥ অর্থ তুলে দিব আমি ভূবিদার হৈতে। এই কথা তার আমি পাইনু শুনিতে॥ জিজ্ঞাসা করিনু তারে হয়ে অতি ব্যস্ত। আমারে সেই তদন্ত কহিল সমস্ত॥ পিতৃ দত্ত ধন তব তুলে দিতে পারি। এক অংশ দিবে মোরে বল সত্য করি॥ এতেক শুনিয়া তারে স্বীকার করিনু। সমভিব্যাহারে তারে গৃহেতে আইনু॥ দেখায়ে দিলাম তারে বাসস্থল ভূমি। অন্বেষণ করিতে রহে ধরা অনুক্রমি॥ স্থানে স্থানে কত ভূমি করিয়া খনন। তদন্তরে এক স্থানে পাইল যে ধন॥ কূপ হৈতে সব ধন আনিল বাহিরে। ধন দেখি ধনলোভ বাড়িল অন্তরে॥ অংশ না দিলাম ধন করিয়া বঞ্চিত। কৃপণতা করি ধন দিলাম কিঞ্চিৎ॥ অংশ নাহি দিলে তুমি কহে সেই জন। ধর্ম্মপথে কৈলে কেন কণ্টক রোপণ॥ এক অংশ দিবে বল্লে প্রথমে কহিলে। অর্থ পায়ে মত্ত হয়ে সব ভুলে গেলে॥ পরলোকে হবে তুমি এ দণ্ড ভাজন। ইহা শুনি হইলাম ক্রোধিত তখন॥ প্রতারণা করি বিদায় করিনু তারে। পুনর্ব্বার আইল সে কত দিন পরে॥ সেই মত আমারে সে কহিতে লাগিল। কূপে কার অর্থ আছে মম স্থানে বল॥ তাহারে কহিনু যদি শেখাও আমাকে। যাহা পাব তার অর্দ্ধ দিব যে তোমাকে॥ আমাকে কহিল সে বিদ্যা কিছু নয়। কজ্জল করিয়া কিছু চক্ষে দিতে হয়॥ চক্ষেতে অঞ্জন দিলে সব দেখা পাই। পরীক্ষা কারণ চল ময়দানেতে যাই॥ এতেক বলি আমায় এনে ময়দানেতে। চক্ষেতে অঞ্জন দিল না পাই দেখিতে॥ কেবল মাত্র এই পিঞ্জর নয়নে দেখিনু। কার পিঞ্জর এই তারে জিজ্ঞাসিনু॥ সে কহিল না জানি পিঞ্জরের বিবরণ। কার পিঞ্জর রাখিয়া গেল কোন জন॥ অন্ধ হয়ে কহিলাম কি করি উপায়। পিঞ্জর বিনে আর কিছু দেখা নাহি যায়॥ কিসে ভাল হবে চক্ষু কহ বিদ্যমানে। অন্ধ করিলে আমায় আনিয়া ময়দানে॥ সে কহিল শুন মূর্খ চক্ষু হবে তোর। যদি সান্ধাতে পার এ পিঞ্জর ভিতর॥ পিঞ্জরে সান্ধাইনু আমি তার কথায়। তত্রাপি চক্ষেতে কিছু দেখা নাহি যায়॥ পুনর্ব্বার কহিনু তারে পিঞ্জরে থাকিয়া। এই দশা করিলে ময়দানে আনিয়া॥ কি ধর্ম্ম রাখিলে [illegible] কহ না আমাকে। এর সমুচিত

দণ্ড পাবে পরলোকে ॥ সে কহিল মম ধর্ম্ম তুমি কি রাখিলে। ধন তুলে নিয়া তুমি অংশ নাহি দিলে ॥ আপ্ত ছিদ্র নাহি জান পর ছিদ্র ধর। এখন তুমি কেন নিন্দা আমায় কর ॥ আশা দিয়া নৈরাশ করিলে হে আমারে। সেই অপরাধে থাক পিঞ্জর ভিতরে ॥ লজ্জিত হইয়া আমি কহিলাম তায়। দয়া করি কহ কিছু ইহার উপায় ॥ সে কহিল উপদেশ এই কথা কহ। দেহ ধরি মন্দ কার কোরোনা হে কেহ ॥ যদি কার মন্দ কর খল হিংসা করে। আমার মত দণ্ড পাবে পিঞ্জর ভিতরে ॥ কিছু দিন থাক তুমি পিঞ্জরেতে বসি। দৈব এক সাধু উপস্থিত হবে আসি ॥ সুরেজ বৃক্ষ আছয়ে এই ময়দানে। সেই সুভাজন যদি দয়া করি আনে ॥ তাহার ফলের সত্ব উপসত্ব করি। যদি দিতে পারে তব চক্ষের উপরি ॥ চক্ষু পরিভাগে তাহা করিলে স্থাপন। অবশ্য হইবে তব অন্ধ বিমোচন ॥ এই উপদেশ দিয়া গেছে দুষ্ট খল। পিঞ্জরের প্রভেদ আমি কহিনু সকল ॥ এক দিন মনে কৈনু যাইব পলায়ে। যেতে নারিনু পিঞ্জর রাখিল ধরিয়ে ॥ দেখিতে আইল কত শত মহাজন। কার হৈতে মম কার্য্য না হৈল সাধন ॥ হাতেম কহেন চিন্তা ত্যজ মতিমান। অবশ্য তোমার চক্ষু দিবে ভগবান ॥ দিবস কতেক স্থির হয়ে থাক তুমি। তব কার্য্য হেতু ময়দানে যাই আমি ॥ তথা হইতে হাতেম বিদায় হইল। তদন্তরে শ্রবণ কর পরে যাহা হৈল ॥ পূর্ব্বে হাতেমে রাখি পরী গেল শিবীর। তাহা দেখি আলগুণ ক্রোধেতে অস্থির ॥ নিজ দাস প্রতি কহে আলগুণ পরী হাতেমে কোথায় রেখে এলে ত্বরা করি ॥ তোমা সবাকারে পাঠাইনু আদেশিয়া। যথা যায় লয়ে যাবে স্কন্ধে বসাইয়া ॥ যত দিন তোমা সবা না করে বিদায়। তত দিন থাকিবে না আসিবে আলয় ॥ ইহা শুনি পরীগণ পুনঃ যে আইল। হাতেম নিকটে আসি সমস্ত কহিল এক্ষণে কোথা তুমি করিবে আগমন। তোমায় লইতে পুনঃ এসেছি এখন ॥ হাতেম কহে যাব আমির ময়দানে। সুরেজ ফলের বৃক্ষ আছে সেই খানে ॥ পরীগণ বলেন তোমায় লয়ে যাব। দূর হৈতে সেই বৃক্ষ দেখাইয়া দিব ॥ পরী বলে যবে বৃক্ষ হয় পুষ্পবান। কার সাধ্য তথাকারে হয় আগুয়ান ॥ কতেক প্রহরী তার না যায় বর্ণন। কার সাধ্য

করে তার কুসুম চয়ন ॥ ময়দানে হয় যবে প্রস্ফুটিত ফুল। ময়দানে শোভিত কতেক অলিকুল॥ বিশাল ময়দান সেই অতি ভয়ানক। ব্যাঘ্র কুঞ্জর কত মনুষ্য গ্রাহক ॥ এ কারণ বারণ করি যে হে তোমায়। আয়ু থাকিলে ফিরে আসিবে পুনরায় ॥ রক্ষা যদি পাও হে আমির ময়দানে। তবে লয়ে যাব আলগুণ বিদ্যমানে॥ হাতেম কহেন আমায় স্কন্ধে লইয়া। আমির ময়দানেতে দেহ পৌছাইয়া॥ তক্তের উপরে হাতেমেরে বসাইয়া। উড়িল পরী যত হাতেমেরে লইয়া॥ আমির ময়দানে উপস্থিত হইল। তক্তোপরিভাগ হৈতে হাতেম নামিল॥ সেই খানে কিছুক্ষণ হাতেম রহিল। ভূমি হৈতে মুরেজ পুষ্প প্রস্ফুটিত হৈল॥ ফুলের সৌরভে ময়দান সুশোভিত। ব্যাঘ্র কুঞ্জরে যে ঘেরে চতুর্ভিত॥ তথায় হাতেম গিয়া উপস্থিত হৈয়া। ভল্লূকের মোহরা মুখেতে আচ্ছাদিয়া॥ মুরেজের বৃক্ষের অভিমুখে গিয়া। দুই চারি পুষ্প তার নিলেন তুলিয়া॥ ব্যাঘ্র কুঞ্জর যতেক বিশাল হিংসক। দেখিয়া পরীগণ হইল ভয়ানক॥ পরী জাতি যথায় রাখিয়া ছিল তক্ত তথায় আসিয়া পুনঃ হইল নিযুক্ত॥ বায়ুভরে উড়ে পরী হাতে‍ লইয়া। পুনঃ সে পিঞ্জর যথা পৌছিল আসিয়া॥ হাতেম কহিল তা শুন মহাশয়। এনেছি মুরেজ পুষ্প কিবা আজ্ঞা হয়॥ পুষ্প প একত্রেতে করিয়া ঘর্ষণে। দিলেন হাতেমতাই তাহার নয়নে॥ প্রক হইল তার অন্ধ দ্বিনয়ন। পিঞ্জর হইতে বাহিরায় যে তখন॥ হাতেম হইতে অন্ধ পাইয়া নয়ন। সে জন স্বদেশেতে করেন প্রত্যাগমন॥ তথা হইতে হাতেম হইয়া বিদায়। তক্তে আরোহণ করি সহরেতে যায়॥ কত দিনে সাহাবাদে উপস্থিত হৈল। পরীগণ হাতেমেরে কহিতে লাগিল॥ তব নিদর্শন কিছু দাও মম স্থানে। আলগুন পরীকে দিব প্রত্যয় কারণে॥ নহেত তোমায় ত্যজি কেমনে যাইব। পরী জিজ্ঞাসিলে তাঁরে কি কথা কহিব॥ নিজ হস্তে হাতেমতাই পত্র লিখিল। বিশ্বাস জনক হেতু পরী হস্তে দিল॥ পত্র লয়ে গেল পরী আপনার দেশে। হাতেম উপস্থিত মণিরস্বামীর পাশে॥ প্রফুল্লিত মণিরস্বামী হাতেমে দেখিয়া। প্রণাম করে তার চরণেতে ধরিয়া॥ হাতেম সন্তোষ হৈল হেরিয়া তাহারে। নিজ বিবরণ যত অবগত করে॥ প্রবোধ বাক্য

তাহারে আশ্বাস করিয়া। হোসেনবানুর কাছে উপস্থিত হৈয়া॥ কন্যার কিঙ্কর আসি হাতেমে লইল। কন্যাভিমুখে আসি দণ্ডায়মান হৈল॥ পরদায় উপবিষ্ট হইয়া তখন। জিজ্ঞাসে হাতেমে প্রেহিল্লিকা বিবরণ॥ অর্থ প্রকাশ করি সমস্ত কহিল। শ্রবণে হোসেনবানু হরষিত হৈল॥ হাতেমেরে খাদ্য দ্রব্য আনিয়া যোগায়। সমাদরে হাতেমেরে রজতে বসায়॥ পুনর্ব্বার হাতেমতাই কহে কন্যাকে। কহ শুনি তোমার চতুর্থ প্রেহিল্লিকে॥ কন্যা কহে শুন মম চতুর্থ সংস্কার। অন্বেষণ করি তুমি অর্থ আন তার॥ সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন যেবা করে থাকে। ধর্ম্ম পথে থাকিলে যে ধর্ম্ম রাখে তাকে॥ ধর্ম্ম পথ কাকে বলে সে ধর্ম্ম কেমন। তাহার তদন্ত আনি করাহ শ্রবণ॥

চতুর্থ প্রেহিল্লিকা।

পয়ার।

হোসেনবানুর আগে লইয়া বিদায়। যেখানে মনিরস্বামী আইল তথায়॥ সান্তনা করিয়া তারে সুস্থির বচনে। বিদায় হইল হাতেম তাহার স্থানে॥ সাহাবাদ পরিহরি হাতেম তখন। এইরূপে কিছু দিন করেন ভ্রমণ॥ এক পর্ব্বতের অধোদেশে উপবিষ্ট। জলময় দেখে তথা বহু যে অনিষ্ট॥ মনুষ্যের সুশোণিত জল যুক্ত ময়। দেখিয়া হাতেম তাই হইল বিস্ময়॥ কোনকালে নাহি দেখি শোণিত তুফান। অসাধ্য সাধন এই ভয়ানক স্থান॥ তাহার সন্ধান করি কত দূর যায়। মহাতরু-বর এক দেখিবারে পায়॥ সেই বৃক্ষের অধোদেশে প্রবস্ত কালে। দেখি মনুষ্যের মুণ্ড ঝোলে ডালে২॥ সেই মুণ্ড হইতে রুধির বাহিরায়। বৃক্ষতলে হাতেম যে দেখিবারে পায়॥ দীর্ঘদীঘি এক সরোবর জিনিয়া। তাহাতে পতিত রুধির দেখিল চাহিয়া॥ সেই সরোবরের বারি রুধির মিসিয়া। ময়দানে পতিত হয় দেখিল চাহিয়া॥ তাহা দেখিয়া হাতেম ভাবেন অন্তরে। ইহার তদন্ত আমি জিজ্ঞাসিব কারে॥ ইহা ভাবিয়া হাতেম চতুস্পার্শে চায়। তদুপরে এক মুণ্ড দেখিবারে পায়॥ মুখের লাবণ্য তার সুবর্ণ জিনিয়া। পূর্ণ শশী পতিত যেন বৃক্ষে আসিয়া।

আশ্চর্য্য হেরিয়া হাতেম গুণাকর। বিশ্রাম করিল তথা বৃক্ষ বরাবর॥ যামিনী আইল দিবা অবসানকালে। মনুষ্য মস্তক যত ছিল ডালে২॥ আপনা আপনি মুণ্ড পড়িয়া জলেতে। মিশ্রিত হইয়া গেল না পায় দেখিতে॥ হাতেম চাহিয়া দেখে সরোবর পানে। কাটামুণ্ড কোথা গেল জানিব কেমনে॥ সেই সরোবরে তাই করে নিরীক্ষণ। জল মধ্যে ভাষে এক রজত আসন॥ ইষ্টকে রচিত গৃহ অতি মনোহর। নানাজাতি শোভা হৈল তাহার উপর॥ পরমাসুন্দরী নারী লইয়া সঙ্গেতে। উঠিল প্রধান তার সরোবর হৈতে॥ দেখিয়া হাতেমতাই আশ্চর্য্য গুণিল। জলোপরিভাগে কন্যা আসনে বসিল॥ তাহার বেষ্টিত হয়ে কতেক রমণী। নৃত্য গীতে বিশারদ হয় সব ধনি॥ নৃত্য গীতে শে: হৈল অর্দ্ধেক সর্ব্বরী। হাতেম দেখিয়া তাহা উঠিল শিহরি॥ কতক্ষ পরে খাদ্য দ্রব্য যে আইল। হাতেমে দিতে কন্যা দাসী আদেশিল হাতেম কহেন তবে করি যে আহার। সরোবর পরে কন্যা কিনাম ত হার॥ দাসীগণ বলে শুন পুরুষ রতন। কন্যা আজ্ঞা নাই কহিতে বিব: হাতেম কহেন তবে না করি ভোজন। কন্যা দাসী আসি কহে সম বিবরণ॥ শুন বাদশাজাদী করি যে নিবেদন। তব নাম শুনিতে চা' পুরুষ রতন॥ কন্যা কহে এই কথা কহোগে তাহারে। অগ্রে আহ কর নাম কহিব যে পরে॥ আহার করিলেন হাতেম গুণধাম। তদন্ত.. কহে কন্যা কহ তব নাম॥ দাসীগণ বলে নাম কহিব প্রভাতে। ইহা বলি গেল সব কন্যার সাক্ষাতে। নৃত্য গীত করি সবে রজনী পোহা-ইল। প্রভাতে রমণী সব জলে মিশাইল॥ ডুবিল সকল কন্যা সেই সরোবরে। তাহা দেখি হাতেমতাই ভাবিতা অন্তরে॥ তার পরে কাটা মুণ্ড উঠিল সকলে। বৃক্ষে উপবেশন হৈল যার যে স্থলে॥ কাটামুণ্ড উপবেশন বৃক্ষেতে হইল। তাহা দেখিয়া হাতেম হাসিতে লাগিল॥ হাসিপায় ভয়পায় না জানি কারণ। জল মধ্যে ভোজবাজী করে কোন জন॥ মনুষ্য দুর্ল্লভ মুণ্ড কে করে ছেদন। দিবা ভাগেতে হয় বৃক্ষে উপবেশন॥ কাটামুণ্ড যোড়ালাগে বৃক্ষের উপর। তাহা দেখি হাতেম হৈল ভাবিত অন্তর॥ ভাবিতে২ দিবা অবসান হৈল। বৃক্ষ হৈতে কাটা মুণ্ড জলেতে পড়িল॥ কিছুক্ষণ পরে সেই সকল সুন্দরী। সরোবর

হইতে উঠে জলের উপরি ॥ সেইরূপ নৃত্য গীত করিতে লাগিল। অর্দ্ধেক সর্ব্বরী তাহে অস্ত হইল ॥ সেইমত খাদ্য দ্রব্য হাতেমে যোগায় না খাইল খাদ্য দ্রব্য কহিল তাহায় ॥ বাদশাজাদীর কিবা নাম কহ শুনি। তবে করিব আহার শুন মম বাণী ॥ দাসী পুনঃ আসি তারে সমস্ত কহিল। তোমার নাম সে অগ্রে জিজ্ঞাসিল ॥ নাম না কহিলে সে আহার না করিবে। তোমার আজ্ঞায় কি হয় সত্বরে কহিবে। কন্যা বলে শুন দাসী কহি যে তোমাকে। আমার নাম শুনিতে যদি ইচ্ছা থাকে আমার অগ্রে আসি দণ্ডাইবে যখন। আমার নামের কথা জানিবে তখন দাসী আসি যে সমস্ত তাহারে কহিল। কন্যা অভিমুখে হাতেমতাই চলিল ॥ কন্যা বলে অগ্রে তুমি করহ ভোজন। তবে কহিব মম নামের বিবরণ ॥ হাতেম বলেন অগ্রে আমি না করি আহার। অগ্রে কহ শুনি যে কিনাম তোমার ॥ কন্যা বলে কব নাম মিথ্যা কব নাই। মিথ্যা যদি বলি ভগবানের দোহাই ॥ শপথ শুনিয়া হাতেম ভোজন করিল। বাদশা-জাদীর সহ হাতেম চলিল ॥ সরোবরে উপবেশন কন্যা হইল। রজত আসনোপরে কন্যা বসিল ॥ হাতেম নাবিল সেই কন্যার পশ্চাতে। উপস্থিত জল মধ্যে দেখিল চক্ষেতে ॥ ভূতলে পদস্পর্শ হাতেমের হইল কোসাদা ময়দান তাই চক্ষে দেখিল ॥ কোথা গেল কন্যা সব পরমা সুন্দরী। কোথা গেল সরোবর বর্ণিতে না পারি ॥ চিন্তিত হইল হাতেম ময়দান দেখে। হায় হায় করে সদা বাক্য নাই মুখে ॥ উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন হাতেম গুণাকর। ময়দানের ভ্রমে হইয়া কাতর ॥ বাদশাজাদীর শোকে হয়ে অচেতন। অহর্নিশি হাতেমতাই করে রোদন ॥ সপ্ত দিবস হাতেম কান্দিয়া বেড়ায়। এইরূপে হাতেমের কিছু দিন যায় ॥

ত্রিপদী।

যাদুর ময়দান পরে, হাতেম কান্দিয়া ফেরে, জগদীশের কৃপা হইল।
প্রত্যা দেশে কহে কথা, আসিয়া হাতেম যথা, ময়দানে উপস্থিত কৈল ॥
হাতেমের কাছে আসি, কহেন তারে সন্ন্যাসী, কেন তুমি ময়দান উপর।
হাতেম কহিল তারে, না হেরিয়া সে কন্যারে, ভ্রমি সদা হইয়া কাতর ॥
কোথা গেলে পাব কন্যা, কান্দি আমি তার জন্যা, তোমারে কহিব বিবরণ। না জানি সে বিবরণ, কোথা তার নিকেতন, দেশের করি

অন্বেষণ।। খোওাজ বলে ধর, মম আসা হাতে কর, দ্বিনয়ন মুদ একবার চক্ষের পলক মাত্রে, লয়ে যাব সেই ক্ষেত্রে, যথা সেই দীর্ঘ তরুবর।। আসা লয়ে হস্ত পরে, দ্বিআঁখি মুদিত করে, ক্ষণমাত্র উপস্থিত তথা হাতেম সে বৃক্ষ পরে, পুনঃ আরোহণ করে, কন্যার লাগিয়া মগ্ন যথা।। হাতেম কহেন তারে, যাইব বৃক্ষের পরে, কন্যা সহ করি আলাপন। খোওাজ বুঝে অন্তরে, সে আসা লইয়া করে, বৃক্ষেতে আঘাত করে জোরে। তদন্তরে হাতেমে কয়, বৃক্ষে উঠ মহাশয়, আর শত্রু নাই বৃক্ষপরে হাতেম যে আজ্ঞা পায়, বৃক্ষে উঠিবারে যায়, নিজ বল করি উতরোল বৃক্ষে আরোহন করি, রহে সেই বৃক্ষোপরি, সব সহ হইয়া মিলন।। হাতেম চড়ি গাছে, কন্যার মস্তক কাছে, উপবেশন হৈল যাইয়া। ডালে থাকে শীর আর, সরবরে পড়ে তার, দেহ গেল জলেতে ডুবিয়া।। বহে তাহে সমীরণ, ভুমে ঘোর দরশন, যখন হাতেম হৈল বন্ধ। যে যার বাক্য শুনে, রোদ হয় তার কানে, বিশাল পশুকে লাগে বন্ধ।। সারাদিন বাঁধা থাকে, সন্ধ্যা হৈতে একে২, জলেতে ডুবিল যত শির। সকলের সহ তথা, হাতেমের ছিল মাথা, ডুবিল বারিতে সরসির।। নৃত্য গীত এইরূপ, করে তারা অপরূপ, নৃত্য গীতে হয় বিসারদ। মন মধ্যে আহ্লাদিত, হয়ে সব প্রফুল্লিত, পুরাইল যার যেই সাধ।। হাতেম সে সবা সহিতে, উঠে সরোবর হৈতে, করযোড়ে দাণ্ডায় তখন।। ভুলিয়া সে আপনাকে, কন্যার সে অভিমুখে, সর্ব্বদা করেন যে স্তবন।। কন্যা বলে কহ শুনি, কে তুমি হে গুণমণি, অধমুখে আছ দাণ্ডাইয়ে। কহ তব কিবা নাম, কোথায় তোমার ধাম, শুনিব সমস্ত বিবরিয়ে।। হাতেম কহেন তারে, দেখিতে এনু তোমারে, এই মনোহর সরোবরে। মনন তব উপর, ইমন নগরে ঘর, হাতেম নাম মম অতপরে।। উত্তর শুনিয়া তার, কিছু না কহিল আর, রঙ্গরসে মজে তার মন। অবসানে অর্দ্ধ নিসী, বিচিত্র জে খাদ্য আসি, উপস্থিত হয় ততক্ষণ।। অনেক যতন করি, হাতেমের হাতে ধরি, বসাইল রজত আসনে। খাদ্য দ্রব্য নানা জাতি, আনিয়া করেন স্তুতি, হাতেমে করিতে সেবনে।। কন্যা কহে সেবাকর, আমার এ বাক্য ধর, ক্ষুধানলে কেন দাহ হও। আমার নিকটে আসি, কেনরবে উপবাসি, মনের কথা আমায় কও।। হাতেম

তার কথায়, বসিলেন যে সেবায়, সচেতন রহিত হইয়া। বুঝ হাতেমের মন, সে জনে করে অচেতন, যাদু হেতু জ্ঞান হারাইয়া।। এতেক ভাবিয়া মনে, আর হাতেমের সনে, না করিল কোন আলাপন। নিশি সুপ্রভাত হৈল, সরোবরে ডুবে গেল, বৃক্ষে রহে হয়ে শিরচ্ছেদন।। দেহ পড়ে সরোবরে, কাটা মুণ্ড বৃক্ষোপরে, এইরূপে কিছু দিন যায়। মেহের করিয়া মনে, চলে খোওাজেরসনে, হাতেমের ঘুচাইতে দায়।।

পয়ার।

হাতেমের জীর্ণ দেহ কন্যার কারণ। খোওাজ কহেন তারে শুন বিবরণ।। সাম যাদু যত দিন না হবে নিধন। তত দিন কষ্ট পাবে কন্যার কারণ।। হাতেম কহেন অদ্য দয়া কর তুমি। যেরূপে মরিবে তার বুদ্ধি করি আমি।। খোওাজ কহেন যাদুগীর বড় দুষ্ট। সহজে না ঘুচিবে এ তোমার অনিষ্ট।। আমার সুবুদ্ধি যদি করহ গ্রহণ। অবশ্য মহা দুষ্ট হইবেক নিধন।। মম শিক্ষা দীক্ষা যদি কর আলোচনা। সম্পদ বাড়িবে তব বিপদ রবেনা।। স্বজাতীয় ধর্ম্ম পথ কর অবলম্বন। রোজা নামাজ কর যে সতর্ক কারণ।। নিত্য স্নান আদি কর স্বজাতী তর্পণ। ইহাতে আলস্য যেন না হয় কখন।। দিবা ভাগে অনাহার নিশিতে আহার। যবনীয় ধর্ম্ম তারে বলে রোজদার।। মিথ্যা কভু না কহিবে জিহ্বা থাকিতে। সত্য পথ অবলম্বন কর চিত্তেতে এ কার্য্য সাধন কৈলে হবে শুভ গতি। কভু না থাকিবে কুপথে রতি মতি।। যাদু টোটকা আর কিছুই না থাকিবে। হরসিতে সুকার্য্য সাধন যে করিবে।। হাতেম কহেন তুমি শিক্ষা দাতা হও। কৃপা করি রোজা নামাজ তুমি শিখাও।। কি রূপে পর্ব্বতে করিব যে আরোহণ। শুনি কহ তাহার বিশেষ বিবরণ।। রোজা নামাজ তারে দিলেন শিখাইয়া। আজ্ঞা দিল যাহ তুমি পর্ব্বত বহিয়া।। মম আসা হস্তে লয়ে করহ পয়ান। আসা হস্তে মুদিত করিবে ত্রিনয়ন।। শিক্ষা পায়ে হাতেম হস্তে আসা লইয়া। উপবেসন হইল পর্ব্বতে আসিয়া।। নানা জাতি পুষ্প সব পর্ব্বত উপরে। পদব্রজে যায়

হাতেম শঙ্কা না করে।। পদোক্ষেপণ পর্ব্বতে হাতেম করিল। দুষ্ট যাদু তার দ্বিপদ বন্দ করিল।। পর্ব্বতের পথে যদি পদ হৈল বন্ধ। হাতেমের মন মধ্যে হৈল বড় সন্ধ।। নামাজের মন্ত্র মনে স্মরণ করিতে ঘুচিল পায়ের বন্ধ যায় হরষিতে।। উপস্থিত হৈল যদি পর্ব্বত উপর। কোসাদা ময়দান করেন সুগোচর।। জলের লহরি দেখে মধ্য ভাগে তার। বিশাল বৃক্ষ কত ছাওয়ায় শোভাকর।। হাতেম ভাবেন এই বৃক্ষ মেওাকর। হেন বৃক্ষ নাহি দেখি ধরণী ভিতর।। স্নান করিল হাতেম সরোবরে পশি। নামাজের মন্ত্র পড়ে হয়ে বড় খুসি।। ব্যাঘ্র কুঞ্জর আসি যাদুর যতগণ। ভয়ার্ত্ত হয়ে সবে করিল পলায়ন।। সাম যাদুর কাছে যে হইল খবর। শুনিয়া আইল যত যাদুর মায়াধর।। যাদুর গ্রন্থে ইহা হইল যে লিখন। হাতেমতাই নামে আসিবে একজন যবন স্বজাতী ধর্ম্ম করিবে প্রকাশ। হাতেম আসিয়ে সব করিবে বিনাশ।। হাতেম হস্তে যাদু হইবেক নিধন। ইহার তদন্ত সব করায় শ্রবণ।। কি হেতু আইল যে হাতেম এই দেশে। যবন উচিত তার করহ বিশেষে।। পুনঃ সে অন্য যাদুগীর গ্রন্থ কথন। পুনর্ব্বার হাতেম আইল কি কারণ।। মম কন্যা সহ হাতেম হৈল বাধক। জানিনু এহেতুক হাতেম ভয়ানক।। মনন হইয়া তাই কন্যার উপরে। পর্ব্বতে আইল যে আমায় নাশিবারে।। যাদুগীর বাদশার যতেক দূত ছিল। সকলে ডাকি বাদশা কহিতে লাগিল।। সবে মম এক কার্য্য করহ সাধন হাতেমের নিকটে সবে করহ গমন।। গীত বাদ্য রঙ্গরস কর তার সাক্ষেতে। রোজা নামজ হাতেম ভুলে যায় যাতে।। কিঞ্চিৎ সুরা পান করাও সে হাতেমে। স্বজাতীয় ধর্ম্ম রোদ কর কোন ক্রমে।। যাদুর মুরতি যতেক আজ্ঞা পাইয়া। হাতেমের অভিমুখে উপস্থিত হৈয়া।। হাতেম দেখিল যদি সেই যাদুগণে। বিস্ময় হইয়া তাই ভাবে মনে২।। এই মাত্র সকলে দেখিনু সেই স্থানে। ক্ষণেমাত্র এইখানে আইল কেমনে।। মালেকা আইল বুঝি পিতাকে দেখিতে। পলকে আসিতে পারে যাদুর জোরেতে।। মালেকা সুরত কহেন যে হাতেমেরে বহু দুঃখ পাইলে তুমি এই নগরে।। এসো২ বৈস তুমি রজত আসনে। ইহা বলি যাদু আনন্দ নিজ মনে।। বসিল হাতেম তাই রজত আসনে

যাদুর আনন্দ হইল সে সুরাপানে ।। আমোদ প্রমোদ করে বসিয়া একত্র। হাতেম হস্তে দেয় সুরাপানের পাত্র ।। যাদুর কুহকে হাতেম যে ভুলে গেল। সুরাপানের পাত্র সহস্তেতে লইল ।। বদনে তুলিতে পাত্র রাক্ষস হইল। গ্রাস না করি হাতেমে লইয়া চলিল ।। যথায় সাম যাদু আছেন যেই খানে। হাতেমে লয়ে উপস্থিত হৈল সেখানে ।। হাতেমের রূপ দেখি যাদু ভাবে মনে। এ নব যুবরাজে বধিব কেমনে পুনঃ মনে ভাবে হাতেম শত্রু যে আমার। শত্রু হেতু যে বধিতে করয় বিচার ।। যাদুগীর আজ্ঞা করে যাদুগণ প্রতি। হাতেমে অগ্নিকুণ্ডে ফেল শীঘ্র গতি ।। ইহা শুনি হাতেমেরে অগ্নিতে ফেলিল। ভগবানে ভাবি তাই অগ্নিতে বাঁচিল ।। অগ্নি হৈতে হাতেমেরে লইয়া তখন। সরসির তটেতে করে উপবেসন ।। অভিমুখে জল দেখে হাতেম গুণাকর স্নান আসি করিল তাহে হৈয়া তৎপর ।। যবনীয় ধর্ম্ম হাতেম করিল গ্রহণ। যথা বিধি রিতিমত করিল যাজন ।। যাদুগণ সব আইল পুনঃ র্ব্বার। সেই সব অবয়ব যাদুর আকার ।। পুনঃ কন্যা বসিল গিয়া হাতে-মের পাশে। সেইরূপ রঙ্গ ভঙ্গ করে রসভাসে ।। কন্যা তুমি যদি বশ হইতে আমার। আপনার মন আমি বুঝিব এবার ।। এক দ্রব্য যাচিঙ্গে করি যে তবস্থান। অগল অবিকল কর আমায় দান ।। ভল্লুক কন্যার মোহরা আছে তব স্থানে। মম হস্তে অর্পণ কর দেখি নয়নে ।। হাতেম কহে মোহরা অতি সাধারণ। প্রাণ চাহিলে তোমায় করি যে অর্পণ ।। দক্ষিণ হস্তে তুমি মোহরা কর ধারণ। মোহরা তোমায় আমি দিব যে এখন ।। খোওাজ করেন মানা হাতেমে ডাকিয়া। পুনঃ যাদুর মায়াতে পড়িলে আসিয়া ।। আমি সেই খোওাজ পারনা হে চিন্তে। পুনর্ব্বার ভুলিলে আমায় মন ভ্রান্তে ।। দিওনা দিওনা ভল্লুকের মোহরা। যার জোরে বই তুমি মায়াতে কাতরা ।। হাতেম নামাজ করে যুড়ি দুই হাত। ভস্ম হইল যত মায়ার যাদু যাত ।। পুনর্ব্বার যাদুগীর হাতেম কারণ। কত ছল করে হাতেমে করিতে নিধন ।। বক্ষে পাষাণ দাও হাতেমের তখন। কিঙ্করে আজ্ঞা করেন করিতে শাসন ।। কারা মধ্যে হাতেমেরে করিয়া প্রেরণ। অনাহারে হাতেমেরে রাখেন তখন ।। এইরূপে হাতেম কারা মধ্যে রহিল।

এক দিন যাদু আসি হাতেমে কহিল ।। কারা মধ্যে কষ্ট কেন পাও অনাহারে । ভল্লুকের মোহরা দাও ছেড়ে দিই তোরে ।। হাতেম কহেন তারে শুন বিবরণ । সরোবর তীরে আমায় কর প্রেরণ ।। তথায় মোহরা দিব না হবে অন্যথা । মোহরার কত গুণ কব আমি তথা ।। মকঃস্থলে এক জন কহেন হাতেমে । লইয়ে যাব কেহ না জানে কোনক্রমে ।। দ্বারে প্রহরি নিদ্রাগত হৈল যখন । কারা হৈতে হাতেমে লয়ে যায় তখন ।। জলেতে বসিয়া হাতেম স্নানাদি করে । যাদুর কিঙ্কর আসি কহে হাতেমেরে ।। ভল্লুক মোহরা দিবে করিয়া স্বীকার । আপনি সফল কর আপন করার ।। হাতেম কহেন শুন কহি বিবরণ । মোহরায় হবে তব কি কাজ সাধন ।। যে উপকার তুমি করিলে আমার । এই দেশে দিব তোমায় বাদশাই ভার ।। ইহা শুনি সেই দূত হাতেমে লইয়া । কারা মধ্যে পুনর্ব্বার রাখে লুকাইয়া ।। যামিনী অবসানে প্রভাত হইল । দ্বারি প্রহরি সকল দেখিতে আইল ।। কারা মধ্যে হাতেমেরে সবে না দেখিয়া । হায়২ করে সবে প্রভাতে উঠিয়া ।। রজনীর মধ্যে একি বিপদ ঘোটিল । যাদুকে কি কহিব হাতেম পালাইল ।। কি হবে২ হায় না দেখি উপায় । হাতেম পরিবর্ত্তে আমাদের প্রাণ যায় ।। যাদুর নিকটে আসি জানায় তখন । কারা হৈতে হাতেম করেছে পলায়ন ।। এতেক শুনিয়া যাদু কহেন তখন । হাতেমের কারামুক্ত কৈল কোন জন ।। হাতেম বসিয়া দেখে জলধির তটে । কে ছাড়িল হাতেমে পরম শঙ্কটে ।। কেতাব দেখিয়া তবে সমস্ত জানিল । মোহরার লোভেতে হাতেমে ছেড়ে দিল ।। সবরঙ্গ দূতেরে করিল শাসন । হাতেমের নিকটে গিয়া কহে তখন ।। যাদু বলে শুনহে হাতেম গুণাকর । তব হেতু শিরোচ্ছেদন হয় আমার ।। তোমাকে কারা হইতে করিতে উদ্ধার । যাদুগীর হস্তে হয় আমার সংহার ।। হাতেম কহেন থাক কাছেতে আমার । সাম যাদুগীর কি করিবে হে তোমার ।। ইহা শুনিয়া দূত তথায় রহিল । সংবাদ শুনে যাদু প্রজ্জলিত হইল ।। হাতেম সহ সমর করিবারে মন । অগ্নিবাণ প্রহার করিল তখন ।। হাতেম নিবারে বাণ করে বরিষণ । ওজু নামাজ করে হাতেম গুণাকর । নামাজের গুণে যাদু নাহি খাটে তার ।। সাম যাদু বুঝিল হাতেম যাদুগীর । যাদুতে প্রচণ্ড বড় সমরে সুধির ।।

পুনঃ যাদু করিল যে হাতেম কারণে। আজিম পর্ব্বত এক হয় ধরাসনে।। পর্ব্বত ধাইল আসি হাতেম গোচর। তাহা দেখিয়া হাতেম চিন্তিত অন্তর।। এছেম পড়িয়া ফুক দিল তার পানে। পর্ব্বত ফিরিয়া গেল যাদুগীর স্থানে।। যাদুর পর্ব্বত পড়ে যাদুগীরোপর। পর্ব্বত চাপানে মরে বহুত লস্কর।। হাতেম উপবিষ্ট তাহার অভিমুখে। যাদু প্রহারে সাম হাতেমে কৌতুকে।। আজিম আজদাহা কত তার মধ্যে ফিরে। অভিমুখে আসি সর্প হাতেমেরে ঘেরে।। হাতেম এছেম পড়ে সর্পকে দেখিয়া। যাদুর অনন্ত সর্প গেল মিলাইয়া।। বীরত্ব দেখিল আসি হাতেমের সব। ভয়ার্ত্ত দেখিয়া সবে হইল নিরব।। প্রত্যাগমন করিলু যাদুর লস্কর। দেখিয়া হামির যাদু হইল কাতর।। পুনঃ যাদু প্রকাশেন যাদু গুণাকর। যাদুতে প্রণীত কৈল মহা তরুবর।। বৃক্ষ লইয়া যতেক যাদুর লস্কর। প্রফুল্লিত হয়ে রহে ময়দানোপর।। যাদু মন্ত্র পড়ি তার ফুক দেয় গায়। যত তরুবর সব ভস্ম হয়ে যায়।। সাম যাদু পলাইল লয়ে নিজ প্রাণ। হাতেমতাই হাতে হয়ে অপমান।। কামনাথ নামেতে পর্ব্বত এক আছে। অপমান হয়ে যাদু গেল তার কাছে।। কামনাথের বাসস্থল সেই যে শিখরে। আজিম সহর এক আছে তদুপরে যাদুর লস্কর তাহে চল্লিশ হাজার। তাহে সবে কহে যাদু করিতে সমর। যাদু আজ্ঞা পায়ে তারা যাদু প্রকাশিল। পর্ব্বত শিখরে আকাশ প্রণীত কৈল। হাতেম বলে কহ জিজ্ঞাসি কারণ। কত দূরে বল কামনাথ নিকেতন।। কোন দিগে থাকে সে পর্ব্বত কত দূরে। ইহার তদন্ত তুমি কহ না আমারে।। দূত বলে শুন এক উপদেশ বলি। যাদুতে প্রণীত বৃক্ষের মণ্ডলি।। যাদুতে প্রণীত কৈল দীর্ঘ তরুবর। বৃক্ষ প্রভেদ কর হাতেম গুণাকর।। ইহা শুনিয়া হাতেম মন্ত্র প্রকাশিল। করস্থ করি জল সবার অঙ্গে দিল।। হইল সকল বৃক্ষ মনুষ্য আকার। ধন্য হাতেমের কি মন্ত্র চমৎকার।। তিন হাজার যাদুর লোক বৃক্ষ হয়েছিল হাতেমের মন্ত্র বলে মনুষ্য হইল।। যাদুগীর যাদু ভঙ্গ হাতেম করিল। বৃক্ষ হয়ে ছিল যারা হাতেমে কহিল।। তব সহ যাইব শুনহ মহাশয়। যথা যাবে তথা যাব কহিনু নিশ্চয়।। হাতেম কহেন যাদুগীর যথা আছে। আমায় সঙ্গে লইয়া চল তার কাছে।। যত দিন তাহাকে

বিবাহ নাহি করি। দ্বিতীয় কার্য্য সাধনে যাইতে না পারি ।। যাদু লোক বলে কোথা দেখিলে কন্যাকে। কিরূপে বিবাহ তুমি করিবে তাহাকে ।। যাদুগণ বলে পুনঃ হাতেম বিদ্যমান। গুরু সন্নিধানে যাদু করিল পয়ান ।। হাতেম কহেন ভগবান যদি করে। গুরু সহ তাহারে পাঠাব যম ঘরে ।। যাদু লোক বলে সেই হাতেমের প্রতি। বড় যাদু জানে সে কামনাথ দুর্ম্মতি ।। হাতেম কহেন যদি তাঁরে কর ভয়। এই খানে থাক সবে হইয়া নির্ভয় ।। একাকী যাব আমি কামনাথাভিমুখে। ঘুচাব তার যাদুগিরী দেখিবে লোকে ।। তারা বলে অনিষ্ট নাশি ইষ্ট কার্য্য কৈলে। মম সবাকারে পুনঃ প্রাণ সঞ্চারিলে ।। কেমনে যাইতে তোমায় কব একাকী। সুবুদ্ধি উপায় বল কিসে দুকুল রাখি ।। হাতেম কহেন চল আমার সহিত। কোথা সে অনিষ্ট দুষ্ট দেখিব ত্বরিত ।। ইহা বলি যাদুগণে সঙ্গেতে লইয়া। উপস্থিত পথ অভিমুখে দাণ্ডাইয়া ।। তদন্তরে দেখে এক দীর্ঘ সরোবর। জলপান হেতু সবে চলেন সত্বর ।। মন্ত্র পড়িয়া ফুক দিলেন সরোবরে। জলপান হেতু আজ্ঞা করিল সবারে হাতেমের লোক সব ছিলেন দুর্ব্বল। জলপান করি সবে গায়ে কৈল বল ।। একাদি কহিব সবে হাতেম উপর। তদন্তরে উপবিষ্ট হয় সব নর ।। হাতেমের আগমন জানিতে পারিয়া। করে এক মহাযাদু পর্ব্বতে আসিয়া ।। যাদু মন্ত্রে ফুক দেয় পর্ব্বতের গায়। পর্ব্বতে লাগিল অগ্নি দেখিবারে পায় ।। হাতেমের লোক আসি দেখিল তৎপর। অগ্নি প্রজ্জলিত হৈল পর্ব্বত উপর ।। হাতেমে কহিল আসি যত যাদুগণ। পর্ব্বতে অগ্নি জলে কহ কিসের কারণ ।। হাতেম কহেন বাস্তবিক অগ্নি নয়। যাদুর অগ্নি এই জানিনু নিশ্চয়। অগ্নি মন্ত্র পড়ি যাদুগণ কৈল রণ। পর্ব্বত প্রজ্জ্বলিত হইল এ কারণ ।। কামনাথ পর্ব্বত এই জানিনু নিশ্চয় যাদুতে পোড়ায়ে পর্ব্বত করে অগ্নিময় ।। ইহা বলি হাতেম যে মন্ত্র প্রকাশিল। পর্ব্বত শিখর হৈতে অগ্নি উড়াইল ।। তাহা দেখি কামনাথ ক্রোধিত হইল। পুনঃ মন্ত্র পড়ি এক যাদু প্রকাশিল ।। জলধি প্রণীত কৈল মহা যাদু করে। তরঙ্গ তুফান বহে পর্ব্বত উপরে ।। হাতেমের লোক দেখি তরঙ্গ তুফান। হাতেমে সমস্ত আসি করে প্রবিধান ।। জানিয়া হাতেম যে সমস্ত বিবরণ। জলময় শুষ্ক করিল ততক্ষণ ।। কোথা

গেল মায়া নদী তুফান সকল। কামনাথের যাদু যত বিফল হইল॥ পুনঃ প্রস্তরবাণ প্রহারণ করিল। পর্ব্বত জিনিয়া সব প্রস্তর উঠিল॥ তাহা দেখিয়া হাতেম মহা গুণাকর। এছেম পড়িয়া পুনঃ উড়ায় প্রস্তর॥ হাতেম উপস্থিত হৈল লইয়া লস্কর। আরোহণ কৈল সেই পর্ব্বত উপর॥ হাতেমের ভয়ে কামনাথ যাদুগীর। ভয়েতে অস্থির হৈল কম্পিত শরীর॥ পলায়ন করে যাদুগীর দুরাচার। আকাশে গোপন হয় রোধ করি দ্বার॥ রহিল কামনাথ যাদু যাদুর আকাশে। হাতেম আসিয়া তার সহরে প্রবেশে॥ পর্ব্বত উপরে তাই করে নিরীক্ষণ। নির্জ্জন স্থান সব নাহিক কোনজন॥ সহরের প্রত্যেক স্থানে স্থানে পসারি। হাতেম জিজ্ঞাসে সবে অতি যত্ন করি॥ কহ শুনি এ সমস্ত বিবরণ যত। কোথা গেল পসারি যতেক সহরস্থ॥ তারা বলে যাদুগীর কৈল পলায়ন। হাতেম আজ্ঞা দেয় তার লুটিতে ভবন॥ হাতেমের লোক যত খাদ্য দ্রব্য খায়। নিদ্রিত হইয়া সবে রহিল তথায়॥ যত সব লোক হাতেম দেখিল তথায়। প্রভাতে জিজ্ঞাসা তিনি করেন তথায়॥ কহ যাদুর আকাশ আছে কত দূরে। দেখিব কামনাথ যাদু গেল কোথাকারে। যাদুকে যে দেখাইব যাদুর আকাশ। ইহা বলি হাতেম যে করেন প্রকাশ॥ যাদুর আকাশে সবে করি আরোহণ। হাতেম করেন পুনঃ বাণ বরিষণ॥ যাদুর আকাশ কাটি কৈল খান খান ভূতলে পড়িয়া সব ত্যজিল পরাণ॥ মারা গেল কামনাথ মহা যাদু খল। দেখিয়া হাতেমতাই প্রকাশে কুশল॥ ভগবানে স্মরণ করেন হাতেম। বধ হৈল শত্রু তব দয়া অনুক্রম॥ শরণাগত দূতেরে ডাকিয়া তখন। প্রত্যাপণ করোনা হে আমার বচন॥ মম পক্ষে স্বাপক্ষ হয়ে সুজন। তোমা হৈতে হইল মম শত্রু নিধন॥ তব অগ্রে করিয়াছি সত্য অঙ্গিকার। তোমাকে দিব এই বাদশাই অধিকার॥ এই দেশে থাক তুমি বাদশা হইয়া। রহিবে সকল যাদু তবাজ্ঞা লইয়া॥ কাঙ্গাল অতিথী সদা করিবে সেবন। প্রজাদিগণে কষ্ট না দিবে কখন॥ অবিকলে করিবে সদা প্রজার পালন। ভগবানের নাম সদা করিবে সাধন॥ ইহা বলি হাতেমতাই হৈল বিদায়। সেবি শ্রীকৃষ্ণ পদ ঈশ্বর চন্দ্র গায়॥

ত্রিপদী।

যাদুকে করি পরাজয়, হাতেম হয়ে বিজয়, উপস্থিত ময়দানোপরে। হাতেম দাণ্ডায়ে থাকি, প্রকৃতির শোভা দেখি, প্রফুল্লিত হইল অন্তরে।। কয়েক দিবস পরে, আইলেন তদুপরে, যথায় আছয়ে তরুবর। সেই তরুবর তলে, প্রফুল্লিত জলে স্থলে, প্রকাশিত আছে সরোবর।। তদপ্রান্তে সে উদ্যান, দেখে তথা বিদ্যমান, উদ্যান রক্ষক কত শত। সেই তরুবর ডালে, মস্তক সবার ঝোলে, সেই সব যাদুগণ কত।। আসি সিংহদ্বারোপরে, দেখিয়া কহিল তারে, কে তুমি হে কহ মর্ম্ম তার হাতেম কহেন তারে, চিন্তে পারনা আমারে, আমি সেই হাতেম পাপাচার।। আমি তব সহ দলে, ঝুলেছিনু বৃক্ষডালে, বন্দি হয়ে তোমাদের সহ। এই নিবেদন জানাও, কন্যার কাছেতে কও, আমার বিবরণ জানাই শুনে হাতেমের কথা, চলিল সে কন্যা যথা, দাস দাসী যতেক আছিল। উপস্থিত তদুপরে, কহে কন্যার গোচরে, হাতেমতাই দ্বারে আইল।। যে জন তব সঙ্গেতে, ঝুলেছিল সে বৃক্ষেতে, দেখিবারে তোমার সুরত। সে জন আইল দ্বারে, আজ্ঞা কর আনি তারে, জানিবে সমস্ত তত্ত্ব যত।। দাসী প্রতি আজ্ঞা করে, আন সেই হাতেমেরে, আজ্ঞামাত্র আনে হাতেমেরে। হাতেমেরে কন্যা বলে, এত দিন কোথা ছিলে, গিয়াছিলে কোন কার্য্যান্তরে।। কিছু দিন হেথা ছিলে, তার পর কোথা গেলে, পুনঃ এলে কি কার্য্য সাধনে। তাই বলে সব জান, জেনে মিথ্যা কও কেন, অসত্য প্রকাশ কি কারণে।। তোমার লাবণ্য হেরি, উনমাদ হৈল পরী, তব সহ ঝুলি বৃক্ষডালে। ভগবানের কৃপা ছিল, স্বপ্ন ছলে বলে দিল, যাহ তুমি পর্ব্বত সওলে।। এছেম আজেম লয়ে, হামির পর্ব্বতে গিয়ে, যাদু লোকে করিনু নিধন। সাম নামে যাদু আর, মারা গেল দুরাচার, নিজ দোষে হইল পতন।। সাম যাদু তব পিতে, আমারে যে সংহারিতে, করেছিল কতেক মন্ত্রণা। ভগবান বাঁচাইল, পুনঃ প্রাণ সঞ্চারিল, এড়াইনু পরম যন্ত্রণা।। জরীপোস বাদসাজাদী, পিতার নিধন যদি, হাতেমের মুখেতে শুনিল। কারে কিছু নাহি কহে, অধোবদনেতে রহে, পিতৃশোকে কান্দিতে লাগিল।। তারা কহে শুন কন্যা, কেন্দনা পিতার জন্যে, তব পিতা দুষ্ট দুরাচার। হইয়া সে অনিষ্ট, কতেক দিলেন কষ্ট,

তুমি জান মনে আপনার ॥ সে পিতার কারণে, খেদ কোরোনা মনে, নিজ দোষে মৃত্যু হৈল তার। আপনি অদৃষ্ট ক্রমে, পাইলে যে এ হাতেমে, কত জোর অদৃষ্ট তোমার ॥ অনেক যত্ন করিলে, যে রত্ন নাহিক মিলে, হেন রত্ন পেলে গৃহে বসে। হাতেম পরম নিধি, তোমারে দিলেন বিধি, মহা নিধি পেলে অনায়াসে ॥ হাতেম পতি যাহার, তার তুল্য কেবা আর, চতুর্দ্দশ ভুবন মণ্ডলে। সন্তোষ হয়ে অন্তরে, বরমাল্য লয়ে করে, দেহ তুমি হাতেমের গলে ॥ সন্তোষেতে কন্যা বলে, সব সত্য যা কহিলে, ইলাহ ধর্ম্ম মিথ্যা কে বলে। যেই দিবসে পেয়েছি, সেই দিনেতে দিয়াছি, বরমাল্য হাতেমের গলে ॥ মনেতে বুঝেছি স্থির, হাতেম যে মহাবীর, সুস্থির সুধির যোদ্ধাপতি,। তা নহিলে কামনাথকে, কে বধিতে পারে তাকে, অসংখ্য যাদু যার সংহতি হেন জনে না বরিলে, কলঙ্ক যাদুর কুলে, ত্যজিলে হাতেম গুণবান। কে আমার যোগ্য বর, আছে এই ধরাপর, করি কার গলে মাল্য দান ॥ হাতেম যে গুণাকর, পাব কি এমন বর, সময় করহ বরণের। বিবাহের যথাবিধি, সুলগ্ন শুভ যে বিধি, সন্তোষেতে লয় অন্তঃপুরে ॥ বরসাজে সাজাইয়ে, হাতেমতাইকে লয়ে, রজত আসনে বসাইল। বিবাহের আচরণ, করে যত সখীগণ, বরমাল্য হাতেমেরে দিল ॥ বিবাহ করিয়া রঙ্গে, তাই মিলে কন্যা সঙ্গে, রঙ্গ যত বিবাহের নীতি। যাহা ছিল নীতি পূজা, করিল বাসর শয্যা, স্বয়ম্বরের যত রীতি ॥ বাসর কৌতুক যত, তাহা বা লিখিব কত, সঙ্খেপেতে করিনু বর্ণন। এরূপে হাতেমে লয়ে, যাদু কন্যা কৈল বিয়ে, উভয়ের হইল মিলন ॥ তার কিছু দিন পরে, হাতেম ভাবে অন্তরে, মণির স্বামীর বিবরণ। আসক মণিরস্বামী তার কি করিনু আমি, মনে মনে ভাবেন তখন ॥ হাতেমের মনদুখে, কন্যা কহেন তাহাকে, কি হেতু চিন্তিত কহ শুনি। হাতেম কহেন তারে, মণিরস্বামীর তরে, সর্ব্বদা কাতর আছি ধনী ॥ যাহার মিলন আশে, ভ্রমি আমি দেশে দেশে, যার কার্য্য করিতে সাধন। পর উপকার হেতু, বান্ধি আমি দুঃখ-সেতু, তাহার তদন্ত সব শুন ॥ তার যত বিবরণ, কহি যে কর শ্রবণ, যে কারণ আশয় তাহার। এক সদাগর কন্যা, মজিল তাহার জন্যে, কহি শুন প্রেহিল্লিকা তার ॥ কন্যা করিয়াছে

পণ, বিবাহের নিরূপণ, প্রেহিল্লিকা সিদ্ধ যে করিলে। হোসেন বাণু নাম তার, কৈল এই অঙ্গিকার, বরমাল্য দিব তার গলে।। সেই প্রেহিল্লিকা কারণ, দেশে২ করি ভ্রমণ, শুন সেই সমস্ত কথন। সমস্যা না সিদ্ধ হয়, স্বামী হবে পরাজয়, কন্যা হেতু হইয়া কাতর। আমার পাইল দেখা, হইনু তাহার সখা, তার হেতু ভ্রমি দেশান্তর।। তৃতীয় সমস্যা তার, সিদ্ধ কৈনু তিনবার, চতুর্থ প্রেহিল্লিকা হেতু আসি। করিতে সে অন্বেষণ, সব সহ যে মিলন, এ হেতু চিন্তিত দিবা নিশি।। কহে দাস সরকার, করি এই নমস্কার, পাঠকগণের অভিমুখে। কোন কোন স্থানাবধি, ভুল ভ্রান্ত হয় যদি, গুণগ্রহ নিবে দোষ ঢেকে,।। গুণী জ্ঞানি যেই নরে, গুণীগুণ ব্যাখ্যা করে, দোষ ঢাকি গুণ বাছি লয়।। যে কর্পূরে আস্বাদন, সৌভরেতে সুশোভন, কসায়ত্ব কেহ নাহি কয়।। এ বোধ নাহিক যার, বৃথা এই জন্ম তার, পদে২ কত ধরে ছল। এ রসে রসিক যিনি, এ রসে ভাসেন তিনি, বারি মধ্যে যেন শতদল।

পয়ার।

হাতেম কহেন পুনঃ কন্যা কাছেতে। সে মণিরস্বামী আছে আমার আসাতে।। তোমার কারণে মম মন উচাটন। আশায় পতিত হয়ে ছিনু যে কারণ।। এক্ষণে বিদায় কর যাই তার কাছে। বহু দিন বিলম্ব আমার হয়ে গেছে।। কিরূপে মণিরস্বামী আছে জীবৎমান। হেরিলে নয়নে তারে বাঁচে মম প্রাণ।। কন্যা কহে কি কথা কহিলে অকস্মাৎ। বিনা মেঘে কেন হানিলে বজ্রাঘাত।। মন ধন তব করে করেছি অর্পণ। তব বিচ্ছেদে শূন্য হইবে নিকেতন।। কিরূপে সম্বাদ তব পাব কোন স্থানে। তাহার তদন্ত আমি জানিব কেমনে।। হাতেম কহেন জান ইমন সহর। তাই নামে পিতা মম আছে সদাগর।। মহা ধনবান পিতা বিখ্যাত সংসারে। ইচ্ছা হয় যদি যাহ ইমন নগরে।। ইহা শুনি জরী পোস করিল সিকার। যাইব ইমন দেশে কৈনু অঙ্গিকার।। কন্যার সম্মত শুনি হাতেম যে কয়। অবিলম্বে যাত্রা কর বিলম্ব না সয়।। পিতাকে লেখে পত্র হাতেম গুণাকর। জনকে প্রণাম লেখে বিনয় বিস্তর।। যেরূপে বিবাহ নির্ব্বাহ কন্যার সহ। সমস্ত জানাইল পিতাকে সমঃহ।।

বাদশার কন্যা এর নাম জরীপোস। সযত্নে রাখিবে না লইবে কোন দোষ।। প্রতিপালন করিবে নিজ কন্যা ভাবে। কোনমতে কষ্ট যেন না পায় প্রভবে।। মম প্রতি সর্ব্বদা করিবেন কল্যাণ। পুনঃ নিজ বাসে গিয়া করিব দর্শন।। কন্যাকে কহিল হাতেম সকল বার্ত্তা। কৈল জরীপোস কন্যা ইমনেতে যাত্রা।। হাতেম চলিল নিজ কার্য্য সাধনে। করম সহরে উপস্থিত হর্ষ মনে।। সহর বাসী প্রতি হাতেম জিজ্ঞাসিল। কাহার সহর এই সত্য করি বল।। করম সহরের বাদশা সেইজন। তার সিংহ দ্বারে লেখা এই বিবরণ।। সত্য কথা যে কহেন সদা সুখে থাকে। কোনমতে দুঃখ তার নাই ভবলোকে।। তাহার নগর এই করম সহর। হাতেম কহেন বল কোথা তার ঘর।। সহর বাসী কহেন হাতেমের প্রতি। হেথা হৈতে নয় ক্রোশ তাহার বসতি।। হাতেম শুনে তথা উপস্থিত হইল। মনোহর ইমারত দেখিতে পাইল।। সিংহের দ্বারে তবে দেখিলেন লিখন। সত্য কথা কহিলে সুখে থাকে সে জন।। সংসারে পূজিত হয় সেই সব জীব। প্রসংশিত তুল্য সেই হয় যেন শিব।। হাতেম দেখিল তার এই বিবরণ। দ্বারীগণে হাতেম করেন জিজ্ঞাসন।। দ্বারী বলে কহ তুমি কোন মহাজন। কোথায় বসতি তব কহ বিবরণ।। কিনাম ধর তুমি কহ গুণমণি। কিবা প্রয়োজন তব কহ দেখি শুনি।। হাতেম কহিলেন যে আপনার নাম। প্রয়োজন আছে কিছু পুরাব মনস্কাম।। দরওান সম্বাদ দিল অন্তঃপুরেতে। কে একজন উপস্থিত হইল দ্বারেতে।। দ্বারীকে করেন আজ্ঞা হাতেমে আনিতে। হাতেমে লয়ে গেল দ্বারী অতি ত্বরিতে।। হেরিয়া লাবণ্য তার সেই সুভাজন। হাতেমে বসিতে দিল রজত আসন।। পাদ্য অর্ঘ্য রীতিমত হাতেমেরে দিল নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আনি যোগাইল।। ভোজনান্তে হাতেম করিল আচমন। হাতেমের প্রতি সে করেন জিজ্ঞাসন।। কোথা হৈতে আইলে কিবা নাম তোমার। কি কার্য্য সাধনে হেথা কৈলে অগ্রসার।। হাতেম কহেন হোসেনবানু নামেতে। সদাগরের কন্যা সে বিখ্যাত জগতে।। কৈল সয়ম্বর সেই পরমা সুন্দরী। সপ্তম প্রেহিল্লিকা পণ কৈল সেই নারী নাগিরস্বামী নামে যে এক সদাগর। কন্যা স্থানে উপস্থিত শুনে সয়ম্বর।। নারিল সেইজন কহিতে প্রেহিল্লিকে। অক্ষম দেখিয়া কন্যা ত্যাগ কৈল

তাঁকে।। তাঁহার উপকার হেতু করি যে ভ্রমণ। হাতেম আমার নাম বসতি ইমন।। তিন প্রেহিল্লিকা তার প্রসিদ্ধ করিনু। চতুর্থ প্রেহিল্লিকা তার লয়ে আইনু।। চতুর্থ প্রেহিল্লিকা তুমি করহ শ্রবণ। হাতেম কহেন তারে সব বিবরণ।। চতুর্থ প্রেহিল্লিকে যেরূপ বর্ণন। সত্য ধর্ম্ম কারে বলে এই তার পণ।। প্রাচিন বলে শুনহে হাতেম গুণধাম। বিশ্রাম কুঞ্জে অদ্য তুমি কর বিশ্রাম।। পথ শ্রান্ত পরিহর মম আলয়েতে। সত্য কথা কারে বলে কহিব প্রভাতে।। এইরূপে হাতেম তথা নিশি বঞ্চিল প্রভাতে উঠে হাতেম কহিতে লাগিল।। কহ দেখি সত্য কথা কারে বল। সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন কোন পথে গেল।। সে ধর্ম্ম কেমন ধর্ম্ম কহ দেখি শুনি। সত্য পথ কারে বলে তাহা নাহি জানি।। প্রাচিন বলেন শুন সত্য সমাচার। সত্য ধর্ম্ম কারে বলে করিব প্রচার।। পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি পরম তস্কর। অধর্ম্ম পথে গমন করেছি বিস্তর।। সত্য ধর্ম্ম পরিহরি অধর্ম্মেতে মন। মিথ্যা বাদি হয়ে করি কুকার্য্য সাধন।। মিথ্যা পথোগামী হয়ে কত কষ্ট পাই। রাত্রে আনিলে ধন প্রভাতে থাকে নাই।। যুয়ারির কত ফল শুন তোমায় কৈ। মাঝে২ ধরাপড়ে কারাধৃত হই।। মনে ভাবিনু পাপ বার্য্য না করিব আর। অসত্য অপ্রকাশে হয় পাপের সঞ্চার।। পাণ্ডব সত্য পথ করি অবলম্বন। পরম সুখের সুখি ভাই পঞ্চজন।। সমরে অমরে যেই পাণ্ডব বিজয়। যার সখা হইলেন শ্রীকৃষ্ণ দয়াময়।। সে অধর্ম্ম পথে করিয়া অবলম্বন। স্বধনে নিধন হৈল রাজা দুর্য্যোধন।। মিথ্যা এ কথা করিত অবলম্বন। যুধিষ্ঠির হয়ে ছিল নরক দর্শন।। অতএব মিথ্যা কথা করিয়া বিসর্জ্জন। সুখে আছি সত্য পথ করি অবলম্বন।। ধন ধেনু গজবাজি অতুল বৈভব দ্বিতীয় বাদশা আমি ত্যজে দুখার্ণব।। সত্য কথার এই অর্থ যথার্থ জানিনু। সত্য ধর্ম্ম পথ এই তোমাকে কহিনু।। এই সব কথা হোসেনবানুকে কহিবে। চতুর্থ প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ হইবে।। ইহা শুনিয়া হাতেমের জ্ঞান সঞ্চারিল। সাহাবাদের পথপ্রান্তে যাত্রা করিল।। নগরে প্রবেশ করিল হাতেমতাই। জানায় দূত আসি হোসেনবানুর ঠাই।। দূত আদেশিয়া কন্যা হাতেমে লইল। প্রেহিল্লিকার বিবরণ সব জিজ্ঞাসিল।। কন্যা কহেন হাতেম কহ দেখি শুনি। চতুর্থ প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ

তত্ত্বকাণি ।। বহু কষ্ট পেলে তুমি সাধু সদাচার। দুঃখার্ণবে পশি কর পর উপকার ।। হাতেম কহেন তারে প্রেহিল্লিকা কথন। যেরূপে করোগ দেশে কৈল পর্য্যটন ।। যেরূপে জানিল সে সত্য ধর্ম্ম কেমন। যেরূপে কৈল সত্য পথ অবলম্বন ।। এবে২ চতুর্থ প্রেহিল্লিকা কহিল। শুনিয়া হোসেন বানু সন্তোষ হইল ।। দাসী আদেশিয়ে কহে হোসেনবানু। সুখাদ্য তোষীত করো হাতেমের তনু ।। হাতেম বলেন আমি এক্ষণে বিদায়। যথায় মণিরস্বামী যাইব তথায় ।। ইহা বলি হাতেম তাই বিদায় হৈল। মণিরস্বামীর স্থানে সমস্ত কহিল ।। মণিরস্বামী বলে হাতেম গুণাকর। পর উপকার হেতু ভুগিলে দুষ্কর ।। তুমি হে পরম সাধু সত্য সদাচার। কত কষ্টে করিলে পরের উপকার ।। ধন্য২ তুমি ধন্য হাতেম গুণধাম। তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম ।। সুখাদ্য আনি কত হাতেমে ভুঞ্জাইল। এইরূপে দোঁহে তথা রজনি বঞ্চিল ।। প্রভাতে হাতেম তাই গাত্রোত্থান করি। প্রাতকৃত্য সমাপিয়ে বৈসে তদুপরি ।। স্নান তর্পণ করি হাতেম গুণাকর। চলিলেন হোসেন বানুর গোচর ।। হোসেনবানু বলে হাতেম গুণধাম। কিছু দিন মম স্থানে করহ বিশ্রাম ।। পথ শ্রান্ত দুর কর থাকি কিছু দিন। পরিশ্রম করি তনু হৈল ক্ষীণ ।। হাতেম কহেন যে দিন পুরিবে মনস্কাম। সেই দিন তবাশ্রমে করিব বিশ্রাম ।। এক্ষণে বল শুনি পঞ্চম প্রেহিল্লিকে। পুনঃ যাই ভ্রমণে অদৃষ্টে যাহা থাকে ।। কন্যা বলে পঞ্চম প্রেহিল্লিকা কারণ। তাহার তদন্ত কিছু করহ শ্রবণ ।। শুনা গেছে লোক মুখে কোহেনেদা নাম। তার বিবরণ জেনে এসো গুণধাম ।। সেই পর্ব্বতোপরে আরোহণ করিয়া। কে করে উচ্চনাদ জান তথা গিয়া ।। তাহার তদন্ত আনি করাহ শ্রবণ। কহিনু পঞ্চম প্রেহিল্লিকা বিবরণ ।। শুনিয়ে হাতেমতাই হইল বিদায়। মণিরস্বামীর কাছে জানাইতে যায় ।। জানাইয়া মণিরস্বামীকে বিবরণ। প্রেহিল্লিকে সিদ্ধান্ত হেতু কৈল গমন ।।

পঞ্চম প্রেহিল্লিকা।

পয়ার।

হাতেম কহেন ভরষা জগদীশের। অনিষ্ট ঘুচাবে হরি হয়ে হৃষ্ট দাসের॥ একাকি যায় হাতেম ময়দানোপরে। সহরের লোক যত তাহাতে বিহরে॥ পাইয়ে লোকের সঙ্গ হাতেম চলিল। হাতেমে হেরিয়া তারা অগ্রগামি হৈল॥ কহিতে লাগিল তারা হাতেমের প্রতি। কে তুমি পুরুষ বর কোথায় বসতি॥ তব আগমন জানিয়া অদ্য দিবসে। তব অপেক্ষায় এই আছি সবে বসে॥ হাতেম উপবিষ্ট হইল সেইখানে। চিতাকুঞ্জ প্রণিত যানাজা ময়দানে॥ শবদেহ লয়ে তথা উপস্থিত আসি। শবকে করিতে সেই চিতা কুঞ্জবাসি॥ স্নান করাইয়া তারে পরায় বসন। যবন ভাসায় তারে বলে একাফন॥ স্নানকে গোছল বলে চিতাকে কবর। যবন ভাসা বঙ্গভাষা এত অন্তর হাতেম কহেন আসি এত সবাকারে। কে মরিল কহ শুনি কবর দেও যারে॥ তারা বলে যে মরিল কহিব যে পরে। ইহা বলি চিতাবাসী করিলেন তারে॥ চিতাকুঞ্জের অভিমুখে রজত আসন। তদুপরে সবে হইল উপোবেশন। খাদ্য দ্রব্য কত তার আয়োজন কৈল। হাতেমের অভিমুখে আনিয়া দিল॥ তুমি অগ্রে সেবা কর অতিত সুভাজন। তবে চিতা কুঞ্জের করিব যে ভোজন॥ ইহা শুনি হাতেম করিলেন ভোজন। চিতা কুঞ্জ হইতে সবে চলেন তখন॥ হাতেমেরে সমাদরে সঙ্গেতে লইয়ে। উপবেশন হয় যে যাহার আলয়ে॥ মনে২ ভাবেন হাতেম গুণাকর। কোন দেশে নাহি দেখি এমন সহর॥ এমন সুরীতি নাহি দেখি কোন খানে। অতিতে যতন করে লয় নিকেতনে॥ এপ্রদেশীয় লোক ধার্ম্মিক সুভাজন। অতিত পাইলে করে অতি সুযতন॥ এইরূপে হাতেম ভাবেন মনে২। তারা সব জানাইল বাদশা সদনে॥ এক অতিত আসিয়াছে মহাজ্ঞানবান। কতেক কহিব তার যতেক সম্মান॥ নাম তার হাতেমতাই ইমনেতে ঘর। জলদা সুবর্ণ যিনি গুণে রত্নাকর॥ অতি সাধু সদাচার ভগবানে মতি। পর উপকারে ভ্রমে পরম সুকৃতি॥ বাদসা বলে আন তারে দেখিব কেমন। কিরূপ রূপ তার করিব দরশন॥ বাদশাভিমুখে

যদি লয়ে গেল তায়। যতন করি রজত আসনে বসায়।। বিশেষ বিবরণ কহেন তারে। কি কার্য্য সাধনে আইলে এই নগরে।। হাতেম কহিলেন সমস্ত বিবরণ। বাদশা হাতেমে করে অতি সুযতন।। সুখাদ্য দ্রব্য কত হাতেমেরে ভুঞ্জায়। হাতেমের রূপ হেরি বাদশা মোহ যায়।। মনেং বাদশা করেন অনুমান। মম কন্যা যোগ্যবর এই মতিমান।। হাতেম সুধির অতি দেখিনু নয়নে। কন্যা দিয়ে হাতেমে রাখিব সন্নিধানে।। ঘটক অনুসারে যোটক করিতে। যোটক বাহনে আনে হাতেমে বুঝাতে।। বিবাহের কথা হাতেমে আসি কহিল। তাহা হাতেমতাই স্বীকার না পাইল।। আসিয়াছি আমি এই যে কার্য্য সাধনে। অন্য মন নাহি মম সেই কার্য্য বিনে।। বাদশা কহে বৎস শুনি শ্রবণে। মমাধিকারে আইলে কিকার্য্য সাধনে।। হাতেম কহে আমি কোহেনেদায় যাব। না জানি উপদেশ সে কত দিনে পাব বাদশা বলেন আমি নাহি করি শ্রবণ। কোহেনেদা কারে বলে সে দেশ কেমন।। দেখিবার দায় থাক না শুনি শ্রবণে। এই মাত্র শুনিলাম তোমার বদনে।। বাদশা বলে আন গৃহ দ্বিজ একজন। কোন দেশ সে দেশ কবে করিয়া গণন।। বাদশাজ্ঞা মাত্র পত্র করি অন্বেষণ। আনিল প্রাচীন গণক একজন।। বাদশা বলে গণক করহ গণন। কোহেনেদা কোন দেশ করিব শ্রবণ।। কোন দিগে পথ তার হবে কত দূর। জান যদি কহ দেখি দৈবক ঠাকুর।। দ্বিজ বলে কোহেনেদা আমি নাহি জানি। শিশু কালে শুনিয়াছি তাহার কাহিনী।। দক্ষিণে অনেক দূর কোহেনেদা আছে। আজিম পর্ব্বত প্রান্তভাগে শুনাগেছে।। পথ প্রান্তে বামভাগে আজিম সহর। সে দেশে অধিকার নহে কার উপর।। না করে আপশোষ কেহ কাহার তরে। না কান্দে তাহার তরে যদি কেহ মরে।। এতেক শুনি হাতেম হইল বিদায়। চলিল দক্ষিণ দিগে হরষিত কায়।। দিবা রাত্র যায় পথে না করে বিশ্রাম। অনাহারে চলেন হাতেম গুণধাম।। এইরূপ কত দিন গত হয়ে যায়। অভিমুখে আজিম সহর দেখে তায়।। হাতেম জানিল এই আজিম সহর। এরি কথা বলে ছিল দ্বিজগ্রহ বর উপস্থিত হৈল সেই নগর ভিতর। নগরবাসী তারে জিজ্ঞাসে বহু-

তর॥ কোথায় বসতি তব কিবা নাম ধর। কিকার্য্য সাধনে হইলে তৎপর॥ হাতেম কহেন তারে করিয়া বিনয়। যে কার্য্যে এসেছি তার শুন সমুদয়॥ কোহেনেদা যাব আমি আছে প্রিয়োজন। কে করেন উচ নাদ জানিতে কারণ॥ তারা বলে অর্দ্ধ রাত্রে রহ এইখানে। প্রভাতে যাইবে কল্য স্বকার্য্য সাধনে॥ কোহেনেদা কেহ যাইতে নাহি পারে। বিশাল শঙ্কট স্থান দেখে ভয় করে॥ হাতেম কহেন মম ভগবান সহায়। বিশাল দুর্গমে বাঁচি তাঁহার কৃপায়॥ সেইখানে হাতেম থাকিলেন রজনী। দেখে অসম্ভব এক অদ্ভুত কাহিনী॥ বাসস্থল বাসি এক বাই গ্রস্ত ছিল। পত্নী পুত্র ধরে তার মস্তক কাটিল॥ অঙ্গ হৈতে মাংস তার করিয়া ছেদন। ঘরে মধ্যে সেই মাংস কৈল বিতরণ যার বাসে হাতেম অতিথ হয়ে ছিল। সেই মাংস আনিয়ে তাহাকে দিয়ে গেল॥ সে মাংস রন্ধন করিয়া রাখিতে। হাতেমেরে দিয়ে গেল ভোজন করিতে॥ আশ্রমিক বলে হাতেম কর ভোজন। তব হেতু এনেছি মাংস করিতে রন্ধন॥ দেশেং অতিথী হয়ে ভ্রম সব ঠাই। এমত সুরস মাংস কভু খাও নাই॥ ইহা শুনি কহিছে হাতেম গুণমণি কোন জীবের মাংস এ কহ দেখি শুনি॥ মৃগ মাংস পক্ষ মাংস সংসারে পূজিত। এই মাংস কোন মাংস কহবা ত্বরিত॥ বুঝেছি ব্যাধগ্রস্ত ছিলেন একজন। মাংস বিলাইল তারে করিয়া ছেদন॥ সেই মাংস লয়ে তুমি করিলে রন্ধন। এ যে রাক্ষসের কার্য্য করিলে সাধন॥ কতেক ভং'সনা করি হাতেম চলিল। কোন এক বাসস্থলে উপস্থিত হৈল॥ গোপদাড়ি নাহি কারো প্রকৃতির মতো। ঘরেং অগ্নি জ্বল একোন চরিত্র॥ হাতেম কহেন সেই প্রতিবাসীগণে। অগ্নি দিয়ে আছে সব কি কার্য্য সাধনে॥ তারা বলে মন দিয়ে করহ শ্রবণ। চিতাকুণ্ডে অগ্নি দিয়ে করি যে দাহন॥ পুরুষ প্রকৃতি দাহ করি একত্রেতে। এই কার্য্য সাধনেতে আছি সকলেতে॥ হাতেম কহেন চিতাকুণ্ড করি সৃজন। তাহাতে যে অগ্নি দাও এ ধর্ম্ম কেমন॥ তারা কহিল আমরা হই হিন্দু জাতি। পুরুষানুক্রমে আমাদের এই নীতি॥ তথা হৈতে হাতেম করিল গমন। আর এক বাসস্থল করে নীরিক্ষণ॥ তৃষ্ণাতুর হইয়ে হাতেম যে তখন। জীবন রক্ষণে তথায়

মাগে জীবন।। জীবন প্রদান তাঁরে না করি কৌতুকে। দধি দুগ্ধ আনি দিল তার অভিমুখে।। দধি পান করিল হাতেম গুণাকর। কিছু দিন রহে তথা আনন্দ অন্তর।। তার পরে গেল হাতেম অন্য এক ঘরে। এইরূপে দেখে সব হরিষ অন্তরে।। আর এক ময়দানে দেখেন তখন। মৃত্যু দেহ লয়ে করে তাহে উপবেসন।। ময়দানে উচ্চনাদ করে সকলেতে। তথা আসি হাতেম পাইলেন দেখিতে।। তাহাদের সন্নিধানে করে জিজ্ঞাসন। এত উচ্চনাদ কর কিসের কারণ।। তারা বলে রৈছ নামে ছিল একজন। সোহাগিনী এক কন্যা অতি সুগঠন।। যথাকালে মৃত্যু তার হইল ঘটন। চিতাকুঞ্জে এনেছি তাবে করি যতন।। তার পতি নাহি যায় সে সহগমনে। উচ্চনাদ করে সবে ইহার কারণে।। পত্নির সহ পতি যাইতে অস্বীকার। হাতেম কহে এই কি দেশের দেশাচার।। জীবৎমানে লয় তারে মৃত্যু সহ আসি। কোন ধর্ম্মে কর তারে চিতাকুঞ্জবাসী। হাতেম কহেন কোথা তুমি অধিকারি। একোন ধর্ম্ম কিছু বুঝিতে না পারি।। বাদশার নিকটে হাতেমে লয়ে গেল। হাতেম আসিয়া বাদশাকে জিজ্ঞাসিল।। তব অধিকারস্থ যতেক প্রজাগণ। শব দেহ প্রাপ্ত কালে চিতায় গমন।। পত্নি অগ্রে মৃত্যু হইলে পতির এইগতি। এক চিতা কুঞ্জে দোঁহে করয় বসতি।। জীবৎ দশায় তারে চিতাকুঞ্জে লয়ে। চিতাকুঞ্জ বাসিকর কোন ধর্ম্মাশ্রয়ে।। রয়ছ কহিল মম দেশের বিচার পত্নি মৈলে পতি হবে সহ গতি তার। ষোড়শী বয়সী কন্যা থাকে যার ঘরে। কন্যা ইচ্ছাবতি বিনে বিয়া দিতে নারে।। ইচ্ছাবতী হয় কন্যা যারে করে বর। সেই জন হয় বর জিনি সয়ম্বর।। তার সহ হও যদি সত্য অঙ্গিকার। অগ্রে জলয়ে তার সহ চিতা অধিকার।। এই স্বধর্ম্ম আছে মম অধিকারে। কেহ কভু সত্য ভঙ্গ নাহি তার করে যে কন্যা মরিল তার পতি এই জন। পূর্ব্বেতে সত্য উভয়ে কৈল দুই জন।। অগ্রে কন্যার সব দেহ প্রাপ্ত যদি হয়। তার সহ সহগামী হইব নিশ্চয়।। অগ্রে মৈল কন্যা হৈল কাল প্রাপ্ত আসি। এবে পতি যেতে নারে চিতাকুঞ্জবাসী।। সত্য ভঙ্গ মহা পাপ না যায় বর্ণন। অগ্রে সত্য কৈলে এবে না কর পালন।। ইহার কারণে উচ্চনাদ চিতা কুঞ্জে।

অতুল পাপাশ্রয় সত্য নাহি ভুঞ্জে ।। হাতেম কহেন শুন তুমি হে সুজন অগ্রে কৈলে এবে কেন না কর পালন ।। মম বাক্য ধর তুমি ওহে গুণরাসি। সতি সহ হও তুমি চিতাকুঞ্জ বাসী ।। মানব দেহ চঞ্চল স্থির কভু নয়। আজি মর কালি মর মরণ নিশ্চয় ।। আজি কালি ঘটিবে যখন মরণ। তখন মরণের ভয় করা কি কারণ ।। সঙ্গে২ মৃত্যু যখন আছে সংঘটন। তখন মরণের ভয় করা অকারণ ।। ইহা শুনিয়া এই রসিক সুজন। সতী সহ সহগামী হইল তখন ।। চিতা কুঞ্জ সাজাইয়া যতেক গুণরাশি। সতীসহ পতিকে কৈল চিতাকুঞ্জবাসী ।। যে যাহার স্থানে সবে কৈল আগমন। সেই দেশাচারের নিয়ম যেমন ।। রজনী হাতেম সেই চিতাকুঞ্জ আসি। উচ্চনাদ করে যথা চিতা অভি-লাষী ।। চিতাকুঞ্জ বর্হিদ্বারে উপবেশন হয়ে। জিজ্ঞাসে তাই প্রতি কে তুমি চিতালয়ে ।। হাতেম কহেন আমি সেই যে অতিত। তব সহ সাঙ্কেত হেতু এসেছি ত্বরিত ।। খাদ্য কিছু দিলেন হাতেম গুণাকর। হাতেমেরে প্রণাম করিল বহুতর ।। হাতেম কহেন এ চিতাকুঞ্জ হইতে। পলায়ন কর তব যা আছে মনেতে ।। যথা স্থানে গমন তুমি কর সুজন পথের সঙ্গতি তারে দিল ততক্ষণ ।। রজনী মধ্যে রসিক চলিল যথায়। হাতেম তাই চলিল আপন বাসায় ।। সুপ্রভাত হৈল নিশি ভাস্কর উ-দিত। কোহেনেদা যাত্রা হাতেম কৈল ত্বরিত ।। তারা বলে কোহেনেদা বিশালক স্থান। তথায় যাবে হাতেম হয়ে সাবধান ।। হাতেম কহেন যা করেন ভগবান। কোহেনেদার পথে করিল পয়ান। দশম দিবস পরে উপস্থিত হৈল। এক বিশাল বন অভিমুখে দেখিল ।। ব্যাঘ্রকুঞ্জর মহিষ গাণ্ডার অশেষ। ভয়ানক পশু কত কব সবিশেষ ।। হাতেমের দর্শনলাভ করি পশুচয়। হাতেমের অভিমুখে দণ্ডায়মান হয় ।। তাই দে-খিয়া হিংসক জাতী দুরাচার। অস্ত্রাঘাত করেন হাতেম অঙ্গেতে তাহার শিরচ্ছেদ হইল ব্যাঘ্রের ত্যজিল প্রাণ। কাটামুণ্ড ব্যাঘ্রের লয়ে কৈল পয়ান ।। ব্যাঘ্রের যে কাটামুণ্ড করেতে লইয়া। পথস্থ হইল তাই জগ-দীশ ভাবিয়া ।। অভিমুখে দেখে এক মনোহর সহর ।। সহর মধ্যেতে উপবেশন হইয়া। স্থানে২ কত স্থান দেখে নিরক্ষিয়া ।। মনোহর স্থান যুত সহর ভিতর। উদ্যান মালঞ্চ কত কুসুম মনোহর। নানাজাতী

দ্রব্য কত প্রস্তুত প্রস্তর। চুণি মণি হিরা হার পরেশ পাথর॥ গজবাজি ধন ধেনু অতুল বৈভব। সহরে সহরে হাতেম দেখেন সব॥ তন্মধ্যে বিরাজ করেন একজন। রজত আসনে হইয়া উপবেশন॥ হাতেম উপস্থিত হইলেন তথায়। রজত আসনে বাদশা আছেন যথায়॥ রাজ ব্যবহারে হাতেম নমস্কার করি। যোড়করে কহেন বাদশা বরাবরি॥ ব সিতে করিল আজ্ঞা হাতেমে তখন। বাদশা করেন হাতেমে জিজ্ঞাসন॥ কোথা হইতে আইলে তুমি কহ শুনি। কি কার্য্য সাধনে কোথা যাবে গুণমণি॥ নিজ পরিচয় হাতেম কৈল সকল। কোহেনেদা যাব আমি আছে কার্য্যস্থল॥ বাদশা বলেন তুমি আইলে ভুলিয়ে। দক্ষিণ পার্শ্ব পথে এলে বিস্মরণ হয়ে॥ শুভ অদৃষ্ট তব তুমি ভাগ্যবান। এহেতু এ শঙ্কটে রহে তব প্রাণ। হাতেম কহে বাদশা কহ মর্ম্মতার। একি বিশাল রাজ্য দেখি যে তোমার॥ বাদশা বলে এ দেশে মম অধিকার। নিষ্কণ্টকে এসেছো ধন্য অদৃষ্ট তোমার॥ সংহার ধাউ নামে এক পশু দুরাচার। বিনাশ করিল আসি মম অধিকার॥ কোকাফ কানন হৈতে উপস্থিত হৈল। বিশাল মূরতি তার দেশেতে রহিল॥ নিত্য নিত্য একবার আসিয়া সহরে। তুরঙ্গ কুরঙ্গ মাতঙ্গ সব সংহারে॥ নর নারী মনুষ্য যে যত অভিমুখে পায়। অনিষ্ট হইয়ে দুষ্ট সকলেরে খায়॥ প্রস্রাব করি দুষ্ট পুচ্ছ ভিজাইয়া। চতুপার্শ্বে দেয় ছড়া পুচ্ছ হেলাইয়া॥ সেই প্রস্রাবের ছড়া লাগে গিয়া যাতে। প্রস্রাবের তেজে অগ্নি হয় তাতে॥ সেই প্রস্রাবের দাহে নাহি রহে প্রাণ। কত লোক পলাইল ত্যজি বাসস্থান॥ রাজ্য শূন্য যেমন না দেখি উপায়। ত্রাশিত প্রযুক্ত আমি আছি সর্ব্বদায়॥ হাতেম কহেন চিন্তা ত্যজ মহাশয়। তোমার বিশাল শত্রুকে কৈনু ক্ষয়॥ বাদশা বলে কিরূপে বধিলে তাহারে। প্রকাশ করি হাতেম কহনা আমারে॥ হাতেম কহেন আমি পথ যে ভুলিয়া। বিশাল কাননেতে উপবেশন হৈয়া॥ আসিতে আশিতে সেই দুষ্ট দুরাচার। ধাবমান হৈল মোরে করিতে সংহার॥ অস্ত্রাঘাতে শিরোচ্ছেদ করিনু তাহার শরাঘাতে পড়িয়া সে পশু দুরাচার। বাদশা বলেন সেই পশু ভয়ানক কিসে মরিল কি দেখে বিশ্বাস জনক। কাটামুণ্ড ছিল তার বিশ্বাসকারন বাদশাকে দেখাইল তার ছেদানন॥ বিশ্বাস হৈল বাদশা দেখে ছেদ

মুখ। হাতেমে সুধন্য করে পরম কৌতুক॥ অতি সুজন করি বাদশা যে তখন। অন্তঃপুরে হাতেম লয়ে কৈল গমন॥ সুখাদ্য দ্রব্য কত হাতেমেরে ভুঞ্জায়। যতন করিয়া রতন আসনে বসায়॥ অনিষ্ট নাশিয়া ইষ্ট লাভ করাইলে। বন্ধু হয়ে দুঃখের সিন্ধু পার কৈলে॥ মম রাজ্য রক্ষা কৈলে নাশ করি শত্রু। তব প্রতাপে মম বাদশাই পবিত্র॥ অবিবাহি কন্যা এক আছে মম ঘরে। সেই কন্যা প্রদান আমি করিব তোমারে॥ রাজ্য সমার্পণ কৈনু কন্যার সহিত। পরম সুখে পুরায় মনের বাঞ্ছিত॥ হাতেম কহে শুন বাদশা সুভাজন। বাদশাই তক্তে মম নাহি প্রয়োজন পর উপকার হেতু করি যে ভ্রমণ। কোহেনেদা যাব আমিআছে প্রয়োজন পর উপকার করি ভ্রমিয়া ত্রিভুবন। পর হেতু করি নিজ মস্তক ছেদন॥ দাস সরকার বলে গুরুপদ সার। বল হরি পদে মনোরথ অনিবার॥

পয়ার।

দেশে২ বাদশা সম্বাদ যে করিল। বাসস্থল ত্যজে যত প্রজা গিয়াছিল॥ সকলে আইল পুনঃ নিজ২ স্থানে। মরিল দুষ্ট পশু হাতেমের শাসনে॥ হাতেম হইল বিদায় তথা হইতে। পথস্থ হৈল তাই কোহেনেদা যাইতে উপস্থিত হইল হাতেম গুণাকর। পথ মধ্যে হৈল এক বাদশা সুগোচর পুনঃ এক বাদশার অধিকারে এসে। কহিল সমস্ত কথা ভ্রমে যাই দেশে বাদশার মনোগত হাতেমে দেখিয়া। বহু যত্ন কৈল রত্নাসনে বসাইয়া॥ হাতেমেরে বাদশা করেন জিজ্ঞাসন। কি কার্য্য সাধনে এলে কোথা নিকেতন॥ হাতেম কহেন মম ইমনেতে ঘর। আমার জনক তাই নামে সদাগর॥ মণিরস্বামীর নামে বাদশা একজন। হোসেনবানু নামে কন্যা তার প্রতি মন॥ একে২ কহিল তার বিবাহের পণ। সপ্তম প্রেহিল্লিকা তাহার নিরূপণ॥ মণিরস্বামীর পরিবর্ত্তে প্রেহিল্লিকায়। প্রবর্ত্ত হইল তাহার সমীস্যায়॥ চতুর্থ প্রেহিল্লিকা তার প্রসিদ্ধ কৈনু। পঞ্চম প্রেহি-ল্লিকা তার লয়ে আইনু॥ কোহেনেদা যাব আমি সমীসা পুরীতে। এহেতু আইনু আমি তব এ রাজ্যতে॥ বাদশা বলে কোহেনেদা বড়ই দুষ্কর। উচ্চ নাম কে করে কেজানে খবর॥ কিছু দিন থাক তুমি মম সন্নিধানে। উচ্চনাদ তার শুনিয়া নিজ শ্রবণে॥ হাতেম স্বীকার কবিনু সেই কথায়। কিছু দিন হাতেম রহিল তথায়॥ কহিতে লাগিলেন

বাদশা যে তুখন। কোনকালে দেখিনা যে অতিথী কেমন॥ শুনা গেছে লোক মুখে সেকন্দর বীর। রণে জয়ী হয়ে ছিল সেই মহাবীর॥ অন্নিথের বেশে এ'সে কৈল অধিকার। সেই অতিথী দেখিছিনু একবার ভদ সওয়ায় অতিথী আমি নাহি দেখি। তোমাকে হেরিয়া আমি হৈনু বড় সুখি॥ কিছু দিন এই স্থানে করহ বিশ্রাম। মম বিশ্রাম কুঞ্জ এই শুন গুণধাম॥ ইহা শুনি হাতেমতাই তথা রহিল। এই রূপে হাতেমের যে কিছু দিন গেল। বাসস্থল বাসীগণে কহেন হাতেম। কোহেনেদা সংবাদ না পায় কোনক্রম॥ কহ শুনি কোহেনেদার পথ কোন পথে। না জানি সে উপদেশ যাই কোন পথে॥ ঐ দেখা যায় কোহেনেদা অঙ্গুলি হেলায়। হস্ত বাড়াইয়া তারা হাতেমে দেখায়॥ দেখিল হাতেমতাই ঊর্দ্ধ নেত্র করি। দীর্ঘ পর্ব্বত এক বিরাজে তদুপরি॥ তথা হৈতে উচ্চ নাদ হয় আচম্বিতে। আছিল পুরুষ এক পাইল শুনিতে॥ যাই২ বলি তারে করে প্রত্যুত্তর। হামির বলিয়া নাম জানিনু সত্বর॥ তারা বলে কোহেনেদা এই কার্য্য করে। যার নাম ধরে ডাকে থাকিতে না পারে॥ হামিরে তলব আজি হৈল নেদার। শুনে ধাবমান হৈল নাহি রহে আর তদন্তরে জিজ্ঞাসে জানওার বিবরণ। কে ডাকিল কারে কে করেন বর্ণন॥ প্রতিবাসীগণ বলে আমরা না জানি। আমাদের হৈতে খবর না পাবে আপনি॥ হামির কহিতে পারে মর্ম্ম কি ইহার। কি কারণ ডাকে কারে যে কি ডাক কাহার॥ হাতেম ধাববান তাহার যে পশ্চাতে। কত দুরে উপস্থিত তাহার সাক্ষেতে॥ তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসে কারণ। কে ডাকিল কোথা যাও শুনি বিবরণ॥ হাতেম গতেক বলে তাহা নাই শুনে। অবিলম্বে যায় সেই পর্ব্বতের পানে॥ হাতেম ধাবমান হয় তার সঙ্গেতে। উপস্থিত হইল সে পর্ব্বত পশ্চাতে॥ মিশাইয়া গেল সেই না পায় দেখিতে॥ হাতেম তাই বিস্ময় হইল মনেতে॥ কতক্ষণ হাতেম যে তথায় রহিল। চিনিতে নারিল তারে কে কোথায় গেল॥ তথা হৈতে হাতেম যে চলে ফিরে২। চলিতে না চলে পদ চিন্তিত অন্তরে॥ নগরের লোক যত সেই খানে যায়। তিনবার শির রাখে পর্ব্বতের গায়॥ পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমি তিনবার। প্রত্যাগমন কৈল সবে আলয়ে যে যার॥ অতিথী অভ্যাগতে

বিতরণ কত কৈল। তদন্তরে হাতেম সবারে জিজ্ঞাসিল॥ তোমরা জান এসব বিশেষ বিবরণ। উড়ে অব্যাহতি পাইল এ কোন জন॥ হামির নাম এর শুনেছি শ্রবণে। কোথা গেল কার সহ কার ডাক শুনে তারা বলেন তুমিত অভিমুখে ছিলে। হামিরের যে দুর্গতি চক্ষেতে দেখিলে॥ এসব নীতি পদ্ধতি যে মম দেশে। স্বচক্ষে দেখিলে দাণ্ডাইয়া নিজ পাশে। নেদার খবর তুমি দেখিলে নয়নে। এই সব কহ গিয়া বান্দুর ভবনে॥ হাতেম কহেন আমি দেখিনু নয়নে। বিশেষ মর্ম্ম এর না পাই যত দিনে॥ তত দিন বাসস্থল করিব এখানে। না যাইব কভু আমি বান্দুর ভবনে॥ ইহা বলিয়া হাতেম তথায় রহিল। জাম নামে এক জন উপস্থিত হৈল॥ পরম বন্ধু সেইজন হাতেমের হয়। দিবারাত্র একত্রে যে তথাকারে রয়॥ এক দিন দুইজনে বসি একাসনে। আর যত প্রতিবাসী ছিলেন সেস্থানে॥ জামির তলপ আসি উপস্থিত হৈল। যাই যাই বলিয়া সে উত্তরোল করিল॥ চলিল পর্ব্বত দিগে দ্রুতগামী জাম। সভাস্থ ছিলেন যত করিয়া বিশ্রাম॥ জামীরের পরিবার সহ ভ্রাতাগণ। দ্রুতগতি উপস্থিত যথায় সে জন॥ উপবেশন হৈল সবে জামের স্থানে। হাতেম বুঝিল তখন আপন মনে॥ যেমন হামীর গেল উড়ে অব্যাহতি। এ জাম হইল বুঝি তাহার সংহতি॥ এতেক ভাবনা সব দুরে পরিহরি। কোথা গেলেন জাম দেখিব ত্বরা করি॥ জামের সহগামী আমি হইব এখন। ইহা বলি হাতেম করিলেন গমন॥ পথস্থ জামীর ছিল হাতেম মিলিল। যুগল মিলন হয়ে কহিতে লাগিল কার ডাকে কোথা যাও কে তোমা ডাকিল। ইহার তদন্ত সব স্বরূপেতে বল॥ এত দিন একত্রে ছিলাম দুইজন। যুগল প্রভেদ কর সে ধর্ম্ম কেমন॥ যত বলে নাহি শুনে হাতেমের কথা। পর্ব্বত অভিমুখে ধায় বাক্য রহিতা॥ বারম্বার কত বার হাতেম ধরিল। হাতেমের বাক্য জাম কভু না শুনিল॥ বলাক্রম পূর্ব্বক যে নারিল ফিরাতে। হাতেম তাহার সহ না পারে চলিতে॥ কভু সুস্থির গমন কভু ধাবমান। পর্ব্বতের প্রান্তদেশে দোঁহের পয়ান॥ হইল পর্ব্বতভাগে এক বহির্দ্বার দোঁহে উপস্থিত হৈল দ্বারেতে তাহার॥ উপস্থিত হবা মাত্র উড়ে অব্যাহতি। উভয়ে উভয়ে না পাইলেন সংহতি॥ হাতেম জাম

দোঁহেতে কোথায় যে গেল। তার সহগামী কেহ দেখিতে নারিল।। বহু খেদ করে তারা হাতেম কারণ। নিজালয়ে করিল সবে প্রত্যাগমন বাদশার সম্মুখেতে সবে দাণ্ডাইল। হাতেমের কথা বাদশাকে জানাইল।। শুনিয়া হাতেমের কথা বাদশা কয়। শুনরে নির্ব্বোধ পাপাত্মা দুরাশয়।। হাতেমে ছাড়িয়া দিলে কিসের কারণ। কহ শুনি সেই সব সত্য বিবরণ।। তারা বলে নাহি জানি তাই কোথা গেল। আমাদের কথা হাতেম নাহি শুনিল।। কারাধৃত হৈল সবে বাদশার স্থানে। মেয়াদান্তে গেল সবে নিজ নিকেতনে।। তদন্তরে হাতেমতাই জান দুজনে। উপস্থিত হইলেন আসি ময়দানে।। ময়দানোপরে জাম হৈল পাষাণ। দেখিয়া হাতেমতাই করে অনুমান।। একি অসম্ভব কথা না যায় বর্ণন। মনুষ্য পাষাণ হয় দেখিনা কখন।। হাতেম ধরিয়া টানে পর্ব্বত উপর। নাড়িতে নারিল জামের কলেবর।। হাতেমতাই মনে ভাবয়ে স্বরূপ। এ দেশে লোকের মৃত্যু হয় এই রূপ।। কান্দেন হাতেম যে জামকে না দেখিয়া। আচম্বিতে গেল ভূমি বিদার হইয়া।। চিতাকুঞ্জ প্রণীত হইল তদুপরে। জাম প্রবেশিত হৈল তাহার ভিতরে।। হাতেম ভাবয়ে সব লোক এ রূপ মরে। নেদার ডেকে যায় চিতাকুঞ্জের ভিতর।। জানা গেল নেদার সমস্ত বিবরণ। বানু শুনিলে বিশ্বাষ করিবে কারণ।। হাতেম কহেন এবে সহরতে যাব। বাদশাকে জানাইয়া বিদায় হইব।। ইহা ভাবি হাতেম পর্ব্বত হৈতে যায়। যাইতে বাদশার কাছে পথ নাহি পায়।। সম্মুখেতে নদী এক দেখেন তথায়। দেখিয়া হাতেমতাই তার কাছে যায়।। যত যায় তত বাড়ে নদীর তরঙ্গ। কি রূপে হব পার দেখে হয় আতঙ্ক। আহার নিদ্রা নাহি হাতেম অনাহার। ক্ষুধায় আকুল হৈল অস্থি চর্ম্ম সার।। মনে মনে ভাবেন হাতেম গুণাকর। নেজাতে নারিনু বুঝি নেদার খবর।। হোসেন বানু প্রেহিল্লিকা কে আর করিবে। আশাতে মনিরস্বামী নিশ্চয় মরিবে এ বড় আশ্চর্য্য কথা কব আমি কায়। এত কথা বরজকের কন্যা কোথা পায়।। এ সব প্রেহিল্লিকা শুনিল কার ঠাই। যে কথা কোন দেশে কোথায় শুনি নাই।। ইহা বলি মনে মনে হাতেম তখন। মনে মনে করিলেন খেদ নিবারণ।। নদীর তটেতে ভাবে কি করি উপায়। হেন

কালে নৌকা এক দেখিবারে পায় ॥ তরীপরে আরোহিয়া হাতেম তখন। বায়ুভরে নৌকা তাহে করে আবাহন ॥ জলচর ভাসে কত মহা ভয়ানক। মৃত্যু হেতু হাতেম করেন কত শোক ॥ সপ্তম দিবস হাতেম নৌকায় রহিল। তদন্তরে আসি হাতেম তটস্থ হইল ॥ নদীর তটেতে হাতেম তখন যায়। সম্মুখেতে নদী এক দেখিবারে পায় ॥ পুনরায় এক নদী হতে হবে পার। দেখেন হাতেমতাই নাই কর্ণধার ॥ ক্ষণমাত্র বসি তথা ভাবেন তখন। হেনকালে কর্ণধার দিল দরশন ॥ সেই নৌকা আরোহিয়া হাতেম তখন। তরীপরে দেখে এক খাদ্যের আসন ॥ সুখাদ্য পাইয়া যে হাতেম গুণাকর। আহার করেন সেই নৌকার উপর ॥ পথশ্রান্তে শয়ন করিলেন তায়। রাত্র দিন বায়ুভরে সেই তরী যায় ॥ একাদশ দিবসে তরী তটস্থ হইল। তরী হৈতে ত্বরা করি হাতেম নামিল ॥ পদব্রজে চলে যায় হাতেম তখন। চতুর্থ দিবসে পর্ব্বতে উপবেশন ॥ আহারাদি নাহি করে যায় ময়দানে। সম্মুখে পর্ব্বত এক দেখিল নয়নে ॥ দিসা হারা হয়ে তাই নাহি পায় পথ ॥ কোন দিগে যাবে তাই ভাবেন সতত ॥ পথমাঝে আহার করে মৃগয়া করে। কখন বৃক্ষের ফল খায় ক্ষুধান্তরে ॥ এইরূপে কত দিন গত হয়ে যায়। দৈব আহার মিলে হরির কৃপায় ॥ তথা হৈতে দেখে কত শ্বেতবর্ণ প্রস্তর। আনন্দ বাড়িল কত হেরিয়া অধর। তথা হৈতে কত দূরে উপস্থিত হয়। দেখে কত শত দ্রব্য নাহিক নির্ণয় ॥ পর্ব্বতের মধ্যভাগে করে নিরীক্ষণ। প্রস্তরের মধ্যদেশে অতি সুশোভন ॥ নানা দ্রব্য রজত যুক্ত দেখেন তখন। মণি চুনি হিরাহার রজত কাঞ্চন ॥ উত্তম আদি যতেক মনোহর সকল। বাছিয়া বাছিয়া সব লয় করতল। উত্তমের কিঞ্চিৎ ভাগ করিয়া করেতে। চলিল হাতেমতাই দেখিতে২ ॥ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দেখে পাথর উপর। প্রস্তর প্রধান সব উত্তম প্রস্তর যতেক জহর ছিল তাহার সহিতে। সমস্ত পতিত কৈল সেই ময়দানেতে উৎকৃষ্ট পাথর নিজ সঙ্গেতে করিয়া। চলিল হাতেমতাই ময়দান দিয়া এ জহর কেহ চিনিতে না পারে। বাদশাকে দিব যে পরীক্ষা করিবারে। বাদশা কভু দেখে নাই এমন পাথর। দেখে হইবে তাহার হরিষ অন্তর অমূল্য পাথর সব বহিতে না পারে। কিঞ্চিৎ লইল তার শক্তি অনুসারে

আর যত জহর পতিত ভূমে কৈল। তথা হৈতে কতদূর হাতেম চলিল॥ পথ মধ্যে জলের পথ দেখিতে পায়। উপবিষ্ট হাতেম যে হইল তথায়। হস্ত প্রক্ষালন হেতু সেই জল নিল। জলে স্পর্শ করিতে তাহার রূপা গেল॥ হাতেম কহেন জলের কিম্মত রাখে। রূপার সতেজ কিছু রাখিল যে নখে॥ ইহা ভাবি বসি তথা করে নিরীক্ষণ। জল-মধ্যেতে দুই পুরুষ যে তখন॥ তটস্থ হইয়া তথা দুই মহাশয়। হাতেমের নিকটেতে উপস্থিত হয়॥ কুঞ্জর জিনিয়া মুখ ব্যাঘ্র জিনি নখ। জলধর জিনি রূপ অতি ভয়ানক॥ তদাভিমুখ দরশন লাভ করিয়া। ভয়ার্ত্ত হয়ে হাতেম রহে দাণ্ডাইয়া॥ মনে মনে ভাবে যদি করি পলায়ন। কলঙ্ক রবে হাসিবে ভব-জীবগণ॥ যা থাকে মম অদৃষ্টে অনিষ্ট নাশিব। অনিষ্ট প্রতি ইষ্টলাভ কেমনে করিব॥ ইহা বলি শরাসন আকর্ষণ কৈল। ভয়ানক সমর হাতেম আরম্ভিল॥ শরাসন ভীষণ দর্শন করি তার। একেশ্বরে শর পাইতে নিস্তার॥ উচ্চৈঃ-নাদ করে সেই হাতেমের প্রতি। শরে অবসর হও তুমি হে সুমতি॥ অতি সাধু সদাচার হাতেম সুলোক। সুলোক হয়ে কর কেন কার্য্য ভয়ানক॥ তব বধ্য নহি আমি মম বাক্য ধর। ইষ্টকে অনিষ্টলাভ কি জন্যেতে কর॥ ভগবান প্রণীত জীব দেহে সঞ্চার। সব দেহে ভগবানের যে অধিকার॥ শুনিয়াছি হাতেম তুমি সাধুলোক। আমরা আসিয়াছি তব নহি হিংসক॥ ইহা শুনিয়া যে হাতেম গুণাকর। ভূতলে পতিত করিলেন ধনুঃশর॥ মনে ভাবে ইহা সবে মারিলে কি হবে। ধর্ম্মপথ রোধ কৈলে কলঙ্ক রটিবে॥ অহিংসকে কেন আমি হইব হিংসক। কি কারণ ধর্ম্মপথে রোপিব কণ্টক॥ মন মধ্যে এ ভাবনা করেন হাতেম। শরহস্ত আর না হইল কোনক্রেম॥ তারা বলে শুন হে হাতেম গুণাকর। লোভ কেন কর তুমি ধনের উপর॥ হাতেম কহেন শুন তুমি সুভাজন। অর্থের উপদেশ কহ করিব শ্রবণ। তারা বলে এই জহর যথাকার। শ্রবণ কর কহি তদন্ত তাহার॥ ময়দানে পতিত ছিল হরিলে তাহার। এখনো কিঞ্চিৎ আছে সঙ্গতি তোমার॥ শুনিয়া হাতেম তারে কহে পুনর্ব্বার। ময়দানে পতিত আমি কেন নিব

তার॥ হরণ করিনা অর্থ যথার্থ কহিব। পরমার্থ হীন কার্য্য কি জন্য করিব॥ তারা বলে সত্য কহিলে হে গুণাকর। যার যেই অর্থলাভ অদৃষ্ট উপর॥ অনিষ্ট ইষ্ট অদৃষ্ট অপেক্ষা করে। পরীর অর্থ কেন তুমি ধর করে॥ মনুষ্যের নাহি হয় এই সব ধন। পরধনে কেন তুমি কর আকিঞ্চন॥ হাতেম কহে প্রস্তর দেখিতে সুন্দর। এ হেতু এনেছি আমি নহে বহুতর॥ অর্থ লোভার্থ যথার্থ আমি তায় নাই। বাদশার পুত্র আমি তোমারে জানাই॥ ধনের কাঙ্গাল নই আমি শুন স্পষ্ট। কেন করিব যে কার্য্য সাধনে অনিষ্ট॥ বাদশার তনয় আমি ব্যক্ত চরাচরে। এ হেন প্রস্তর নাই মম অধিকারে দেখাইতে লয়ে যাই দেশে আপনার। শক মিটাইব তুমি দেহ এক বার তারা বলে প্রস্তর পতিত কর তুমি। লইতে পাবেনা সার কহিলাম আমি॥ ইহা শুনি হাতেম করিয়া ক্রোধেভর। হস্ত হইতে পতিত করিল প্রস্তর॥ বহু পরিশ্রম করি আনিনু প্রস্তর। পণ্ডশ্রম হৈল মম বিশাল অন্তর॥ পথ মধ্যে দস্তু ধন করিলে হরণ। দুর্ব্বলে বলাক্রম করিয়া সাধন॥ ধর্ম্মপথ রোধ কৈলে করি বলাক্রম। ইষ্টধনে অনিষ্ট হইল রে অধম॥ মণি চুণি হিরাহার পরেশ প্রস্তর। কে কোথা পতিত করে ময়দানোপর॥ ভাণ্ডারের ধন কে পতিত করে মাঠে। রাজার মাণিক কি বিক্রয় হয় হাটে॥ সুধাবরে ত্যাগ করে কার এ দুর্ম্মতি। যৎস্থানে পতিত কে করে গজমতি॥ বিধিদত্ত নিধি কে রাখেন যথা স্থানে। কার যত্ন নাহি বল রতন কাঞ্চনে॥ তারা বলে সত্য কহিলে হে গুণাকর। মেহনত করি তুমি লইলে প্রস্তর॥ কার মেহনত করিলে কে মজুরী দিবে। বিচার করি হাতেম আমাকে কহিবে॥ বন্ধু বান্ধবে যদি দেখাইতে চাহ। তিন দ্রব্য লইয়া দেশেতে তুমি যাহ॥ এক নাম এক হিরা এক জমরদ। এই তিন দ্রব্যে লয়ে যাও মনবোধ॥ হাতেম বলেন আমায় সদয় হৈয়া। ইমনের পথ তুমি দেহ দেখাইয়া॥ তারা বলে এই পথে করহ গমন। এই পথে গেলে পাবে তোমার ইমন॥ অভিমুখে আছে এক রক্তের নদী। তথাকারে পার হয়ে যাও গুণনিধি আতসী নদীর তটে উপস্থিত হয়ে। পারাবার হবে তায় প্রমাণ লইয়ে এই দুই নদী শীঘ্র হয়ে পারাবার। তবে উপস্থিত হবে দেশে আপ-

নার ॥ আর এক কথা কহি করহ শ্রবণ। কোন দ্রব্যে লোভ না করিবে কদাচন। লোভ যে পাতকের কার্য্য কহি তোমায়। লোভ রাখিলে মনেতে বহু কষ্ট পায় ॥ এতেক বলিয়া তারা জলেতে পশিল দেখিতে দেখিতে সব জলে মিশাইল ॥ দুইজন গেল যদি জলে মিশা-ইয়া। হাতেম জলের ধারে রহে নিরখিয়া ॥ সমস্ত রজনী পরে ভাবি নারায়ণে। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিল হর্ষ মনে ॥ জগদীশ ভাবিয়া হাতেম যাত্রা করে। অভিমুখে দেখে এক দীর্ঘ সরোবরে। জলমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া তখন। সরোবরে পার হয় আনন্দিত মন ॥ তটস্থ হইয়া যায় হাতেমগুণাকর। অভিমুখে জলস্রোত পথের উপর ॥ তৃষ্ণা-তুর হাতেম যে জলের কারণ। পাইয়া জলের স্রোত আনন্দিত মন ॥ সুদৃষ্ট পূর্ব্বক হাতেম দেখে তায়। চুনি মণি হিরা কত পতিত তথায় ॥ জলপান হেতু হাতেম যে তখন। বাড়িল তাহার লোভ অর্থের কারণ মনে ভাবে সেই হিরাহার তুলিবারে। নিষেধ বাক্য মনে হইল তদন্তরে ॥ হস্ত পশারি বৈসে জলের প্রান্তঃভাগে। দুগ্ধ হইতে জল যে শ্বেতবর্ণ ধরে ॥ সুধা সম সুধা সেই সুধার সাগর। তথা হৈতে চলিল হাতেম গুণাকর ॥ রজত জিনিয়া উপকুঞ্জ যে দেখিল। রজত ময়দান এক তথা সুশোভিল ॥ অভিমুখে দেখে তার মনোহর শোভা। রজত জিনিয়া ধুলা মণি মনোলোভা ॥ রজতময় বৃক্ষ পর্ব্বত মনোহর। কিছু দূর গিয়া দেখে মহল সোণার ॥ দেখিয়া হাতেমতাই হৈল অগ্রসার। সুস্থির গমনে সন্নিকটে গেল তার ॥ তথাকারে হাতেম ত্রিদিবস থাকিল। একে একে সব স্থান দর্শন করিল ॥ মনোহর উদ্যান এক দেখে তদুপরে। প্রবেশ করিল তাই তাহার ভিতরে ॥ আশে পাশে কত তার সুরঙ্গ রোপণ। ফুলে ফুলে প্রফুল্লিত অতি বিচক্ষণ ॥ সুবর্ণ জিনিয়া কত তরু মনোহর। সারি সারি শোভে কত দেখিতে সুন্দর ॥ রজত তরু শোভা কত না যায় বাখান। এই মতে হাতেম কত করে দর্শন ॥ তৃষ্ণাতুর হৈলা হাতেম গুণাকর। ফল চয়ন করি হৈল আনন্দান্তর ॥ [illegible] খাইল। সুশরীর জলের ঘ্রাণে তৃপ্ত হইল ॥ মনে ভাবে এই [illegible] জেনের উদ্যান। লোক কেহ নাই জিজ্ঞাসি [illegible] ॥ এই কথা হাতেম ভাবেন যে

বসিয়া। উদ্যানে পরীজাতি পৌছাইল আসিয়া।। সমভিব্যাহারে পরীর লস্কর আছিল। দেখিয়া মনুষ্যজাতি ক্রোধিত হইল।। পরীর লাবণ্য দেখি হাতেম তখন। জরীপোস পরী বলে হইল স্মরণ।। হাতেম কহেন পরী কহ বিবরণ। কাহার উদ্যান এই অতি সুশোভন।। তারা বলে এ উদ্যান নবশেষ পরী। আমরা কিঙ্কর তাঁর উদ্যান প্রহরী।। অগ্রেতে আইনু এই উদ্যান ভিতর। পশ্চাতে আসিতেছেন পরী মনোহর।। বলিতে বলিতে পরী উদ্যানে আইল। পরীরূপ হেরি হাতেম মদনে পীড়িল।। বসিল নবশেষ পরী তক্তের উপর। হাতেমের প্রতি কন্যা করেন উত্তর। কোথা ধাম কিবা নাম কহ দেখি শুনি। কোন কার্য্য সাধনেতে আইলে আপনি।। হাতেম কহিল তারে সমস্ত বিবরণ। যে কার্য্য সাধনে তিনি করেন ভ্রমণ।। একে একে সমস্ত যে তদন্ত কহিল। যথাযোগ্য স্থানে সব উপবিষ্ট হৈল।। হাতেম কহেন পরী কহ বিবরণ। কার অধিকার এই বাদশা কে হন।। পরী কহে জরিলকোহ পর্ব্বত নাম। সাহাবাল সাহের এই উদ্যান ধাম।। সাহারক নামে এক কন্যা ছিল তার। এই ছিল তার বাদশাই অধিকার।। আসা নামে সাহারাখের যে কন্যা আছে। সাত দিনান্তরে আমি যাই তার কাছে।। আইবড় কন্যা তার আছয়ে হাজার। তার মধ্যে এক কন্যা প্রধান আছে তার।। হেথা হৈতে বহুদিনের পথ হইবে। কোকফি নামে সহর মনেতে জানিবে।। এই সব বিবরণ হাতেমে কহিয়া। চতুর্থ দিবস রাখে ফল খাওাইয়া।। চতুর্থ দিবস পরে হাতেম কহিল। যথাস্থানে যাও বলি বিদায় হইল।। নবশেষ পরী আগে করিল গমন। তদন্তরে হাতেমতাই পথস্থ হন।। ইমনাভিমুখে যাত্রা হাতেম করিল। কিছু দূর গিয়া এক পর্ব্বত হেরিল।। তার অধঃদেশে এক ময়দান সুন্দর। তাহার নিকটে দেখে মহা রত্নাকর। সোণার জলে পরিপূর্ণ সে রত্নাকর। দেখিয়া হাতেম হৈল বিস্ময় অন্তর।। তাহা দেখি হাতেম ভাবেন মনে মনে। রত্নাকরে তরী নাই কিসের কারণে।। তথা বসি হাতেম ভাবেন মনে মনে। তরী বিনা এ নদী পার হব কেমনে।। এমত সময় তরী জলেতে ভাসিল। দেখিতে দেখিতে তরী নিকটস্থ হৈল।। তরীপরে হাতেম হইয়া আরোহণ।

পার হৈল হাতেম ভাবিয়া নারায়ণ ।। তৃষিত ছিলেন হাতেম জল খাইল। নদীর বারিতে হস্ত ক্ষেপণ করিল ।। জলেতে হস্ত ক্ষেপণ করিতে হাতেম। দুই হস্ত হাতেমের হইল যে হেম ।। স্বর্ণ হইল হাতেমের দুই কর। দেখিয়া হাতেমতাই বিস্ময় অন্তর ।। মাটির পাত্র সোনা হৈল হাতেমের করে। ভগবানের পাদপদ্ম ভাবেন অন্তরে ।। পবন বেগে চলি তরী তটস্থ হৈল। মায়ানদী পার হয়ে হাতেম চলিল কত পথে দেখে কত শত অসম্ভব। এক বালুচুর মধ্যে প্রকাশে প্রভব ।। কত দূরে দেখেন হাতেম গুণাকর। প্রস্তর গোটিকা সোণার বালীর উপর ।। রবির কিরণে বালি হৈল হুতাশন। চলিতে না পারে দগ্ধ হৈল দ্বিচরণ ।। কত দূরে গেল হাতেম দুঃখিত হৈয়া। পথ মধ্যে রক্তে তাই চলিতে নারিয়া ।। ভল্লুকের মোহরা যে বদনে পশিল। অস্থির দেহ তাহার সুস্থির হইল ।। মোহরা পতিত করিল ভূমিপরে। চলিতে অশক্ত হয় অসুস্থ শরীরে ।। পতিত হৈল হাতেম সেই ধরাসনে হেনকালে সেই জন আইল সে স্থানে ।। হাতেম অঙ্গে হস্তক্ষেপণ করিয়া সুজন। জলাক্ত করি তার হরে অচেতন ।। নয়ন প্রকাশ করি দেখেন তখন। চিনিতে পারিল সেই সুজন দুজন ।। হাতেম কহেন আমার শুভ অদৃষ্ট। জীবন প্রদান করি ঘুচালে অনিষ্ট ।। কৃপা করি কহ শুনি সব বিবরণ। ময়দানেতে কিসের এত উত্তাপন ।। তারা বলে শুন হে হাতেম গুণাকর। আতসী নদীর উত্তাপন প্রখর ।। যে দিন আতসী নদী শীতল থাকিবে। সেই দিন শুভ দিন নদী পার হবে ।। গাত্রের দাহেতে তুমিআছ হে পীড়িত। কহযদি পারি আরোগ্য করিতে কিঞ্চিত ।। হাতেম কহেন মম দেহ যে দুর্ব্বল। চিকিৎসা কর যাতে হয় যে প্রবল ।। মহরা দিল হাতেমে সঙ্গতি হইতে। মহরা গোটীকা তুমি করহ মুখেতে ।। মহরা করিতে মুখে দাহ নিবারিল। অস্থির শরীর তার সুস্থির হইল ।। সঙ্গতি মহরা না রাখিবেন যে আর। এই আতসী নদী যে দিন হবে পার ।। সে মহরা পরিহবি গমন করিবে। আর মহরার লোভকভু না রাখিবে ।।সঙ্গতি রাখিলে পুনঃ বিপদ ঘটিবে এই বাক্য কভুতুমি ভুলে না যাইবে ।। মহরা করিল মুখে হাতেম সুধির অসুস্থ শরীর তথা হইল সুস্থির ।। হাতেম কহেন আমি কোন পথে

যায়। সেই আতসীয় নদী কত দূরে পার।। হাতেমতাইকে তারা পথ দেখাইয়া। অন্তর্ধান হৈল দোঁহে পবনে মিশিয়া।। ত্রিদিবস পরে গেল আতসী নিকটে। মহরা বদনে ধরে লয়ে করপুটে।। অগ্নির উত্তাপ উঠে নদীর উপর। তরঙ্গ তুফান তার ভৈমি ঘোরতর।। দেখিয়া সেই তরঙ্গ আতঙ্ক বাড়িল। কেমনে হইব পার ভাবিতে লাগিল।। অগ্নির উত্তাপ উঠে নদীর উপর। তরী বিনা কিসে তরি মহারত্নাকর।। ইহা বলি তীরে বসি ভাবিতে লাগিল। দৈবাধিন তরী ভাসে দেখিতে পাইল।। তটস্থ হইয়া তরী দেখিয়া তখন। জগদীশ ভাবিয়া তাহে কৈল আরোহন।। তরী মধ্যে খাদ্য দ্রব্য হাতেম পাইল। ক্ষুধার্থ ছিল হাতেম সেবন করিল।। তথা হৈতে চলে তরী বায়ুভর করি। পর্ব্বত প্রমাণ উঠে জলের লহরী।। বিশাল তরঙ্গ রঙ্গ তরল তুফান। তরঙ্গ দরশনে আতঙ্কে কাঁপে প্রাণ।। জলের কল্লোল কুহক হাতেম শুনে। তরীপরে মূর্চ্ছাগত মুদিত নয়নে।। ভৈমি বিশাল নদী বিক্রমেতে বিশাল। তদুপরে টলে তরী ঘোর মহাকাল।। মনেতে ভাবিল তাই জলমগ্ন তরী। ডুবু ডুবু করে তরী কিসে জলে তরি।। সুস্থির স্থিরচিত্ত করিয়া যে হাতেম। হাতেম উপায় না দেখে কোনক্রেম।। ভগবানে ধ্যান করে হাতেম তখন। জলমধ্যে তরীবর হৈল নিমগণ।। ত্রিদিবস জলমধ্যে হাতেম আছিল।। তদন্তরে তটস্থ যে হাতেম হইল।। কোথা গেল তরীবর অগ্নিময় নদী। গৃহে আনি সুধানিধি মিলাইল বিধি।। মুখেতে ছিল মহরা পরিত্যাগ কৈল। ইমনের পথে আসি উপস্থিত হৈল।। ইমনবাসীগণে জিজ্ঞাসেন তখন। কহ দেখি শুনি হে এই বুঝি ইমন।। প্রতিবাসীগণ বলে এইত ইমন। তাই নামে বাদশার এই নিকেতন।। হাতেম নামে পুত্র তার বিরাগী হইয়া। এক বৎসর হৈল গেছে ইমন ত্যজিয়া।। মাতা পিতা তার শোকে করয়ে রোদন। না পাইল তার দেখা করি অন্বেষণ।। এক বৎসর পরে এক পত্র আইল। কোন দেশে হাতেমতাই বিবাহ কৈল।। জরীপোস নামে কন্যা বনিতা তাহার। আসিয়া পৌঁছিল সেই বাদশার গোচর।। সেই কন্যা ইমনেতে যখন আইল। তার হস্তে হাতেমতাই পত্র লিখিল।। তদন্তরে আর তার সংবাদ না পায়। হাতেমের শোকে বাদশা ভাবিত কায়।। জরীপোস

কন্যা যে হাতেমের শোকেতে। ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি আছে ইমনেতে।। হাতেম কহেন তারে শুন তত্ত্ব তার। হাতেমের সহ সাক্ষাত হৈল আমার বিলম্ব করিয়া হাতেম কহিল আমারে। কখন যাও যদি ইমন সহরে।। তাই নামে তাত মম আমি পুত্র তার। বিনয়েতে জানাইবে প্রণাম আমার।। কুশলেতে আছে হাতেম তার চিন্তানাই। সমস্ত মঙ্গল মম কবে তার ঠাই।। ভগবানের কৃপায় থাকিলে জীবন। পুনর্ব্বার পিতা পুত্রে হবে দরশন।। হাতেম সমস্ত কথা কহিয়া তাহায়। সাহাবাদে গেল সেই হইয়া বিদায়।। বাদশাগ্রে গেলে মম বিলম্ব হইবে। হাতেমের খবর তুমি বাদশায় কহিবে।। শুনিলে হাতেমের কথা তাই বাদশা। আশ্বাস পাইয়া পাবে পরম ভরসা।। মণিহারা ফণিপ্রায় তাহার জনক। তদবধি আছেন পাইয়া পুত্র শোক।। হারা পুত্রের প্রদান করিলে খবর। বড় খুসি হবে বাদশা তব উপর।। তৃষ্ণাতুর ছিলেন হাতেম গুণাকর। জলপান করিয়া সে যুড়ায় অন্তর।। এই রূপে হাতেমের কিছু দিন গেল। সাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল।। হোসেন বানুর দূত আসিয়া কহিল। এত দিন পরে হাতেম প্রত্যাগমন কৈল।। হাতেমে লইতে আজ্ঞা বানু করিল। দূতগণ আসি হাতেম লইয়া গেল।। অন্তঃপুরে হাতেম উপস্থিত হয়ে। কহিতে লাগিলেন সমস্ত বিবরিয়ে।। উপকুঞ্জে প্রবিশিয়া বানু জিজ্ঞাসিল। কোহেনেদা গিয়াছিলে কহ কি হইল হাতেম কহেন কন্যা করহ শ্রবণ। সমস্ত কহি শুন নেদার বিবরণ।। একে২ প্রেহিল্লিকে সমস্ত কহিল। যে রূপেতে কোহেনেদায় কার্য্য সাধিল।। কন্যা বলে সত্য তত্ত্ব সমস্ত কহিলে। পঞ্চম প্রেহিল্লিকা তুমি প্রসিদ্ধকরিলে নিদর্শন কি এনেছ বিশ্বাস কারণ। হাতেম দিলেন সে নেদার নিদর্শন বাম হস্তে পঞ্চ অঙ্গুলি ছিল রূপার। দেখাইলেন কন্যারে হরিষ অন্তর তার পর দেখাইল রজত দশন। দেখিয়া হোসেনবানুর আনন্দিত মন।। আর দেখাইল সেই সুবর্ণের পাত্র। নিদর্শন পায়ে কন্যা বলিল যথার্থ হাতেমের গুণপণা প্রকাশ পাইল। শত সহস্র ধন্যবাদ হাতেমে করিল দেবের দুর্লভ কার্য্য করিলে সাধন। তোমা বিনে হেন কার্য্য করে কোন জন।। ইহা বলি খাদ্য দ্রব্য কৈল আয়োজন। হাতেম বলেন কন্যা শুন বিবরণ।। আশাপথ নিরক্ষিয়া মণিরস্বামী আছে। এক্ষণে

বিদায় হয়ে যাই তার কাছে।। ইহা বলি হাতেমতাই বিদায় হৈল।। মণিরস্বামীর কাছে হাতেম চলিল।। হাতেম যে উপস্থিত তথায় হইল। মণিরস্বামী যেন হস্তে চন্দ্রকে পাইল।। হাতেমের চন্দ্র বদন করি দর্শন। কাঙ্গালে পাইল যেন রজত কাঞ্চন।। শতং প্রণমিল হাতেম চরণে। সমাদরে বসাইল রজত আসনে।। প্রেহিল্লিকার সমস্ত বিবরণ কহে। শুনিয়া মণিরস্বামী আনন্দিত রহে।। তদন্তরে একত্রে বসিয়া দুইজন। সুখাদ্য আনিয়া দোঁহে করিল ভোজন।। আচমন করি দোঁহে একত্রে বসিল। হাতেম সমস্ত কথা কহিতে লাগিল মণিরস্বামী বলে তুমি যে কার্য্য করিলে। মম মৃত্যু দেহে এনে প্রাণ সঞ্চারিলে।। জীবত দশায় বেঁচে রব যত দিন। তদবধি তব পাশে হয়ে রব ঋণ।। এমন ধন কি ধন আছে মম স্থান। সেধনে তুসিয়ে তোমার রাখিব মান।। হাতেম কহেন খেদ কর কি কারণ। পর উপকারে দেহ কৈনু সমর্পণ।। নিজ শির দিলে যদি হয় উপকার। অবশ্য তাহারে দিব মস্তক আমার।। ইহা বলি হাতেমতাই বিদায় হইল। হোসেন-বানুর কাছে উপস্থিত হৈল।। বসিল হোসেনবানু উপকুঞ্জ গিয়া। হাতেম বসিল কুঞ্জে অমিত হইয়া।। হাতেম কহেন কহ ষষ্ঠ প্রেহিল্লিকে বিলম্ব যে আর কন্যা সহেনা আমাকে।। কন্যা বলেন শুনহে হাতেম গুণধাম। কিছু দিন মম কুঞ্জে করহ বিশ্রাম।। পথ শ্রান্ত দূর কর থা-কিয়া এস্থানে। বহু কষ্ট পেলে তুমি পরের কারণে।। হাতেম বলে তব কার্য্য সাধন হইলে। বিশ্রাম করিব আমি পরম কুশলে।। কন্যা বলে শুন তবে কহি যে প্রেহিল্লিকে। ষষ্ঠ প্রেহিল্লিকা সবে বলয়ে যাহাকে।।

ষষ্ঠ প্রেহিল্লিকা।

পয়ার।

কন্যা বলে এক মতি আছে মম ঠাই। মম অধিকারে তার যুগল যে নাই।। আনহ হাতেম সে অন্বেষণ করিয়া। যুগল মিলায়ে মতি তেমতি আনিয়া।। ষষ্ঠ প্রেহিল্লিকে কহিনু তোমায়। সয়ম্বর প্রসিদ্ধ তুমি করহ ত্বরায়।। হাতেম কহেন দেখিব সে কেমন মতি।। আনিয়া যুগল

তাঁর মিলাব তেমতি ।। মতি আনিয়া কন্যা যে হাতেমে দেখাইল। রূপাতে সে মতির নকল করিল ।। তথা হৈতে হাতেমতাই বিদায় হৈয়া। মণিরস্বামীর কাছে উপস্থিত হৈয়া ।। কহিল সমস্ত কথা প্রেহিল্লিকাকারণ ষষ্ঠম প্রেহিল্লিকা যে মতি মিলন ।। মতি নকল তারে সকল দেখাইয়া। চলে হাতেমতাই বিদায় হইয়া ।।

ত্রিপদী।

মনিরস্বামীর স্থানে, আনন্দিত হয়ে মনে, বিদায় হৈল হাতেম-তাই। মনে ভাবে কোথা যাব, কোথা গেলে মতিপাব, মতির তত্ত্ব কারে জানাই।। ইহা ভাবি মনে২, উপস্থিত ময়দানে, হইলেম হাতেম সুধির। এক তরুবর তলে, বসিল হাতেম ছলে, মতির ভাবনায় অস্থির ।। ভগবান হৈলে সখা, পাইব মতির দেখা, বসিয়া ভাবেন তরু স্থলে। কি করিব কোথা যাব, কোথা গেল মতি পাব, সেই মতি আছে কোন স্থলে ।। দিবা হৈল অবসান, ভানু সস্থানেতে জান, ভাবেন হাতেম শুণ্য কর। দৈব এক পশু এসে, উড়ি এসে তথা বৈসে, সেই তরু বরের উপর ।। নাভেকা যে নামতার, পশুতে হয়ে সঞ্চার, বাস করম নদীর তীরে। সেই দীন দৈব বরে, আসি সেই বৃক্ষ পরে, উপবিষ্ট হইল সত্বরে ।। স্ত্রী পুরুষ দুই জন, করে কথপ কথন, এদেশে আর মন না রহে। ভ্রমিনু অনেক ঠাই, হেন দেশ দেখিনাই, কি-কারণ বল প্রাণ দহে ।। কল্য প্রাতে নিজ দেশ, করি চলহে প্রবেশ, আর না রহিব এই দেশে। শুনিয়া যে নর বলে, সত্য বটে যে কহিলে, বুঝিলাম সকল আভাসে ।। তার পরে প্রকৃতি বলে, দেখনা বৃক্ষের তলে, বসে কে আছেন সুধির। অধোমুখে বসি আছে, কেহ এর নাহি কাছে, জীর্ণ কায় ভাবিত শরীর ।। নারীর প্রতি নর বলে, যে বসিয়া তরু তলে, ইমন নগরে এর ধাম। তাই বাদশার পুত্র, শুনহ ইহার সূত্র, হাতেমতাই ইহার নাম ।। পরম সাধু যে পুত্র, পর উপকার হেতু, ত্রিভুবন করয় ভ্রমণ। যে হেতু আইল হেতা, বলি শুন তার কথা, সমস্ত বিশেষ বিবরণ ।। এক কন্যা সাহাজাদী, আছে সদা-গরজাদী, মাতা পিতা কেহ নাই তার। ধনের সে অধিপতি, দেশ যুড়ে সে সুখ্যাতি, সুখে কাল যাপন যার ।। আইবড় সেই

কন্যা, মনন তাহার জন্যা, মনিরস্বামী নাম যে ধরে। শুনিয়া লোকের মুখে, পণ্ডিত যে সে আশকে, চিত্র করে দিয়া চিত্র করে।। তাহার কারণ হেতু, এই যে হাতেম পুত্র, সপ্তন প্রেহিল্লিকে পুরিতে। মনিরস্বামীর দায়, হাতেম সে কাজে যায়, সে জনার আশা নিবারিতে হোসেন বানুর কাছে, উত্তম এক মতি আছে, এহেতু চিন্তিত সে হাতেম। না জানি সে কোথা যাবে, কার কাছে মতি পাবে, সে তত্ত্ব পায় না কোন ক্রম।। নর কহে নারি প্রতি, হাতেম লইতে মতি, আসি আছে এই সব দেশে। যে রূপে মতির জন্ম, কহি শুন তার মর্ম্ম, মতি জন্মে যাহার ঔরসে।।

পয়ার।

নাতেকা বলেন শুনহে প্রাণেশ্বর। কহরম নদীর মধ্যে নাতেকা কলেবর।। একং মতি দিত ত্রিবৎসর পর। ডিম্বতে জন্মাত মতি নাতেকা উদর।। তিন বৎসর ডিম্ব নাহি দেয় আর। এহেতু না হয় আর মতির সঞ্চার।। যে মতির কারণে হাতেম অনুরাগি। বৃক্ষ মূলে বসে আছে হইয়া বিরাগী।। এক ডিম্ব হয়েছিল কত কাল পরে। যম যাহা সাহের পাইল তদন্তরে।। ছোরথ খেতাব হোন্দাম তার নাম। বরজখ সহর তার শুন গুণধাম।। তার ঠাই পাইল মেহের ছোলে মানি। তার স্থানে আছে মতি আমি ভাল জানি।। বর জখের বাদশা সে নামে মহেএর। পরী আর মনুষ্যতে জনম তাহার।। দ্বি জাতে জন্ম তার শুন বিবরণ। তদন্তরে যা হইল করহ শ্রবণ।। এমন সে মতি আছে মোহ এর ঠাই। দেও জাতি জোরে তাহা নিতে পারে নাই।। সত্য পথ অবলম্বন কৈল পায়গম্বর। এ হেতু দেওজাতি আছয় কাতর।। মতি হেতু মতি তার আছয়ে চঞ্চল। পরী অধিকারে দেও হইল অচল।। এমত শঙ্কট স্থানে সেই মতি আছে। কিরূপে হাতেমতাই যাবে তার কাছে।। সেই পথে আছে কত বিবিধ শঙ্কট। কত স্থানে কত আছে মূর্ত্তি বিকট।। বিশাল ময়দান তৈমি দর্শন তায়। উপস্থিত হইলে পড়িবে ঘোর দায়।। বড়ই কোঠিন স্থান পরম দুষ্কর। মনুষ্য যেতে নারে তাহার গোচর।। ব্যাঘ্র কুঞ্জর কত মহীষ গাণ্ডার। ফণি ফণা নানা বিধ না হয় বিস্তার।।

এই সব শঙ্কট লংঘিবারে পারে। উপস্থিত হবে যবে বাদশার গোচরে দেখিয়া বাদশা তারে করিবে যতন। বসিবারে দিবে তারে রজত আসন॥ সুখাদ্য দ্রব্য আনি করাবে সেবন। তদন্তরে বাদশা কহিবে যখন॥ এই সব বিবরণ কহিবে তখন। সাবধানে কবে না হবে বিস্মরণ॥ শুনাইবে মতির জনম যেই মতে। শুনিলে হইবে খুসি মতির কথাতে॥ অবিবাহি কন্যা তার আছে অন্তঃপুরে। তখনি সম্প্রদান করিবে তাহারে॥ পিতৃ আজ্ঞায় পুষ্প মালা লয়ে করতলে বর মাল্য দিবে কন্যা হাতেমের গলে॥ পরম সুখে কাল হরণ করিবে তথা। বাদশাই পাবে হবে বাদশার জামতা॥ কিঞ্চিৎ পাখা যদি আমার লয়ে যায়। এতেক সম্পদ তাই পাইবে তথায়॥ প্রকৃতি বলেন শুন এর প্রতিকার। পর দিলে হয় যদি পর উপকার॥ এখনি করহ তুমি পরে পর দান। শুভ কার্য্য বিলম্ব নহেত বিধান॥ ইহা শুনি নাতেকা দুই পাখা ঝাড়িল। পাখা হৈতে কত পাখা খসিয়া পড়িল॥ আর এক কথা মম করহ শ্রবণ। মম যেতে যত হয় সুন্দর নন্দন॥ ভূত ভবিস্যত কথা কহিবারে পারে। সেই জাতি আছে মম ময়দান উপরে॥ এতেক বলিয়া তথা রজনি বঞ্চিল। প্রভাতে পক্ষি দোঁহে উড়িয়া চলিল॥ নাতেকার পাখা হাতেম লইয়া তখন। যাত্রা কৈল মতির করিতে অন্বেষণ॥ নাতেকার কথা তাই করিয়া স্মরণ। চলিল দক্ষিণ দিগে ভাবি নারায়ণ॥ এইরূপে কত দিন গত হয়ে যায়। এক দিন শয়নে ছিল বৃক্ষ তলায়॥ ময়দানে পক্ষি এক উচ্চনাদ করে। শুনিতে পাইল হাতেম কর্ণকুহরে॥ হাতেম ভাবেন একোন পক্ষিজাতি। জানিতে উচিত এর কোথায় বসতি॥ কিসের উচ্চনাদ করে যে পক্ষিবর। নিকটে গিয়া শুনিব ইহার উত্তর॥ ইহা ভাবি হাতেম করিল গমন। ময়দানপরিভাগে উপস্থিত হন॥ দেখে এক পক্ষি যে পতিত ধরাসনে। মুম্বদি নাম তার বিখ্যাত ভুবনে॥ এই কথা উচ্চনাদ করে ক্ষণে২। পতি পুত্র যে গেছে যত ব্যাধগণে॥ গুণের সাগর পতি পুত্র কোথা পাই। এহেতু বৃক্ষ ত্যজি এভূতলে লোটাই॥ সহজে পশুজাতি কাননে ভ্রমণ। পর হিংসা পথে কভু না করি গমন॥ আমার উপরে কেন এতেক ব্যাঘাত।

হায় বিধি কে করিল মম পক্ষপাত ।। হাতেম কহেন শুনি কহ পক্ষিবর কে তোমার বৎস নিল কোথা তার ঘর ।। পক্ষি বলে হেতা হৈতে ক্রশেক অন্তর। শুনিয়া শ্রবণে সেই ব্যাধের ঘর ।। হাতেম কহে আমায় সঙ্গে লয়ে যাও। সেই ব্যাধাশ্রম তুমি দেখাইয়া দাও ।। সঙ্গে লয়ে চল তব করি উপকার। পতি পুত্র ছাড়াইয়া দিব যে তোমার ।। নম্বদি পক্ষিণী বলে সত্য তুমি কও। ব্যাধের কথায় যদি ভুলে তুমি যাও সমূলে বিনাশ হব তব সহ গিয়া। সেই ব্যাধ যদি রাখে আমাকে ধরিয়া তাহার প্রমাণ এক কহিব তোমারে। মায়মুনা দশা যদি ঘটয়ে আমারে হাতেম কহে শুনি কহ সে বিবরণ। মায়মুনা দশা কি করিব শ্রবণ ।। পক্ষিণী বলে এক সুপক্ষী বর। বৎস চরাইতে ছিল ময়দানোপর ।। হেনকালে ব্যাধ বর উপস্থিত হৈল। তাহা সহ বৎস সব ধরে লয়ে গেল পক্ষিণী আসি সেই ময়দান উপর। পতি পুত্র হেতু কান্দিল বিস্তর ।। বাদশা নিকটে গেল বিচার কারণ। বাদশা রাখিল তারে করিয়া ধারণ পিঞ্জরে রাখিল তারে ছেড়েনাই দিল। পতি পুত্র বৎস তার কোথা রহিল ।। একে আর হল তার শুন গুণমণি। বৎস বাঁচাতে গিয়া মরিল আপনি ।। এইত এক প্রমাণ শুনিয়াছি তার। সেই দশা যদি পাছে ঘটয় আমার ।। হাতেম কহিল তুমি হওনা কাতর। কোন ব্যাঘাত হবেনা তোমার উপর ।। সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিনু এখন। কণ্টক ফুটিলে পদে করিব যতন ।। পর উপকার হেতু জন্ম আমার। সর্ব্বদা করি আমি পর উপকার ।। ইহা শুনি পক্ষিণী হাতেম অগ্রে যায়। গোপনে থাকিয়া তথা হাতেমে দেখায় ।। ব্যাধাশ্রমে হাতেম উপস্থিত হইল। ব্যাধ বলিয়া হাতেম ডাকিতে লাগিল ।। আইল হাতেমের কাছে ব্যাধ নন্দন হাতেমের প্রতি ব্যাধ জিজ্ঞাসে তখন ।। হাতেম কহেন শুন আমি যে বিদেশি। এক দ্রব্য হেতু আমি ভ্রমি দিবানিশি ।। পীড়িত দেহ যে মম জীর্ণ কলেবর। এক ঔষধি আজ্ঞা করিল বৈদ্যবর ।। নম্বদির রুধিরেতে স্নান যে করিবে। তবে এ ব্যাধি হইতে আরগ্য হইবে ।। লোক মুখে তব কথা করিয়া শ্রবণ। নম্বদির বৎস আছে তোমার সদন ।। যথাচিত মূল্য দিব যদি আমায় দাও। তবেত আমার প্রাণ দাতা তুমি হও ।। ইহা শুনি ব্যাধবর স্বীকার পাইল। তঙ্কা পায়ে শঙ্কা ত্যজে বৎস তারেদিল ।।

সেই বৎস লয়ে হাতেম গুণাকর। যার বৎস তারে দিল হরিয়া অন্তর ।। পুনশ্চ কহেন তারে যোড় করি কর। আর এক নিবেদন শুন গুণাকর ।। নর মম পীড়িত দেহ হেলিতে নারে। শির শূল বেদনায় কম্পিত অন্তরে গাত্র দেশের রুধির শুষ্ক হইল। আহার নাহি করেন কিমতে লজ্জিল ।। হাতেম কহেন কি ঔষধ তৎপরে। শুনিতে পাইলে আমি যাই আনিবারে ।। একথা শুনিয়া সে হইল অধোবদন। বলিতে না পারে তারে লজ্জার কারণ ।। হাতেম কহেন কেন অধোবদনেতে। মনের কথা কহ শুনিব শ্রবণেতে ।। নম্বদী বলে ভাই কহিতে করি ভয়। কি করিব সে কার্য্য না করিলে নয় ।। নরশির ছেদ করি রুধির আনিলে তাহে ঔষধ করি সেবন করাইলে ।। তবে মম পতি বাঁচে শুন হে হাতেম। যদি পার করিতে হে মম ভাগ্যক্রম ।। ইহা শুনি ভাই কর্ণ পথ রোধ করে। নির্ব্বোধ পশু জাতি কি কব তোমারে ।। কাননে ভ্রমণ করে কার্য্য অনাচার। কেমনে হইবে তব জ্ঞানের সঞ্চার ।। ক্ষুদ্র পশু জাতি হও কি কব তোমায়। নরহত্যা করি আমি তোমার কথায় ।। নরহত্যা মহা পাপ না যায় খণ্ডন। নরবধ করি বাঁচায় পশুর জীবন ।। প্রতিবাসী সহ তব আছে কোন বাদ। অকারণ বল তুমি ঘটাতে প্রমাদ ।। অন্য নরের রুধিরে যদি তবকার্য্য হয়। তা হইলে বল আমি দিবত নিশ্চয় ।। নম্বদী বলে নরের রুধিরে কার্য্য হয়। যে নর হৌক তাহার নাহিক নির্ণয় ।। ইহা শুনি হাতেম অস্ত্র লয় করে। নিজ হস্তে ছেদ করি রুধির দিল তারে ।। হাতেমের চরিত্র দেখি যে ভিতকায়। ধরণী লোটায়ে পড়ে হাতেমের পায় ।। ধন্য হাতেম যে তুমি সাধু সদাচার। নিজ রুধিরে করিলে পর উপকার ।। পর হেতু নিজ হস্তে করিয়া ছেদন। রুধির দিয়ে বাঁচালে পরের জীবন ।। এইরূপে হাতেমে বহু স্তব করিল। তথা হৈতে হাতেমতাই বিদায় হৈল ।। সরকার বলে ধন্য ভাই পুণ্যবান। পর হেতু কৈল নিজ রুধির প্রদান ।।

পয়ার।

তথা হইতে হাতেম করিল গমন। আবাদ সহরে গীয়া উপস্থিত

শুন ।। রাত্র দিন ভ্রমণ করেন বনে২। যথা দিবা অবসান থাকে সেই খানে ।। এক দিন উপস্থিত পর্ব্বত উপরে। দেখে উত্তম উদ্যান মুনি মন হরে ।। ফুলে ফলে প্রকাশিত অতি সুশোভন। উপকুঞ্জ অভিমুখে করে নিরীক্ষণ ।। তাহার অনতি দূরে করিয়া বিশ্রাম। ফল সেবা করিল হাতেম গুণধাম ।। দুর্ব্বল ছিল হাতেম বল হৈল গাত্রে। উদ্যান নিরীক্ষণ করেন দুই নেত্রে ।। রবির কীরণ প্রবল উদ্যানে হইল। পিপাসক হয়ে সরোবরে প্রবেশিল ।। সরোবরের তটস্থ যে এক অজাগর। দণ্ডায়মান ছিলেন সেই ফণিবর ।। ফণিবরে দর্শন লাভ করি হাতেম। ভয়ে জলপান না কৈল কোনক্রেম ।। সরোবর হৈতে হাতেম পলায়ন। তাহা দেখি অজাগর ডাকেন তখন ।। কি হেতু আসিয়াছিলে এই সরোবরে। প্রত্যাগমন কর কেন ভয়ার্ত্তান্তরে ।। ফণিবরের বাক্য শুনি তাই বিস্ময়। নাহি জানি ফণি কোন সাধু মহাশয় ।। ফণি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সরোবরে। না জানি এসেছে কোন কার্য্য সাধিবারে ।। ইহা ভাবি হাতেমতাই গুণাকর। অজাগ-রের প্রতি করিলেন উত্তর ।। রবির উত্তাপনে পিপাসক হইয়ে। জল পানে এসে ছিনু জলধি আশ্রয়ে ।। তব প্রতিমূর্ত্তি আমি করি দরশন। ভয়ানক শুণিয়া যে করি পলায়ন ।। মনুষ্য অনিষ্ট সর্প চির কাল আছে। সাধিয়া নিজ কার্য্য পরে দংশে পাছে ।। সর্প জাতি মহা খল কি ছল করিয়ে। দণ্ডায়মান আছেন পথ রোধ হয়ে ।। ফণি বর বলে শুন তাই মহাশয়। খাদ্য দ্রব্য দিব এস আমার আলয় ।। সর্প জাতি খল সত্য মিথ্যা কভু নয়। জীব হিংসা করে সদা নাহি ধর্ম্ম ভয় ।। সে সর্প নই হে আমি শুন বলি স্পষ্ট। পর ইষ্ট লাভে আমি না হই অনিষ্ট ।। মম বাক্য বিশ্বাস যদি কর হাতেম। ইষ্ট লাভে অনিষ্ট হবেনা কোনক্রেম ।। ইহা বলি অজাগর করিল গমন। হাতেম চলিল সঙ্গে ভাবি নারায়ণ ।। উত্তম উদ্যান মধ্যে সর্পের আলয়। দেখিয়া হাতেমতাই হইল বিস্ময় ।। মনোহর উদ্যান যে পরম সুন্দর। দর্শন লাভ করে হাতেম গুণাকর ।। মনোহর নিকুঞ্জ প্রণীত সব স্থানে। রজত আসন কত না যায় বর্ণনে ।। তথা আসিয়া হাতেম দাণ্ডাইল। এমৎ সময়ে ফণি উপবিষ্ট হৈল ।। ফণি কহে ক্ষণেক বিলম্ব তুমি কর।

ক্ষণমাত্রে কার্য্য সাধি আনিব যে আমি।। ইহা বলি ফণি বর করিল গমন। যথা বন স্থল জলে ডুবিল তখন।। হাতেম দেখিল সর্প জলেতে ডুবিল। ফণি বাসস্থল জলে জানিতে পারিল।। অনেক বিলম্ব জলে হইল যে তার। হাতেম ভাবিল সর্প না আসিবে আর।। এতেক ভাবে হাতেম তথায় বসিয়ে। ক্ষণেং নিরিক্ষণ করে পথ চায়ে।। খাদ্য দ্রব্য নানা জাতি অতি মনোহর। সুবর্ণ থালে অন্ন দেখিতে সুন্দর সরোবর হৈতে উঠিল আচম্বিতে। বহিয়া আনিল সব যত পরী জাতে।। যথায় হাতেমতাই আছেন বসিয়া। তথায় উপস্থিত খাদ্য দ্রব্য লইয়া হাতেমের অভিমুখে রাখিল সকল। নানা জাতি খাদ্য দ্রব্য নব্য ফুল ফল।। হাতেম কহেন কহ শুনি বিবরণ। কোথা হৈতে আনিলে এতেক আয়োজন।। তারা বলে যার সঙ্গে আইলে এখানে। সেই পাঠাইল খাদ্য তোমার কারণে।। এই কথোপকথন যখন হৈতে ছিল। সরোবর হৈতে আর কত পরী যে উঠিল।। মণি চুণি হিরা হার পরেষ পাথর। হাতেমের অভিমুখে রাখে থরে থর।। হাতেম কহেন শুন যত পরীগণ। হিরা হার পরেশেতে নাহি প্রয়োজন।। তার পরে পরী যত খাদ্য দ্রব্য লয়ে। হাতেমের অভিমুখে দাণ্ডায় আসিয়ে।। সুখাদ্য দ্রব্য হাতেম করিল ভোজন।। পরীর দূত যত হাতেমকে লইয়ে। প্রধান পরীর কাছে উপস্থিত হয়ে।। হাতেম ভাবিল এই পরীর প্রধান। তা নহিলে কার হয় এতেক সম্মান।। বাদশা বলে হাতেম চিনিতে হে পার। কহ দেখি মনের কথা শুনিব তৎপর।। হাতেম কহে তব সহ নাই আলাপন। কেমনে চিনিব আমি না দেখি কখন।। বাদশা বলে কার সহ এলে এখানে। কহ দেখি সত্য কথা শুনিব শ্রবণে।। হাতেম বলে আনিল এক অজাগর। আমায় রাখি ডুবে সে জলের ভিতর।। বাদশা বলেন আমি সেই ফণিবর। তোমাকে বসায়ে এনু জলের ভিতর।। হাতেম বলে ফণি মূর্ত্তি কৈ সে তোমার। ইহা শুনি ধরে বাদশা ফণির আকার।। ফণি প্রতিমূর্ত্তি যদি বাদশা ধরিল। দেখিয়া হাতেমতাই বিস্ময় হইল।। হাতেম পুনঃ তারে করেন জিজ্ঞাসন। ফণি দেহ পেয়েছিলে কিসের কারণ।। পরী অংশে জন্ম লয়ে করিব বাদশাই। যথায় সে ইচ্ছা হয় তথা কারে যাই।।

এক দিন উদ্যানে বসিয়া হর্ষমনে। এক কথা উপস্থিত হইল বদনে॥ প্রভাতে সর্প সহ করিলাম মন্ত্রনা। কল্য প্রাতে এস্থানের মুল্লুকে চলনা॥ যতেক মনুষ্য জাতি আছয়ে সঞ্চার। সংগ্রামে মনুষ্য জাতি করিব সংহার॥ এই কুমন্ত্রনা করি গেনু নিজ ঘর। প্রভাতে উঠিয়া দেখি সর্প কলেবর॥ মনেতে ভাবিনু আমি পর হিংসা করি। বিনাশিতে যাব আমি মনুষ্যের পুরী॥ সেই অপরাধে হৈনু সর্প কলেবর। ভগবান প্রতি স্তব কৈনু বহুতর॥ স্তবে তুষ্ট হয়ে সে কহিল নারায়ণ। সাধু সঙ্গ পায়ে হবে এ দেহ মোচন॥ নিজ দেহ প্রাপ্ত হবে সর্প দেহ ত্যজি। একারণ হাতেম আমি তোমায় যে পূজি॥ পরম সাধু তুমি যে জানিনু এক্ষণে। সর্প দেহ গেল মম তব দরশনে॥ ইহা বলি সমাদর হাতেমে করিল। পরম্ভ দিবস হাতেম তথায় রহিল॥ তদন্তরে হাতেম স্নান তর্পণ করি। বঙ্গরীতে সাধু মতে পূজন শ্রীহরি॥ সরকার বলে ধন্য সাধু সদাচার। কত কষ্টে করিলে পরের উপকার॥

ত্রিপদী।

হাতেমাঙ্গ দরশনে, পূর্ব্ব পাপ বিনাশনে, পুনঃ দেহ পাইল বাদশা। হাতেমেরে করে স্তুতি, কি কার্য্য কৈলে গতি, হাতেমেরে করেন জিজ্ঞাসা॥ তাই কহে সকরুণে, এসেছি হে যে কারণে, শুন তার কহি বিবরণ। মতির নমুনা ছিল, তাই বাদশাকে দিল, পরে কহে মতির কারণ॥ বানুনাম ধরে কন্যা, রূপে গুণে মহী ধন্যা, বাদশার বালিকা সে হয়। তার কাছে আছে মতি, মিলাইতে যে তেমতি, নমুনা এনেছি মতিময়॥ মিলাইলে এই মতি, মনিরস্বামী হবে পতি, হোসেনবানু করেছে পণ। এই মতির কারণ, করি আমি অন্বেষণ, সেজনের বাঁচাতে জীবন॥ মতির নমুনা পায়ে, মহাপরী হর্ষহয়ে, কহেন তখন হাতেমেরে। সেবরজখ সহরে, মহয়ের যে ঘরে, মতি আছে কহিনু তোমারে॥ কোঠিন সেই স্থান, নামে সদা কাঁপে প্রাণ, তুমি হাতেম যাবে কেমনে। সঙ্গে লয়ে মম পরী, যাও বরজখ পুরী, মতির ইষ্ট লাভ কারণে॥ আজ্ঞা কৈল পরীনাথ, পরিণয়ে পরীসাত, চলিল হাতেম গুণাকর। রজত আসনোপরী, হাতেমে বসায়ে পরী,

উড়িল পবনে করি ভর ।। ক্ষণেমাত্র হাতেমেরে, আনি বরজখ পুরে, পরী জাতি যে গমন কৈল। কহে দাস সরকার, হাতেমতাই গুণাকর, মণির অন্বেষণে গেল ।।

পয়ার।

পরিজাত গেলপ্যদি হাতেমে রাখিয়া। মহয়ের লস্কর সব ঘেরিল আসিয়া ।। মৃগয়া হেতু এসেছিল যতেক দূত। প্রত্যাগমন করে হইয়া কর্ম্মশ্রুত ।।অভিমুখে হাতেমে দেখিয়া দূতগণে।কে একজন বসে আছে রজতাসনে।।তদাভিমুখে এক পরী দাণ্ডায়ে আছে। যতেক দূতগণ গেল তার কাছে ।। উচ্চনাদ করি সবে হাতেমে ঘেরিল। একাকী যে পরী ছিলভাবিতে লাগিল ।।পরী ভাবে আমি একা কি করি এক্ষণে।হাতেমে ঘেরিল আসি যত দূতগণে ।। মনে ভাবে পালাই যদি তাইকে রাখিয়া। হাতেমে বধিবে সবে একাকী পাইয়া ।। বাদশা শুনিলে ক্রোধ করিবে অপার। এ নিস্তার না থাকিবে মম সবাকার ।। একারণ রণ আমায় করিতে হইল। কি করি এখন বুঝি মরিতে হইল ।। দেওজাতি ভয়ানক রাক্ষস প্রমাণ। রাক্ষস সহ তুল্য বিক্রমে সমান ।। এইরূপে করে রণ পরী সহ ভেদ। অস্ত্রাঘাতে বরজখের সৈন্য করে ছেদ ।। অবশেষে পরাভব হৈল সেই পরী। রাখিল পরীকে লয়ে কারাধ্বত করি ।। একাকী হাতেম ছিল তক্তেতে বসিয়া। তক্ত সহ হাতেমেরে গেল যে লইয়া ।। নিজ নিকেতনে লয়ে উপবিষ্ট হৈল। দেওজাতি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিল ।। কোথাকার পুরুষ এ কোথা লয়ে যাবে। সত্য স্বরূপ বাক্য যে আমাকে কহিবে ।। পরী বলে সমছ সাহা নামে একজন এই হাতেমতাই তাহার সহ গণ ।। কারাধ্বত করি ইহায় রাখ এক্ষণে। সতর্কে রাখিবে না হয় নিধন জীবনে ।। দেও বলে সমছসাহা সর্প দেহ পায়। ভুজঙ্গ আশ্রম প্রাপ্ত হইল তাহায় ।। ফণী দেহ পায়ে সে ফণীতে মিশাইল। পুনঃ সে বাদশাই তক্ত কেমনে পাইল ।। দূত বলে শুনিয়াছি তাহার কারণ। পুনঃ দেহ পেলে করি হাতেম দর্শন ।। পরম সাধু হাতেম শুনেছি শ্রবণে। বাদশাই পেলে সে হাতেম দরশনে ।। ইহা শুনি নিশাচর দাসে আজ্ঞা করে। কারাধ্বত করে রাখ এই হাতে-মেরে ।। দেখিব কেমন সাধু রাখিব উদরে। কল্য প্রভাতে আমি

খাইব হাতেমেরে ।। পরী সহ হাতেমেরে করিব ভক্ষণ। সাবধানে রাখহ না করে পলায়ন ।। ইহা শুনি দূতগণ কারায় রাখিল। বৃক্ষ তলে ছয় পরী উপনীত হৈল ।। হাতেমে রাখিয়া যারা আহার কারণ। গিয়াছিল পুনঃ আইল সেই ছয় জন ।। দেখিল আসি হাতেমতাই সেই খানে। রাক্ষসের কাটামুণ্ড দেখিল নয়নে ।। রুধিরে বহিছে নদী বিশাল তরঙ্গ। ভয়ানক কার্য্য সে দেখে হয় আতঙ্ক ।। কোথাকার নিশাচর এই কে আসি মারিল। পরী সহ হাতেমতাই কোথায় গেল ।। কি করি উপায় কারে জিজ্ঞাসি কারণ। এইরূপে কথোপকথনে ছয় জন ।। কোথা আছে নিশাচর তাহা নাহি জানি। কোথা গেলে পাব সে হাতেম গুণমণি ।। এইরূপে ভাবনা করেন ছয় জন। নিশাচরের কাটা মুণ্ড করে নিরীক্ষণ ।। তদমধ্যে ছিল এক ছেদ নিশাচর। অল্পশ্বাস ছিল তার দেহের ভিতর ।। সেই নিশাচরকে ধরিয়া ছয় জন। ভূমি হৈতে তারে করায় উপবেশন ।। জীবনে জীবন দিয়া বাঁচায় জীবন। সকল পরীতে করে ব্যজন সেবন ।। চেতন পায়ে সে জন সুস্থির বচনে। কহিতে লাগিল সব পরী বিদ্যমানে ।। এই খানে ছিল এক মনুষ্য ভাজন। তক্তোপরিভাগে সে হয়ে উপবেশন ।। তার অভিমুখে হইয়া দণ্ডায়মান। ছিল এক পরী সেই পুরুষ বিদ্যমান ।। পরী বলে কহ শুনি তাহার বিবরণ। কোথাকার নিশাচর জানিব কারণ ।। দূত বলে এই স্থানে সহারণ হৈল। পরী হস্তে নিশাচর কত কাটা গেল ।। অব-শেষে নিশাচর যতেক আছিল। মনুষ্য সহ পরীকে ধরে লয়ে গেল ।। তদন্তরে কি হইল না জানি কারণ। কহিনু তাহাদের সমস্ত বিবরণ ।। পরীগণ জানিয়া সমস্ত বিবরণ। সে ছেদ নিশাচরে লয়ে কৈল গমন ।। বাদশার স্থানে আসি সব জানাইল ।। সমছ বাদশা যে সমস্ত জানিল ।। যে ছেদ নিশাচরকে লয়ে গিয়া ছিল। তাহাকে বাদশা যে সমস্ত জিজ্ঞা-সিল ।। একে একে সে কহিল সব বিবরণ। যে রূপে হাতেমে লয়ে করিল গমন ।। শুনিয়া সমস্ত কথা বাদশা আজ্ঞা দিল। রণ হেতু পরী সব সুসজ্জিত হৈল ।। বাদশা আজ্ঞা দিল যত অনুচরে। শীঘ্রগতি আন বেঁধে সেই নিশাচরে ।। হাতেমেরে বসাইয়া রজত আসনে। মাথায় করে আন আমার বিদ্যমানে ।। পায়ে বাদশার আজ্ঞা যত পরীগণ

ত্রিশ হাজার পরী সাজে করিবারে রণ ।। কেহ বলে সাজ সাজ কেহ বলে মার। পৃথিবীতে না রাখিব রাক্ষস সঞ্চার ।। ইহা বলি পরীগণ উড়িল গগণে। উপস্থিত হৈল সবে রাক্ষস ভবনে।। এক পরী পাঠাইল রাক্ষস সন্ধানে। দেখ দেখি নিশাচর আছে কোন খানে।। শীঘ্র পরীজাত যত দিল সমাচার। মৃগয়া হেতু কাননে গেছে দুরাচার ।। ইহা শুনি পরীগণ কানন ঘেরিল। নিশাচর প্রধান বাদশাকে ধরিল ।। ধরে লয়ে গেল সবে বাদশার নিকটে। মনে ভাবে নিশাচর পড়িছু সঙ্কটে ।। বাদশা বলে শুনরে পাপাত্মা নিশাচর। মনুষ্য উপরে তব লোভ বহুতর ।। কোন অহঙ্কারে কর মম সহ বাদ। হাতেমে ধরিয়া তুমি ঘটালে প্রমাদ ।। নিশাচর বলে শুন কোরোনা প্রলয়। মনুষ্য রাক্ষসের ভক্ষ জান নিশ্চয় ।। মনুষ্য পাইলে রাক্ষসে লোভ করে। যে যাহার আহার যে ছাড়িতে না পারে ।। এ কারণ ধারণ করিয়াছি তাহারে। মম সহ দ্বন্দ কেন কর অবিচারে ।। এতেক শুনিয়া বাদশা ক্রোধে হুতাশন। অগ্নিতে ফেলিতে তারে কহিল তখন ।। আজ্ঞামাত্র দুতগণ অগ্নিকুণ্ড কৈল। তাহা দেখি নিশাচর ভয়ার্ত্ত হইল ।। নিশাচর বলে শুন মম নিবেদন। হাতেমে আনহ করি দুতের প্রেরণ ।। কারা মধ্যে আছে হাতেম আর সে পরী। দুইজনে আন দুত পাঠায়ে ত্বরা করি আজ্ঞা করিল বাদশা হাতেম আনিতে। পরী সহ হাতেমে আনিল ত্বরিতে ।। হাতেমে পাইয়া বাদশা হর্ষ হইল। রজতাসনোপরে হাতেমে বসাইল ।। তদন্তরে বাদশা কহেন দুতগণে। যত নিশাচরে মার দহিয়া দাহনে ।। মনুষ্য হিংসক জাতি পাপাত্মা দুরাচার। পৃথিবীতে না থাকে যেন রাক্ষস সঞ্চার ।। স্ববংশে বধহ দুষ্ট নিশাচর জাতি। নিষ্কণ্টকে মনুষ্য সব করুক বসতি ।। ইহা শুনি দুতগণ রাক্ষসে মারিল। যথা যত ছিল সব রাক্ষস মারিল ।। সমস্ত বধিয়া তার রাজ্য শূন্য করি। সেই রাজ্যে বাদশা হইল এক পরী ।। নিশাচর মারা গেল না রহিল আর। নিজ পরীকে দিল বাদশাই অধিকার ।। বাদশা বলে হাতেম কি বল এখন। যেই আজ্ঞা কর তাই করিব পালন ।। হাতেম বলে মতি যত দিন না পাব। তদবধি মতি হেতু ভ্রমণ করিব ।। বরজখের অধিকারে পুনর্ব্বার যাব। মতি লয়ে তা সহ সাক্ষাৎ করিব ।। নিজ পরী-

গণে বাদশা আজ্ঞা দিল। হাতেমেরে লয়ে পুনঃ গগণে উড়িল ॥ এইরূপে পরীগণ লয়ে হাতেমেরে। উপস্থিত হৈল আসি পর্ব্বত উপরে হাতেম কহেন কথা পরী সবাকারে। না জানি কে কান্দে এই পর্ব্বত উপরে ॥ না জানি কৃষ্ণের জীব কান্দে কি কারণ। ক্ষণেক বিলম্ব কর করি জিজ্ঞাসন ॥ ইহা বলি হাতেম তার অভিমুখে গিয়া। জিজ্ঞাসা করে তারে সমস্ত বিবরিয়া ॥ পরীর বাদশাজাদা করয়ে রোদন। অতি নব্য ভব্য সভ্য সুসভ্য সেজন ॥ জিজ্ঞাসা করে তারে বিশেষ বিবরণ। কি হেতু কান্দ তুমি শুনিব সে কারণ ॥ বাদশা বলে কে তুমি মনুষ্য হইয়া। পরীপুরে এলে কেন সাহস করিয়া ॥ কি কার্য্য সাধনে এলে কহ দেখি শুনি। পরী অধিকারে এলে হয়ে নরযোনি ॥ কিবা প্রয়োজন তোমার পরীর ভবনে। পরীপুরে এলে তুমি কি কার্য্য সাধনে ॥ হাতেম কহেন বলি শুন সুভাজন। পরীপুরে এসেছি মতির কারণ ॥ বরজখের কাছে আছে সেই মতি ময়। লোকমুখে এই কথা শুনেছি নিশ্চয় ॥ শুনি হাতেমের কথা হাস্য করি কয়। সে মতি আনিবার সাধ্য তোমার নয় ॥ তাহার বৃত্তান্ত কিছু কহিব তোমায়। স্থিরচিত্তে শ্রবণ করহ সমুদয় ॥ মহয়ের সাহের কন্যা বড় রূপবতী। বয়সী ষোড়শী কন্যা পরম যুবতি ॥ রূপে গুণে মহীধন্যা কন্যা চমৎকার। তাহার উপরে মন হইল আমার ॥ এক দিন উপস্থিত হইনু তথায়। বহু সমাদর করি আসনে বসায় ॥ জিজ্ঞাসা করিল বাদশা কহ বিবরণ। কি কার্য্য সাধনে এলে মম নিকেতন ॥ কহিনু সমস্ত কথা মনেতে যা ছিল। তাহা শুনিয়া বাদশা মতি আনি দিল ॥ জিজ্ঞাসা করিল মোরে করিয়া যতন। কহ শুনি এ মতির জন্ম বিবরণ ॥ কোন দেশে জন্মে মতি কহিবে আমায়। আইবড় কন্যা দান করিব তোমায় ॥ এ মতির উপদেশ যে কবে আমায়। এ মতি সহ কন্যাদান করিব তায় ॥ লজ্জিত হইনু আমি এ কথা শুনিয়া। ক্রোধিত হৈয়া বাদশা দিল তাড়াইয়া ॥ বাদশাকুঞ্জাভিমুখে আসি যে যখন। দণ্ডায়মান ছিলেন দেখিনু তখন ॥ সেই কন্যার লাবণ্য দ্বিনয়নে হেরে। ধৈর্য্য না ধরিতে পারি অধৈর্য্য অন্তরে ॥ দেশে দেশে ভ্রমি সদা কন্যার কারণ। এ হেতু একাকী বসি করি যে রোদন। হাতেম কহে ধৈর্য্য ধর ভাব কি জন্যে। আমি

মিলায়ে দিব তোমায় সেই কন্যা ॥ ইহা শুনি কহে সেই রসিক সুজন। কেন. মিছে কহ তুমি বালক বুঝান॥ কন্যার কারণে কান্দি বালক আমি নই। উন্মাদ বৈরাগ আমি কন্যা হেতু হই॥ হাতেম বিশ্বাস তুমি না কর আমারে। মতির তদন্ত কব বাদশা হুজুরে॥ সেই জন বলে পুনঃ হাতেম যথায়। বিশ্বাস না হয় মম তোমার কথায়॥ মমাগ্রে কহ শুনি ঘুচুক মনভ্রম। কিরূপে হইল সেই মতির জনম॥ হাতেম কহেন মতি না জন্মে সাগরে। মতির জনম এক পশুর উদরে॥ মম সহ চল তুমি মহয়ের স্থানে। কহিব মতির কথা শুনিবে শ্রবণে॥ মনুষ্য বসতি ছিল বরজখ সহর। বাদশা সহ ছিল তার বহু প্রেমাদর॥ সেই পশুর মতি শিবীরে ছিল তার। সেই মতি অদৃষ্ট ক্রমে পেলে মহয়ের॥ ইহা শুনিয়া বাদশা ধরে তার পায়। মম কার্য্য সকল হবে তব কথায়॥ হাতেম কহেন তুমি মম সঙ্গে চল। কন্যা মিলাইব তোমায় হৈবে সফল॥ হাতেম বাদশা দোঁহে তক্তেতে বসিল। পরীগণ স্কন্ধে লয়ে উড়িয়া চলিল॥ নিশাচর বসেছিল উদ্যান ভিতরে। পরী মনুষ্য হেরি ক্রোধিত অন্তরে॥ নিজ অনুচরে আজ্ঞা করে নিশাচর। পরী জাতে কারাধৃত কর শীঘ্রতর॥ অগ্রে মম স্থানে আন দেখিব কেমন। কোথা হইতে আইল করি জিজ্ঞাসন॥ আজ্ঞামাত্র দূতগণ হাতেমে ঘেরিল। পরীসহ হাতেমেরে লইয়া চলিল॥ মহাকাল বলে শুনি কহ সত্য কথা। কে তুমি মনুষ্য জাতি বসতি যে কোথা॥ পরীকে জিজ্ঞাসে তুমি মনুষ্য লয়ে এলে। সত্য কথা কহ কে তোমায় পাঠাইলে॥ অবিকল কহ শুনি সত্য সমাচার। কোন দেশে বাস যে বাদশা কে তোমার॥ পরী বলে বাদশা সমছ সাহা নাম। কিঙ্কর আমি তাহার অধিকারে ধাম। মহাকাল বলে আমি শুনেছি শ্রবণে। সর্প হইয়া বাদশা গিয়াছিল বনে॥ পুনঃ নিজ দেহ সেই কেমনে পাইল। তাহার তদন্ত পরী শুনি বল বল॥ পরী বলে মম বাদশা সর্প হয়েছিল। এই হাতেম হৈতে পুনঃ দেহ পাইল॥ সেই বাদশার আর সর্প দেহ নাই। হাতেম হৈতে পুনঃ পাইল বাদশাই॥ নিশাচর বলে এরে লয়ে যাও কোথা। পরী বলে যাব মহয়ের আছে যথা॥ নিশাচর বলে আমি ছেড়ে নাহি দিব। পায়েছি মনুষ্যজাতি আহার করিব॥

সহজে নিশাচর অনাচার জাতী। প্রকাশে জাতের ধর্ম্ম পাপাত্মা দুর্ম্মতি হাতেমের করে ধরি লইল উদ্যানে। হাতেমে করিতে বন্ধ কহে দুতগণে তুফানি বলেন শুন মহাকাল তুমি। এহার পরিবর্ত্তে মনুষ্য দিব আমি॥ আমার করে ইহারে কর সমর্পণ। কল্যপ্রাতে এনে দিব মনুষ্য দশজন॥ একের বদলে দশ নর আনি দিব। হাতেমে ছেড়ে দেও কল্য প্রাতে আসিব॥ মহাকাল বলে আজি যাও হে রাখিয়া। কালি লয়ে যাবে হাতেমে মনুষ্য দিয়া॥ তুফানি বলে ইহায় না করি নিধন। এ সত্য ধর্ম্ম তুমি কর অবলম্বন॥ কল্য প্রাতে দশজন মনুষ্য দিইয়া। হাতেমে লইয়া যাব উদ্ধার করিয়া॥ মহাকাল এই কথা স্বীকার করিল। হাতেমে লয়ে তথা কারাধৃত করিল॥ দ্বারী প্রহরী রাখিল তার বহুতর এইরূপে অবসান হৈল দিবাকর॥ মেহেরের দুত সহ বসি একত্রেতে। তুফানি যুক্তি করে হাতেমে উদ্ধারিতে॥ লস্কর আনিতে যদি যাই নিজদেশ। বিলম্ব হৈবে হাতেম পাবে বহু ক্লেশ॥ পুসিদায় থাকি চল গোপন হইয়া। নিশিতে লয়ে যাব হাতেমে উদ্ধারিয়া॥ পরী বলে এই যুক্তি কৈনু পরস্পর। কি করিতে পারিবে পাপিষ্ঠ নিশাচর॥ হাতেমে মাথায় করি উড়িব গগনে। কি করিবে নিশাচর উড়িতে না জানে॥ এই যুক্তি করি সবে যত পরীগণ। গোপনে থাকিয়া করে নিশি নিরীক্ষণ॥ দ্বিপ্রহর রাত্র যখন উদিত হৈল। দ্বারী প্রহরী সকল নিদ্রায় রহিল॥ বায়ুভরে উপনীত হৈয়া কারায়। হাতেমে লয়ে সব পরীগণ পালায়॥ উপস্থিত হৈল এক পর্ব্বত উপরে। নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য দেয় হাতেমেরে॥ তথা হৈতে পরীগণ হাতেমে লইয়া। উপ-বেশন হয় এক নির্জ্জনে গিয়া॥ এইরূপে পরী হাতেমে লইয়া যায়। নিশাচর জাতি তাহা উদ্দেশ না পায়॥ মহাকাল আছে পথ নিরীক্ষণ করি। কত ক্ষণে হাতেমে লয়ে আসিবে পরী॥ বিলম্ব দেখিয়া দুত করিল প্রেরণ। শীঘ্র আন কারাধৃত আছে যেইজন। দ্বারী প্রহরি যতেক উদ্যানেতে যায়। কারাধৃত হাতেমেরে দেখিতে না পায়। কারা শূন্য দেখিয়া যতেক দুতগণ। মস্তকে পতিত যেন হইল গগন॥ মহাকালে কহিল আসী যত দুতগণ। কারা হৈতে হাতেম করিল পলায়ন॥ এত শুনি নিশাচর ক্রোধে হুতাশন। আশফলান কত না

থায় বর্ণন ।। কারা রক্ষক ছিল যতেক দ্বারীগণ। আজ্ঞা দিল কর এদের মস্তুক ছেদন ।। পাইয়া মনুষ্য জাতী আপনারা খাও। পলাইল বলে খবর আমায় দাও ।। নিশাচর জাতী অতি দুষ্ট দুরাচার। ধর্ম্মপথ রোধ কৈলে করে অবিচার ।। ইহা শুনি বলে তারা মহাকাল প্রতি। হাতেমকে খাইনা আমরা মহামতি ।। কারাধৃত কৈল হাতেমের পরিবর্ত্তে না পাইয়া হাতেমে যদি উপসত্যে ।। দেশে২ পরীগণ করে অন্বেষণ। হাতেমেরে দেখিতে পাইল এক জন।। বায়ুভরে হাতেমেরে লয়ে যেতে ছিল। মহা কালের দুত আসিয়া যে দেখিল ।। দুত গিয়া হাতেমেরে ধরিবারে যায়। তুফানী পরী তাহা দেখিবারে পায় ।। নিশাচরের হস্তে অস্ত্রাঘাত কৈল। হাতেমে লয়ে পরী গগণে উড়িল ।। এইরূপে পরীগণ হাতেমে লইয়া। আর এক অধিকারে উপস্থিত হৈয়া ।। ময়দানে রাখিয়া পরী কহিতে লাগিল। বহিতে না পারি আর হাতেম কি বল আমাদের অধিকার করে দিনু পার ।। আর উড়িতে শক্তি নাই মম সবাকার ।। হাতেম কহে তোমরা কেন কষ্ট পাবে। আমার সঙ্গে আর কি জন্যেতে যাইবে ।। পরীগণ বলে শুন হাতেম গুণাকর। পদব্রজে গেলে কষ্ট পাবে বহুতর ।। ইহা শুনি হাতেম অন্তরে ভাবিল। নাতেকা পক্ষির পাখা অঙ্গে বুলাইল ।। হইল কুৎসিত দেহ জেন নিশাচর। আশ্চর্য্য যত দেখিল পরী অনুচর ।। তুফানি বলে কহ হাতেম গুণমণি। কোথায় পাইলে পর কহ দেখি শুনি ।। হাতেম কহে নাতেকা নামে পক্ষীবর। তার অঙ্গের পাখা এই শুন সত্বর। মহাগুণবান পক্ষী পুজিত সংসারে। মতির জন্ম হয়ে ছিল যার উদরে।। নাতেকার বিবরণ সমস্ত কহিল। যে রূপে নাতেকা সহ সাক্ষাৎ হইল ।। একে২ মতির কথা সমস্ত কহিল। যতেক বিবরণ কথা তুফানি শুনিল।। মহয়ের বাদশায় কহিবে বিবরণ।। ইহা বলি হাতেমতাই কৈল গমন ।। পর্ব্বতে২ যায় তাই গুণাকর। দেখিতে পেলে কিছু না বলে নিশাচর ।। এইরূপে কিছু দিন যায় হাতেমের। বসিয়া ভাবনা করে স্বাগী মননের ।। ভাবিতে২ তাই নিদ্রিত হইল। এক নিশাচর আসি কহিতে লাগিল ।। জাগ্রত হইয়া তাই কহেন তখন। নিদ্রা ভঙ্গ কৈলে তুমি কিসের কারণ ।। তারা কহে কহ শুনি তব বিবরণ। কে তুমি বসতি কোথা করিব শ্রবণ ।। হাতেম

কহেন জাননা সে সব কথন। সমছ সাহা প্রকাশ হইল যে কারণ ॥ যখন লোক নিশাচরে করেছে নিধন। বংশ ধ্বংশ কৈল তার বধিয়া জীবন ॥ প্রাণের ভয়ে আমি আইনু পলাইয়া। তোমাদের দেশে রব শরণাগত হৈয়া ॥ আমাদের দেশ পরী লুটিয়া লইল। আপন প্রধানেরে বাদশাই সপীল ॥ আর এক কথা কহি তোমা সবাকারে। সমছ সাহা পাঠালে এক মনুষ্যেরে ॥ চারি পরি সঙ্গে দিয়া তাহাকে পাঠায়। বরজখের দিগে সেই মনুষ্য যায়। তোমাদের দেশেতে রাখিয়া তাহাকে পরীগণ ফিরে গেল আপন মুল্লুকে ॥ সেই মনুষ্যের দেখা পাও যদি কথন। বাদশার নিকটে তারে করিবে প্রেরণ ॥ হাতেমেরে কহে তারা কহ বিবরণ। পরী সহ কিরূপে তোমার মিলন ॥ হাতেম কহেন আমি দেখেছি পূর্ব্বেতে। একারণ কহিনু তোমাদের সাক্ষাতে ॥ নিশাচর বলে আনন্দে থাক এই ঠাই। সেই হাতেমতাইকে খুজিবারে যাই ॥ সরকার বলে ধন্য হাতেম তোমারে। নিশাচর রূপে যে ভুলালে নিশাচরে ॥

পয়ার।

নিশাচরগণ যায় হাতেমে খুজিতে। হাতেম কহেন কথা তুফানি সঙ্গেতে ॥ পলাইল নিশাচর ঘুচিল প্রমাদ। এই সময় যাই চল হয়ে অবসাদ ॥ প্রহরেক রাত্র যখন হৈল উদয়। মেহেরের সাহাজাদা সঙ্গে তার যায় ॥ তদন্তরে হাতেম চলিল পথান্তরে। উপরেতে পরী জাত উড়ে বায়ুভরে ॥ এই কন্যা কত দিন যায় পথোপরে। উপস্থিত হৈল এক নর্ম্মদার তীরে ॥ পরীগণ বলে এই কোহরনা নদী। কি রূপে হব পার মহা ক্ষীর নিধি ॥ মহানদী দেখে হাতেম ভাবেন মনে। অপার নদীতে পার হইব কেমনে ॥ মহা তরঙ্গ তাহে তরী নাইক তটে। কিরূপে হইব পার পরম সঙ্কটে ॥ নানাবিধ জলচর ভাসে রত্নাকরে। ভয়ানক তরঙ্গ আতঙ্কে অঙ্গ শিহরে ॥ হাতেম কহেন কি করি এর বিধি। কিরূপে হইব পার অপার মহানদী ॥ তুফানি কহিল তুমি থাক এই খানে। যাই আমি সামসান বাদশা সন্নিধানে ॥ পক্ষীরাজ অশ্ব তার আছে বহুতর। বায়ুভরে উড়ে অশ্ব পরী বরাবর ॥ যুগল অশ্ব তার ঠাই চেয়ে আনিব। অশ্ব আরোহণে বরজখেতে যাইব ॥ ইহা বলি তুফানি করিল গমন। সেই বাদশা অধিকারে দিলে দর্শন ॥ বাদশার সভা মধ্যে করিল গমন।

বাদশার অভিমুখে করেন স্তবন ॥ বাদশা বলে কে তুমি কহ দেখি শুনি নিজ পরিচয় তারে দিলেন তুফানি ॥ পক্ষীরাজ অশ্ব হেতু আছে প্রয়োজন। তব স্থানে আইলাম যাচিঙ্গে কারণ ॥ দয়া করি দেহ যদি যুগল ঘোটক। পার হই মহানদী সঙ্কট ভয়ানক ॥ বিপদে সম্পদ দাতা হও মহারায়। শরণাগতে রক্ষাকর লইনু আশ্রয় ॥ যত দিন রব করি জীবন ধারণ। তত দিন রব তব লইয়া স্মরণ ॥ তুফানির নাম শুনি এ সামসেন বাদশা। বহু সমাদর কৈল কহি মিষ্ট ভাষা ॥ ঘোটক রক্ষক আজ্ঞা করি ততক্ষণে। যুগল অশ্বদিল সেই তুফানি স্থানে ॥ দ্বিঅশ্ব লয়ে তুফানি বিদায় হইল। অশ্ব লয়ে হাতেমের নিকটে আইল ॥ দুই অশ্বে দুই জনে হয়ে আরোহণ। বায়ুভরে উড়ে ঘোড়া পবন গমন ॥ মহা নদীর অর্দ্ধভাগে অশ্ব যে উড়িল। তুফানিকে হাতেমতাই কহিতে লাগিল ॥ এক দিবস হইল ক্ষুধায় কাতর। রহিতে না পারি আর অশ্বের উপর ॥ তুফানির সঙ্গে ছিল কিছু মেওাফল। হাতেমের হাতে দিল খাইবারে জল ॥ মেওা ফল লয়ে তাই জলপান কৈল। পুনর্ব্বার দুইজনে অশ্ব চালাইল ॥ নদীপার হয়ে অশ্ব নামিল ভূতলে। তাহারা সকলে নামে পৃথিবী মণ্ডলে ॥ হাতেম কহেন কথা তুফানি গোচর। কোহরমা নদীমধ্যে বরজখ সহর ॥ শুনেছি লোকমুখে আরদানি সহর। কত দূর আছে আর কহ তার খবর ॥ তুফানি কহেন শুন তাই গুণাকর। হেথা হৈতে যাওয়া যায় এক দিবান্তর ॥ হাতেম কহেন তবে চলনা ত্বরিত। বিলম্বে আর কার্য্য নাহিক কিঞ্চিৎ ॥ তুফানি কহেন শুন তাই মহাশয়। যাইতে ইচ্ছা করি আমি যে নিজালয় ॥ কিঞ্চিৎ লস্কর আনি নিজ দেশ হৈতে। আপন আসবাব ভাল থাকিলে সঙ্গেতে হাতেম কহেন তারে শুনহে তুফানি। কি হেতু আনিবে লোক কহ দেখি শুনি ॥ সংগ্রামের কার্য্য নহে শুন বিবরণ। লোক লয়ে রণসজ্জা করিবে কি কারণ ॥ তুফানি কহেন তথা যাব দুইজনে। দৈব রণ ঘটে যদি বাদশার সনে ॥ কি করিব তখন লোক নাই সঙ্গেতে। বাদশার সহ রণ করি কি রূপেতে ॥ হাতেম কহিল তারে বিনয় করিয়া। কবে আসিবে তুমি কহ না বিবরিয়া ॥ তুফানি কহেন আমি আসিব

ত্বরিত। মম হেতু আপনি না হইবে ভাবিত॥ ইহা বলি অশ্বোপরে করি আরোহণ। নিজদেশে তুফানি করিল আগমন॥ এখানে হাতেম-তাই মৃগয়া কারণ। বিশাল অরণ্য মধ্যে করিল গমন॥ বধিল মৃগিণী এক শরাঘাত করি। এইরূপে রহেন তথা ক্ষুধা নিবারি॥ কত দিন গত হইল এই রূপেতে। উপস্থিত হয় এক উদ্যান মধ্যেতে॥ মনোহর উদ্যান সেই কোসাদা নামেতে। হাতেম উপবিষ্ট হয় হর্ষ মনেতে॥ নানাজাতি ফুল ফল অতি বিকশিত। পরম উদ্যান শোভা মম প্রফুল্লিত এই রূপে রহে তাই উদ্যান ভ্রমণে। এখানে তুফানি গেল আপন ভবনে॥ তুফানি আইল দেশে শুনে সুসম্বাদ। পিতা মাতার মনে তার ঘুচিল বিষাদ॥ কহ কহ তুফানি শুনিব বিবরণ। মহয়ের সাহের দেশে কৈলে পর্য্যটন॥ বিবাগী হইলে তার কন্যার কারণ। প্রমাদ হানিলে না শুনিলে বারণ॥ মাতা পিতা ত্যাগ করি কৈলে ভ্রমণ। এত দিন কোথা ছিলে কহ বিবরণ॥ তব অন্বেষণে দূত করিনু প্রেরণ॥ সে সব তদন্ত আমি করি জিজ্ঞাসন॥ না পাইল তোমা তারা ফিরিয়া আইল। বজ্র সম পুত্রশোক বক্ষে প্রবেশিল॥ তুফানি সমস্ত কথা পিতাকে কহিল। যেরূপে হাতেম সহ মিলন হইল॥ মহয়ের কন্যার সহ স্বয়ম্বর মতি। মতির কারণে মম শূন্য হইল মতি॥ মতির তদন্ত আমি করিতে নারিনু। কন্যার কারণে আমি বিবাগী হইনু॥ একে২ সমস্ত কহিল সে তুফানি। যে রূপে হাতেম সহ বিশাল পেরেশানি॥ এইরূপে মাতায় সমস্ত যে কহিল। হাতেমের গুণ যত প্রকাশ করিল॥ কহে কবি সরকার গুরুপদ সার। দিন গেল হরি বল অসার সংসার॥

পয়ার।

তুফানি কহিল যদি সব বিবরণ। শুনে আনন্দিত পিতা মাতা দুই জন॥ হাতেম করিল যদি তব উপকার। তব বিবাহ কারণ এত কষ্ট তার॥ এ হেন উপকারী হাতেমে কোথা রাখি। কি হেতু আইলে পুনঃ শুনি কহ দেখি॥ তুফানি কহেন পিতা মাতা বিদ্যমান। হাতেমে রেখে এনু বরজ ময়দান॥ কোহরম নদীর তটে রাখিয়া তারে। এসেছি কিঞ্চিৎ মম লইতে লস্করে॥ এতেক শুনিয়া তবে তুফানির পিতে। বিশ হাজার লস্কর দিল তার সঙ্গেতে॥ লস্কর লয়ে তুফানি বিদায়

হইল। যথায় হাতেমতাই তথায় আইল॥ হাতেমে না দেখিয়া ভাবেন মনে মনে। না জানি হাতেমতাই গেল কোন স্থানে॥ ভাবিতেং মনে কত দূর যায়। অভিমুখে উদ্যান এক দেখিবারে পায়॥ আপনার দূতগণে কহেন তখন। উদ্যান মধ্যে হাতেমে কর অন্বেষণ॥ অশ্বো-পরিভাগে উপবেশন হইয়া। উদ্যানে ভ্রমণ করে হাতেম লাগিয়া॥ এইরূপে পরীগণ করে অন্বেষণ। তরুমূলে বসি হাতেম দেখে এক জন॥ পুনঃ আসি পরীগণ তুফানিকে কয়। কে একজন তরুমূলে বসি মহাশয়॥ পরীমুখে সম্বাদ পাইয়া তুফানি। হাতেমের অভিমুখে আইল আপনি॥ শীঘ্র আইস হাতেম বসি কি কারণ। সঙ্গেতে এনেছি আমি পরী বহু জন॥ উদ্যান হইতে তাই করিল গমন। আইল তথায় যথা পরীসহ গণ॥ খাদ্য দ্রব্য আনিয়াছে কত উপহার। একত্রে বসিয়া দোঁহে করেন আহার॥ সৈন্য সামন্ত জনে আদেশে তুফানি। সাজ সাজ হেথা হৈতে করহ উঠনি॥ তুফানি আদেশ পায়ে নানা বাদ্য বাজে। আপন আসওারে কতেক বাদ্য বাজে॥ রণবাদ্য বাজে কত বর্ণিতে না পারি। গান বাদ্য করে কত নব্য ভব্য পরী॥ রণ বাদ্য শুনে সব সাজিলেন পরী। ঘোটক আরোহণ করিল চট করি॥ দূত আসি বাদশাকে দিলেন খবর। কোথা হৈতে আইল এ কাহার লস্কর॥ সমারোহ রণবাদ্য শুনে বাদশা তখন। পথ রোধ করে পাঠায়ে দূতগণ॥ স্থানে স্থানে দূতগণ পথ রোধ কৈল। তুফানি নিকটে দূত উপস্থিত হৈল॥ তুফা-নির দূত আসি কহে বিবরণ। পথ রোধ কৈল বাদশা রণ কারণ॥ তুফানি কহিল তবে দূতগণ প্রতি। বাদশার নিকটে তুমি যাহ শীঘ্রগতি এই কথা কহ গিয়া বাদশা গোচরে। তুফানি আইলেন তোমার গোচরে॥ বিনয়ে জানাইবে আমার নমস্কার। রণসজ্জা বাদশা যেন নাহি করে আর॥ দূত গিয়া বাদশাকে সমস্ত কহিল। শুনিয়া দূতের কথা পথ ছেড়ে দিল॥ পথরোধ করেছিল যত দূতগণ। বাদশা সক-লেরে করিলেন বারণ॥ তুফানি চলিয়া গেল বাদশা নিকটে। নমস্কার করিয়া কহেন করপুটে॥ বাদশা বল্লে কহ বৎস কি কার্য্য সাধনে। দল বল সহ আইলে যে কি কারণে॥ তুফানি কহে কি চিন্তে পার না আপনি। একবার এসেছিনু নাম যে তুফানি॥ পুনঃ প্রত্যাগমন

করিনু যে কারণ। তাহার তদন্ত কিছু করহ শ্রবণ ।। ইমন সহরে বাস হাতেমতাই নাম। জাতীয় মনুষ্য হয় হাতেমতাই নাম ।। বাদশা বলেন কল্য আসিবে প্রভাতে। সেই হাতেমতাইকে লইয়া সঙ্গেতে ।। পুনঃ হাতেমের সঙ্গে আসি মিলেন সকলে। উপস্থিত হৈল নিজ সহ দলে ।। খাদ্য দ্রব্য আয়োজন বাদশা পাঠায়। তুফানি হাতেমতাই আছেন যথায় ।। সুশোভা প্রকাশে বাদশা নিজ নিবাসে। রজত আসনোপরিভাগে তথা বৈসে।।দূত প্রেরণ করেন হাতেমে লইতে। হাতেম তুফানি চলে বাদশা সভাতে ।। অগ্রে হাতেম গেল বাদশার গোচরে। হাতেমে বসায় বাদশা দিব্যাসনোপরে।।সমাদরে জিজ্ঞাসে বাদশা যে তখন।কিনাম ধর কোথায় তব নিকেতন ।। কি কার্য্য সাধনে আইল হে মমালয়। সত্য তত্ত্ব কহ শুনি তব পরিচয় ।। হাতেম কহেন শুন বাদশা সুমতি। দেখাইল হাতেম সঙ্গেতে ছিল মতি ।। বরজখের কন্যা হোসেনবানু নাম। তাহার উপরে মনগণি গুণধাম ।। মণিরস্বামী কন্যা শোকে হয়ে কাতর। সপ্তম প্রেহিল্লিকা যে তাহার উপর ।। প্রেহিল্লিকা সে প্রসিদ্ধ করিতে নারিল। কন্যাশোকে মন দুঃখে বিবাগী হইল ।। মম সহ কাননে তার সহ সাক্ষাত। কহিল সমস্ত কথা যতেক অজ্ঞাত ।। তার পরিবর্ত্তে প্রেহিল্লিকা সিদ্ধ করি। বিবাহ নির্ব্বাহ তার সহ সত্যাচারি ।। পঞ্চম প্রেহিল্লিকা তার সিদ্ধ করিনু। ষষ্ঠ প্রেহিল্লিকা কারণ যে আইনু ।। এক মতি আছে সেই কন্যার কাছেতে। তাহার যুগল মতি মিলাইতে তাতে ।। তাহার নমুনা মতি আছে মম পাশ। ইহা বলি সেই মতি করিল প্রকাশ ।। বাদশা দেখিয়া মতি মতিশূন্য হৈল। হেন মতি নাই মম বাদশা কহিল ।। হাতেম কহেন বাদশা কি কব আমি। মতি হেতু মারা যায় সেই মণিরস্বামী। শুনেছি এমন মতি আছে তব স্থানে। তুমি না দিলে মতি স্বামী মরে প্রাণে ।। এক মতি দেহ যদি হয়ে কৃপাবান। মম বাক্য রক্ষা হয় বাঁচে মণির প্রাণ। বাদশা বলে কেন দাও মতিতে সে মতি। না পারিবে সে মতির রাখিতে যে মতি ।। এ মতির জন্ম কথা যে কহিতে পারে। এই মতি দিয়া কন্যা বিভা দিব তারে ।। শুনিয়া হাতেমতাই অধোমুখে রয়। ইহার উত্তর তাই কিছু নাহি কয় তদন্তরে হাতেম কয় শুন বিবরণ। আমার কেবল সেই মতি প্রয়োজন ।।

দ্বিতীয় জনেরে কর কন্যা সমর্পণ। আমার কন্যাতে নাহি কোন প্রয়োজন॥ হাতেম কহেন তবে পরী পাঠাইয়া। তুফানিকে কহে সে সমস্ত বিবরিয়া॥ বাদশার অভিমুখে তুফানি আইল। কন্যার স্বয়ম্বর সমস্ত কহিল॥

ত্রিপদী।

বাদশা বলে তুফানি, কেন হও অভিমানি, কন্যা দিব বলেছি তোমায়।
আন হে মতির মর্ম্ম, কোথা সে মতির জন্ম, সেই তত্ত্বে যাও হে ত্বরায়॥
এতেক শুনিয়া তাই, কহে বাদশার ঠাই, যতেক মতির বিবরণ।
নাতেকা পক্ষির কথা, ছিল সব মনে গাঁথা, একে একে প্রকাশে তখন॥
যেরূপে মতির জন্ম, কহিল সকল মর্ম্ম, শুনে বাদশা হর্ষ হইল।
প্রসিদ্ধ হইল পণ, বিবাহের নিরূপণ, শুভক্ষণ বাদশা করিল॥
অন্তঃপুরে চলে গেল, বাদশানি কে কহিল, বিবাহের যত বিবরণ।
এতেক দিনের পর, কন্যার যে স্বয়ম্বর, তুফানির সহ নিরূপণ॥
তুফানির পরিচয়, বাদশানি কাছে কয়, বাদশার পুত্র যে তুফানি।
হাতেমের বিবরণ, যে রূপে হৈল মিলন, সমস্ত শুনিল যে বাদশানি॥
পত্নী পুত্র দুই জনে, মহা আনন্দ মনে, বিবাহের কৈল শুভক্ষণ।
অতি আনন্দিত মনে, স্ত্রী পুরুষ দুই জনে, কন্যারে করিল মন্ত্র দান॥
নানা অলঙ্কার দিয়া, কন্যাকে যে সাজাইয়া, আনিল বিবাহ সভাতলে।
বিবাহের রীতি যত, করিলেন রীতিমত, মাল্য দিল তুফানির গলে॥
যে মতির হেতু পণ, সে মতি দিয়া তখন, কন্যায় করিল সম্প্রদান।
নাতেকার ডিম্ব ছিল, হাতেমতাইকে দিল, বিবাহ হইল সমাধান॥
নাতেকার কৃত মতি, হাতেম পাইল তথি, আনন্দিত হইল হাতেম।
স্বকার্য্য করি সাধন, হাতেমতাই তখন, বলে মতি পেনু ভাগ্যাক্রম॥
বিবাহ হইল যদি, রীতিমত যথা বিধি, বাদশা করিল সমর্পণ। পরে
বাদশার আগে, তুফানি বিদায় মাগে, নিজালয়ে করিতে গমন॥

পয়ার।

তুফানি পাইল কন্যা বিবাহ হইল। বাদশার কাছে আসি বিদায় লইল॥ তুফানি চলিল দেশে লস্কর লইয়া। কহরোম নদী তীরে উপস্থিত গিয়া॥ হাতেম কহে শুন তুফানি গুণাকর। আপনার দেশে যাও

লইয়া লস্কর ।। সাহাবাদে যাই আমি মণিরস্বামী কাছে। মম আশা পথ সেই নিরক্ষিয়া আছে ।। তুফানি কহে যাব আমি লয়ে লস্কর। তুমি একা কেমনে যাইবে গুণাকর ।। দল বলে চল মম যাই সঙ্গে লয়ে সমছ বাদশা আগে দিব পৌঁছাইয়ে।। তার পর যাব আমি সহর তুফান। তদন্তরে যথা ইচ্ছা করহ পয়ান। একত্রে কোহরমা নদী হইল পার। তদন্তরে বৈসে এক ময়দানোপর ।। তথা হৈতে সমছ সাহা সম্বাদ পাইল। বুঝি কোন অনিষ্ট দুষ্ট প্রবেশিল।। ইহা ভাবি সমছ সাহা আজ্ঞা করিল। রণসজ্জা করি সবে রণেতে সাজিল ।। ময়দানে গিয়া দেখে হাতেম আইল। বাদশার নিকটে দূত সমস্ত কহিল।। হাতেমের নাম শুনি বাদশা হরষিত। হেনকালে হাতেম হইল উপনীত।। অতি সমাদরে হাতেমে বসাইল। সমস্ত বিবরণ হাতেমে জিজ্ঞাসিল ।। এত দিন বিলম্ব হইল কি কারণ। কহিল হাতেম তুফানির বিবরণ।। তদন্তরে খাদ্য দ্রব্য আনিয়া তখন। হাতেমেরে ভুঞ্জাইল করিয়া যতন।। হাতেম কহেন আমায় কর না বিদায়। সেজন মণিরস্বামী পাছে মারা যায়।। হইল বিলম্ব বহু আসিতে যাইতে। সেজন ভাবেন সদা রবে আশা পথে ।। কতদিনে যাব মণিস্বামীর কাছে। এই ভাবনা আমার মনেতে হতেছে।। হাতেম তুফানি ছিল বসি একত্তরে। বিদায় হইল দোঁহে আনন্দ অন্তরে ।। সজল নয়নে হাতেমে কহে তুফানি। তোমাকে বিদায় দিতে আকুল যে প্রাণি।। যতদিন বেঁচে রব এ দেহ ধরিয়ে। ততদিন রব তব শরণাগত হয়ে।। পরী পরে আরোহনে যাও গুণাকর। উপস্থিত হও তুমি আপন নগর।। হাতেম কহে মম নগরে নাই কাজ। সাহাবাদে যাব আমি মণিরস্বামী মাঝ ।। সমছ বাদশা হাতেমের করে ধরি। বিদায় করিল তারে বহু যত্ন করি।। বাদশা করিল আজ্ঞা নিজ পরীগণে। দিয়া এস হাতেমেরে যথা সন্নিধানে।। হাতেমে বসাইয়া পরী তক্ত উপর। বায়ুভরে উড়ে পরী গগণ উপর।। এইরূপে কত দিন গত হয়ে যায়। হাতেম রাখিয়া পরী মাগেন বিদায়।। নিজ বিবরণ লিখিয়া সুপত্রিকাতে। বাদশাকে দিল পত্র পরীগণ হাতে।। বাদশাকে জানাবে আমার নমস্কার। পরম কুশলে গেল হাতেম তোমার ।। ইহা বলি পরীগণে করিয়া বিদায়। মণিস্বামীর

কাছে হাতেমতাই যায় ॥ বানুর দূত আসি বানুকে কহিল। এতদিন পরে হাতেমতাই আইল ॥ হোসেনবানু আজ্ঞা করে হাতেমে লৈতে। আজ্ঞামাত্র গেল দূত হাতেম সাক্ষাতে॥ হাতেমতাই দিলে মতি পাঠাইয়া। মতির সমস্ত কথা দূতে বুঝাইয়া॥ দূত আসি হোসেন বানুকে মতি দিল। মতি পাইয়ে কন্যার সুমতি হইল॥ হাতেমে প্রসংশা কন্যা কৈল বহুতর। ধন্য২ হাতেমতাই গুণাকর॥ হাতেমে কহেন কন্যা কহ দেখি শুনি। কার কাছে এই মতি পাইলে আপনি॥ যে রূপে পাইল মতি সমস্ত কহিল। শুনিয়া হোসেনবানু সন্তুষ্ট হইল নিজ পরীগণে বানু বলেন তখন। হাতেমেরে সমাদরে করাহ সেবন॥ হাতেম কহেন আমি বিদায় এক্ষণে। কেমন আছে মণিরস্বামী দেখিব নয়নে॥ বহু দিন তার সহ নাহিক সাক্ষাত। দেখিব কেমন আছে সেই মণিনাথ॥ ইহা বলি হাতেমতাই বিদায় হৈল। যথায় মণির-স্বামী তথায় আইল॥ হাতেমে দেখিয়া মণিরস্বামী সদাচার। মৃত্যু দেহে হৈল যেন জীবের সঞ্চার॥ সমাদরে বসিবারে দিলেন আসন। ভৃঙ্গারে আনিয়া বারি প্রক্ষালে চরণ॥ নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আনিয়া সত্বর। হাতেমের সেবা করে হরিষ অন্তর॥ তদন্তরে হাতেমেরে করে জিজ্ঞাসন। কহ শুনি কি করিলে মতির মিলন॥ শুনিয়া হাতেমতাই সমস্ত কহিল। যে রূপে যথা স্থানে সে মতি পাইল॥ চিত্ত স্থির কোরে থাক কহিনু তোমাকে। বাকী আছে তব আর এক প্রেহিল্লিকে॥ সপ্তম প্রেহিল্লিকা যে প্রসিদ্ধ করিলে। বরমাল্য দিবেন কন্যা তোমার গলে॥ এতেক প্রবোধ দিয়া হাতেম তখন। কন্যার নিকটে তাই করেন গমন॥

সপ্তম প্রেহিল্লিকা।

ত্রিপদী।

সপ্তম যে প্রেহিল্লিকে, কহে হাতেম তাইকে, শুন হে হাতেম সে কারণ। লোক মুখে সোনা গেছে, নাম তার প্রকাশাছে, হাম্মাম নামেতে সেজন॥ বাদশা বিখ্যাত তার, শূন্য ভরে আছে আর, ভ্রমে সদা পবনে বাহন। প্রতিবাসী লোক যত, নিত্য নিত্য অবিরত,

করে তায় স্নানাদী তর্পণ ।। কিসের গঠন তার, কেতার গঠন হার, কোন দ্রব্যে জন্মিল হাম্মাম। কোন দেশে আছে আর, কি আছে ভিতরে তার, তার মর্ম্ম জান গুণধাম ।। ইহার তদন্ত যবে, আসি আমাকে কহিবে, পূর্ণ হবে মম প্রেহিল্লিকে। যে মম মনন পতি, সেই মম হবে পতি, এই মর্ম্ম কহিনু তোমাকে ।। হাতেম কহে তখন, জান কিছু বিবরণ, কোন দেশে আছে সে হাম্মাম। কন্যা বলে শোনা-গেছে, দক্ষিণ পশ্চিমে আছে, নির্ণয় না জানি তার ধাম ।। হাতেম হয়ে বিদায়, মণিরস্বামী যথায়, আইল তাহার সন্নিধানে। সে জনে প্রবোধ দিয়া, নানামতে বুঝাইয়া, পথস্থ হইল হর্ষমনে ।। মনে ভাবি নারায়ণে, চলেন বিরাগ মনে, আনিতে প্রেহিল্লিকে উত্তর। পথে যেতে ভাবে মনে, উপস্থিত কত স্থানে, অভিমুখে আজিম সহর ।। দেখে এক অসম্ভব, করে লোক কলরব, সেই সহরের প্রান্ত ভাগে। উপস্থিত হয়ে তথা, জিজ্ঞাসে সমস্ত কথা, দাণ্ডাইয়া তার সভা আগে ।। এক বৃদ্ধ কহে তথা, শুন বৎস সেই কথা, যে হেতু লোকের কলরব। এই সহরের পতি, আছে এক মহামতি, সে বাদশার পরম বৈভব ।। এক পুত্র ছিল তার, রূপে গুণে চমৎকার, শুনহ তাহার বিবরণ। কি কব তাঁহার শোভা, অতিশয় মনোলোভা, মুনি মন করে বিচলন ।। এক দিন সেই পুত্র, করিয়া ভ্রমণ সুত্র, আসিয়া ছিলেন একাকিনী। এখা-নেতে কি দেখিয়া, সুচৈতন্য হারাইয়া, ছিল এর তদন্ত না জানি ।। এই কূপের নিকটে, বসিয়া কূপের তটে, ছিল এই কূপ নিরক্ষিয়া। তার পর কি দেখিল, কূপেতে ডুবিয়া গেল, এতাদন্ত না পাই ভাবিয়া ।। কূপমধ্যে ঝাপ দিয়া, গেল জলে নিশাইয়া, অদ্য তিন দিবস হইল। না জানি সেই কি ছলে, কুপেতে ডুবিল জলে, না জানি সে কোথাকারে গেল ।। এই কথা হতে ছিল, তার জনক আইল, সেই বাদশা বাদশা জাদী। পুত্র শোকে দুই জনে, মূর্চ্ছাগত ক্ষণেং, কান্দিয়া আকুল নির-বধি ।। কেঁদেং দুইজনে, আইলেন সেই খানে, যথা পুত্র ডুবিল কূপেতে। ক্ষান্ত নহে কোন ক্রম, জিজ্ঞাসা করে হাতেম, পুত্র তব ডুবিল কূপেতে ।। তিন দিন ডুবে গেছে, মরেছে কি বেঁচে আছে, না জানি তাহার বিবরণ। যদি হেন কেহ থাকে, কুপেতে ডুবিয়া দেখে,

কোথা গেল পুত্র সুভাজন ॥ হাতেম কহিছে পরে, কুম্ভিরে খাইল তারে, নহেত অজাগরে গ্রাসিল। কান্দিলে কি হবে আর, যাছিল কপালে তার, এতদিনে কাল প্রাপ্ত হৈল ॥ বাদশার রোদন শুনি, আকুল যতেক প্রাণি, পশু পক্ষী করয়ে রোদন। পুনঃ যে হাতেম কয়, শুন২ মহাশয়, কর পুটে করি নিবেদন ॥ আমার একথা রাখ, স্থির চিত্র হয়ে থাক, দেখি তব পুত্র কোথা গেল। কুপের ভিতরে যাব, তব পুত্র অন্বেষিব, দেখি কোথা জলে মিশাইল ॥ যদবধি নাই আসি, এখানে থাকিবে বসি, কোথানা যাইবে স্থানান্তর। ইহা বলি হাতেম-তাই, বিদায় সকল ঠাই, ঝাপদিল কুপের ভিতর ॥ পড়িয়া কুপের জলে, ডুবে২ হাতেম চলে, পদস্পর্শ ভুপর হইল। দেখেন তাই তখন, মুক্ত করি দ্বি নয়ন, শুষ্ক ভুমি দেখিতে পাইল ॥ সেই কূপ কোথা গেল, কুপের জল সুখাইল, দ্বি নয়নে দেখেন হাতেম। কূপে জল নাহি তায়, ময়দান দেখিতে পায়, যেন শোভে প্রকাশিত হেম ॥ মনোহর ইমারত, শোভে কত বারাশত, ফলে ফুলে প্রকাশ উদ্যান। তদকুঞ্জ অভিমুখে, দাণ্ডাইয়ে হাতেম দেখে, নির্জ্জনে বসিয়া দুই জন ॥

পয়ার।

হাতেম আসি উপস্থিত হৈল তথায়। বাদশার পুত্র বিরাজ করে যথায় ॥ কত সত পরী কন্যা দাণ্ডাইয়া আছে। তক্তোপরে বাদশা পুত্রের কাছে ॥ দ্বিতীয় তক্তোপরে বৈসে এক পরী। লাবণ্য সুবর্ণ তার বর্ণিতে না পারি ॥ সিংহের দ্বারে উপস্থিত হয় তখন। দ্বারি প্রতি হাতেম জানায় বিবরণ ॥ দ্বারী গিয়ে জানাইল সমস্ত কারণ। দ্বারে কে আসিয়াছে মনুষ্য একজন ॥ ইহা শুনিয়ে পরী আজ্ঞা করিল। দূত আসিয়ে সেই হাতেমকে লয়ে গেল ॥ পরীর অভিমুখে হাতেম দাণ্ডাইল। রজত আসনে সে হাতেমে বসাইল ॥ খাদ্য দ্রব্য নানাবিধ আনিয়া তখন। হাতেম সহ সকলে করয়ে ভোজন ॥ তদন্তরে জিজ্ঞাসেন হাতেমের প্রতি। কিবা নাম ধর তুমি কোথায় বসতি ॥ কি কার্য্য সাধনে তুমি আইলে হেথায়। কহ দেখি তদন্ত জিজ্ঞাসি হে তোমায় ॥ হাতেম কহেন হাতেম আমার নাম। বাদশার পুত্র আমি ইমনেতে ধাম ॥ মণিরস্বামী নামে রসিক এক জন।

হোসেনবানু কন্যার আশা কারণ ।। যে রূপে সপ্তম প্রেহিল্লিকে যে তাহার। একে২ সমস্ত করিলেন বিস্তার ।। ছয় প্রেহিল্লিকে প্রসিদ্ধ করিনু তার। সিদ্ধ করিতে সপ্তম প্রেহিল্লিকে তার ।। আইলাম এই দেশে ময়দান উপর। দেখিনু একত্রে আসি লোক বহুতর ।। জিজ্ঞাসা করিনু আমি কহ বিবরণ। এত লোক উপস্থিত কিসের কারণ ।। তারা কহিল এক বাদশার নন্দন। এই কূপে ঝাপ দিয়ে পড়েছে সেজন ।। কূপেতে পতিত হয়ে কোথাকারে গেল। এই সব বৃতান্ত সব আমাকে কহিল ।। তব মাতা পিতা আইলেন তার পর। তোমার শোকেতে তারা কান্দিয়া কাতর ।। প্রবোধিয়া তাদের হরিনু মনস্তাপ। তব অন্বেষণে এলাম কূপে দিতে ঝাপ ।। বাদশা পাত্র বলে সত্য তব কথন। সেই মম মাতা পিতা সত্য বিবরণ ।। ভ্রমণ করিতে আইনু কূপের গোচরে এক পরী আসি দেখা দিলেন আমারে ।। মন ভুলায়ে পরী কূপে প্রবেশিল। অদ্যাবধি সেই পরী দেখা নাই দিল ।। সেই পরী হেতু আমি পায়ে মনস্তাপ। এই কূপ সরোবরে দিয়েছিনু ঝাপ ।। একা এই কূপ মধ্যে প্রবেশ করিনু। কূপেতে আসিয়া সেই পরীকে পাইনু ।। আমাকে পাইয়ে পরী সমাদর কৈল। একাসনে তক্তোপরে আমায় বসাইল ।। খাদ্য দ্রব্য নানাবিধ করি আয়োজন। ভুঞ্জাইল বিধিমতে করিল সেবন ।। সেই অবধি বন্দ আমি কন্যার কারণেতে। পরী আজ্ঞা বিনা না পারি যাইতে ।। একবার কন্যার যদি হে আজ্ঞা পাই। পিতা মাতা পরিবার দেখিবারে যাই ।। হাতেম বলে স্থির হও ভেবনা মনে। পরীকে বলে তোমায় নেজাব এক্ষণে ।। হাতেম চলিল যথা পরী বিদ্যমান। সমস্ত কহিল আসি হয়ে দণ্ডায়মান ।। পরী বলে যায় যাগ তাহে নাই মানা। আমিতো হে তাহাকে কারা দিয়ে রাখি না ।। আমার উপরে মননে হইয়ে ভোর। আপনি এসেছিল এ কূপের ভিতর ইহা শুনি হাতেম কহিছেন তখন। খুসি হয়ে বিদায় কর সেজন কারণ ।। ছল করি কহ কথা সেকথা কেমন। পরীর স্বধর্ম্ম প্রকাশ করোনা এখন ।। পরী বলে হাতেম এ মননের কারণ। পরিক্ষা করি যদি আমাতে থাকে মন ।। কড়াতে চড়ায়ে তৈল হুতাশন প্রায়। আসিয়া বাদশাজাদী বাসা দেয় তায় ।। তবেত জানি তার পরী প্রতি মন। নহেত যত মনন সব

অকারণ।। ইহা বলি তপ্ত তৈল কড়াতে চড়ায়। সেই তপ্ত তৈল মধ্যে ঝাপ দিতে যায়।। মননে ধরিয়া পরী বসাইল কোলে। যথার্থ মনন এ পরী তখন বলে।। আমি তোমার তুমি আমার সত্য কৈনু। অদ্য হৈতে প্রাণধন তোমায় সপিনু।। কিছু দিন মাতা পিতা দর্শন করিয়া। পুনরপি এই কূপে আসিবে ডুবিয়া।। ইহা বলি সেই পরী পরী আদেশীল। সঙ্গে লয়ে কূপ দ্বারে উপস্থিত হৈল।। পুত্র পায়ে মাতা পিতা আনন্দ অপার। আর যত লোক জন দেখে চমৎকার।। পুত্র কোলে লয়ে বাদশা বাদশাজাদী। পাইল যেমন দোঁহেতে হারা নিধি হারা পুত্র পাইয়া আনন্দ রত্নাকরে। প্রবেশ করিল দোঁহে আনন্দ অন্তরে অনিষ্ট ঘুচায়ে ইষ্ট লাভ অদ্য পরে। গগণ চন্দ্রিমা যেন পাইলেন করে সুধা মুখে করে পুত্রে সুধার চুম্বন। পিতা পুত্রে করে দোঁহে প্রেম আলিঙ্গন।। তদন্তরে হাতেমের করেন সম্মান। হারাপুত্র এনে দিলে মম বিদ্যমান। তুমি মম হর্ত্তা কর্ত্তা বিধতা যেমন। তোমা বিনে হারা পুত্র কে দেয় এমন।। হারাপুত্র দিয়া ঘুচালে মনস্তাপ। পর উপকার হেতু কূপে দিলে ঝাপ।। কি দিয়া তুষিব তোমায় কি আছে তেমন। বাদশাই প্রদানে নহে তোমার বেতন।। ধন ধরা গজবাজী অতুল বৈভব প্রদান করিলে তব নহেত সম্ভব।। যেমন দাতাকর্ণেরে হয়ে কৃপাবান। কাটা পুত্র বাঁচাইয়া দিলেন ভগবান। তাদৃশ কার্য্য সাধন কৈলে গুণাকর। পর হেতু ডুবে ছিলে কূপের ভিতর। ধন্য২ তুমি ধন্য পুণ্যবাণ ভূমি। তোমার মাহাত্ম্য তত্ত্ব কি জানি হে আমি।। কে তুমি তোমায় চিনিতে পারে কোন জন। তব মাহাত্ম্য আমি কি করি বর্ণন।। যত দিন বেঁচে রব ঋণি তব পায়। এ দেহ সমর্পণ করিলাম তোমায়।। বহু সমাদর কৈল হাতেমের প্রতি। খাদ্য দ্রব্য ভুঞ্জাইল করি নানা স্তুতি।। এইরূপে কিছু দিন রহিল তথায়। বাদগর্দ্দ হাম্মামের উদ্দেশেতে যায়।। কত দিন চলে হাতেম পথস্থ হৈয়া। উপস্থিত যে আজিম সহরে আসিয়া সহরে আসি দেখে প্রাচীন এক জন। আসিয়া প্রণাম করে হাতেম কারণ বিনয় পূর্ব্বকে হাতেমের প্রতি কয়। দয়া করে চল তুমি বৎস মমালয়।। কৃপা করি সিদ্ধ কর মম আকিঞ্চন। শক্তি অনুসারে তব করিব শোধন।। আমি অতি দরিদ্র অভাজন যে হই। তব সেবা করি আমি হেন যোগ্য

নই।। হাতেম কহেন চল যাব তবালয়। তব ভক্তে গ্রহণ করুণ দয়া-ময়।। ইহা বলি দুই জনে করিল গমন। স্থবিরার আলয়েতে উপস্থিত হন।। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন। খাদ্য দ্রব্য আনিয়া করাইল সেবন।। তারপর হাতেমেরে করে জিজ্ঞাসন। কোথায় যাবে কি কার্য্য করিতে সাধন।। কিবা নাম ধর তব কোথায় বসতি। শীঘ্র করি-চল ওহে হাতেম সুমতি।। হাতেম কহেন মম শুন পরিচয়। হাতেম নাম আমার ইমনে আলয়।। সাহাবাদ হইতে যে আসিয়াছি আমি। বাদগর্দ্দ হাম্মামের সত্য অনুক্রমী।। হাতেমের কথা শুনি স্থবিরা তখন। নিঃ-শব্দে রহে মুখে না সরে বচন।। ক্ষণেক বিলম্ব প্রাচীন তাহারে কয়। কি কথা শুনালে তাই শুনে বক্ষদয়।। এমন শক্র তোমার বল হে কে আছে কে তোমায় পাঠায়ে দিলে হাম্মামের কাছে।। হাম্মামের অন্বেষণে গেছে যেই জন। পুনঃ না আসিতে পারে মরে সেইজন।। যে দেশে আ-ছয়ে সেই হাম্মাম দুর্জ্জন। তাহার তদন্ত কিছু করহ শ্রবণ।। মুলুকের বা-দশা হারেছ কাতান। কাতান সহরে ঘর বড় যোদ্ধাবান।। দ্বারে প্রহরি কত রেখেছে দ্বারে২।। কার সাধ্য উপস্থিত হয় তার দ্বারে। নরাদি ম-নুষ্য কেহ যেতে পারে না। স্থানে২ কত স্থানে আছে তার থানা।। দ্বারে প্রহরি যাহারে ধরে দেও এনে। মারে কি রাখে কি ভগবান তাহা জানে।। একারণ সে বারণ করি যে তোমায়। যেওনা২তুমি যেওনা তথায় হাতেম কহেন আমি যে কারণে যাই। তাহার তদন্ত কিছু তোমাকে জানাই।। বরজখের কন্যা সে পরমা সুন্দরী। তাহার বর্ণনা কিছু বর্ণিতে নারী।। প্রেহিল্লিকে কহিল মনিরস্বামীকে। না পারে কহিতে সে তাহার প্রেহিল্লিকে।। দুরীভব কৈল তারে সহর হইতে। কানন উদ্যানে ভ্রমে নাহি পারে কৈতে।। অঙ্গিকার কৈনু আমি নিকটে তাহার সপ্তম প্রেহিল্লিকা সিদ্ধ করিব তোমার।। ছয় প্রেহিল্লিকা তার প্রসিদ্ধ করিনু। সপ্তম প্রেহিল্লিকে সিদ্ধ করিতে আইনু।। এই হেতু যাব আমি হাম্মাম বরাবর। সেজনে বাঁচাতে যাব তাহার গোচর।। স্থবিরা বলে এখন ফিরে তুমি যাও। বাছুর কাছেতে গিয়া এই কথা কও।। হাম্মাম নিধন হৈল আর সে নাই। এ হেতু ফিরে আইনু কার কাছে যাই।। হাতেম কহেন আমি কহি তব ঠাই। জীবন থাকিতে কভু মিথ্যা বলি

নাই ।। মিথ্যা পরম নরক কার্য্য ভয়ানক। মিথ্যা কথা কয়ে কেন ভুঞ্জিব নরক ।। স্থবিরা কহেন আমি বলি বারম্বার। যেওনা২ তথা কথা রাখ আমার ।। এইরূপে নেতুকা করে ছিল পণ। অবশেষে হৈল তার তাপিত জীবন। হাতেম কহেন শুনি কহ বিবরণ। কিসে কষ্ট পেলে করি কি কার্য্য সাধন ।। স্থবিরা বলেন শুন তাহার কারণ। সামের মুল্লুক নামে অতি সুশোভন ।। তার মধ্যে ছিল এক জলদ সংস্কার। তার মধ্যে পদ্মপুষ্প অতি মনোহর ।। যুগল নেতুকা ছিল সেই জলাশয়। কত দিন কালযাপন কৈল তাহায় ।। নেতুকা বলে এ স্থানে বাস করা নয়। এক স্থানে চিরবাস করা যোগ্য নয় ।। তাহার পরিজন যে কহিতে লাগিল। কি দোষে এ দেশ ত্যাগ শুনি বল২ ।। পিতা মাতা বহুকাল কৈল কাল-ক্ষয়। পিতৃ স্বত্ত্ব বাসস্থল ছাড়া উচিতনয় ।। নেতেকা হইল শুনি ক্রোধের কিঙ্কর। বারণ না শুনিয়া গেল দেশ দেশান্তর ।। বড় এক জলধি তাহে বাস কৈল। বহুতর কালসর্প তাহাতে আছিল ।। দংশনের ভয়ে তারা কৈল পলায়ন। পুনঃ সেই বাসস্থলে আইল তখন ।। নিষেধ না শুনিলে পরে এই দশা ঘটে। তার প্রমাণ কহিনু তোমার নিকটে ।। এত প্রবোধ হাতেম কিছু না শুনিল। হাম্মাম গর্দ্দ পথের পথস্থ হইল ।। হাতেম চলিল পথে ভাবি নারায়ণে। পথ অভিমুখে দেখে প্রতিবাসীগণে ।। নানাবিধ আশ্রম দেখিতে মনোহর। নগর শোভিছে কিবা দেখিতে সুন্দর ।। স্থানে স্থানে নহবোধ বাজে কত শত। নানাজাতি বাদ্য বাজে বর্ণিব আর কত ।। হাতেম চলিয়া যায় দেখিতে দেখিতে। জিজ্ঞাসা করে সহরবাসীর সাক্ষাতে ।। তারা বলে শুন এই বাদশার খবর। বিশাল সঙ্কট এক মম সবাকার ।। বড় এক সর্প আসিয়াছে এ সহরে। মনুষ্য রূপেতে সে ভ্রমে ঘরে ঘরে ।। নব বালিকা কন্যা যার গৃহে দেখে। মনোনিত হৈলে কন্যা লয়ে যায় তাকে ।। ছাড়াইতে নারে কেহ ধরে লয়ে যায়। দৈবাধিন পড়েছি আমরা এই দায়। কোথা লয়ে যায় পাপী কেহ নাহি জানে। বৎসরেকে একবার আইসে এখানে ।। ধনী শুনি বাদশা কাহাকেও না মানে। সকলের বালিকা ধরে লয় কোন খানে ।। অদ্য তার আসিবার হয়েছে সময়। না জানি কি করে সেই

পাপী দুরাশয় ।। হাতেম জানিল সেই দুষ্ট দুরাচার। ইষ্ট লাভ ত্যাগ করে অনিষ্ট আচার ।। প্রতিবাসীগণে বলে হাতেম গুণাকর। নিশ্চিন্ত হইয়া সবে সুখে কর ঘর ।। মম বাক্য রক্ষা যদি কর অদ্য সবে। সকল বিপদ যাবে সম্পদ বাড়িবে ।। দেখিব কেমন সেই দুষ্টগী তাহার। বালিকা হরণ করে দুষ্ট দুরাচার ।। শুনিয়া হাতেম বাক্য যত প্রজাগণ। বাদশার নিকটে আসি কহে বিবরণ ।। কোথা হৈতে আইল এক সাধু সদাচার। করিবে দেশের মঙ্গল কৈল অঙ্গিকার। এতেক শুনিয়া যে বাদশা গুণাকর। হাতেমে লইতে আজ্ঞা কৈল তৎপর ।। দূত আসি হাতেমতাইকে লয়ে গেল। সমাদরে বাদশা হাতেমে বসাইল ।। হাতেমে জিজ্ঞাসে বাদশা কহ বিবরণ। কি রূপে বাঁচাবে বল তোমার জীবন ।। পণ্ডিত হৈলে আজি দুষ্ট অনিষ্ট করে। কি কার্য্য সাধনে তুমি আইলে সহরে ।। তুমি নাকি জান ইহার প্রতিকার। তোমা হতে হয় যদি মম উপকার ।। হাতেম কহে শনি করে এ কার্য্য সাধন। কত রূপ ধরে শনি না যায় বর্ণন ।। বাদশা বলে কহ বৎস শুনি বিবরণ। কিরূপে হইবে বল অনিষ্ট নিধন ।। পার যদি করিতে হে অনিষ্ট নিধন। শরণাগত হয়ে রব যাবৎ জীবন ।। হাতেম কহেন শুন আমার বচন। নগরে প্রবেশ দুষ্ট করিবে যখন ।। নিজাশ্রমে সকলে থাকহ সর্ব্বজন। কন্যা নিতে সেই দুষ্ট আসিবে যখন ।। যার কন্যাপর তার মনন হইবে। এই কথা তাহাকে তখনি কহিবে ।। এই কথা তাহাকে করাবে প্রবিধান। এক জন এসেছে মম জাতের প্রধান ।। আজ্ঞা তিনি করেছেন মম সবাকারে। মম আজ্ঞা বিনা কন্যা দিওনাক কারে ।। বিনা আজ্ঞায় কন্যা দিলে নাহি পরিত্রাণ। এই আজ্ঞা কৈল মম জাতের প্রধান ।। এ কারণ কন্যা দিতে হই যে কাতর। অগ্রে তাহার সহ কর প্রত্যুত্তর ।। প্রত্যুত্তরে পরাভব অগ্রে কর তাহারে। তবে কন্যা দিব তোমায় কহিনু তোমারে ।। তদন্তরে প্রত্যুত্তর করিব যে আমি। দেখিব সে কেমন দুষ্ট অনিষ্টগামী ।। ইহা শুনি বাদশা হরষিত কায়। হাতেমের হস্ত ধরি তক্তেতে বসায় ।। এইরূপে দিবাকর হৈল অবসান। সন্ধ্যার সময় দুষ্ট হৈল অধিষ্ঠান ।। গগনমণ্ডল স্পর্শ করিল মস্তক। ধরাসনে পুচ্ছ তার অতি ভয়ানক ।। দীর্ঘকায় দেহ তার পর্ব্বত প্রস্তর। দেখিলে

প্রতিমূর্ত্তি তার পলায় নিশাচর॥ সেই সর্প আসি যবে নিশ্বাস ছাড়িল যত লোক ছিল সবে অচেতন হৈল॥ হাতেমে জানায় আসি যত প্রজাগণ। বহির্দ্বারে সর্প দাণ্ডাইলেন তখন॥ বাদশাকে কহেন হাতেম গুণাকর। চল দেখি কত বড় সর্প কলেবর॥ উপস্থিত হৈল আসি বহির্দ্বারোপর। ক্রোধভরে যায় সর্প তাহার গোচর॥ চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমে ফণি পড়ে ভূমিপরে। ভূতলে পতিত হয়ে নরদেহ ধরে॥ হইল মনুষ্য দেহ রূপ চমৎকার। দেখিল সব লোক ভয়ানক ব্যাপার॥ প্রণাম করিল সবে ভয়ানক কায়। তক্তোপরে বাদশা যে তাহারে বসায়॥ ক্ষণকাল পরে সর্প কহিল বাদশায়। নিজ কার্য্য সাধনেতে যাইব ত্বরায়॥ সকলের কন্যা এনে কর সমর্পণ। বিদায় কর আমায় এসেছি বহুক্ষণ॥ বাদশা বলেন দেখ কন্যা কার ঘরে। সুবালিকা দেখে কন্যা লয়ে যাও তারে॥ ইহা শুনি অজাগর গাত্রোত্থান কৈল। বাদশার কিঙ্কর যত সঙ্গে চলিল॥ একে একে অন্বেষণ কৈল ঘরে ঘরে। মনো-নীত কন্যা আর না পাইল কারে॥ নাজির উজির আদি সমস্ত দেখিল কার ঘরে মনোরমা কন্যা না পাইল॥ বাদশার অন্তঃপুরে আসি প্রবে-শিল। বাদশাজাদিকে দেখে মনন হইল॥ পরমাসুন্দরী কন্যা দেখে ফণীবর। মনোনীত কৈল ফণী হরিষ অন্তর॥ বাদশার নিকট ফণী তখন কয়। এই কন্যা মনোনীত হৈল মহাশয়॥ বাদশা বলেকরিতে নারি এ কার্য্য সাধন। জাতের প্রধান মম আছে একজন॥ গিয়াছিল স্থানান্তরে আইল তৎপরি। তার আজ্ঞা বিনা কন্যা দিতে নাহি পারি॥ স্বজাতির প্রধান যে হয় সেইজন। যত কার্য্য হয় তিনি করেন সাধন॥ তার সহ অগ্রে তুমি প্রত্যুত্তর কর। কন্যা পাবে তারে যদি বুঝাইতে পার॥ আজ্ঞা কর আনি তারে তব অভিমুখে। বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা কর তাকে। অগ্রে তুমি তাহাকে করহ পরাভব। তব মনোনীত কার্য্য সাধিবে হে সব॥ ইহা শুনি ফণিবর কহেন তখন। আন দেখি দেখি তারে প্রধান কেমন॥ হাতেম বাহিরে ছিল আনিল ডাকিয়া। অজাগর অভিমুখে দাণ্ডায় আসিয়া॥ ফণী বলে কহ শুনি কোথা থাক তুমি। এখানে আইলে কোন কার্য্য অনুক্রমি॥ কিহেতু দেশের লোক করে কলরব। তাহার বৃত্তান্ত আমায় কহ

দেখি সব ॥ অনিষ্ট কার্য্য সাধন করে কি কারণ। কে ইহাদের অনিষ্ট ইষ্ট কোনজন॥ হাতেম কহেন আমি ছিনু না এখানে। অনিষ্ট হয়ে কষ্ট দিলে প্রতিবাসীগণে॥ অত্যাচার অবিচার করি নিজ মনে। আইবড় কন্যা হর কিসের কারণে॥ যারে ইচ্ছা তারে হর নিজ বাহু বলে। এমত আজ্ঞা তোমায় বল হে কে দিলে॥ ফণী দেহ ধরি কর অসাধ্য সাধন। কোন ফণী করে বল বালিকা হরণ॥ ফণী হয়ে মনুষ্য কার্য্য কর সাধন। ঘরে ঘরে কর বালিকা অন্বেষণ॥ ফণীজাতি হয়ে কর মনুষ্য মিলন। ইচ্ছাপন্ন হয়ে কর বালিকা হরণ॥ বিবাহ করিতে যদি বাঞ্ছা থাকে মনে। তার এক উপদেশ বলি তব স্থানে॥ মম দেশে বিবাহের রীতি এই আছে। সে সব বৃত্তান্ত শুন কহি তব কাছে॥ পূর্ব্ব পুরুষ এই রীতি কৈল তাঁরা। বিবাহের পর এক আছয়ে মহরা॥ সেই মহরা ধুয়ে জল রাখি জালাতে। এক দিবা বন্ধ পাত্র বদ্ধ থাকে তাতে॥ পর দিন বিবাহ নির্ব্বাহ করি তার। এইরূপ দেশের দস্তুর যে আমার॥ সেই জালা হৈতে যদি বাহিরাতে পার। এই অঙ্গিকার তুমি মধ্যাগ্রেতে কর॥ ফণী বলে যাহা আছে দস্তুর তোমার। রীতি মত কর তাহা কৈনু অঙ্গিকার॥ ইহা শুনি হাতেম মহরা হাতে করে। মহরা ধুয়ে সে জল জালা মধ্যে পুরে॥ হাতেম কহেন ফণী প্রবেশিত হও। উত্তম লগ্ন আজি বিবাহ করি লও॥ এমন লগন আর হবে না পাবে না। শীঘ্র আজি জালায় সান্ধাও দাঁড়াও না॥ আনন্দ মনে সর্প জালায় প্রবেশিল। ত্বরিত গিয়া হাতেম ছিপি আটিল॥ মোহরার জলে সর্প ত্যজিল জীবন। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল পেলে দুর্জ্জন॥ হাতেম কহে প্রজ্বলিত করি হুতাশন। দুষ্ট কাল অজাগরে করহ দহন॥ আজ্ঞামাত্র অজাগরে দহন করিল। ইষ্ট লাভ কৈল সবে অনিষ্ট ঘুচিল॥ হাতেমেরে ধন্যবাদ করে সর্ব্বজন। ধন্য বিদ্যা হাতেম হে করেছ সাধন॥ বাদশা পুরস্কার কত হাতেমে দিল। মণি মুক্তা হিরাহার প্রস্তর সকল॥ খাদ্য দ্রব্য দেবতুল্য আনিয়া তখন। তুষ্ট হইয়া করে ক্লান্ত নাশ সেবন॥ হাতেম কহে ধনার্থে নাহি প্রয়োজন। অতিথী অভ্যাগতে করহ বিতরণ॥ কিছু দিন থাকি তথায় হৈল বিদায়। পর্ব্বতে আরোহণ করি কত দূর যায়॥ পথে পথে যায় হাতেম যে

গুণাকর। কত স্থানে কত কাণ্ড দেখে বহুতর॥ কত দিনে ময়দান হৈল যদি পার। দুই পথ অভিমুখে হইল বিস্তার॥ দুই পথ দেখিয়া হাতেম ভাবে মনে। বিপদগ্রস্থ হইব যে বামপথে গমনে॥ ইহা ভাবি দক্ষিণভাগে করিল গমন॥ পুনঃ ফিরে বাম দিগে চলিল তখন॥ কত দূরে উপস্থিত হইয়া ত্বরায়। বন উপবন কত দেখিবারে পায়॥ বনের কণ্টক কত বিশাল মূরতি। অনিষ্ট ঘটে কতেক ভয়ানক অতি॥ বনের কণ্টক কত ফুটে তার পায়। বিশাল সঙ্কটে পড়ি কত কষ্ট পায়॥ বনে বনে ভ্রমণেতে কত দিন যায়। তদন্তরে এক ময়দান দেখে তায়॥ সেই ময়দান মধ্যে জেঠির লস্কর। পালে পালে চলে কত বর্ণনে বিস্তর ধাইল সকল জেঠি হাতেমে দেখিয়া। ভাবে তাই তাহা অবলোকন করিয়া॥ কত শৃগাল কত ব্যাঘ্র কত কুঞ্জর। হাতেমের অভিমুখে প্রবেশে বিস্তার॥ ভয়ানক শুনি হাতেম ভাবে মনে২। বিশাল শত্রু-সম্মুখে কি করি এক্ষণে॥ হেনকালে স্থবিরা আইল এক জন। হাতেমের প্রতি কহে সব বিবরণ॥ স্থবিরা বলে শুন হাতেম গুণাকর। কি হেতু না শুনিলে আমার উত্তর। প্রাচীনস্থ বাক্য গ্রাহ্য না করে যেই জন। তাহার দুর্গতি কত না যায় বর্ণন॥ পূর্ব্বেতে কৈনু নিষেধ তাহা না শুনিলে। কি হেতু এই সঙ্কট পথেতে আইলে॥ সঙ্গতি যে আছে এই মহরা তোমার। তাহা হৈতে হবে তব বিশাল সংহার॥ ইহা বলি প্রাচীন অন্তর্ধান হইল। সঙ্গেতে মোহরা ছিল প্রকাশ করিল॥ উনমাদ হইল যত জেঠিগণ। আপনা আপনি তারা করে মহারণ॥ কাটাকাটি করে সব হইল নিধন। রণস্থলে কাটামুণ্ড হইল পতন॥ তথা হৈতে হাতেম চলিল সত্বরে। অষ্ট ধাতুর প্রান্তর পায় কত দূরে॥ ভাবিত হৈল হাতেমতাই গুণাকর। পথমধ্যে তেজোময় চূর্ণ যে প্রস্তর চলিতে সে পদব্রজে ফুটে তার পায়। বিশাল সঙ্কট দেখি করে হায়২। রুধির পতিত হয় হাতেম চরণে। আপনা আপনি তাই ভাবে মনে২॥ তথা হৈতে হাতেম কষ্টে হইল পার। আর এক সহরে গিয়া হইল অগ্রসর॥ সহর প্রান্তভাগে উপবিষ্ট হইল। বাসস্থল বাসীগণ কহিতে লাগিল॥ কহ শুনি কে তুমি আইলে কোন পথে। একাকী দেখি কেহ নাই তব সঙ্গেতে॥ মনুষ্য জাতি আসিতে নারে এই পথে।

মনুষ্য হইয়া তুমি আইলে কি মতে। বাবলার কাটা জেঠির ময়দান। অষ্ট ধাতু আর সেই বিছার উদ্যান ॥ কি রূপে পার হইলে ভয়ানক স্থান অনিষ্ট দুষ্ট হস্তে পাইলে পরিত্রাণ ॥ হাতেম কহেন সব হইল নিধন। ইহা শুনি হরষিত হৈল সর্ব্বজন ॥ বামভাগের পথে আর নাহিক কণ্টক। হাতেম নাশিল সমস্ত ভয়ানক ॥ কিছু দিন পরেতে সদাগর আইল। এ সকল সুসম্বাদ শুনিতে পাইল ॥ সদাগর লোক যত যে স্থানে যে ছিল। বামভাগের পথে সবে গমন করিলে ॥ বাদশা শুনিয়া যে সমস্ত বিবরণ। নিষেধ পথে সেই সবে করিল গমন ॥বহু বিশাল পথ কণ্টক নানা মতে। কে আজ্ঞা দিল যাইতে সেই পথে ॥ প্রজা গণ বলে পথের কণ্টক ঘুচিল। পথ বৈরি হাতেম তাই নিধন করিল ॥ বাদশা বলে এসত্য নহে কদাচন। অনেক দূত জেনে এস বিশ্বাস কারণ ॥ হাতেমে রাখে বাদশা করিয়া যতন। মফঃস্বলে চৌকি দেয় যত দূত গণ ॥ পথের বৈরি যদি মেরে থাক তুমি। প্রমাণ হইলে পুরস্কার পাবে তুমি ॥ মিথ্যা হইলে আমি দণ্ড তাহার দিব। প্রাতে উঠিয়ে তোমায় শূলে চড়াইব ॥ এখানে বাদশার দূত করে নিরীক্ষণ। পথের কণ্টক শত্রু হইল নিধন ॥ ব্যাঘ্র কুঞ্জর আদি সে মহিষ গাণ্ডার পথ মধ্যে পড়ে আছে হইয়া সংহার ॥ কাটামুণ্ড স্থানেং পোড়ে রাশি রাশি। বাদশাকে কহিল যতেক দূত আসি ॥ পথ বৈরি মৈল সব শুন মহাশয়। শুনি বাদশার হৈল আনন্দ হৃদয় ॥ যথা যত সদাগর স্থানেং ছিল। সকলকে বাদশা সম্বাদ পাঠাইল ॥ আসিয়ে সকল লোক বাণিজ্য কারণ। করিলা সমস্ত পসার পূর্ব্বে যেমন ॥ তদন্তরে হাতেমে অতি সযতনে। সমাদরে বসাইল রজত আসনে ॥ বহুবিধ পুরুস্কার হাতেমেরে দিল। খাদ্য দ্রব্য আনি তার সেবন করিল ॥ হাতেম কহে কয়েদ্ কৈলে যে কারণ। বুঝিলে সে কার্য্য তব হইল সাধন ॥ লজ্জিত হইল বাদশা হাতেমের কথায়। না জেনে কারা দিয়ে ছিলাম তোমায় ॥ সেই অপরাধ আমায় ক্ষমা কর তুমি। না যেনে কুকার্য্য সাধন করিয়াছি আমি ॥ হাতেম কহে ধনে কার্য্য নাহি আমার। বিবাগী হৈয়ে করি লোকের উপকার ॥ বাদশা বলে কহ বৎস শুনি কারণ। কোথায় যাবে কোন কার্য্য করিতে সাধন ॥

হাতেম কহে যাব আমি কাতান মুল্লুকে। বিশেষ তদন্ত আমি কহিনু তোমাকে॥ একবার যাব আমি হাম্মাম দেখিতে। দেখাইয়া দেও পথ যাব কোন পথে॥ বাদশা বলে হাতেম শুন বিবরণ। হাম্মাম দেখিতে তুমি করণাক গমন॥ যে গেল না ফিরিল হাম্মাম দেখিতে। কেন তুমি যাবে সেই বিশাল স্থানেতে॥ কত শত বাদশা যায় হাম্মাম দেখিতে। পথ হৈতে ফিরে আইল নারিল যাইতে॥ নানা মতে কষ্ট সব করিয়া স্বীকার। যে গেল সে মরিল না ফিরিল যে আর॥ হাতেম কহে যা থাকে আমার অদৃষ্টে। ভগবান ভাবি যাব দেখিতে অনিষ্টে॥ নিস্তব্ধ হইল বাদশা বাক্য নাহি সরে। দূত সঙ্গে দিল পথ দেখাবার তরে॥ বাদশা নিজ দূতেরে দিল পাঠাইয়া। হাতেমেরে দিয়ে এস পথ দেখাইয়া॥ বাদশা আজ্ঞা শিরে ধরি দূত চলিল। হাতেমকে সে পথ দেখাইয়া আইল॥ চলিল হাতেমতাই সঙ্গে কেহ নাই। কিছু দূর গিয়ে লোক পাইল তথাই॥ তথা হৈতে হাতেম হইল আগুয়ান। উপস্থিত হৈল যথা সহর কাতান॥ সহর অন্তভাগে কত উপকুঞ্জ দেখে। সদাগর লোক তাহে বাসা করে থাকে॥ সেই উপকুঞ্জ মধ্য উপস্থিত হয়ে। কিছু দিন রহে তাই তাহে প্রবেশিয়ে॥ সতন্তরে হাতেন ভাবেন যে তখন। কি রূপে কাতান সহ হইবে মিলন॥ মতিযুক্ত নিল কিছু বাদশার নজর। উপস্থিত হৈল আসি তাহার গোচর॥ বাদশাকে প্রণামি দিল মতি মুক্ত হার। বাদশা বলে কে তুমি কহ তত্ত্ব তার॥ হাতেম কহেন বাদশা আমি সদাগর। সাহাবাদ হৈতে আসি ইমনেতে ঘর॥ বাদশা বলেন কোথা তব আসবাব। সদা পরি হৈতে তব সকলি অভাব হাতেম কহনে আমি সে কার্য্য নাহি করি। সব পরিহরি আমি লয়েছি ফকিরি॥ এইরূপে দেশে২ করি যে ফকিরী। ধনার্থের লোভ আমি কিছুই না করি॥ লোক মুখে শুনিয়া তোমার বিবরণ। করিতে আইলাম তোমার দরশন॥ শুনিয়া হারেছ সাহা আনন্দিত মনে। হাতেমেরে বসাইল রজত আসনে॥ এইরূপে কথোপকথন দুই জনে। বহু সমাদর করে হাতেম কারণে॥ মম স্থানে থাক হে হাতেম গুণাকর। দীপক হয়ে নাশ মনের অন্ধকার॥ হাতেম কহেন

আমি লয়েছি ফকিরী। এক স্থানে সদত থাকিতে না পারি ॥

ত্রিপদী।

হাতেম কহেন সাহা, করিতে না পারি তাহা, বিবাগীর ধর্ম্ম ইহা নয়। পর উপকার আশে, ভ্রমি আমি দেশেং, লয়েছি ধর্ম্ম পথ আশ্রয় ॥ বহু দেশ পর্য্যটন, কৈনু পরের কারণ, করিতে পরের উপকার। তব সম মহাজন, নাহি দেখি কোন জন, তব সম জ্ঞানের সঞ্চার ॥ অনেকে কৈল বাদশাই, এত জ্ঞান কার নাই, ভয় নাই করে ভগবানে। তোমার চরিত্র দেখি, হৈলাম পরম সুখি, নাহি দেখি তোমার সমানে ॥ এমনি আমার মন, করি নিত্য দরশন, প্রস্তুত থাকি তব সেবনে। এই বাঞ্ছা মহাশয়, এমত যে ভাগ্য নয়, রৈতে নারি ফকিরী কারণে ॥ পুনশ্চ বাদশা কয়, শুনং মহাশয়, সাধুত্ব কি দেখিলে আমার। অবিকল সত্য কহ, কি কার্য্য সাধনে রহ, কোথা ধাম কি নাম তোমার ॥ হাতেম কহে তখন, শুন মম বিবরণ, জিজ্ঞাসিলে মম গ্রাম ধাম। সদত ইমন বাসি, ইমন হইতে আসি, হাতেমতাই আমার নাম ॥ শুনি যে হাতেম নাম, সে বাদশা গুণধাম, করযোড়ে করয়ে বিনয়। তোমার গুণের কথা, শুনিয়াছি যথা তথা, তুমি সাধু বাদশার তনয় ॥ তব উপকুঞ্জ কোথা, কি কার্য্য সাধনে হেথা, কি উপলক্ষ কহ দেখি শুনি। এই মনে করি আশা, তথা হৈতে তুলে বাসা, মমালয়ে থাকহ আপনি ॥ আছে স্থান মনোহর, মুনি জন মনোহর, সেই স্থানে কর আসি বাস। খাদ্য দ্রব্য দেব তুল্য, অতুল্য যাহার তুল্য, নিত্যং পূর্ণ কর আশ ॥ হাতেম কহেন সাহা, আজ্ঞা করিলে যাহা, সব প্রাপ্ত হইল আমার। ইহা বলিয়ে তায়, বিদায় হইয়ে যায়, উপস্থিত স্থানে আপনার ॥ নিত্য নিত্য প্রথা আছে, এসেন বাদশার কাছে, কথোপকথন হয় বহুতর। এইরূপে হাতেমতাই, এসে বাদশার ঠাই, দুই জনে হরিষ অন্তর ॥ উজিরের গোচরে, হাতেমে প্রসংশা করে, হাতেম যে সাধু সদাচার। পরের করে কল্যাণ, পর হেতু দেয় প্রাণ, সদা করে পর উপকার ॥ এরূপে প্রসংশা করে, কিছু দিন তার পরে, হাতেম বাদশাকে কহিল। এক যাচিঞা আমার, করি তোমার গোচর, এত দিন পর মনে হৈল ॥ এক দ্রব্য দেহ তুমি,

যাচিঞা যে করি আমি, শুনেন বাদশা মহাশয়। কর সত্য অঙ্গিকার, বাক্য রক্ষিবে আমার, যা চাহিব দিবেত নিশ্চয় ॥ বাদশা বলে হাতেম, না হইবে কোনক্রেম, অন্যথা নহিবে বাক্য আমার। মণিচুণি হিরা হার, প্রবলে মুকুতা আর, দিব সত্য কৈনু অঙ্গিকার ॥ চাও যদি বাদশাই, অন্যথা করিব নাই, যা চাহিবে দিবত এক্ষণে। সবে মাত্র দিতে নারি, আপনার নিজ নারী, কন্যা চাহ দিব তৎক্ষণে ॥ এতেক শুনিয়া পরে, কর্ণ দ্বার রোধকরে, কি কথা কহিলেন আপনি। শুন বাদশা পষ্ট কৈ, ধনের কাঙ্গাল নই, তব ভার্য্যা আমায় জননী ॥ এই যাচিঞা তব ঠাই, হাম্মাম দেখিতে চাই, আজ্ঞা যদি কর মহাশয়। ইহা শুনি তৎপরে, কর্ণ পথ রোদ করে, পরে হাতেমের প্রতি কয় ॥ তোমারে বলি হে ভাই, যার যোরে বাদশাই, করি এই সহর মুলুকে। তার কথা কব কত, হয়ে আছি শরণাগত, তথা না যেতে দিব কাহাকে ॥ করি আছি অঙ্গিকার, ছাড়িব না তব দ্বার, কেমনে যেতে বলি তোমায়। অঙ্গিকার ভঙ্গ কৈলে, দণ্ড পাব পরকালে, একথা ক্ষমা কর আমায় ॥ বিশেষ তোমারে কহি, বন্ধু নাই তোমা বহি, কেমনে পাঠাইব তোমায়। শমন ভবন সেই, মরে সেই যায় যেই, সেই রবি সুতের আলয় ॥ কহে কবি সরকার, ধন্য সাহস তোমার, হাতেম তুমি হে গুণাকর। মনুষ্য হইয়ে তুমি, যম সহ অনুক্রমি, করিতে হে পর উপকার ॥

পয়ার।

হারেছ বলে হাতেম হে কহি তোমায়। বাসব বাসে যেতে ইচ্ছা জীবৎ দশায় ॥ হাম্মামে যাইতে হে বাসনা পরিহর। জীবৎ দশায় মৃত্যু ইচ্ছা কেন কর ॥ হাম্মামে গেলে প্রত্যাগমন না হইবে। মৃত্যু ঔষধ কেন হে গলায় বান্ধিবে ॥ হাতেম বলে যা থাকে অদৃষ্টে আমার। কেমন হাম্মাম চক্ষে দেখি একবার ॥ জন্মিলে মরণ আছে না হয় খণ্ডন। মৃত্যু হেতু চিন্তা কভু না করি কখন ॥ হারেছ বুঝিল মনে না মানিল মানা। হাতেমের নিকট মৃত্যু ভাবে গেল জানা ॥ বাদশা বলে হাতেম বুঝিনু কারণ। একান্ত হাম্মামে যাবে আছে তব মন ॥ এক পত্র লিখি আমি যথা দ্বারী আছে। যাও মাত্র এই পত্র দিবে তার কাছে ॥ পত্র লিখিল তারে হারেছ গুণধাম। হাম্মাম দেখিতে যাবে হাতেম ইহার

নাম ।। বারম্বার নিষেধিনু না শুনে বারণ। পত্র লিখিনু তোমায় ইহার কারণ ।। এই বিবরণ লিখে জানাই হে তোমায় ।বলে কয়েফিরাতে যদি পার ইহায় ।। এই পত্র লিখি দিল হাতেমের করে। দশ বিশ লোক দিল হাতেম গোচরে ।। দ্বারে আসি হাতেমতাই উপস্থিত হৈল। দ্বারপাল হস্তে বাদশাই পত্র দিল ।। পাইয়া বাদশার পত্র দৃষ্টি করিল। হাতেম তাই নাম তার পত্রে দেখিল ।। সমস্ত বিবরণ লেখা আছে তায় অশেষ বিশেষ দ্বারী হাতেমকে বুঝায় ।। দ্বার নাহি ছাড়ে দ্বারী হাম্মামে যাইতে। হাতেমতাইকে দ্বারী লাগিল বুঝাইতে ।। হাম্মাম বিশাল স্থান পরম দুষ্কর। জীবন নাশিতে কেন যাবে গুণাকর ।। ভয়ানক বিপরিত ভীষণ দর্শন। যেই যায় তথায় সে হারায় জীবন।। জীবন থাকিলে অনেক দেশ দেখিবে। একবার হাম্মাম দেখে প্রাণ হারাইবে ।। বহুবিধ বুঝাইল কিছু না বুঝিল। পুনর্ব্বার বাদশাকে দ্বারী সংবাদ লিখিল ।। না শুনে হাতেমতাই আমার বারণ। একান্ত হাম্মামে যাইতে এর মন ।। বহুবিধ ভয় দেখাইল হাতেমেরে। কোনমতে নাই শুনে একান্ত অন্তরে ।। এই সব বিবরণ লিখি করপুটে। পাঠাইয়া দিল পত্র বাদশার নিকটে ।। পত্র পাইয়া বাদশা করিলেন দৃষ্ট। নিতান্ত জানিল হাতেমের দুরাদৃষ্ট ।। পুনঃ পত্র লিখিল বাদশা যে তখন। বুঝিনু হাতেমের যে নিকট মরণ ।। যে পথে মৃত্যুর সংঘটন যার। সেই পথ অবলম্বনে মন হয় তার ।। অতএব দিবে তারে হাম্মামে পাঠাইয়া। যা থাকে অদৃষ্টে তার ঘটিবে তথা গিয়া ।। তত্রাপি বুঝাইল তারে কিছু না শুনিল সিংহের দ্বারে হাতেম উপস্থিত হৈল ।। আকাশ হইতে সৃষ্টি দেখিল হাতেম। তবু মনে ভয় না হইল কোন ক্রম ।। সিংহের দ্বারে লেখা আছে এই বিবরণ। কৈজুম নামেতে বাদশা ছিল এক জন ।। সেই বাদশা লিখি আছে সিংহের দ্বারে। যেই জন যাবেন এই হাম্মাম ভিতরে হাম্মামে যে প্রবেশিলে না ফিরিবে আর। না ফিরিবে না মরিবে এই অঙ্গিকার ।। যদি বধি দেহে প্রাণ থাকিবে সঞ্চার। তদবধি হাম্মাম হৈতে না ফিরিবে আর ।। উদ্যানের ফল ফুল করিবে সেবন। বাহির হৈতে নারীবে থাকিতে জীবন ।। উদ্যানে ভ্রমণমতে ফল ফুল আহার। জীবন থাকিতে তার নাহিক নিস্তার ।। হাতেম জানিয়া যে সমস্ত বিবরণ।

কন্যার প্রেহিল্লিকা প্রসিদ্ধ কারণ ॥ কন্যা আগে এই তত্ত্ব সমস্ত কহিব। যে দেখিনু যে শুনিনু ভুলে নাহি যাব ॥ কন্যা জিজ্ঞাসিলে যে কি কহিব তাঁহারে। এ হেতু যেতে হইল উদ্যান ভিতরে ॥ উদ্যানে কি আছে তাহা নয়নে দেখিব। কন্যার নিকটে গিয়া সমস্ত কহিব ॥ ইহা ভাবি জিজ্ঞাসে কি দেখিলে উদ্যানে। না দেখে কি কব আমি কন্যা বিদ্যমানে এই হেতু যাব আমি উদ্যান ভিতর। যা থাকে অদৃষ্টে তাহা ঘটিবে তৎ-পর ॥ এতেক ভাবিয়া সবে করিয়া বিদায়। হাম্মাম উদ্যান মধ্যে হা-তেম যে যায় ॥ প্রবেশিয়া উদ্যানেতে দেখেন তখন। কোথা গেল দ্বার তার কোথা সে কজন ॥ কোসাদা ময়দানে দেখে উদ্যান ভিতর। কিছু দূর গমন করিল তার পর ॥ উপবেশন তথায় করে নিরীক্ষণ। উদ্যানের দ্বার সব হইল অদর্শন ॥ উদ্যানের উপকুঞ্জে রক্ষক আছিল। সবে অব্যাহতি হয়ে তারা কোথা গেল ॥ উদ্যান মধ্যে হাতেম ভ্রমিয়া বেড়ায়। আসিবারে ইচ্ছা করে দ্বার নাহি পায় ॥ মনে ভাবে সত্য হৈল হাম্মামের কথা। অদৃষ্টে যাছিল মম ফলিলত যথা ॥ সমস্ত দিবা ভ্রময় উদ্যান ভিতর। আসিতে নাহি পারে হাতেম গুণাকর দ্বার অভিমুখে গিয়া করে নিরীক্ষণ। নিকটস্থ হৈলে সব হয় অদর্শন ॥ উদ্যানেতে ভ্রমণ করে হাতেমতাই। কোসাদা ময়দান দেখে আর কিছু নাই ॥ উদ্যান বহির্দ্বার না পেয়ে কোন ক্রেম। যাই কেমনে মনের ভাবে হাতেম ॥ একি দায় উপায় না দেখি কোনক্রেম। হাম্মাম আসিয়া বুঝি মরিল হাতেম ॥ মরণ স্মরণ করিয়ে ভাবেন তথা। সত্য হইল হা-রেছ বাদশার কথা ॥ আসিতে নিষেধ মোরে কৈল বারম্বার। না শুনিয়া এই দশা ঘটিল আমার ॥ ইহা ভাবিয়া হাতেম ভ্রমিয়া বেড়ায়। মনুষ্য মূরতি এক দেখিবারে পায় ॥ তাহার অভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া। জিজ্ঞাসা করে হাতেম বিনয় করিয়া ॥ তাহার কক্ষ স্থলেতে দর্পণ যে ছিল। হাতেম হস্তে দর্পণ অর্পণ করিল ॥ দর্পণে আপন অঙ্গ করিয়া দর্শন পুনর্ব্বার তাহারে করেন জিজ্ঞাসন ॥ কিবা নাম ধর তব কোথা নিকে-তন। কহ দেখি শুনিব তোমার বিবরণ ॥ নর সুন্দর বলে মম হাম্মামে বসতি। হাতেম কয় কোথায় চলেছ সংপ্রতি ॥ নর সুন্দর বলে আমি ভ্রমিয়ে বেড়াই। ধনবান অতীপের দেখা কোথা পাই ॥ হাম্মামে লয়ে

তারে স্নানাদি করাই। এই উপজীবি মম তোমাকে জানাই।। পুরস্কার পাই কিছু তাহা বরাবর। হাতেমের নিকটে কহে নরসুন্দর।। হাতেম বলে লয়ে চল যাব তথায়। হাম্মামগর্দ্দ আপনি আছয়ে যথায়।। হাতেমতাইকে সঙ্গে লইয়া হাজাম। উপস্থিত কৈল লয়ে যথায় হাম্মাম।। উচ্চতর দেবালয় অতি মনোহর। হাতেম জিজ্ঞাসে তারে কার এই ঘর।। নরসুন্দর বলে এই হাম্মাম আলয়। এই খানে কিছুক্ষণ থাকি মহাশয়।। নরসুন্দর চলে গেল ঘরের ভিতর। হাতেম রহিল সেই বহির্দ্বারোপর।। নরসুন্দর হাতেমে ডাকিয়া লইল। তদুপরে উপবেশন হাতেম হইল।। শীবিরে পশিতে হাতেম সদাচার। আচম্বিতে সে ঘরের বন্ধ হৈল দ্বার পুষ্করিণীর তটে গেল ভাবিতে২। পুনঃ বন্ধ হৈল বুঝি না পারি যাইতে নরসুন্দর হাতেমে বলেন তখন। এই পুষ্করিণীতে কর স্নানাদি তর্পণ হাতেম কহে অঙ্গে মম বসন ভূষণ। কিরূপে করিব স্নান না জানি কারণ নরসুন্দর দিল এক আনিয়া বসন।। পরিধান করি বস্ত্র রাখিল তখন।। পুষ্করিণীতে উপবেশন হাতেম হৈল। স্নানাদি তর্পণ তাহে করিতে লাগিল।। এমত সময়ে এক দৈববাণী শুনে। ভাবিতে লাগিল তাই আপনার মনে। সমস্ত হাম্মাম আলয় হইল অন্ধকার। দেখিতে হাতেম-তাই নাহি পায় আর।। ক্ষণেক বিলম্বে পরে প্রকাশ হইল। নরসুন্দরকে আর দেখিতে না পাইল।। কোথা গেল পুষ্করিণী কোথা গেল হাম্মাম। যে যার স্থানে সবে করিল বিশ্রাম।। কেবল দেবালয় এক সুবর্ণ প্রস্তরে দেখিয়া ভয়ানক হাতেমের অন্তরে।। সেইক্ষণ আচম্বিতে দেখিতে২। জলময় হইল সেই দেবালয়েতে।। ক্রমে২ জল সব বাড়িতে লাগিল। হাতেমের নাভিদেশ জলেতে ডুবিল।। হাতেম ভাবিল মনে যাই পলাইয়া। প্রাণত্যাগ হবে কেন জলেতে ডুবিয়া।। পলাইতে চাহে তাহার দ্বার নাহি পায়। ভয়ানক গুণিয়া যে ভ্রমিয়া বেড়ায়।। দেখিতে২ জল বক্ষেতে উঠিল। ক্ষণেক বাদে হাতেমের মস্তক ডুবিল।। হাতেম সাতার দিল জলের উপর। আপনার মনে তাই ভাবে তৎপর।। হাম্মামে আসিয়া লোক ফিরে নাহি যায়। স প্রমাণ হইল বাদশার কথায়।। যে যে আসিয়াছিল এ হাম্মাম দেখিতে। মারা গেছে এইরূপ ডুবিয়া জলেতে একারণ হারেছ বাদশা বারম্বার। নিষেধ করিল কথা না শুনিনু তার।।

জলে সাতারে হাতেম নাহি পায় স্থল। হাতেম ভাবেন মম অদৃষ্টের ফল ।। হেনকালে দৈববাণী দৈবাত হইল। আচম্বিতে জল সব শুখাইয়া গেল। ধরণী দেখিয়া তাই আনন্দিত মন। মৃত্যু দেহে যেন পাইল জীবন ।। জীবন নিধনে তাই জীবন পাইল। সঙ্কট হইতে হাতেমতাই বাঁচিল ।। ভগবানের শরণ করে হাতেমতাই। তোমার কৃপায় যথা তথা রক্ষা পাই ।। তিন দিবস হাতেম রহে সেই খানে। মনোহর ইমারত এক দেখে নয়নে ।। তথায় চলিল হাতেম ত্যজি সেস্থান। অভিমুখে দেখে এক সুন্দর উদ্যান ।। উদ্যানে উপবেশন হইয়া তখন। উদ্যানের চতুস্পার্শে করে নিরীক্ষণ ।। এইরূপে হাতেমতাই ভ্রমে তথায়। পুনঃ আসিবার কালে দ্বার নাহি পায় ।। উদ্যানে উদ্যানে তাই কিছু দূর যায়। ফল ফুল চয়ন করি হাতেম খায় ।। উদ্যানের শোভা কত করে নিরীক্ষণ। নানাবিধ ফল ফুল করয়ে ভক্ষণ ।। অন্ন বিনা অনাহার ফল ফুলাহার। ক্ষুধায় হইল তার অস্থি চর্ম্ম সার ।। পুনঃ উপবিষ্ট হয় দ্বিতীয় উদ্যানে। মনোহর অট্টালিকা এক দেখে নয়নে ।। লোক জন নাই তথা জিজ্ঞাসি কাহারে। দেখে এক তোতা পক্ষি বসিয়া পিঞ্জরে ।। হাতেমে কহে পক্ষি অতি ক্রোধানলে। কে তুমি মনুষ্য জাতি কি জন্য আইলে ।। জীবৎ দশায় এলে সঙ্কট হাম্মামে। পুনঃ প্রত্যাগমন যে হবে না নিজধামে ।। এই কথা শুক পক্ষী হাতেমে কহিল। উপবিষ্ট হয়ে তথা হাতেম দেখিল ।। সিংহের দ্বারে আছে লেখা এই বিবরণ। যাদুর তোতা এই যে নহে সাধারণ ।। এই তোতাকে যে শরেতে বধিবে সেই জন হাম্মামে যাইতে পারিবে ।। নহেতো পাষাণ হয়ে রবে এই স্থানে। ভাবিত হইল তাই এই কথা শুনে ।। কতলোক তোতাকে না পারে কোনক্রেম। পাষাণ হয়েছে তাহা দেখিল হাতেম ।। ভয়ানক শুনি হাতেম ভাবে মনেতে। আমি যদি নাহি পারি তোতাকে মারিতে এইরূপ প্রস্তর হয়ে এখানে থাকিব। পুনর্ব্বার ফিরে আর যাইতে নারিব ।। পাষাণ হৈলে আমি হাসিবেক লোকে। মনিরস্বামী মারা যাবে কন্যার শোকে ।। মরি মরি আমি মরি তাহে নাহি দোষ। মনি স্বামী মারা যাবে এ বড় আপশোস ।। আমি যদি হয়ে থাকি এস্থানে

পাথর। মণিরস্বামী আর মম না পাবে খবর।। যা থাকে অদৃষ্টে আমি তোতাকে দেখিব। হয় মারি নহে মরি প্রস্তর হইব।। ইহা বলি হাতেম অভিমুখে ধায়। তক্তোপরে ধনুর্ব্বাণ দেখিবারে পায়।। সেই ধনু তীর যে হাতেম লয়ে করে। এক তীর প্রহার করিল তোতাপরে।। দেখিয়া যাদুর তোতা পলাইয়া যায়। বসিল গিয়া তীর সে পীঞ্জরের গায়।। বিফল হইল যদি হাতেমের তীর। ভাবিয়া হাতেমতাই হইল অস্থির।। উরু পর্য্যন্ত হাতেমের হইল প্রস্তর। তুলিতে না পারে পদ হইল কাতর।। তোতা পুনঃ উড়িয়া বসিলেন পিঞ্জরে। হাতেম পানে চায় কোপদৃষ্টিভরে।। তোতা পক্ষী বলে পালাও রে দুষ্ট হাতেম। আমায় বধিতে পারিবেনা কোনক্রেম।। ইহা শুনিয়া হাতেম ভাবিত অন্তর। দ্বিপদ হইল তার বুক বরাবর।। মনে মনে বলে যে হাতেম গুণাকর। এখানে থাকিনু আমি হইয়া প্রস্তর।। বড় খেদ রহিল মনে মনন কারণে। মরিবে মণিরস্বামী আমার মরণে।। তোতাপক্ষি হাতেমেরে করে ভৎর্সনা। জারি জুরি ভারি ভুরি সব গেল জানা।। বিফল হইল তোমার প্রথম শর। চায়ে দেখ অর্দ্ধনাভি হইল প্রস্তর।। পর উপকার হেতু হারাইলে প্রাণ। হাম্মামে আসিয়া হাতেম হইলে পাষাণ।। পর উপকার ধর্ম্ম রহিল কোথায়। অহল্যার দশা বুঝি ঘটিল তোমায়।। তোতা বাক্য হাতেমের দহে কলেবর। পুনঃ এক তীর মারে পক্ষীর উপর।। পলাইল পক্ষীবর পিঞ্জর ছাড়িয়া। বিফল হইল তীর দেখিল চাহিয়া।। দ্বিতীয় বিফল হৈল হাতেম কাতর। অর্দ্ধনাভি হাতেমের হইল প্রস্তর।। পাষাণ হইল দেহ বাকি কণ্ঠদেশ। কান্দিয়া হাতেমতাই হইল অবশ।। তৃতীয় তীর মারে জপিয়া হরি নাম। সে তীরে মরিল তোতা তাজিয়া সংগ্রাম।। কোথা গেল তোতা আর সোণার পিঞ্জর। কোথা গেল এ সব আসবাব মনোহর।। কোথা গেল রঙ্গ ঠাট পরম উদ্যান। কোথা গেল স্বর্ণতক্ত সে তীর শরাসন।। হাতেম তাই হয়েছিল প্রস্তর কলেবর।। যত লোক ছিল আর উদ্যান ভিতর।। সে সকলে পাইল মনুষ্য কলেবর। হাতেমতাইকে সকলে জিজ্ঞাসেন খবর।। একেং হাতেম যে সমস্ত কহিল। সবে আসি হাতেমের শরণ লইল।। সপ্তম প্রেহিল্লিকার কথা সমাপ্ত হৈল। মণিরস্বামীর বিবাহ

দিতে বাকি রহিল ।। কবি সরকার বলে হরিপদ সার। হরিপদ বিনা এই অসার সংসার ।।

ত্রিপদী।

বাদগর্দ্দ হাম্মামেতে, জয়ী হয়ে হরষিতে, নিমগ্ন হৈল আনন্দার্ণবে। দুঃখ হৈল অবসান, জুড়ায় তাপিত প্রাণ, হাতেমতাই চলিল তবে ।। মনে ভাবে আপনার, কিছু চিন্তা নাই আর, দুঃখ দূর কৈল ভগবান। পথ নাহি পায় তাই, কোথা যেতে কোথা যাই, দিগ্‌বিদিগ নাহি হয় জ্ঞান ।। ভাবি মনে নারায়ণে, চলে সিংহদ্বার পানে, উপস্থিত দ্বারপাল ঠাই ।। পূর্ব্বোক্ত দ্বার পালে, কহে সকল কুশলে, যে হাম্মাম হৈল জয়ী একে একে সব কথা, কহিল সকল তথা, দ্বারপাল সমস্ত শুনিল ।। সে সব কথা শুনিয়া, দ্বারী বিস্ময় মানিয়া, হাতেমেরে ধন্যবাদ দিল ।। তথা হৈতে চলে তাই, বিলম্ব করেন নাই, চলে যথা হারেছ কাতান। হাতেমের পায়ে দেখা, হারেছ বলেন সখা, কহ শুনি তোমার কল্যাণ ।। হাতেম কহেন তাকে, বিবরণ একে একে, যে রূপে হাম্মাম সে জিনিল। যে রূপেতে ছল করি, মরস্থন্দর সহ হেরি, একে একে সমস্ত কহিল ।। শুনিয়া হারেছ সাহা, অবগত হৈল তাহা, প্রশংসা করিল বহুতর। ধন্য ধন্য তুমি ধন্য, তোমার মাহাত্ম্য গণ্য, এই কীর্ত্তি রহিল তোমার ।। অসাধ্য সাধন সাধি, প্রকাশিলে গুণনিধি, বিশাল যাদু করি সংহার। তুমি বিনা কেবা আর, পারে অবনী মাঝার, করিতে লোকের উপকার। খাদ্য ভোজ্য দ্রব্য যত, আনিয়া যে নানামত, হাতেমেরে করায় সেবন। কয়েদি যতেক ছিল, সকলে বসন দিল, যথোচিত বসন ভূষণ ।। হারেছ বাদশা আগে, হাতেম বিদায় মাগে, এক্ষণে আসি কর বিদায়। বহু দিন হৈল আমি, না হেরি মনিরস্বামী, কি রূপেতে আছয়ে তথায় ।। আমার বিলম্ব দেখি, হয়ে আছি মৌনে মুখি, মননেবে কন্যা মিলাইব মনিরস্বামী বিভা দিয়ে, যাইব যে নিজালয়ে, মাতা পিতা দর্শন করিব ইহা শুনিয়া বাদশা, সাধু সুধা প্রিয়ভাষা, কহেন হাতেমেরে তখন। নিজ লোকে আদেশিল, হাতেমের সঙ্গে দিল, কত শত সহ দূতগণ ।।

হাতেমতাইর তরে, বাদশা বিদায় করে, হয় হস্তি দিল বহুতর। মণি চুণি হিরাহার, দিল পরেশ প্রস্তর, হয় যাহা অল্পেতে বিস্তর ॥ চলে লোক বহুতর, চলে হরিষ অন্তর, স্থানে স্থানে রহে কত স্থানে। যথা হয় অবসান, তথায় করে বিশ্রাম, উপকুঞ্জ করিয়া নির্জ্জনে ॥ কতেক দিনের পরে, সাহাবাদ সহরে, পথ মধ্যে ছিল যে প্রহরী। আসি সেই দূতগণ, কহে সব বিবরণ, হাতেম আইল তৎপরি ॥ কন্যা দূতে আজ্ঞা করে, শীঘ্র আন হাতেমেরে, শুনিব সকল বিবরণ। সপ্তম প্রেহিল্লিকা আর, শুনিব যে অর্থ তার, হাম্মামের যতেক কারণ ॥ ইহা শুনি দূতগণ, হাতেমে লয়ে তখন, উপস্থিত সিংহের দ্বারেতে। অগ্রে দূতগণ যায়, হোসেনবানুকে জানায়, আইল হাতেম তবাগ্রেতে ॥ তাই সঙ্গে লোক ছিল, স্থানে২ বাসা দিল, কাতানের প্রধান সবায়। পরে যে দূত আসিয়া, হাতেমে গেল লইয়া, হোসেন বানু আছে যথায় ॥ কন্যা উপকুঞ্জ ছিল, হাতেমেরে বসাইল, তাহার অনতিদুরোপর। হাম্মামের বিবরণ, করে কন্যা জিজ্ঞাসন, কি দেখিলে হাম্মাম ভিতর ॥ যে রূপে হাম্মামে গেল, একে২ যে কহিল, যে রূপে যথায় কষ্ট পেলে। যে রূপে হারেছ পুরে, হাতেম প্রবেশ করে, একে২ কহেন বিরলে ॥ যে রূপে হাম্মামে যায়, যথোচিত কষ্ট পায়, যে রূপে হাম্মাম জলময়। যেই রূপে সেই জলে, হাতেম সাঁতারে চলে, যে রূপে পাইল কুলাশ্রয় ॥ যে রূপেতে তিন তীরে, বধিল সেই তোতারে, যেইরূপে হাতেম পাষাণ। একে২ সব কথা, কহিল কন্যার তথা, কন্যা যে হইল প্রবিধান ॥ কটিতে আআছ ছিল, কন্যা অগ্রে দেখাইল, দেখে কন্যা হইল প্রত্যয়। বানু যে তাহার পরে, হাতেমে প্রশংসা করে, ধন্য তুমি সাধু মহাশয় ॥ তব তুল্য না দেখি কারে, এই ভব সংসারে, মনুষ্যেতে কে আছে এমন। এ রূপে প্রশংসা করি, হোসেনবানু সুন্দরি, হাতেম হেতু কৈল যতন ॥

পয়ার।

হাতেম সমস্ত কথা কহিল তখন। সপ্তম প্রেহিল্লিকা তব হৈল পুরন ॥ প্রসিদ্ধ করহ কন্যা তব অঙ্গিকার। সয়ম্বর উদযোগ কর এই

বার ॥ ইহা শুনি হোসেনবানু ভাবে মনেং। মনুষ্য এমন আছে জানিব কেমনে ॥ বিশাল এই মম সপ্তম প্রেহিল্লিকে। প্রসিদ্ধ হাতেম করিলেন একেং ॥ না জেনে করে ছিলাম নিদারুণ পণ। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ॥ প্রতিজ্ঞা কারণ আমি হয়ে পরী জাতি। করিতে হৈল আমায় মনুষ্যকে পতি ॥ এই কথা মনেং ভাবেন তখন। হাতেম কহেন কর প্রতিজ্ঞা পূরণ ॥ বহু কষ্টে কৈনু মম পুর্ণ অঙ্গিকার। তুমি প্রসিদ্ধ কর বাক্য আপনার ॥ অঙ্গিকার ভঙ্গ কার্য্য মহা ভয়ানক। দেহ অন্তে পরলোকে ভুঞ্জিবে নরক ॥ বানু বলে আমার পিতার পরলোক। অদ্য হৈতে হৈলে তুমি আমার জনক ॥ কত বড় কার্য্য যাহা করহ সাধন। কুল শীল তব হস্তে কৈনু সমর্পণ ॥ ইহা বলি কন্যা উপকুঞ্জ পরিহরি। বাহিরে আইল পিতা সম্বোধন করি ॥ হাতেমে জনক ভাবে আসিয়া বাহিরে। বিবাহের উদযোগ আজ্ঞা করিল তাহারে ॥ মণিরস্বামীকে যে হাতেম জানাইল। বিবাহের উদযোগ সমস্ত করিল ॥ বর সাজ সাজাইল যথা বিধি নীত। বিবাহ হৈল মণির বানুর সহিত ॥ হাতেম লেখে পত্র হারেছ বাদশায়। আলমাছ পাঠাইল হর্ষ হয়ে তায় ॥ বিবাহের বিবরণ সমস্ত লিখিল কত খাদ্য দ্রব্য দিয়ে বিদায় করিল ॥ হারেছের লোক সব স্বদেশে চলিল। হারেছ সদাগরকে সমস্ত কহিল ॥ হাতেম মণিরস্বামীকে কহেন তখন। নিজ অধিকার কর রিতমত যেমন ॥ বিবাহের নহবোধ বাজে স্থানেং। বাসস্থল বাসিগণে আনন্দিত মনে ॥ কাঙ্গাল অতিতে কত করে বিতরণ। খাদ্য দ্রব্য নানা মতে করে আয়োজন ॥ নৃত্য গীত হয় কত না যায় বর্ণন। স্থানেং বাজে বাদ্য নাচে পরীগণ ॥ এইরূপে বিবাহ কার্য্য হইল সাধন। কিছু দিন পরে স্বামী কহিছে তখন ॥ শ্বশুর আলয়ে থাকা নহে সুশোভন। এই হেতু নিজালয়ে করিব গমন ॥ পরেতে মণিরস্বামী জাবে নিজালয়। এক্ষণে শুন হাতেমতাইয়ের বিদায় ॥

হাতেমতাইয়ের স্বদেশে গমন।

ত্রিপদী।

মণিরস্বামীর আগে, হাতেম বিদায় মাগে, যাইতে আপন নিজালয়। তোমার কারণে আমি, দেশ দেশান্তরে ভ্রমি, করাইনু তব পরিণয়॥ বিবাগী ছিলে যে জন্য, মিলাইনু সেই কন্যা, মানস পূর্ণ হৈল তোমার। এক্ষণে বিদায় আমি, শুন হে মণিরস্বামী, যথা শক্তি কৈনু উপকার॥ যাইব হে নিজালয়, বিলম্ব উচিত নয়, হেরি গিয়া জনক জননী। মম হেতু চিন্তান্তর, আছে পিতা বহুতর, কাতর যে দিবস রজনী॥ তোমরা আনন্দে রহ, আমাকে বিদায় দেহ, যাই আমি দেশে আপনার। পূর্ণ হৈল অঙ্গিকার, দেশে যাই আপনার, তুমি থাক গৃহেতে তোমার॥ পতিত তোমার দায়, অতিত হইয়ে তায়, দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিলাম। নাহি জানি পিতা মাতা, কিরূপে আছেন তথা, হেরি গিয়া নিজ গ্রামধাম॥ হোসেনবানু যে বলে, তুমি যে কার্য্য করিলে, কি দিব তুলনা আমি তার। তব গুণাগুণ যত, একাননে কব কত, চতুর্ম্মুখ হলে কব তার॥ পিতা সম হও তুমি, অধিক কি কব আমি, মিলাইলে মম দুই জনে। যদি না আসিতে তুমি, মরিত মণিরস্বামী, বিফল হইত তোমা বিনে॥ এতেক দিনের পরে, তুমি যদি জাবে ঘরে, বারণ করিতে নারি তাতে। লোক জন সঙ্গে লহ, স্বদেশে আনন্দে যাহ, দেখা কর জনক সঙ্গেতে॥ হাতেম কহেন কন্যা, সঙ্গের সঙ্গি কি জন্যা, সঙ্গে আছে ভগবানের নাম। পিতা মাতার চরণ, মনেতে করি স্মরণ, নিষ্কণ্টকে দেখিব স্বধাম॥ কহেন মণিরস্বামী, খরজম ছাড়িয়ে আমি, এসেছি বাদশাই ছাড়িয়া। তোমার মিলন তরে, কিছু না কহিয়া কারে, বদ্ধ আছি তোমার লাগিয়া॥ অদৃষ্টেতে যাহা ছিল, ভগবান মিলাইল, তোমার কহিব কি গুণে। এক কথা কহি আমি, মনযোগ কর তুমি, অভিযোগ না করহ মনে॥ আমি পিতার একপুত্র, আর নাই পুত্র পৌত্র, পিতা দিলে আমায় বাদশাই। পিতা মাতার বৈভব, আমি যে সকলে সব, আমা বিনে আর কেহ নাই॥

তব জনক জননী, অবর্ত্তমান হে জানি, কেবল মাত্র অর্থ কিছু আছে। বন্ধু বান্ধব যে নাই, অযোগ্য যে এই ঠাই, চল মম পিতা মাতা কাছে কন্যা কহে কি কহিব, যথা যাবে তথা যাব, আছি আমি তব আজ্ঞাকারি এতেক বলিয়া কন্যা, স্বামী সহ যাবার জন্যে, দাসে আদেশিল নিতে ধন। ধনার্থ যতেক ছিল, হোসেনবানু সব নিল, স্বামী সহ করিল গমন॥ অবশিষ্ট রহে যাহা, কিঙ্করে সঁপিল তাহা, ধন জন বাটী ইমারত। এতেক বলি সবায়, বিদায় হইয়া যায়, পুরাইতে নিজ মনোরথ॥ আসি হাতেম নিকটে, কহে বানু করপুটে, শুন ভাই সাধু সদাচার। যে কর্ম্ম করিলে তুমি, অধিক কি কব আমি, প্রাণ দিয়ে কৈলে উপকার বেঁচে রব যত দিন, উদ্ধারিতে তব ঋণ, নারিব থাকিতে এ জীবন। কহেন মণিরস্বামী, তোমার কিঙ্কর আমি, যদবধি জীবন ধারণ॥ আমাকে বিদায় দেহ, আপনি স্বদেশে যাহ, আর না পাইব দরশন। যে দেখা এই যে দেখা, শুন হে প্রাণের সখা, আর দেখা হবেনা কখন॥ এতেক বলিয়া তারে, মণির বিদায় করে, হাতেম স্বদেশেতে চলিল। দেশে যায় অশ্বোপরে, উড়িয়া পবন ভরে, স্বদেশে উপস্থিত হইল॥ এখানে মণিরস্বামী, হইলেন পথ গামী, ধন জন সঙ্গেতে লইয়া। কন্যা করি সহগামী, চলেন মণিরস্বামী, নিজ দেশে পৌঁছাইল গিয়া॥ গ্রাম ধাম বাসী লোকে, মণিরস্বামীকে দেখে, দেশে আইলেন মণির স্বামী। বাদশাকে সম্বাদ দিল, যে রূপে বাদশা ছিল, ধাবমান হৈল অগ্রগামী॥ হাতেম পিতার পায়, প্রণাম করিয়া তায়, পদরজ করিল ধারণ। পুত্রকে লইয়া কোলে, মহানন্দ কুতুহলে, পিতা পুত্রে উভয়ে দর্শন॥ পরে অন্তঃপুরে চলে, জননীর পদতলে, মণিরস্বামী করিল প্রণাম। যথা যোগ্য সমাদর, করিলেন পরস্পর, বিশ্রাম কুঞ্জে করিল বিশ্রাম॥ পরে কতেক দিবসে, আসিয়া আপন দেশে, হাতেম উপস্থিত হইল। আসিয়া আপন দেশে, সকলেরে জিজ্ঞাসে, মম পিতা আছেন তো ভাল॥ হাতেম আইল দেশে, বাদশাকে সে আদেশে, যতেক দূতগণ শুনে। বাদশা আসি অগ্রসারে, লইলেন হাতেমেরে, হাতেম আসি প্রণামে চরণে॥ পিতা পুত্রে দরশন, দর্শনার্থে দরশন, পিতা পুত্র উভয়ের হৈল। বাদশা যে কুতুহলে, হাতেমকে লয়ে কোলে,

অন্তঃপুরেতে চলিল ।। জননীর পদরজে, লইয়া শির সরজে, প্রণাম করিলেন হাতেম । জননী পাইয়া পুত্র, আনন্দ সাগরে সেতু, পাইলেন যেন অনুক্রম ।। কন্যা জরিপোস যথা, তাই উপস্থিত তথা, গমন করিল ভার্য্যালয় । কান্তাকান্ত দুইজন, উভয়ের দরশন, মিলন হইল দোঁহা-কায় ।। সহরে লোক যারা, হাতেমে দেখিতে তারা, আইলেন বাদশা আলয় । বাদশা হাতেমে বলে, এত দিন কোথা ছিলে, কহ শুনি বিশেষ সমুদয় ।। হাতেম কহে তখন, সমস্ত যে বিবরণ, যে কারণ ভ্রমণ হইল । বিলম্ব হৈল যে কারণ, সে সকল বিবরণ, একে২ সমস্ত কহিল ।। পিতা পুত্রের মিলন, মম দুঃখ বিমোচন, বাদশা পুত্র পায়ে করে কোলে । হাতেমতাই পুস্তক, সমাপ্ত হৈল ইস্তক, সরকার ঈশ্বরচন্দ্র বলে ।।

হাতেমতাই পুস্তক সমাপ্ত ।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ বিক্রেতা ।

শ্রীকালিচরণ দাস দ্বারা সুধানিধি যন্ত্রে মুদ্রিত ।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

বাঙ্গালি

হাতেমতাই।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক পয়ারাদি ছন্দে

বিরচিত।

ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষের

যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীশশিভূষণ ঘোষ।

কলিকাতা।

চিৎপুররোড বটতলা ৩১৭ নং ভবনে সুধানিধি যন্ত্রে

শ্রীকালীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৫ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।